DETECTIVE STORIES NO. 73. দারোগার দপ্তর ৭৩ম সংখ্যা।

বেওয়ারিশ লাস।

(অর্থাৎ পথ-পার্শ্বস্থ পুলিন্দার ভিতরে
প্রাপ্ত লাসের অদ্ভুত রহস্য!)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তম বর্ষ।] সন ১৩০৫ সাল। [বৈশাখ।

Printed By Shashi Bhusan Chandra, at the
GREAT TOWN PRESS,
68, Nimtola Street, Calcutta.

প্রকাশকের মন্তব্য।

আজ "দারোগার দপ্তর" সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিল। এদেশে সাময়িক পত্র নিয়মিতরূপে এত অধিক দিন একাদিক্রমে প্রচলিত থাকা বড় অনেকের ঘটেনা; সুতরাং ইহা গৌরবের কথা, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রাহকগণের উপরেই সাময়িক পত্রের জীবন ও উন্নতি নির্ভর করে। আমাদের সেইরূপ অনুগ্রাহক গ্রাহক, যথেষ্ট আছেন বলিয়া, আজ আমরা গৌরবান্বিত হইতেছি। আজ তাই এই আনন্দের দিনে নূতন বর্ষারম্ভে সেই সকল গ্রাহকের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছি। তাঁহাদের এইরূপ অনুগ্রহ ও সাহায্য পাইলে অন্ততঃ আমাদের জীবনকাল পর্য্যন্ত এই দারোগার দপ্তরের অস্তিত্ব থাকিবে।

কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, এই দারোগার দপ্তরের দ্বারা জুয়াচোর, বদ্‌মায়েসদিগের নূতন জুয়াচুরি বুদ্ধির পথ প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু জানি না, ইহা দ্বারা জুয়াচোরগণ সাহায্য প্রাপ্ত হয়, কিম্বা সাধারণ লোকে সেই জুয়াচোরগণ-কৃত কার্য্যের বিপক্ষে বাধা দিবার জন্য উপায় শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। কারণ, আমরা কল্পনার অতিরঞ্জিত কোন চিত্র এই পুস্তকে দিই না; যাহা বাস্তবিক ঘটনা, এ দেশীয় জুয়াচুরি বুদ্ধির আয়ত্বাধীন, তাহাই ইহাতে লেখা হইয়া থাকে। তাহার পর সামান্য জুয়াচোর, বদ্‌মায়েস লোক পুস্তক পাঠ করে না; শিক্ষিত জুয়াচোরগণ পুস্তক পাঠ করে বটে, কিন্তু এরূপ পুস্তক দ্বারা তাহাদের বুদ্ধি-বৃত্তির বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে, তাহা যদি মানিয়া লওয়া হয়, তবে আমাদের

দারোগার দপ্তর অপেক্ষা ভয়ানক ঘটনা-পূর্ণ বিলাতী ডিটেক্‌টিভ গল্প পুস্তক হইতে তাহারা অনেক অধিক সাহায্য পাইতে পারে। ইহা ত গেল, প্রতিদিন-ঘটিত এ দেশীয় ঘটনার কথা। কিন্তু যখন কল্পনার অতিরঞ্জিত ঘটনা-পূর্ণ নভেলাদি পড়িয়া এ দেশীয় স্ত্রী-বালকগণ বিকৃত-বুদ্ধি ও বিজাতীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন ত কেহ কোন কথা কহেন না, সেরূপ নভেলাদি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন না! ইহার কারণ কি, কেহ কি বলিতে পারেন?

"দারোগার-দপ্তর" একবারে সম্পূর্ণরূপ নূতন ধরণের পুস্তক। এরূপ পুস্তক ইতি-পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয় নাই। সুতরাং ইহা কোন্ শ্রেণীর পুস্তক, ইহা "কাব্য বা উপন্যাস" তাহা অনেকে ঠিক করিতে পারেন না। তবে ইহা গল্প ধরণে লেখা হইলেও, ইহাকে কাল্পনিক ঘটনা-পূর্ণ উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এরূপ স্থলে ইহার লেখক "উপন্যাসিক" পদ-বাচ্য কিরূপে হইবেন, বলিতে পারি না। আর বোধ হয়, এ পর্য্যন্ত সে কথা কেহ বলেন নাই। তবে কোন লেখক "দারোগার দপ্তরের গল্প-লেখক"কে "কবি-উপন্যাসিক" বলিয়া, বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিলেন কেন বুঝিতে পারিলাম না। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, কোন কোন সমালোচক দারোগার দপ্তরের ঘটনা-সমাবেশের বৈচিত্র্য ও পুস্তক-গত ভাষা সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছেন।

আর একটী গুরুতর কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। গত বৎসর বৈশাখ মাসে দারোগার দপ্তরে "মাংস ভোজন" নামে যে পুস্তকখানি বাহির হইয়াছিল, সেই

সম্বন্ধে "পূর্ণিমা" পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে সমাজ-দ্রোহী বলিয়া প্রচার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তবে যদি মাংস ভোজন পুস্তকের ঘটনার যথার্থ নাম ধামাদি এবং কার্য্য-কলাপ যথার্থ বলিয়া অক্ষয় বাবুর নিকট প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, তবে আমার উক্ত কলঙ্কের ক্ষালন হইবে। কিন্তু বিজ্ঞ, ভূতপূর্ব্ব "সাধারণী" পত্রের উপযুক্ত সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমরা যে সকল সমাজ-কালিমার প্রচার করি, সেই কালিমার প্রকৃত নিয়োক্তার নাম ধাম প্রভৃতি প্রকাশ করা কি আমাদের কর্ত্তব্য? বিশেষতঃ উক্ত ঘটনার নায়ক, একজন সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি (বোধ হয় (!) মুন্সেফ)। আর অক্ষয় বাবু যে সময় সংবাদ পত্র পরিচালন করিতেন, বোধ হয়, উক্ত ঘটনা সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশের মধ্যেই ঘটিয়াছিল। (অবশ্য কলিকাতার লোকে সে স্থানকে "বাঙ্গাল" দেশ বলিয়া থাকেন)। অতএব অক্ষয় বাবুর পক্ষে উক্ত ঘটনাকে কাল্পনিক বলিয়া ধারণা করা কি বিজ্ঞতার কার্য্য হইয়াছে? অপর লোক হইলে আমরা এ বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লেখই করিতাম না।

যাহা হউক, পরিশেষে পরম কারুণিক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার অনুকম্পায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া, দারোগার দপ্তর আরও উন্নতি পথে অগ্রসর হয়, এবং ইহার জীবনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হয়। ইতি—

সিকদারবাগান-বান্ধব-পুস্তকালয় ও সাধারণ-পাঠাগার। } শ্রীবাণীনাথ নন্দী, প্রকাশক।

বেওয়ারিশ লাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিবস প্রাতঃকালে থানার সম্মুখে বেড়াইতেছি, এরূপ সময়ে একটী লোকের মুখে শুনিতে পাইলাম যে, রাস্তার ধারে পুলিন্দার ভিতর একটী মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। যাঁহার নিকট হইতে আমি উহা শুনিতে পাইলাম, তাঁহাকে ডাকিয়া দুই একটী কথা জিজ্ঞাসাও করিলাম; কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর প্রাপ্ত হইলাম না। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মৃতদেহ কি নিজ চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন?"

পথিক। না।

আমি। তবে আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন যে, রাস্তার ধারে পুলিন্দার ভিতর একটী লাস পাওয়া গিয়াছে?

পথিক। আমি শুনিয়াছি।

আমি। কাহার নিকট হইতে আপনি শুনিয়াছেন?

পথিক। তাহার নাম ধাম জানি না। রাস্তা দিয়া একটী লোক অপর আর একজনকে বলিতে বলিতে যাইতেছিল, তাই আমি শুনিয়াছি।

আমি। কোন্ স্থানে এবং কোন্ রাস্তায় লাস পাওয়া গিয়াছে, তাহার কিছু শুনিয়াছেন?

পথিক। না, তাহা শুনি নাই।

আমি। কবে পাওয়া গিয়াছে, তাহা কিছু শুনিয়াছেন?

পথিক। আজ পাওয়া গিয়াছে।

পথিকের এই কথা শুনিয়া একবার মনে হইল, হয় ত প্রকৃতই কোন স্থানে রাস্তার কিনারায় পুলিন্দার ভিতর একটী লাস পাওয়া গিয়া থাকিবে। ইহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ইহার সত্যাসত্য জানিতে অধিক বিলম্ব হইবে না, কোন না কোনরূপে এখনই তাহার সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইবে। আবার মনে হইল, কলিকাতা সহরে মধ্যে মধ্যে যেমন এক একটী মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়ে, ইহাও হয় ত সেই প্রকারের কথা।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সেই পথিককে কহিলাম, "যা'ন মহাশয়! আপনি এখন প্রস্থান করুন; কিন্তু সবিশেষ-রূপ না জানিয়া এরূপ কোন কথা জনসাধারণের মধ্যে কখন প্রকাশ করিবেন না। কারণ, আপনি সবিশেষরূপে নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, কলিকাতা সহরের মধ্যে যত প্রকার গুজব উঠে, তাহার এক তৃতীয়াংশও সত্য হয় না।"

আমার কথা শুনিয়া পথিক সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, আমিও সেই স্থানে বেড়াইতে লাগিলাম।

ইহার দশ মিনিট পরেই সংবাদ আসিল, চটমোড়া একটী লাস একটী বাক্সের ভিতর বেওয়ারিশ অবস্থায় যোড়াবাগান থানায় পাওয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া, পূর্ব্বের সংবাদকে

আর মিথ্যা গুজব বলিতে পারিলাম না। আমাদিগের যেরূপ নিয়ম আছে, সেইরূপ ভাবে যোড়াবাগানের থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় বুঝিলাম যে, যে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহার একবর্ণও মিথ্যা নহে।

আমি থানায় গিয়া দেখিলাম, সেই লাসের পুলিন্দা সম্পূর্ণরূপে খোলা হয় নাই। আমি সেই স্থানে গমন করিবামাত্রই যে খোলা হইল, তাহাও নহে। আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইলে পর, ক্রমে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ আসিয়া সেই স্থানে একত্র হইলেন। তাঁহারা আসিলেও বাক্সের ভিতর হইতে সেই লাস বাহির করা হইল না। ডাক্তার সাহেবকে সংবাদ প্রেরণ করা হইল, এবং করোণার সাহেবের নিকট একখানি পত্র সহ একজন কর্ম্মচারী প্রেরিত হইল। ক্রমে ডাক্তার সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও কয়েকজন জুরি সমভিব্যাহারে করোণার সাহেবও আগমন করিলেন।

এইরূপে সকলে সেই স্থানে সমবেত হইলে, যে বাক্সের ভিতর সেই মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা সকলের সম্মুখে আনীত হইল। উহা ডবল টিনের একটী বেশ মজবুত বাক্স; কিন্তু নূতন নহে, পুরাতন। দেখিলে বোধ হয়, বহুদিবস হইতে সেই বাক্সটী অব্যবহার্য্যরূপে কোন স্থানে রক্ষিত ছিল।

শুনিলাম, যে সময় বাক্সটী থানায় আনিয়া জমা দেওয়া হয়, সেই সময় উহাতে চাবি বন্ধ ছিল, এবং খুব মজবুত দড়িতে উহা বাঁধা ছিল। আমরা সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, যে দড়ি দিয়া বাক্সটী বাঁধা ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া, বাক্সটীর চাবি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল।

কিরূপে বাক্সটী থানায় আসিয়া উপস্থিত হইল, কিরূপ সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া উহার দড়ি খুলিয়া ফেলা হইল, ও বাক্সের চাবি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল, প্রথমে তাহাই জানিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া একজন উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কৰ্ম্মচারীর সম্মুখে এই বাক্সটী প্রথম থানার ভিতর আনীত হয়?"

থানার দারোগা নিতান্ত ভীত অন্তঃকরণে উত্তর প্রদান করিলেন, "আমারই সম্মুখে প্রথমে এই বাক্স থানার ভিতর আনয়ন করে।"

উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারী। কে এই বাক্স থানায় আনিয়া জমা দেয়?

দারোগা। পোর্টকমিশনরের একজন চাপরাশি দুইজন কুলির সাহায্যে এই বাক্সটী থানার ভিতর আনয়ন করে।

উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারী। পোর্টকমিশনরের সেই চাপরাশিকে তুমি চিন?

দারোগা। তাহাকে চিনি বৈ কি।

উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারী। সে এখন কোথায়?

দারোগা। তাহাকে আমি থানাতেই রাখিয়াছি, এই সে উপস্থিত আছে।

উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারী। উহার সঙ্গে যে দুইজন কুলি ছিল?

দারোগা। তাহারাও এখানে উপস্থিত আছে।

উঃ কঃ। (চাপরাশির প্রতি) এ বাক্স তুমি কোথায় পাইলে?

চাপরাশি। রাত্রি দুইটার পর আমি পাহারা দিবার নিমিত্ত গঙ্গার ধারে গমন করি। সেই স্থানে এই বাক্সটী আমি দেখিতে পাই।

ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। গঙ্গার ধারে কোন্ স্থানে এই বাক্সটী ছিল?

চাপরাশি। গঙ্গার ধারে যে সকল খোলা মালগুদাম আছে, তাহারই একটী গুদামের ভিতর এই বাক্সটী রক্ষিত ছিল।

ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। যে স্থানে বাক্সটী ছিল, সেই স্থানে আর কোন্ কোন্ ব্যক্তি ছিল?

চাপরাশি। আর কেহই ছিল না, বেওয়ারিশ অবস্থায় কেবল বাক্সটীই ছিল মাত্র।

ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। উহা যে বেওয়ারিশ, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিতে পারিলে?

চাপরাশি। আমি প্রথমতঃ ভাবিয়াছিলাম যে, যাহার বাক্স, সে সেই স্থানে রাখিয়া অপর কোন কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছে, কার্য্য শেষ হইলে যখন আসিবে, সেই সময় তাহার বাক্স লইয়া যাইবে। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলাম, সেই বাক্স লইবার নিমিত্ত কেহই আসিল না, তখন সহজেই আমি উহাকে বেওয়ারিশ মনে করিয়া আমার প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলাম। তিনি সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ওই বাক্স বেওয়ারিশ বলিয়া থানায় জমা দিবার নিমিত্ত আমাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাই আমি এই বাক্স আনিয়া থানায় জমা দিয়াছি।

ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। তোমার সঙ্গে যে দুইজন কুলি আসিয়াছে, উহারা কাহারা?

চাপরাশি। উহারা মুটিয়ার কার্য্য করে, এবং নিকটবর্ত্তী এক স্থানে থাকে। যখন আমি দেখিলাম যে, এই বাক্সটী

অতিশয় ভারি, দুইজন লোক ব্যতীত কোনরূপেই উহা থানায় আনা যাইতে পারে না, তখন এই দুইজন কুলিকে আমি ইহাদিগের গৃহ হইতে ডাকাইয়া আনি, ও ইহাদিগের সাহায্যে এই বাক্সটী আমি থানায় আনিয়া উপস্থিত করি।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। এই বাক্সটী থানায় জমা দিবার সময় উহার ভিতর কি আছে, তাহা তোমরা দেখিয়াছিলে কি?

চাপরাশি। না মহাশয়! তাহা আমরা দেখি নাই। উহার ভিতর কি আছে, তাহা খুলিয়া দেখিবার নিয়ম আমাদিগের নাই। যেরূপ অবস্থায় যে কোন বেওয়ারিশ দ্রব্য পাওয়া যায়, সেইরূপ অবস্থায় তাহা আনিয়া আমরা থানায় জমা দিয়া থাকি।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। তোমরা যদি এই বাক্স না খুলিয়া থাক, তাহা হইলে ইহা খুলিল কে?

চাপরাশি। থানায় আনিবার পর দারোগা মহাশয় উহা খুলিয়াছেন। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমরা উহা খুলি নাই।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। যে সময় দারোগা মহাশয় এই বাক্স খোলেন, সেই সময় তুমি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলে?

চাপরাশি। আজ্ঞা হাঁ, আমি সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলাম। আমার সম্মুখেই এই বাক্স খোলা হয়।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। (দারোগার প্রতি) কেমন, তুমিই এই বাক্স প্রথমে খুলিয়াছিলে?

দারোগা। আজ্ঞা হাঁ, আমি উহা খুলিয়াছিলাম।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। এই বাক্স খুলিবার তোমার কি প্রয়োজন হইয়াছিল?

দারোগা। এই বাক্স যখন জমা করিয়া দিবার নিমিত্ত থানায় আনা হয়, তখন উহার ভিতর কি দ্রব্য আছে, তাহা না জানিয়া উহা কিরূপে জমা করিয়া লইতে পারি? মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া যে দড়ি দিয়া এই বাক্স জড়াইয়া বাঁধা ছিল, তাহা প্রথমে খুলিয়া ফেলি। তাহার পর দেখিতে পাই, বাক্সের চাবি বন্ধ আছে। সুতরাং এই চাবিও আমাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। চাবি ভাঙ্গিয়া বাক্সের ডালা উঠাইয়া দেখিতে পাই যে, উহার ভিতর যে দ্রব্য আছে, তাহা আবার চটে মোড়া। তখন সেই চটের এক পার্শ্বে অতি অল্পমাত্র ফাঁক করিয়া দেখি, উহার ভিতর মৃতদেহ রহিয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি তৎক্ষণাৎ আমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে সংবাদ প্রদান করি। তিনি উপর হইতে তৎক্ষণাৎ নীচে আগমন করেন, এবং স্বচক্ষে এই ব্যাপার দর্শন করিয়া পরিশেষে আপনাদিগের নিকট সংবাদ প্রদান করেন।

ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। থানার কেতাবে তুমি এই বাক্স জমা করিয়া লইয়াছ?

দারোগা। না।

ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। কেন?

দারোগা। বাক্সের ভিতর যখন কোন দ্রব্য পাইলাম না, অথচ লাস বাহির হইয়া পড়িল, তখন আর কি জমা করিয়া লইব?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

থানার দারোগা ও চাপরাশির নিকট এই সকল কথা অবগত হইয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সেই বাক্স সর্ব্ব সমক্ষে সেই স্থানে খুলিতে কহিলেন। আদেশ প্রদান করিবামাত্র তাঁহার সেই আদেশ প্রতিপালিত হইল।

বাক্সের ডালা খুলিবামাত্র আমরা সকলেই দেখিতে পাই-লাম যে, সেই বাক্সের ভিতর চটে মোড়া ও উপরে দড়ি দিয়া উত্তমরূপে জড়াইয়া সেই মৃতদেহটী বাঁধা আছে। সেইরূপ অবস্থায় সেই চট-জড়ান মৃতদেহ সেই বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করা হইল, এবং যে দড়ি দিয়া উহা জড়াইয়া বাঁধা ছিল, সেই দড়ি ও চট খুলিয়া দিলে, দেখিতে পাওয়া গেল, উহার ভিতর যে মৃতদেহ ছিল, তাহা একটী পুরুষের দেহ। উহার হাত পা দোমড়াইয়া যাহাতে অল্প স্থানের ভিতর স্থান হইতে পারে, সেইরূপ ভাবে বাঁধা হইয়াছিল।

সেই মৃতদেহ দেখিয়া অনুমান হইল, যে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে, তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের কম হইবে না। জাতিতে মুসলমান। মৃতদেহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইল; কিন্তু উহার কোন স্থানে কোনরূপ জখম বা অপর কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। কেবল অনুমান হইল যে, উহার বাম গণ্ডে যেন একটু সামান্য কাল দাগ পড়িয়াছে।

ডাক্তার সাহেব সেই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সেই মৃতদেহ উত্তমরূপে দেখিয়া কহিলেন, "যদি ইহাকে কোন স্থানে আঘাত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাম গণ্ডে ব্যতীত যে অপর কোন স্থানে আঘাত করা হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যায় না।"

তিনি আরও কহিলেন যে, তাঁহার বিবেচনায় সেই ব্যক্তির মৃত্যু চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয় না। তিনি তখন এই সকল বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার ঠিক মত প্রকাশ করিতে পারিলেন না, ও কহিলেন যে, এখন তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন মাত্র। যে পর্য্যন্ত সেই শব ছেদন করিয়া তিনি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া না দেখিতে পারিবেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার ঠিক মত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন না।

ডাক্তার সাহেবের এই কথা শুনিয়া, সেই মৃতদেহ যে স্থানে ছেদন করিলে, পরীক্ষা হইতে পারে, সেই স্থানে উহা তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সাহেব আদেশ প্রদান করিলেন।

এই আদেশ সম্বন্ধে তাঁহার মতের সহিত আমাদিগের কাহারও মতের ঐক্য হইল না। তখন আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে কহিলাম, "এই মৃতদেহ এখনই পাঠাইয়া দিবার সম্বন্ধে আপনি যে আদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহা এখনই প্রতিপালন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু এই মৃতদেহ যে কাহার, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই নির্ণয় হয় নাই। অতএব যে পর্য্যন্ত উহা স্থিরীকৃত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত এই

হত্যার কোনরূপ উদ্ধার হইবে না, বা প্রকৃত অপরাধীও ধৃত হইবে না। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এই মৃতদেহ পরীক্ষার নিমিত্ত উহাকে কোন প্রকাশ্য স্থানে অনাবৃত ভাবে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা হইলে এই মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে বিলক্ষণ জনতা হইবে, ও অনেক লোকে এই মৃতদেহ দেখিতে পাইবে। এইরূপ অবস্থায় যদি কেহ এই মৃতদেহ চিনিতে পারে, তাহা হইলে আমাদিগের অভিলাষ অনেকটা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা।”

ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সাহেব আমাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং ডাক্তার সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া কহিলেন, “আচ্ছা তাহাই ঠিক; কিন্তু দিবা বারটার পর এই মৃতদেহ যেন আর রাখা না হয়। কারণ, তাহা হইলে উহা একবারে পচিয়া যাইবে। মৃতদেহ পচিয়া গেলে ডাক্তার সাহেব তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না।”

তিনি আরও কহিলেন, “আমি এখনই প্রত্যেক থানায় সংবাদ প্রদান করিতেছি। সেই সকল থানার এলাকায় প্রত্যেক পল্লীতে যে সকল লোক বাস করে, তাহাদিগের মধ্যে কোন না কোন লোককে আনিয়া যেন এই মৃতদেহ দেখান হয়। তাহা হইলে সেই সকল লোকের মধ্য হইতে কোন না কোন লোক এই মৃতদেহ চিনিলেও চিনিতে পারিবে।”

এই বলিয়া ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সাহেব, ডাক্তার সাহেব এবং করোণার সাহেবের সহিত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর আমরা সেই মৃতদেহটী চটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া একটী প্রকাশ্য স্থানে অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দিলাম। সেই মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। কয়েকজন উচ্চ ও নিম্নপদস্থ বুদ্ধিমান্ কর্ম্মচারীকে পুলিশের পোষাক না পরাইয়া সেই ভিড়ের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইল। সেই মৃতদেহ দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি কি বলে, কেহ উহাকে চিনিতে পারিলে আপনাদিগের মধ্যে কি কথা বলাবলি করে, তাহা জানিয়া লইবার ভার তাঁহাদিগের উপরই অর্পিত হইল।

এদিকে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী মহাশয়ের আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র প্রত্যেক থানার এলাকা হইতে রাশি রাশি লোক আসিয়া সেই স্থানে সমবেত হইয়া সেই মৃতদেহ দেখিতে লাগিল। কিন্তু তাহা যে কাহার দেহ, তাহা কেহ চিনিতে পারিল না, বা চিনিয়াও কেহ বলিল না। এইরূপে প্রায় দিবা এগারটা বাজিয়া গেল।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী সাহেব সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার পর, যে চটে সেই মৃতদেহ মোড়া ছিল, সেই চটটী আমরা উত্তমরূপে দেখিলাম। দেখিলাম, তাহাতে এরূপ কোন কথা লেখা নাই, বা এরূপ কোন চিহ্ন নাই যে, যাহার দ্বারা, সেই চট যে কোথা হইতে আনীত হইয়াছে, বা তাহা কাহার, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

যে টিনের বাক্সের ভিতর সেই মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেই টিনের বাক্সটীর মধ্যে উত্তমরূপে দেখাতে, দেখিতে পাইলাম, তাহার ভিতর একটী পুরাতন ও নিতান্ত ক্ষুদ্র শিশি

রহিয়াছে। সেই শিশিটী নিজের হাতে করিয়া উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে সেই শিশিতে করিয়া ব্যাথগেট কোম্পানির ঔষধালয় হইতে একজন সাহেবের নিমিত্ত ঔষধ আসিয়াছিল। এরূপ শিশি প্রায় সকল গৃহেই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ সাহেব-দিগের গৃহের শিশি, বোতল প্রভৃতি তাঁহাদিগের খানসামা বাবুর্চিরা প্রায়ই বিক্রীওয়ালাদিগের হস্তে বিক্রয় করিয়া ফেলে। বিক্রীওয়ালারা সেই সকল শিশি-বোতল আনিয়া শিশি-বোতল-ব্যবসায়ী দোকানদারের হস্তে বিক্রয় করে। তাহাদিগের দোকান হইতে যাহাদিগের প্রয়োজন হয়, তাহারা ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় সেই ঔষধের শিশি উপলক্ষ করিয়া অনুসন্ধান করিলে যে কোন-রূপ সবিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা, তাহা বিবেচনা করি-লাম না। যে স্থানের শিশি সেই স্থানে রাখিয়া দিয়া, অন্য কোন উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায়ই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

এদিকে নানা স্থান হইতে নানা লোক আসিয়া সেই মৃতদেহ দর্শন করিতে লাগিল। কেহ বা তাহার অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ, কেহ বা হত্যাকারীর উদ্দেশে গালি প্রদান, প্রভৃতি যাহার মনে যাহা আসিতে লাগিল, সে তাহাই বলিতে বলিতে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। তাহাদিগের কথার ভাবে স্পষ্টই অনুমান হইতে লাগিল যে, সেই মৃতদেহ তাহাদিগের মধ্যে কেহই চিনিয়া উঠিতে পারে নাই।

যে স্থানে সেই মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল, আমি সেই স্থানে গমন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান রহিলাম, এবং যে সকল ব্যক্তি সেই মৃতদেহ দর্শন করিতে লাগিল, তাহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যে কি বলে, তাহার দিকে সবিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিলাম।

সেই সময় হঠাৎ একটী লোকের উপর আমার নয়ন আকৃষ্ট হইল। সেই ব্যক্তি আর একজন লোকের নিকট কি কথা বলিতেছিল। তখন উহার ভাবগতি দেখিয়া আমার বেশ অনুমান হইল যে, সেই মৃতদেহ সম্বন্ধেই সে কোন কথা বলিতেছে। আমার আরও অনুমান হইল যে, সেই-মৃতব্যক্তি যেন তাহার পরিচিত।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাৎ ভাগে গিয়া দণ্ডায়মান হইলাম, ইচ্ছা যদি তাহার মুখের কোন কথা শুনিতে পাই।

সেই সময় অপর ব্যক্তি কহিল, "কেমন, তুমি বেশ চিনিতে পারিতেছ?"

উত্তরে সেই ব্যক্তি কহিল, "আমার বেশ বোধ হইতেছে, এ সে-ই ব্যক্তি।"

এই সময় আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, তাহাকে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কোন্ ব্যক্তির মৃতদেহ?"

দর্শক। আমার বোধ হইতেছে, ইহা হুকদারের মৃতদেহ।

আমি। হুকদার কে?

দর্শক। সে ব্রাউন কোম্পানির একজন কোচমান।

আমি। তাহার আর কে আছে, বলিতে পার?

দর্শক। তাহার ভাই আছে।

আমি। তাহার ভাইয়ের নাম কি?

দর্শক। নাম আমি জানি না।

আমি। কোথা থাকে বলিতে পার?

দর্শক। সেও ব্রাউন কোম্পানির আফিসে কোচমানের কার্য্য করে, এবং সেই স্থানেই থাকে।

আমি। তুমি একবার আমার সঙ্গে গিয়া তাহার ভাইকে দেখাইয়া দিতে পার?

দর্শক। আমি যাইতে পারিতাম, কিন্তু এখন আমি আমার মনিবের কার্য্যে গমন করিতেছি। এরূপ অবস্থায় আমি কিরূপে আপনার সঙ্গে গমন করিব? আমার মনিব জানিতে পারিলে, তিনি আমাকে চাকরি হইতে জবাব দিবেন।

আমি। তুমি আমাদিগের সহিত গমন করিয়া যদি এই কার্য্যে আমাদিগের সাহায্য কর, তাহা হইলে তোমার মনিব তোমার উপর কোনরূপেই অসন্তুষ্ট হইবেন না, প্রত্যুত সবিশেষ সন্তুষ্টই হইবেন। তদ্ব্যতীত তোমার বাক্যানুসারে যদি আমাদিগের কার্য্য উদ্ধার হয়, তাহা হইলে যাহাতে তুমি গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু পারিতোষিক পাও, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

আমার কথায় সেই ব্যক্তি পরিশেষে সম্মত হইল, এবং আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেই আড়গড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আমরা যখন আড়গড়ার ভিতর প্রবেশ করিলাম, সেই সময় দেখিতে পাইলাম যে, আড়গড়া হইতে একটী লোক বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই সেই ব্যক্তি কহিল, মহাশয়! "আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, সে ওই বাহির হইয়া আমা-দের দিকে আসিতেছে, দেখুন।"

এই কথা শুনিয়া আমি তাহাকে ডাকিলাম। সে নিকটে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?" উত্তরে সে কহিল, "আমার নাম সুবেদার।"

আমি। হকদার তোমার কে হয়?

সুবেদার। সে আমার ভাই।

আমি। সে এখন কোথায়?

সুবেদার। দেশে যাইব বলিয়া আজ দুই দিবস হইল, সে এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

আমি। দেশে যাইবার সময় সে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি কিছু লইয়া গিয়াছে কি?

সুবেদার। সবিশেষ মূল্যবান্ দ্রব্য কিছুই লইয়া যায় নাই; কিন্তু এত দিবস পর্য্যন্ত এই স্থানে চাকরি করিয়া যাহা কিছু নগদ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, কেবল তাহাই লইয়া গিয়াছে।

আমি। কত টাকা লইয়া গিয়াছে, বলিতে পার?

সুবেদার। সে যে কত টাকা লইয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক আমি বলিতে পারি না; কিন্তু আমার বোধ হয়, এক শত টাকার কম হইবে না।

আমি। তোমার ভাই দেশে চলিয়া গিয়াছে, ইহা তুমি ঠিক বলিতে পার কি?

সুবেদার। না, আমি তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, দেশে যাইব বলিয়া টাকাকড়ি, পরিধেয় বস্ত্রাদি লইয়া যখন এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহার দেশে যাওয়াই সম্পূর্ণরূপে সম্ভব।

আমি। আমার বোধ হইতেছে, তোমার ভাই দেশে যায় নাই। এই কলিকাতার ভিতর কোন একটী মোকদ্দমায় জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। আমি যাহার কথা বলিতেছি, সে যে তোমার ভাই, এ কথা আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি না। কিন্তু আমার যতদূর বিশ্বাস, তাহাতে সেই ব্যক্তি তোমার ভাই হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব।

সুবেদার। কি মোকদ্দমায় আমার ভাই জড়ীভূত হইয়াছে, এবং কোথায় ও কিরূপ মোকদ্দমায় পড়িয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহা যদি আমাকে বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমি বড়ই উপকৃত হইব।

আমি। আমার বলিয়া দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না। তুমি আমার সহিত আইস, যে স্থানে তোমার ভাই আছে, আমি এখনই সেই স্থানে লইয়া গিয়া তোমার ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।

আমার প্রস্তাবে সুবেদার সম্মত হইল, কিন্তু কহিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন। এই স্থানে আমার একজন আত্মীয় আছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া আমরা উভয়ে এখনই আপনার সহিত গমন করিতেছি।"

এই বলিয়া সুবেদার সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমরা সেই স্থানে তাহার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অতি অল্প সময় মধ্যেই অপর আর ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া সুবেদার আমাদিগের নিকটে আসিয়া কহিল, "চলুন মহাশয়! কোথায় যাইতে হইবে?"

সুবেদার ও তাহার আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া যে স্থানে সেই মৃতদেহ ছিল, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং সেই মৃতদেহটী সুবেদারকে দেখাইয়া দিয়া কহিলাম, "দেখ দেখি, এই মৃতদেহ কাহার, তাহা তুমি চিনিতে পার কি?"

সুবেদার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মৃতদেহটী স্থির নেত্রে দর্শন করিয়া কহিল, "ইহা আমার ভ্রাতা হকদারের মৃতদেহ বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাকে এইরূপে কে হত্যা করিল মহাশয়?"

আমি। যে ব্যক্তি যেরূপে ইহাকে হত্যা করিয়াছে, ও যেরূপ অবস্থায় এই মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহা তুমি এখনই জানিতে পারিবে; কিন্তু তুমি অগ্রে উত্তমরূপে দেখ, ইহা তোমার ভ্রাতার মৃতদেহ কি না?

সুবেদার। আমি বেশ করিয়া দেখিয়াছি, ইহা যে আমার ভাই হকদারের মৃতদেহ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

আমি। মনুষ্য মরিয়া যাওয়ার পর, তাহার আকৃতি প্রায় বিকৃত হইয়া পড়ে। সুতরাং মৃতদেহ দেখিয়া উহা যে কাহার মৃতদেহ তাহা ঠিক নির্ণয় করা সময় সময় সবিশেষ কঠিন হইয়া উঠে। আর ইহাও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন মৃতদেহ যাহার বলিয়া প্রথমে নির্দ্ধারিত হয়, পরিশেষে তাহাকে জীবিতাবস্থাতেও পাওয়া গিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বলিতেছি, এই মৃতদেহ সম্বন্ধে যদি তোমার মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে এই সময় আমাকে পরিষ্কার করিয়া বল। ইহা প্রকৃতই যদি তোমার ভ্রাতার মৃতদেহ হয়, তাহা হইলে যাহার দ্বারা এই ঘটনা ঘটিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া আমরা তাহা বাহির করিতে সবিশেষরূপে চেষ্টা করিব। আর এই মৃতদেহ তোমার ভ্রাতার কি না, এ সম্বন্ধে যদি কোনরূপ সন্দেহ হয়, তাহাও এখনই আমাকে বলিতে পার, তাহা হইলে আমরা তাহার অপর উপায় দেখি।

সুবেদার। আমি বেশ করিয়া দেখিয়াছি, এবং আমার বেশ প্রতীতি হইতেছে, ইহা আমার ভ্রাতা হকদারের দেহই হইবে। ইহার নিকট টাকাকড়ি কিছু পাওয়া গিয়াছে মহাশয়?

আমি। না, ইহার নিকট একটী পয়সাও পাওয়া যায় নাই।

সুবেদার। তাহা হইলে টাকার লোভেই কেহ ইহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে!

আমি। যদি এই মৃতদেহ তোমার ভ্রাতার হয়, তাহা হইলে অর্থই যে এই ঘটনার মূল, তদ্বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

সুবেদার। ইহা নিশ্চয়ই আমার ভ্রাতার মৃতদেহ।

সুবেদারের কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, সে যদি তাহার ভ্রাতার মৃতদেহ চিনিতে না পারিবে, তাহা হইলে আর কে চিনিতে পারিবে? যাহা হউক, সুবেদারের কথা যদি প্রকৃত হয়, সেই মৃতদেহ যদি তাহার ভ্রাতা হকদারের হয়, তাহা হইলে কাহার দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা স্থির করা নিতান্ত সহজ হইবে না। কারণ, অনুমান হইতেছে যে, অর্থের নিমিত্ত এই ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে; এরূপ হইলে, এইরূপ কার্য্যে পরিপক্ক কোন লোকের দ্বারা নিশ্চয়ই এই কার্য্য হইয়াছে। সেইরূপ লোকের দ্বারা এই কার্য্য হইলে দেখা যায় যে, সে লোক প্রায়ই সহজে ধৃত হয় না। তথাপি এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে।

সেই সময় আমার মনে হইল, সুবেদারের সমভিব্যাহারে, তাহার আত্মীয় যে ব্যক্তি আগমন করিয়াছে, সেই ব্যক্তিও যে হকদারকে উত্তমরূপে চিনিতে পারিবে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহাকেও সেই মৃতদেহ দেখান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সুবেদারের আত্মীয়কেও সেই মৃতদেহ দেখাইলাম, সে কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "না মহাশয়! ইহা কাহার মৃতদেহ, তাহা আমি চিনিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

আমি। তুমি সুবেদারের ভাই হকদারকে চেন?

আত্মীয়। খুব চিনি।

আমি। এই যে মৃতদেহ দেখিতেছ, তাহা হকদারের মৃতদেহ কি না?

আত্মীয়। ইহা দেখিতে অনেকটা হকদারের দেহের মত বটে; কিন্তু আমার বোধ হয় এই মৃতদেহ হকদারের মৃতদেহ নহে।

আমি। সুবেদার বলিতেছে, ইহা তাহার ভাই হকদারের মৃতদেহ।

আত্মীয়। আমার বোধ হয়, সুবেদার ঠিক চিনিতে পারিতেছে না। ইহার আকৃতির সহিত হকদারের আকৃতির অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, ইহার অপেক্ষা হকদার একটু মোটা ও একটু লম্বা।

আমি। হকদার এখন কোথায়?

আত্মীয়। সে দেশে গিয়াছে।

আমি। দেশে যাইতে তাহাকে কে দেখিয়াছে?

আত্মীয়। কেহ দেখিয়াছে কি না, জানি না; কিন্তু যাইবার সময় আমি দেখি নাই।

আমি। রেলে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত কেহ তাহার সঙ্গে গমন করে নাই?

আত্মীয়। কেহ গমন করিয়াছিল কি না, জানি না; কিন্তু তাহার সঙ্গে আমানতের গমন করিবার কথা ছিল।

আমি। আমানত কে?

আত্মীয়। যে গ্রামে হকদারের বাড়ী, আমানতের বাড়ীও সেই গ্রামে।

আমি। এখানে আমানত কোথায় থাকিত?

আত্মীয়। বালিগঞ্জে।

আমি। বালিগঞ্জের কোথায়?

আত্মীয়। বালিগঞ্জে একটী আড়গড়া আছে; সে সেই স্থানেই থাকিত।

আমি। সে কাহার আড়গড়া?

আত্মীয়। সাহেবের আড়গড়া। সাহেবের নাম জানি না।

আমি। সেই স্থানে সে কি কার্য্য করিত?

আত্মীয়। সহিসের কার্য্য করিত।

আমি। তুমি সেই আড়গড়া আমাকে দেখাইয়া দিতে পারিবে কি?

আত্মীয়। কেন পারিব না? আমার সহিত আসুন, আমি তাহাকে এখনই দেখাইয়া দিব।

সুবেদার কর্ত্তৃক মৃতদেহ সেনাক্ত হইয়াছে, অর্থের লোভে তাহার ভাই হকদারকে মারিয়া ফেলিয়া বাক্সের ভিতর পূরিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, এই কথা বিদ্যুৎবেগে সহরের সর্ব্বস্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িল। যে সকল কর্ম্মচারী, কাহার মৃতদেহ, এই সংবাদ পাইবার প্রত্যাশায় স্থানে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, এবং যে সকল কর্ম্মচারী অপর কার্য্যে নানাস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সকলে আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

যাহা হউক, অনন্তর একখানি দ্রুতগামী গাড়ি লইয়া আমি, সুবেদার ও তাহার আত্মীয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া বালিগঞ্জে গমন করিলাম।

কথিত আড়গড়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, আমাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া সেই আত্মীয় আমানতের সংবাদ আনিবার

নিমিত্ত আড়গড়ার ভিতর গমন করিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিল, "আমানত ও হকদার কেহই এ পর্য্যন্ত দেশে যায় নাই, আজ সন্ধ্যার সময় যাইবে।"

আমি। হকদার দেশে যায় নাই; কিন্তু সে এখন কোথায়, তাহা আমানত কিছু বলিতে পারিল?

আত্মীয়। আমানত আর আমাকে কি বলিবে? হকদার যে স্থানে আছে, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি।

আমি। সে এখন কোথায়?

আত্মীয়। সে এখন আমানতের বাসায় বসিয়া রহিয়াছে।

আমি। তুমি নিজ চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছ?

আত্মীয়। হাঁ মহাশয়! আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেছি। বিশ্বাস না করেন, বলুন, আমি তাহাকে ডাকিয়া আপনার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিতেছি।

আমি। সে-ই ভাল, তাহাকে একবার ডাকিয়া আমার সম্মুখে আনয়ন কর।

আমার কথা শুনিয়া সেই আত্মীয় পুনরায় সেই আড়গড়ার ভিতর প্রবেশ করিল, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হকদারকে আনিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। তাহাকে দেখিয়া স্নবেদার কহিল, "হাঁ মহাশয়! এ-ই আমার ভাই। এখন দেখিতেছি, সেই মৃতদেহ দেখিয়া আমি ঠিক চিনিতে পারি নাই।"

হকদারকে সঙ্গে লইয়া আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। হকদারকে জীবিত দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধানের এক অধ্যায় শেষ হইল। আমি বালিগঞ্জ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই মৃতদেহ আর থানায় দেখিতে পাইলাম না। যে স্থানে শব পরীক্ষা হয়, সেই স্থানে সেই শব তখন প্রেরিত হইয়াছিল।

সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলাম, সেই স্থানেও সেই মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে।

যে বাক্সের ভিতর মৃতদেহ পাওয়া যায়, সেই বাক্সের ভিতর ঔষধের একটী ছোট শিশি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা পাঠকগণ পূর্ব্ব হইতে অবগত আছেন। সেই শিশির উপরকার লেভেলে ব্যাথগেট কোম্পানির নাম লেখা ছিল। একজন কর্ম্মচারী সেই শিশিটী লইয়া ব্যাথগেট কোম্পানির বাটীতে গমন করিয়াছিলেন।

লাস পরীক্ষার স্থানে আমরা গিয়া উপস্থিত হইবার পর, সেই কর্ম্মচারী ব্যাথগেট কোম্পানির ঔষধালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও কহিলেন, "এই শিশিতে যাহা লেখা আছে, ব্যাথগেট কোম্পানি তাহাদিগের খাতা-পত্র দেখিয়া, তাহা অপেক্ষা আর অধিক কোন সংবাদ প্রদান করিতে পারিলেন না।"

অনেকে মনে করিয়াছিলেন, সেই ঔষধের শিশি হইতে এই অনুসন্ধানের কোন না কোন সূত্র বাহির হইয়া পড়িবে;

কিন্তু সেই কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া সকলেই একবারে নীরব হইয়া পড়িলেন। পুনরায় কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া, সকলে এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

যে একটী সূত্র পাইয়া আমি এই মোকদ্দমার উদ্ধার করিতে পারিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, এখন আমার সে আশাও দূর হইয়াছে। পুনরায় আবার কোন্ উপায় অবলম্বন করিব, মনে মনে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যে স্থানে সেই মৃতদেহ রক্ষিত ছিল, সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া সদর রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার সম্মুখ দিয়া কত লোক যে সেই মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে প্রবেশ করিতে লাগিল, এবং কত লোক মৃতদেহ দেখিয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া যে চলিয়া যাইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা করা নিতান্ত সহজ নহে।

আমি সেই রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। সেই রাস্তার ধারে একটী চাউলের দোকান ছিল, ক্রমে গিয়া আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলাম। আমার সম্মুখ দিয়া তখন পর্য্যন্ত অনেক লোক সেই স্থানে গমন ও তথা হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া কেবল তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম, এবং তাহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কি বলে, তাহা সবিশেষ মনো-যোগের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর, একটী কথা হঠাৎ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। একজন মুসলমান অপর

একজন মুসলমানকে বলিতেছে, "এই মৃতদেহ কাহার, তাহা চিনিতে পারিলে কি?"

উত্তরে অপর ব্যক্তি কহিল, "না, আমি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না; কিন্তু এই ব্যক্তি যে আমার পরিচিত, বা ইহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি, ইহা আমার বেশ মনে হইতেছে।"

প্রথম ব্যক্তি। এই ব্যক্তি মেহের আলির জামাই নয় কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ঠিক কথা বলিয়াছ। এখন আমার বেশ মনে হইতেছে, এ মেহের আলির জামাই বটে।

এই কথা শুনিয়া আমি উভয়কেই ডাকিলাম। তাহারা আমার নিকটে আসিলে, আমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, "ওই মৃতদেহ দেখিয়া তোমরা কিছু চিনিতে পারিলে কি, যে ওই মৃতদেহ কাহার?"

১ম ব্যক্তি। না মহাশয়! আমরা কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আমি। মেহের আলিকে তুমি চেন নাকি?

১ম ব্যক্তি। কোন্ মেহের আলি?

আমি। কোন মেহের আলি।

১ম ব্যক্তি। না মহাশয়! আমি কোন মেহের আলিকে চিনি না।

আমি। (দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া) কেমন, তুমিও বোধ হয়, মেহের আলিকে চিন না?

২য় ব্যক্তি। আমি এক মেহের আলিকে চিনি।

আমি। সে মেহের আলি কে?

২য় ব্যক্তি। সে থাকে তালতলায়। সে কোন সাহেব বাড়ীতে খানসামার কার্য্য করে।

আমি। তাহার জামাইকে তুমি চিন কি?

২য় ব্যক্তি। তাহার একটী জামাই ছিল জানি।

আমি। সে জামাই এখন কোথায়?

২য় ব্যক্তি। তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমি। তাহার নাম কি?

২য় ব্যক্তি। তাহার নামটী যে কি, তাহা আমার স্মরণ নাই।

আমি। তুমি যে মৃতদেহ দেখিয়া আসিলে, উহা মেহের আলির জামাতার মৃতদেহ বলিয়া বোধ হয় না কি?

২য় ব্যক্তি। সেইরূপই বোধ হয়; কিন্তু আমি ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আমি। (প্রথম ব্যক্তির প্রতি) কেমন, তোমার কি বোধ হয়? যে মৃতদেহ দেখিয়া আসিলে, তাহা মেহের আলির জামাতার মৃতদেহ বলিয়া বোধ হয় কি?

১ম ব্যক্তি। আমি মেহের আলিকেই চিনি না, তাহার জামাতাকে চিনিব কি প্রকারে?

আমি। তোমার মত মিথ্যাবাদী মুসলমান জাতির ভিতর আর আছে কি না, জানি না। এখনই তুমি তোমার এই সঙ্গীকে বলিতেছিলে যে, ওই মৃতদেহ মেহের আলির জামাতার। আর আমি তোমাকে যেমন জিজ্ঞাসা করিলাম, অমনি সকল কথা অস্বীকার করিলে! তোমার মত নির্ব্বোধ লোক আমি আর দেখি নাই। এই মৃতদেহ যে কাহার,

এই সংবাদ যে বলিয়া দিতে পারিবে, সে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক পাইবে, এই কথা তুমি শুন নাই কি?

১ম ব্যক্তি। শুনিয়াছি; কিন্তু আমি যখন চিনিতে পারি নাই, তখন কাহার নাম করিব?

আমি। তোমার মিথ্যা কথা আর আমি শুনিতে চাহি না। তুমি যেরূপ প্রকৃতির লোক, তোমার সহিত সেইরূপ ভাবে ব্যবহার না করিলে, তোমার নিকট হইতে কোন কথা পাইবার প্রত্যাশা নাই। যাহাতে তুমি প্রকৃত কথা সহজে বলিতে সক্ষম হও, আমি এখনই তাহার উপায় করিতেছি। তুমি একটু অপেক্ষা কর, তোমার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিকে আর দুই চারিটী কথা আমি অগ্রে জিজ্ঞাসা করিয়া লই; তাহার পর আমার বিবেচনা মত ব্যবহার আমি তোমার প্রতি করিতেছি।

এই বলিয়া আমি সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেহের আলির জামাতা কোথায় থাকে, তাহা তুমি বলিতে পার কি?"

২য় ব্যক্তি। না মহাশয়! আমি তাহার বাড়ী জানি না।

আমি। মেহের আলির বাড়ী জান?

২য় ব্যক্তি। তাহা জানি।

আমি। তুমি আমাকে সেই বাড়ী দেখাইয়া দিতে পার?

২য়। সবিশেষ আবশ্যক হয়, ত কাজেই দেখাইয়া দিতে হইবে; কিন্তু এখন একটু প্রয়োজন বশতঃ আমাকে স্থানান্তরে গমন করিতে হইতেছে। পরে যখন বলিবেন, সেই সময় আমি

আসিয়া আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া মেহের আলির বাড়ী দেখাইয়া দিব।

আমি। তুমি এখন অপর কার্য্যে গমন করিতেছ, কিন্তু ইহাও সবিশেষ কার্য্য। কারণ, তোমার সংবাদ যদি ঠিক হয়, অর্থাৎ এই মৃতদেহ যদি মেহের আলির জামাতার হয়, তাহা হইলে সরকার হইতে তুমি একবারে পঞ্চাশ টাকা পাইবে, তদ্ব্যতীত সরকারী কার্য্যে আমাদিগের সাহায্য করাও হইবে। তুমি এখনই আমার সঙ্গে আইস, এবং মেহের আলির ঘর আমাকে দেখাইয়া দেও। তাহা হইলে সেই স্থান হইতে আমি অনায়াসেই সন্ধান লইতে পারিব যে, তাহার জামাতা কোথায় থাকে।

আমার কথায় দুই একবার আপত্তি উত্থাপন করিয়া, পরিশেষে সেই ব্যক্তি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। অপর ব্যক্তি জনৈক প্রহরীর সহিত সেই স্থানে বসিয়া রহিল।

সেই ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে করিয়া তালতলায় মেহের আলির বাড়ীতে লইয়া গেল। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, মেহের আলি বাড়ীতে নাই। অতি প্রত্যূষে সে আপন কার্য্যে গমন করিয়াছে। মেহের আলির একমাত্র কন্যা, সে সেই সময় মেহের আলির বাড়ীতেই ছিল।

আমরা মেহের আলির বাড়ীর সম্মুখে গমন করিলেই, পাড়ার অনেক লোক আসিয়া সেই স্থানে ভিড় করিয়া ফেলিল। উহাদিগের একজনকে মেহের আলির আত্মীয় বলিয়া অনুমান হইল। তাহাকে মেহের আলির জামাতার

নাম জিজ্ঞাসা করায়, সে নিজে তাহা বলিতে পারিল না; কিন্তু মেহের আলির বাড়ীর ভিতর গমন করিয়া তাহার নাম জানিয়া আসিয়া আমাকে কহিল, "মেহের আলির জামাতার নাম রব্বানি।"

যে বাড়ীতে মেহের আলি বাস করে, তাহা মেহের আলির নিজের বাড়ী। উহা একখানি সামান্য খোলার ঘর। রাস্তার উপর সদর দরজা, উহা খোলা রহিয়াছে; কিন্তু সেই দরজার উপর একখানি চটের পরদা ঝুলিতেছে। সেই পরদাটী নিতান্ত পুরাতন, এবং স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

যে ব্যক্তি বাড়ীর ভিতর গমন করিয়া মেহের আলির জামাতার নাম জানিয়া আসিল, সে ভিতর হইতে আমাদিগের নিকট আসিবার পরেই কয়েকটী স্ত্রীলোক সেই পরদার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। আমাদিগের প্রেরিত ব্যক্তি রব্বানির নাম আমাকে বলিবার পরই পরদার অন্তরাল হইতে একটী স্ত্রীলোক কহিল, "কেন গা কি হইয়াছে?"

আমি। রব্বানি কোথায়, তাহাই জানিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি।

পরদার অন্তরালবর্ত্তী স্ত্রীলোক। কেন মহাশয়! কেন তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন? অদ্য তিন দিবস হইতে তিনি যে কোথায় গিয়াছেন, তাহার কিছুই আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আমি। একটী মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, কেহ কেহ বলিতেছে, উহা মেহের আলির জামাতার দেহ। তাই আমরা জানিতে আসিয়াছি যে, তাহার জামাতা এখন কোথায়।

আমার এই কথা শুনিবামাত্র সেই পরদার অন্তরালবর্ত্তী স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হইতে একটী স্ত্রীলোক হঠাৎ পরদা ঠেলিয়া বহির্গত হইয়া পড়িল, এবং সেই রাস্তার উপর আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে! চলুন, মহাশয়! আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলুন, আমি এখনই গিয়া সেই মৃতদেহ দেখিয়া আসি।"

আমি নিজে যে প্রস্তাব করিব মনে করিয়াছিলাম, সেই স্ত্রীলোকটী আপনা হইতেই সেই প্রস্তাব করিল। সুতরাং বিনা-বাক্যব্যয়ে আমি তাহাতে সম্মত হইলাম, এবং আমার সমভিব্যাহারে যে গাড়ি ছিল, সেই গাড়িতে উঠিতে কহিলাম। রোদন করিতে করিতে সেই স্ত্রীলোকটী তিন চারিটী ছোট ছোট বালক-বালিকার সহিত সেই গাড়িতে গিয়া উপবেশন করিল। আমি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই মৃতদেহ যে স্থানে রক্ষিত ছিল, সেই স্থান অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। গাড়িতে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি মেহের আলির কন্যা?"

স্ত্রীলোক। হাঁ মহাশয়!

আমি। তোমরা কয় সহোদরা?

স্ত্রীলোক। আমি ভিন্ন আমার পিতার পুত্র কন্যা আর কেহই নাই।

আমি। রব্বানি কি তোমার স্বামী?

স্ত্রীলোক। হাঁ।

আমি। রব্বানি কি তোমার পিতার বাড়ীতেই থাকে?

স্ত্রীলোক। না।

আমি। সে কোথায় থাকে?

স্ত্রীলোক। যে স্থানে পিতার বাড়ী, তাহার সন্নিকটে অপরের বাড়ীতে আমরা বাসা করিয়া থাকি।

আমি। এ পুত্র কন্যা কয়েকটী কাহার?

স্ত্রীলোক। এ কটী সকলই আমার।

আমি। তোমাদের থাকিবার স্থান আছে শুনিতেছি; তবে তুমি তোমার পিতার বাড়ীতে রহিয়াছ কেন?

স্ত্রীলোক। আমি আমার পিতার বাড়ীতে থাকি না, কেবল আমার স্বামীর অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তই পিতার বাড়ীতে আসিয়াছিলাম।

আমি। তোমার স্বামীর অনুসন্ধান করিতেছ কেন?

স্ত্রীলোক। তিনি বাড়ী ছাড়া হইয়া কখনও কোন স্থানে থাকেন না; কিন্তু দুই রাত্রি বাড়ীতে না আসায়, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না যে, তিনি কোথায় গেলেন। তাহার যদি কোনরূপে সন্ধান হয়, তাই জানিবার নিমিত্ত পিতার নিকট আগমন করিয়াছিলাম।

আমি। তিনি কবে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন?

স্ত্রীলোক। পরশ্ব সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তিনি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছেন।

আমি। কি জন্য, ও কোথায় যাইতেছেন, তাহার কিছু বলিয়া গিয়াছিলেন কি?

স্ত্রীলোক। হাঁ, একরূপ বলিয়াছিলেন। আমাদিগের অবস্থা ভাল নহে; সামান্য যাহা তিনি উপার্জ্জন করেন, তাহার

দ্বারা কায়ক্লেশে কোনরূপে এই কয়েকটী বালক-বালিকাকে লইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকি। গত পরশ্ব তারিখে কোন স্থানে কার্য্য হয় নাই; সুতরাং সে দিবস কিছু উপার্জ্জনও হয় নাই। গৃহে অতি সামান্যই চাউল ছিল, তাহাই রন্ধন করিয়া বালক-বালিকা কয়টীকে দিয়া, অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহাই আমরা উভয়ে আহার করিলাম। বলা বাহুল্য, তাহাতে আমাদিগের অর্দ্ধাশনও হইল না। পরে রাত্রিকালের নিমিত্ত গৃহে আর কিছুই ছিল না। পূর্ব্বে কয়েক বৎসর তিনি কায করিয়াছিলেন, তাহার জন্য কয়েক স্থানে তাঁহার কিছু পাওনা ছিল, যদি তাহার মধ্যে কাহারও নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলে রাত্রির একরূপ সংস্থান হয়, এই আশায় তিনি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যান।

আমি। তিনি কি কার্য্য করিতেন?

স্ত্রীলোক। ঘরামীর কার্য্য করিয়া থাকেন। উহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এতগুলি প্রাণী জীবন ধারণ করিয়া থাকি।

আমি। কাহার নিকট তাহার পয়সা পাওনা আছে, ও কাহার নিকটেই বা পয়সার নিমিত্ত গমন করিবে, তাহার কিছু বলিয়াছিল কি?

স্ত্রীলোক। এমন কিছু বলেন নাই, কেবলমাত্র এই বলিয়াছিলেন যে, তিনি প্রথমে আমার পিতার নিকট গমন করিবেন, সেই স্থান হইতে যদি কিছু পান, তাহা লইয়া অপর স্থানে গমন করিবেন, এবং সন্ধ্যার পরই বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

আমি। তোমার পিতার নিকট গমন করিবে কেন?

স্ত্রীলোক। তাঁহার নিকট কিছু পাওনা আছে, তাহারই নিমিত্ত।

আমি। তোমার পিতার নিকট কিসের পাওনা?

স্ত্রীলোক। আমার পিতা যে স্থানে চাকরী করেন, সেই সাহেবের বাড়ীতে একখানি ছোট চালাঘর বাঁধা হয়। পিতা সেই সাহেবের খানসামা; তিনি সাহেবের নিকট হইতে সেই ঘর বাঁধিবার কন্ট্রাক্ট গ্রহণ করেন, এবং পরিশেষে নিজে কিছু লাভ রাখিয়া পুনরায় আমার স্বামীকে উহার কন্ট্রাক্ট দেন। আমার স্বামী দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া কয়েক দিবসের মধ্যে সেই ঘর প্রস্তুত করিয়া দেন। আমার স্বামীকে যে টাকা দিবার কথা ছিল, তাহার সকল টাকা আমার পিতা এখনও তাঁহাকে প্রদান করেন নাই, কয়েকটী টাকা বাকী আছে; কিন্তু পিতা সমস্ত টাকা সাহেবের নিকট হইতে শোধ করিয়া লইয়াছেন।

আমি। তোমার পিতার নিকট তোমার স্বামীর কত টাকা বাকী আছে?

স্ত্রীলোক। ঠিক জানি না; শুনিয়াছি, অতি সামান্য। বোধ হয়, দুই তিন টাকার অধিক নহে। পাঁচ সাত টাকা বাকী ছিল; দুই আনা, চারি আনা করিয়া প্রায়ই দিয়াছেন, এখন দুই তিন টাকা বাকী আছে মাত্র।

আমি। তোমার পিতার নিকট তিনি প্রথমে গমন করিবে, বলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু কোন্ স্থানে গিয়া তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাহার কিছু বলিয়া গিয়া-

ছিলেন কি? তোমার পিতার বাড়ীতে যাইবে, কি যে স্থানে তিনি চাকরী করে, সেই স্থানে যাইবে?

স্ত্রীলোক। দিবাভাগে পিতাকে প্রায়ই বাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। পিতা যে সাহেব বাড়ীতে চাকরী করেন, সেই স্থানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এই কথা বলিয়া তিনি বাড়ী হইতে গমন করিয়াছিলেন।

আমি। তোমার পিতা কোন্ সাহেব বাড়ীতে কর্ম্ম করে, তাহা তুমি অবগত আছ কি?

স্ত্রীলোক। না, তাহা আমি জানি না।

আমি। ইহার পর তোমার পিতার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি?

স্ত্রীলোক। হইয়াছিল।

আমি। তাহাকে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে, তোমার স্বামী তাহার নিকট গমন করিয়াছিল কি না?

স্ত্রীলোক। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

আমি। তাহাতে সে কি বলিয়াছিল?

স্ত্রীলোক। জিজ্ঞাসা করায়, পিতা যেন আমার উপর বিরক্ত হন, এবং কহেন যে, তিনি তাঁহার নিকট গমন করেন নাই।

আমি। তোমার পিতার বিরক্ত হইবার কারণ?

স্ত্রীলোক। কারণ যে কি, তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

আমি। তোমার পিতার সহিত কখন্ তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

স্ত্রীলোক। শেষ রাত্রিতে।

আমি। শেষ রাত্রিতে তোমার পিতার সহিত কোথায় তোমার সাক্ষাৎ হয়?

স্ত্রীলোক। তাঁহারই বাড়ীতে।

আমি। শেষ রাত্রিতে তাহার বাড়ীতে তুমি কি করিতে গিয়াছিলে?

স্ত্রীলোক। শেষ রাত্রিতে আমি তাঁহার বাড়ীতে যাই নাই।

আমি। তবে কখন গিয়াছিলে?

স্ত্রীলোক। পরশ্ব রাত্রিতে যখন দেখিলাম, আমার স্বামী বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না, তখন কি করিতে হইবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, পরদিবস প্রাতঃকালে আমি আমার পিতার বাড়ীতে গমন করিলাম। কিন্তু সে সময়ে পিতার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় না। মাতার নিকট জানিতে পারিলাম যে, রাত্রিতে পিতাও বাড়ীতে আসেন নাই। মাতার নিকট এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া মনে করিলাম, তিনি পিতার নিকট গমন করিয়াছিলেন, কোন কার্য্যের নিমিত্ত পিতা তাঁহাকে তাঁহার নিকট রাখিয়াছেন, সে জন্য তিনিও বাড়ীতে আসেন নাই, পিতাও বাড়ীতে আসেন নাই। মাতা আর আমাকে সে দিবস আসিতে দিলেন না, আমি সেই স্থানেই থাকিলাম; কিন্তু সমস্ত দিবসের মধ্যে পিতা বাড়ীতে আসিলেন না। ক্রমে রাত্রিও অতিবাহিত হইয়া যাইবার যোগাড় হয়, তথাপি তিনি আগমন করিলেন না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইবার অতি অল্পমাত্র বাকী আছে,

এরূপ সময় পিতা একাকী আসিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হন, এবং অতি অল্পক্ষণ মাত্র বাড়ীতে থাকিয়াই তিনি আপন কার্য্যে গমন করেন। সেই সময় পিতাকে আমার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমার কথায় একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "না, তোমার স্বামী আমার নিকট গমন করে নাই, বা আজ কয়েক দিবস আমি তাহাকে দেখিও নাই।" এই বলিয়া তিনি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যান। যাইবার সময় আমি তাঁহাকে পুনরায় কহিলাম, "তিনি কোথায় গেলেন, কিরূপে আমি তাঁহার অনুসন্ধান করিব?" ইহার উত্তরে পিতা কহেন, "সে বালক নহে, তাহারি নিমিত্ত আবার কি অনুসন্ধান করিতে হইবে? কোন স্থানে গমন করিয়া থাকিবে; কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, পুনরায় সে আপনা হইতেই আগমন করিবে। তোমার সহিত ঝকড়া করিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায় নাই ত?" এই বলিতে বলিতে পিতা বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন, আমার আর কোন কথা শুনিলেন না।

সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত এই সকল কথাবার্ত্তা হইতে হইতে, যে স্থানে সেই মৃতদেহ ছিল, তাহার সন্নিকটে আমাদিগের গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে বালক-বালিকা কয়েকটীর সঙ্গে স্ত্রীলোকটীও গাড়ি হইতে নামিল, এবং আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই ভিড়ের ভিতর প্রবেশ করিল।

যে স্থানে মৃতদেহটী রক্ষিত ছিল, সেই স্থানে গমন করিয়া সেই মৃতদেহটী আমি তাহাকে দেখাইয়া দিলাম ও কহিলাম, "দেখ দেখি, তুমি উহাকে চিনিতে পার কি না?"

স্ত্রীলোকটী মৃতদেহের নিকট গমন করিয়া একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইল, এবং অনিমিষ-লোচনে অতি অল্পক্ষণ মাত্র নিরীক্ষণ করিয়া বিনা-বাক্যব্যয়ে সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

সেই সময় সেই স্ত্রীলোকটীর অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, আমার সহিত যে স্ত্রীলোকটী আসিয়াছে, এ সে স্ত্রীলোক নহে; এ যেন অপর আর কোন স্ত্রীলোক। এত অল্প সময়ের মধ্যে মনুষ্যের বর্ণ, মুখশ্রী প্রভৃতির যে এত পরিবর্ত্তন হইতে পারে, ইহা আমি এই প্রথম দেখিলাম; ইহার পূর্ব্বে এরূপ দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই। এই ব্যাপার দেখিয়া সেই স্থানে যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, সকলেই বুঝিতে পারিল যে, ইহার অন্তরে বিষম আঘাত লাগিয়াছে।

সেই সময় আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই মৃতদেহ কাহার, তাহা কি তুমি চিনিতে পারিয়াছ?"

আমার কথায় স্ত্রীলোকটী কোনরূপ উত্তর প্রদান করিল না।

আমি পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহা কি তোমার স্বামীর মৃতদেহ?"

এ কথারও কোন উত্তর পাইলাম না।

সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত যে কয়েকটী বালক-বালিকা আসিয়াছিল, তাহাদিগের মাতার এই অবস্থা দেখিয়া, তাহারাও যেন হতবুদ্ধি হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। কেবল একটী নিতান্ত ছোট বালিকা তাহার মাতার মুখ ধরিয়া কহিল, "মা,—বাবা?"

বালিকার এই কথা সকলেরই হৃদয়ে শেলসম প্রবেশ করিল। তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন, সেই মৃতদেহ তাহার পিতার।

সেই বালক-বালিকাগণের মধ্যে যেটী সকলের বড়, তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কি তোমার পিতা?"

উত্তরে সে কহিল, "ইনিই আমার পিতা।"

আমি। ইহারই নাম কি রব্বানি?

বালক। হাঁ।

আমি। মেহের আলি তোমার কে হয়?

বালক। নানা।

আমি। তুমি জান, তিনি কোথায় কায করেন?

বালক। জানি।

আমি। সে সাহেবের নাম কি?

বালক। তাহা জানি না।

আমি। কোন্ স্থানে, কোন্ রাস্তায়?

বালক। তাহাও জানি না। সেটা একটা স্কুল।

আমি। যেখানে তোমার নানা কাষ করেন, সেটী স্কুল?

বালক। হাঁ।

আমি। সে স্কুল তুমি চিন?

বালক। চিনি।

আমি। কিরূপে চিনিলে?

বালক। আমি অনেকবার নানার সঙ্গে ও বাবার সঙ্গে সেই স্থানে গিয়াছি।

আমি। তুমি আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে পারিবে?

বালক। পারিব, কিন্তু এখান হইতে আমি চিনিতে পারিব না।

আমি। কোথা হইতে চিনিতে পারিবে?

বালক। আমি আমাদিগের বাড়ী হইতে চিনিয়া সেই স্থানে গমন করিতে পারি।

আমি। আমি যদি তোমাকে সঙ্গে লইয়া তোমার নানার বাড়ীতে লইয়া যাই, তাহা হইলে তুমি সেই স্থান হইতে তোমার নানা যে স্কুলে কাষ করে, সেই স্কুলে লইয়া যাইতে পারিবে?

বালক। পারিব।

আমি। তবে আমার সঙ্গে আইস।

বালক। আমার মা?

আমি। তিনি এখন এখানে থাকুন, আমরা এখনই ফিরিয়া আসিব।

এই বলিয়া আমি বালকটীকে সঙ্গে লইয়া গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। রব্বানির স্ত্রী একরূপ অন্ধ-অচেতন অবস্থায় সেই স্থানে বসিয়া রহিল। সেই স্থানে আরও অনেক কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহবা সেই স্ত্রীলোকটীর নিকটেই রহিলেন, কেহবা বালক-বালিকাগণের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, আর কেহবা আমার সহিতই গমন করিলেন।

গাড়িতে উঠিয়া গাড়িবানকে দ্রুতগতি চালাইতে কহিলাম। ক্রমে গাড়ি আসিয়া মেহের আলির বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

মেহের আলির বাড়ীর সম্মুখে গিয়া গাড়ি উপস্থিত হইলে, সেই বালকটী কহিল, "আমি গাড়ির ভিতর বসিয়া রাস্তা ঠিক পাইব না, গাড়ির উপর গিয়া বসিলে যে রাস্তা দিয়া আমি সর্ব্বদা গমন করিয়া থাকি, সেই রাস্তা দিয়া অনায়াসেই এই গাড়ি সেই স্কুলে লইয়া যাইতে পারিব।"

বালকের কথায় আমি সম্মত হইলাম। বালক গাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া কোচবাক্সের উপর গিয়া উপবেশন করিল।

বালকের নির্দ্দেশ মত গাড়ি চলিতে লাগিল। ক্রমে দেখিলাম, গাড়ি গিয়া পার্ক ষ্ট্রীটের একটী প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই প্রকাণ্ড বাড়ী আমরা চিনিতাম। উহা প্রকৃতই একটী প্রকাণ্ড স্কুল। ইহাতে ইংরাজ বালকের সংখ্যাই অধিক, এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই সেই স্কুলের ভিতর রাত্রিদিন বাস করিয়া থাকেন।

সেই স্থানে বালকটী গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া আমাকে কহিল, "আমার সঙ্গে আসুন, এই স্কুলে আমার নানা কর্ম্ম করিয়া থাকেন।"

বালকের কথা শুনিয়া আমরা সেই গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম, এবং বালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

সেই স্থলে যে সকল চাকর কর্ম্ম করিত, উহার এক পার্শ্বে তাহাদিগের থাকিবার উপযোগী কয়েকটী ঘর আছে। মেহের আলির থাকিবার নিমিত্ত উহার মধ্যে একটী ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল।

বালক আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একবারে সেই ঘরের ভিতর গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম, ঘরের সম্মুখে একটী লোক বসিয়া রহিয়াছে, তাহাকে দেখিয়াই বালকটী কহিল, "নানা! ইঁহারা তোমাকে খুঁজিতেছেন। বাবা মরিয়া গিয়াছেন।"

বালকের কথা শুনিয়া মেহের আলি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনারা কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন?"

আমি। মেহের আলির। তোমারই নাম কি মেহের আলি?

মেহের আলি। হাঁ, আমার নামই মেহের আলি। আপনারা যে একবারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এ কথা আমাদিগের বড় সাহেব জানেন কি?

আমি। না, তোমাদের বড় সাহেব কে?

মেহের আলি। তিনি এই কুঠীতেই থাকেন, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত বাহিরের কোন লোকের এই কুঠীর ভিতর প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তিনি না দেখিতে দেখিতে, আপনারা এখনই বাহিরে গমন করুন।

আমি। আচ্ছা, তাহাই হইবে, আমরা এখনই বাহিরে গমন করিব; কিন্তু তোমাকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া যাইতে পারি না। তোমাকে যাহা যাহা আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তাহার উত্তর প্রদান কর, আমরা এখনই তোমার সাহেবের কুঠী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছি।

মেহের আলি। সাহেবের অনুমতি না লইলে আমি আপনাদিগের কোন কথার উত্তর দিতে পারিব না।

আমি। ইচ্ছা হয় ত তোমার সাহেবকে সংবাদ প্রদান কর, বা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাও যে, পুলিশের কয়েকজন লোক এখানে আসিয়াছে, তাঁহারা আমাকে কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, আমি তাঁহাদিগের কথার উত্তর প্রদান করিব কি না?

মেহের আলি। সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিবার আমার কোন প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা হয়, আপনারা গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে পারেন।

মেহের আলির কথা শুনিয়া আমার অতিশয় ক্রোধের উদ্রেক হইল, এবং সর্ব্বশরীর যেন কাঁপিতে লাগিল। একবার মনে করিলাম যে, ও যেরূপ ভাবে আমাদিগের সহিত কথা কহিতেছে, তাহাতে উহার সহিত আমাদিগের সেইরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, সাহেবদিগের কুঠীর ভিতর কোনরূপ গোলযোগ করিলে আমার কার্য্যের সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, তিনি ক্রোধান্বিত হইলে তাঁহার চাকরদিগের নিকট হইতে আমাদিগের অধিক কোন কথা পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না

কিন্তু যদি তিনি ইচ্ছা করিয়া আমাদিগের সহায়তা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ভৃত্যগণ তাঁহার নিকট কোন কথা গোপন করিতে পারিবে না, বা যদি কেহ গোপন করে, তাহা হইলে অপরের নিকট হইতেও তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এরূপ অবস্থায় মেহের আলির উপর ক্রোধান্বিত না হইয়া, তাহার মনিবের সহিতই আমার প্রথম দেখা করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, আমি বিলক্ষণরূপে অবগত আছি যে, ভাল ভাল ইংরাজগণের নিকট সরকারী কার্য্য উপলক্ষে যদি কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তাঁহাদের সাধ্যমত সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া একজন কর্ম্মচারীকে সেই স্থানে রাখিয়া আমি সেই স্কুলের সর্ব্বপ্রধান সাহেবের উদ্দেশে গমন করিলাম। যে গৃহে সাহেব থাকেন, সেই গৃহের সম্মুখে তাঁহার চাপরাশি বসিয়াছিল। একখানি কার্ডে আমার নাম, আমি কে, এবং কি নিমিত্ত আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি, তাহা সেই কার্ডে লিখিয়া চাপরাশির হাতে প্রদান করিলাম, ও আমি যে কে, তাহা চাপরাশিকেও বলিয়া দিলাম। চাপরাশি কার্ড লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার অতি অল্পক্ষণ পরেই, সেই কার্ড হস্তে সাহেব বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, "আমি আপনাকে কিরূপ সাহায্য করিতে পারি?"

আমি। আপাততঃ অপর সাহায্যের কিছু প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র আপনার খানসামাকে আমি একবার চাহি। এক-ঘণ্টার নিমিত্ত আমি তাহাকে লইয়া যাইব মাত্র।

সাহেব। তাহাকে প্রয়োজন?

আমি। আমরা একটী ভয়ানক হত্যার অনুসন্ধান করিতেছি। যে ব্যক্তি হত হইয়াছে, এখন বোধ হইতেছে যে, সে আপনার খানসামার জামাতা। এই নিমিত্ত তাহাকে লইয়া গিয়া একবার সেই মৃতদেহ দেখাইব। তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তাহার জামাতা কি না, তাহা অনায়াসেই সে চিনিতে পারিবে। তখন কাহার দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব, এবং আপনার সাহায্যের আবশ্যক হইলে, পুনরায় আপনার নিকট আগমন করিব।

সাহেব। কিরূপে খানসামার জামাতা হত হইয়াছে?

আমি। কিরূপে হত হইয়াছে, বা কে হত্যা করিয়াছে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। সেই মৃতদেহ যে কাহার, এখন তাহারই অনুসন্ধান চলিতেছে।

সাহেব। সেই মৃতদেহ কোথায় পাওয়া গেল?

আমি। বড় একটী টীনের বাক্সের মধ্যে একখানি চটের দ্বারা আবৃত সেই মৃতদেহ রাস্তার ধারে পাওয়া গিয়াছে।

সাহেব। আচ্ছা বাবু! আপনি আমার খানসামাকে লইয়া যান। আপনার কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, অমনি তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন।

আমাকে এই বলিয়া সাহেব তাঁহার চাপরাশিকে কহিলেন, "আমার খানসামাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।"

সাহেবের আদেশ পাইবামাত্র, চাপরাশি দ্রুতগতি গমন করিয়া মেহের আলিকে তাঁহার সম্মুখে ডাকিয়া আনিল। তাহাকে দেখিবামাত্রই সাহেব কহিলেন, "তুমি এই বাবুর

সহিত গমন কর, এবং ইহারা তোমার নিকট হইতে যেরূপ সাহায্য প্রার্থনা করেন, সেইরূপ সাহায্য প্রদান কর।”

সাহেবের কথা শুনিয়া মেহের আলি আর কোন কথা কহিল না; স্থিরভাবে অথচ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে লাগিল।

আমি মেহের আলিকে সেই স্থানে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই বাড়ী হইতে তাহাকে বাহিরে আনিলাম। কিন্তু তাহাকে আমার গাড়িতে তুলিবার পূর্ব্বে তাহাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য মনে করিলাম।

আমি। রব্বানি তোমার জামাতা?

মেহের আলি। হাঁ মহাশয়! রব্বানি আমার জামাতা হয়।

আমি। রব্বানি এখন কোথায়?

মেহের আলি। তাহা আমি জানি না।

আমি। তোমার সহিত তাঁহার কয়দিবস সাক্ষাৎ হয় নাই?

মেহের আলি। এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

আমি। তোমার বেশ মনে আছে যে, এক সপ্তাহকাল তোমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই?

মেহের আলি। আমার বেশ মনে আছে।

আমি। তোমার মনিবের কুঠীতে সে কতদিবস আইসে নাই?

মেহের আলি। প্রায় পনর দিবস হইল, সে এখানে আইসে নাই।

আমি। অদ্য তিন দিবস হইল, সে এখানে আসিয়াছিল যে ?

মেহের আলি। মিথ্যা কথা, এ কথা আপনাকে কে বলিল ?

আমি। যেই আমাকে বলুক না কেন, তোমাকে আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তাহারই উত্তর প্রদান কর ?

মেহের আলি। আমি ত তাহা বলিয়াছি যে, সে এখানে পনর দিবসের মধ্যে আইসে নাই।

মেহের আলির কথা শুনিয়া আমার মনে কেমন একটু সন্দেহ হইল। অপর একজন কর্ম্মচারীর নিকট তাহাকে রাখিয়া আমি পুনরায় সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই সম্মুখে বড় সাহেবের সেই চাপরাশিকে দেখিতে পাইলাম। আমাকে পুনরায় বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া, চাপরাশি আমার নিকট আগমন করিল ও কহিল, "কি মহাশয়! পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন যে ?"

আমি। তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া, ফিরিয়া আসিয়াছি।

চাপরাশি। আমাকে ?

আমি। হাঁ।

চাপরাশি। আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, তাহা অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

আমি। মেহের আলি তোমার নিকট কত দিবস হইতে পরিচিত ?

চাপরাশি। প্রায় দুই বৎসর হইল, আমি আমার সাহেবের নিকট কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই সময় হইতেই আমি মেহের আলিকে চিনি।

আমি। তাহার একটী জামাতা আছে, তাহা তুমি জান?

চাপরাশি। জানি, তাহার নাম রব্বানি। সম্প্রতি খোলার ওই ছোট ঘরখানি সে বাঁধিয়াছিল।

আমি। তুমি তাহাকে কয়দিবস হইতে দেখ নাই?

চাপরাশি। তিন চারি দিবস হইল, আমি তাহাকে দেখিয়াছি। কি পাওনা টাকার নিমিত্ত সে তাহার শ্বশুরের সহিত বকাবকি করিতেছিল।

আমি। কোথায়?

চাপরাশি। এই কুঠীর ভিতর তাহার শ্বশুর যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের সম্মুখে।

আমি। সে যে তিন চারি দিবসের ঘটনা, তাহা তোমার বেশ মনে আছে কি?

চাপরাশি। আমার বেশ মনে হইতেছে যে, উহা চারি দিবসের অধিক কোনরূপেই হইবে না।

আমি। পাওনা টাকার নিমিত্ত উহারা কতক্ষণ পর্য্যন্ত বকাবকি করিয়াছিল?

চাপরাশি। তাহা আমি জানি না। কোন কার্য্য বশতঃ আমি সেই স্থানে গিয়াছিলাম, তাহাতেই জানি। আমি তখনই সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম।

আমি। তখন বেলা কত?

চাপরাশি। বৈকালে; কিন্তু বেলা তখন অতি অল্পই ছিল।

আমি। তাহার পর, রব্বানি কখন চলিয়া গিয়াছে, তাহা বলিতে পার?

চাপরাশি। আমি তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখি নাই।

আমি। তুমি আমার সহিত একবার গমন করিতে পার কি? কারণ, যে লাসটী পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে দেখিলে, তুমি বেশ চিনিতে পারিবে, সেই লাসটী রব্বানির কি না?

চাপরাশি। আপনি এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি। তাঁহার আদেশ পাইলে, আমি এখনই আপনার সহিত গমন করিতেছি।

এই বলিয়া চাপরাশি আমাকে সেই স্থানে রাখিয়া সে তাহার সাহেবের নিকট গমন করিল, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিল, "চলুন, সাহেব অনুমতি দিয়াছেন।"

চাপরাশিকে আর কোন কথা না বলিয়া, তাহার সহিত আমি বাহিরে আসিলাম, ও মেহের আলির সহিত আপন গাড়িতে উঠিলাম। সেই বালকটীও গাড়ির উপর উঠিয়া বসিল।

চাপরাশি আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা আমি মেহের আলিকে কহিলাম। আমার কথা শুনিয়া মেহের আলি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, এবং পরিশেষে কহিল, "চাপরাশি কখনই এ কথা বলে নাই। আর যদি বলিয়াই থাকে, তাহা হইলে সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। পনর দিবসের মধ্যে রব্বানি এ কুঠীতে আইসে নাই।"

মেহের আলির কথা শুনিয়া চাপরাশি কহিল, "আমি মিথ্যা বলিতেছি, না তুই মিথ্যা বলিতেছিস্! তিন চারিদিবস হইল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে সে আসিয়া টাকার জন্য তোর সহিত বকাবকি করিয়াছিল, সে কথা তোর মনে নাই কি?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চাপরাশি ও মেহের আলির সহিত এইরূপ কথা হইতে হইতে আমাদিগের গাড়ি আসিয়া যে স্থানে মৃতদেহ রক্ষিত ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

আমরা গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া, মেহের আলি এবং চাপরাশিকে সঙ্গে লইয়া সেই মৃতদেহের সন্নিকটে গমন করিলাম। সেই মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে কহিলাম। মেহের আলি সেই মৃতদেহের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই কহিল, "না মহাশয়! এ কাহার দেহ, তাহা আমি চিনিতে পারিতেছি না।"

চাপরাশি। তাহা আর চিনিতে পারিবে কেন? তোমার জামাতাকে যে কখনও দেখিয়াছে, সে-ই এই মৃতদেহ চিনিতে পারিবে। কিন্তু তুমি চিনিতে পারিতেছ না, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

যে স্থানে মৃতদেহটী ছিল, তাহার সন্নিকটেই সেই টিনের বাক্সটী রক্ষিত ছিল। সেই বাক্সটী দেখিয়া চাপরাশি কহিল, "ওই বাক্সটী কিসের মহাশয়?"

আমি। এই বাক্সের ভিতর পূরিয়া এই মৃতদেহটী কোন ব্যক্তি গঙ্গার ধারে রাখিয়া দিয়াছিল।

চাপরাশি। তবে এই বাক্সের ভিতর ওই লাস পাওয়া যায়?

আমি। হাঁ।

চাপরাশি। মেহের আলি যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে ঠিক এইরূপ একটী বাক্স ছিল। তাহা এখন সেই স্থানে আছে কি না, তাহা মেহের আলিকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি।

আমি। কি হে মেহের আলি! তুমি যে ঘরে থাক, সেই ঘরে এইরূপ একটী টিনের বাক্স ছিল, তাহা এখন কোথায়? উহা এখন সেই স্থানে আছে কি?

মেহের আলি। চাপরাশি কেবল মিথ্যা কথা কহিতেছে। যে ঘর আমার দ্বারা অধিকৃত, তাহার ভিতর এরূপ টিনের বাক্স কখনও ছিল না, এখনও নাই।

চাপরাশি। আমি মিথ্যা কথা কহিতেছি? তোমার ঘরে যে টিনের বাক্স ছিল, তাহা কে না জানে? কুঠীর সমস্ত চাকরই তাহা দেখিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে-ই এ কথা বলিবে। চাকর-বাকরের কথাই বা জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন? মনিব—সাহেব স্বয়ং ইহা বলিতে পারিবেন। একদিবস তিনি নিজে ওই বাক্স দেখিয়া, মেহের আলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ বাক্স কাহার?"

আমি। তাহাতে মেহের আলি কি উত্তর করিয়াছিল?

চাপরাশি। তাহাতে মেহের আলি এই কথা কহে যে, "অনেক দিবস হইতে এই বাক্স এই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে।"

আমি। কেমন মেহের আলি! এই কথা কি প্রকৃত?

মেহের আলি। না মহাশয়! ইহার সমস্তই মিথ্যা কথা।

আমি। চাপরাশির সমস্ত কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল। আর যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে জানিও, এই হত্যা তোমা-ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা হয় নাই।

মেহের। সেকি মহাশয়! তাহা হইলে আমি আমার জামাতাকে কি হত্যা করিয়াছি? আপনারা এইরূপ বিশ্বাস করেন?

আমি। কাজেই বিশ্বাস করিতে হইতেছে। তোমার নিজের কথার ভাবেই বেশ অনুমান হইতেছে, এই হত্যাকাণ্ডে তুমি সম্পূর্ণরূপে অপরাধী। তুমি এখন প্রকৃত কথা কি, তাহা বল দেখি। তাহা হইলে তুমি কতদূর অপরাধে অপরাধী, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিব, ও জানিতে পারিব, এই কার্য্য তুমি ইচ্ছা করিয়া করিয়াছ, কি ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়ায়, এই কার্য্য হঠাৎ তোমার দ্বারা হইয়া গিয়াছে।

মেহের আলি আমার কথায় আর কোনরূপ উত্তর প্রদান না করিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

মেহের আলির কন্যা তখন সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, আমাদিগের এই সকল কথা শুনিয়া সে কহিল, "বাবা! এ কার্য্য তুমিই করিয়াছ! তা' বেশ করিয়াছ, নিজের কন্যাকে বিধবা করিয়া পিতার উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ!" এই বলিয়া সে সেই স্থান হইতে একটু দূরে গিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

মেহের আলির কথা শুনিয়া ও তাহার অবস্থা দেখিয়া, আমাদিগের মনে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিল যে, মেহের আলি ব্যতীত এই কার্য্য আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। তবে লাস স্থানান্তরিত করিবার সময় অপর কোন ব্যক্তি সাহায্য করিলেও করিতে পারে।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সেই বাক্স ও উহার ভিতর যে ঔষধের শিশি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা লইয়া মেহের আলি এবং চাপরাশির সহিত পুনরায় সেই স্কুলে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

সেই স্থানে গিয়া সেই সর্ব্বপ্রধান সাহেবের সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ করিলাম এবং যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছিলাম, তাহার সমস্ত ব্যাপার তাঁহার নিকট খুলিয়া বলিলাম। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি আমাদিগের সহিত মেহের আলির থাকিবার স্থানে গমন করিলেন ও কহিলেন, "এইরূপ একটী বাক্স আমি এই স্থানে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু এখন উহা দেখিতে পাইতেছি না।"

যে স্থানে সেই বাক্সটী পূর্ব্ব হইতে রক্ষিত ছিল বলিয়া জানা গেল, সেই স্থানটী আমরা উত্তমরূপে দেখিলাম। দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, সেই স্থানে অতবড় একটী বাক্স রক্ষিত ছিল, তাহার চিহ্ন এখন পর্য্যন্তও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ঔষধের শিশি দেখিয়া সাহেব কহিলেন, "উহাতে যে নাম লেখা আছে, সেই নামের একটী বালক এই স্কুলে পূর্ব্বে পাঠ করিত; কিন্তু এখন স্থানান্তরে গমন করিয়াছে। আবশ্যক হইলে তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে।"

অতঃপর সেই স্থানে অপর চাকরগণের বাসস্থান অনুসন্ধান করিলাম। সাহেব সেই অনুসন্ধানে নিজে আমাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করিতে করিতেই অল্পে অল্পে আসল কথা বাহির হইয়া পড়িল।

মেহের আলি যখন দেখিল যে, সকল কথা প্রকাশ হইয়া গেল, তখন সেও সমস্ত কথা স্বীকার করিল। সে যাহা কহিল, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ :—

"রব্বানি আমার জামাতা। এই স্কুলের ভিতর একখানি ক্ষুদ্র খোলার ঘর সে বাঁধিয়া দেয়, তাহাতে আমার নিকট তাহার

কিছু পাওনা থাকে। সেই পাওনা টাকার নিমিত্ত সে আমাকে সর্ব্বদা বিরক্ত করিত, সময় অসময় কিছুই না মানিয়া সর্ব্বদা সে আমার নিকট সেই টাকার তাগাদা করিত, এবং সময় সময় আমাকে কটুবাক্যও কহিত।

"গত পরশ্ব তারিখের সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে এই স্থানে আসিয়া আমার নিকট পুনরায় সেই টাকার তাগাদা করে। আমার নিকট সেই সময় টাকা না থাকায়, আমি উহা তাহাকে দিতে পারি নাই। সুতরাং সে আমার উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইল, এবং আমাকে গালি প্রদান করিল। আমারও অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হওয়াতে আমি তাহাকে কহিলাম, "তুমি আমার ঘরের ভিতর আইস, আমি হিসাব করিয়া তোমার সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিতেছি।" আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সে যেমন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, অমনি আমি তাহার কর্ণমূলে সজোরে এক চপেটাঘাত করিলাম। চড় মারিবামাত্র সে সেই স্থানে পড়িয়া গেল। তাহার উপর আমি তাহাকে দুই চারিটী পদাঘাতও করিয়াছিলাম। পরে দেখিলাম, সে মরিয়া গিয়াছে। তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া একখানি চটে উহাকে উত্তমরূপে জড়াইয়া বাঁধিলাম, এবং পরিশেষে এই বাক্সের ভিতর পূরিয়া আমার এই ঘরের ভিতরেই রাখিয়া দিলাম। কিন্তু কোন উপায়ে সেই বাক্স আমি ঘর হইতে বাহির করিয়া লইবার অবকাশ পাইলাম না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সমস্ত দিবস সেই বাক্স আমার ঘরের ভিতরেই ছিল। পরদিবস রাত্রি হইলে একটী কুলীর সাহায্যে আমি সেই বাক্সটী স্কুল হইতে বাহির করিয়া একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ি আনিয়া তাহার উপর রাখিয়া দিলাম, এবং সেই গাড়িতে

করিয়া উহা আমি গঙ্গার ধারে লইয়া গেলাম। সেই স্থানে খোলা জেটির ভিতর সেই বাক্সটী রাখিয়া দিয়া, আমি সেই গাড়ি বিদায় করিয়া দিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে, কোন গতিতে সেই বাক্সটী গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিব; কিন্তু তাহার সুযোগ করিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই একজন চাপরাশি সেই বাক্সটী দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট গমন করিল। আমিও ভীত হইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।"

মেহের আলি এইরূপে যাহা আমাদিগের নিকট কহিল, সে আর সে কথার পরিবর্ত্তন করিল না। অনুসন্ধানে যে সকল প্রমাণের সংগ্রহ হইল, তাহাদিগের সাক্ষ্যে এবং মেহের আলির স্বীকারেই দায়রার বিচারে তাহার ফাঁসি হইয়া গেল।

সম্পূর্ণ।

DETECTIVE STORIES NO. 74. দারোগার দপ্তর ৭৪ম সংখ্যা।

ঘর-পোড়া লোক।

(অর্থাৎ পুলিসের অসৎ বুদ্ধির চরম দৃষ্টান্ত !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিক্‌দারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তম বর্ষ।]   সন ১৩০৫ সাল।   [জ্যৈষ্ঠ।

Printed By Shashi Bhusan Chandra, at the

GREAT TOWN PRESS,

68, Nimtola Street, Calcutta.

ঘর-পোড়া লোক।

(প্রথম অংশ)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অদ্য যে বিষয় আমি পাঠকগণকে উপহার দিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহা অতি ভয়ানক ও লোমহর্ষণ-জনক ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনার সহিত আমার নিজের কোনরূপ সংস্রব নাই, অর্থাৎ আমি নিজে এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করি নাই; কিন্তু এই মোকদ্দমার সহিত যে পুলিস কর্ম্মচারীর সংস্রব ছিল, তিনি আমার পরিচিত। এই ঘটনার মধ্যে যেরূপ অস্বাভাবিক দুর্বুদ্ধির পরিচয় আছে, তাহা পাঠ করিয়া অনেক পাঠকেই মনে করিতে পারেন যে, এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য মনুষ্য-বুদ্ধির অগোচর। কিন্তু যখন আমি এই ঘটনার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার জানি, এবং অনুসন্ধানকারী পুলিস-কর্ম্মচারীও আমার পরিচিত, তখন এই ঘটনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পাঠকগণও ইহা সম্পূর্ণরূপ সত্য ঘটনা বলিয়া অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারেন।

এই ঘটনা আমাদিগের এই প্রদেশীয় ঘটনা নহে, পশ্চিম-দেশীয় ঘটনা। হিন্দু পাঠকগণের মধ্যে সকলেই অবগত

আছেন যে, নৈমিষারণ্য নামে একটী স্থান আছে, উহা আমাদিগের একটী প্রধান তীর্থ স্থান। পশ্চিমদেশ-বাসীগণ সেই স্থানকে নিম্‌সারণ কহিয়া থাকে।

কথিত আছে, ভগবান্ বেদব্যাস এই স্থানে বসিয়া ভগবদ্‌বাক্য সর্ব্বপ্রথমে মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশ করেন। যে বেদীর উপর উপবেশন করিয়া তিনি ভগবদ্‌বাক্য পাঠ করিয়াছিলেন, নিবিড় ও নিস্তব্ধ আম্র কাননের ভিতর সেই বেদী এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। সেই বেদীর কিছু দূর অন্তরে চক্রপাণি নামক প্রসিদ্ধ স্থান। প্রসিদ্ধি আছে যে, যে সময় ভগবান্ বেদব্যাস ভগবদ্‌বাক্য প্রকাশ করিতেন, সেই সময় দেবতাগণ ও ঋষিগণের আবির্ভাব হইত। সেই স্থানে তখন একটী সামান্ত স্রোতস্বতী থাকা স্বত্বেও সেই স্থানে যাঁহারা আগমন করিতেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই অত্যধিক জল-কষ্ট সহ্য করিতে হইত। ভগবান্ বিষ্ণু এই ব্যাপার দেখিয়া জল-কষ্ট নিবারণ করিবার মানসে আপনার চক্র দ্বারা পৃথিবী ভেদ করিয়া দেন, সেই স্থান হইতে সতেজে অনবরত জল উত্থিত হইয়া সকলের জল-কষ্ট নিবারণ করে। সেই সময় পৃথিবী ভেদ করিয়া যে স্থান হইতে জল উঠিয়াছিল, এবং এখন পর্য্যন্ত যে স্থান হইতে অনবরত জল উত্থিত হইয়া সন্নিকটবর্ত্তী সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীতে গিয়া মিলিতেছে, সেই স্থানকে চক্রপাণি কহে। নৈমিষারণ্য তীর্থে যাঁহারা গমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে চক্রপাণি জলে স্নান করিতে হয়।

দশ বার বৎসর পূর্ব্বে কোন সরকারী কার্য্য উপলক্ষে আমাকে সেই নৈমিষারণ্যে গমন করিতে হইয়াছিল। যে

কার্য্যে আমি গমন করিয়াছিলাম, সেই কার্য্য শেষ হইবার পর, একদিবস আমি সেই চক্রপাণি জলে স্নান করিতে যাই। সেই স্থানে আমি স্নান করিতেছি, এরূপ সময় একজন লোক আসিয়া স্নান করিবার মানসে সেই চক্রপাণি জলে অবতরণ করেন। কথায় কথায় তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। ইহার নাম আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম; কিন্তু ইহার সহিত আমার কখন চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় ছিল না। ইহার নাম শুনিয়াই আমি কহিলাম, "আপনি এই প্রদেশীয় পুলিস বিভাগে কর্ম্ম করিতেন না?"

উত্তরে তিনি কহিলেন, "হাঁ মহাশয়!"

তখন আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা যাহা অবগত ছিলাম, তাহা তাঁহাকে কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন মহাশয়! এই অপরাধের জন্য পুলিস বিভাগ হইতে আপনার চাকরী গিয়াছে না?"

উত্তরে তিনি কহিলেন, "আপনি এ সকল বিষয় কিরূপে অবগত হইতে পারিলেন?"

আমি। আমি যেরূপেই অবগত হইতে পারি না কেন; কিন্তু ইহা প্রকৃত কি না?

"যখন অনুসন্ধান করিয়া আমার দোষ সাব্যস্ত হইয়াছিল, এবং সেই দোষের উপর নির্ভর করিয়া সরকারী চাকরী হইতে আমাকে তাড়িত করা হইয়াছে, তখন উহা যে সম্পূর্ণরূপ মিথ্যা কথা, তাহাই বা আমি বলি কি প্রকারে?"

আমি। সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, যে অপরাধের নিমিত্ত আপনার চাকরী গিয়াছে, সেই অপরাধ সম্বন্ধে আপনার কোন্ ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী অনুসন্ধান করিয়াছিলেন?

যে ইন্‌স্পেক্টারের দ্বারা তাঁহার অপরাধের অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, সেই ইন্‌স্পেক্টারের নাম তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া দিলেন, এবং তিনি আজ কাল যে স্থানে আছেন, তাহাও আমাকে জানাইয়া দিলেন। আমি দেখিলাম, যে সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত আমি সেই প্রদেশে গমন করিয়াছি, তাহার কোন কোন বিষয়ের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমাকে তাঁহার নিকট গমন করিতেই হইবে। সুতরাং এই ঘটনার সমস্ত অবস্থা তাঁহার নিকট হইতে অনায়াসেই জানিয়া লইতে পারিব।

যে ভূত-পূর্ব্ব পুলিস-কর্ম্মচারীর সহিত আমার চক্রপাণিতে সাক্ষাৎ হইল, তিনিও আমার পরিচয় গ্রহণ করিলেন, এবং পরিশেষে তাঁহার বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমাকে বার বার অনুরোধ করিলেন। আমিও তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম; সেই দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার বাসায় গিয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সেই রাত্রি তাহার বাসায় অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত তিনি আমাকে বার বার অনুরোধ করিলেন; কিন্তু জাতিভেদের প্রতিবন্ধকতা হেতু আমি কোনরূপেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। তথাপি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার বাসায় বসিয়া নানারূপ প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিলাম। ইহার মধ্যে যতদূর সম্ভব, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার মোকদ্দমার বিষয় সকল উত্তমরূপে জানিয়া লইলাম।

ইনি অসৎ উপায়ে যে সকল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই প্রায় ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। এই

স্থানে বসিয়া এখন তিনি জমিদার-সরকারে যদি কোনরূপ একটী চাকরীর সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা দেখিতেছেন।

নৈমিষারণ্যে আমার যে সকল অনুসন্ধান-কার্য্য ছিল, তাহা শেষ করিয়া আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। দুর্গম ভয়ানক পথ অতিক্রম করিয়া, ও "হত্যা-হরণ" প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া, ক্রমে আমি গিয়া সাণ্ডিলা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। পরে কয়েকটী ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যে স্থানে সেই মোকদ্দমার অনুসন্ধানকারী ইন্‌স্পেক্টার থাকিতেন, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার নিকট আমি আমার পরিচয় প্রদান করিলাম, এবং যে সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম, তাহার সমস্ত ব্যাপার আমি তাঁহার নিকট কহিলাম। তিনি তাঁহার সাধ্যমত আমাকে সাহায্য করিয়া, সেই স্থানের আমার আবশ্যক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

যে সময় তিনি আমার সাহায্যের নিমিত্ত আমার সহিত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় একদিবস কথায় কথায় এই মোকদ্দমার বিষয় তাঁহার নিকট উত্থাপিত করিলাম। তিনিও সবিশেষ যত্নের সহিত ইহার সমস্ত ব্যাপার আমাকে বলিয়া দিলেন, এবং এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানের যে সকল কাগজ-পত্র ছিল, তাহাও আমাকে দেখাইতে চাহিলেন। সময়মত আফিস হইতে সমস্ত নথি-পত্র আনিয়া, দেখিবার নিমিত্ত আমার হস্তে প্রদান করিলেন; কিন্তু উহার সমস্তই উর্দ্দু

ভাষায় লিখিত বলিয়া, আমি নিজে তাহা পড়িয়া উঠিতে পারিলাম না। উর্দ্দু ভাষাবিদ্ একজন মুন্সির সাহায্যে সেই সকল কাগজ-পত্রে যাহা লিখিত ছিল, তাহা জানিয়া লইলাম, এবং আবশ্যকমত কতক কতক লিখিয়াও লইলাম। এইরূপে যে সকল বিষয় আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই বিবরণ লিখিত হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে গ্রামে রামসেবকের বাড়ী, সেই গ্রামের জমিদার গোফুর খাঁ। গোফুর খাঁ যে একজন খুব বড় জমিদার, তাহা নহে; কিন্তু নিতান্ত ক্ষুদ্র জমিদারও নহেন। ইঁহার জমিদারীর আয়, সালিয়ানা পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা হইবে। গোফুর খাঁ জমিদার, কিন্তু জমিদার-পুত্র নহেন। তাঁহার পিতা একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহার দ্বারা কোন গতিতে পরিবার প্রতিপালন করিতেন মাত্র; কিন্তু তাহা হইতে একটী কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিতেন না। গোফুর খাঁ তাঁহার পিতার প্রথম বা একমাত্র পুত্র। যে সময় তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন, সেই সময় গোফুরের বয়ঃক্রম পনর বৎসরের অধিক ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর অনন্যোপায় হইয়া গোফুর সামান্য চাকরীর উমেদারীতে প্রবৃত্ত হন, এবং আপন

দেশ ছাড়িয়া কানপুরে গমন করেন। সেই সময় কানপুরে একজন মুসলমান বাস করিতেন। চামড়ার দালালী করিয়া তিনি দশটাকার সংস্থান করিয়াছিলেন, এবং দেশের মধ্যে মান-সম্ভ্রম ও একটু সবিশেষ প্রতিপত্তিও স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। গোফুর খাঁ কানপুরে আসিয়া প্রথমে তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাঁহারই নিকট অতি সামান্য বেতনে একটী চাকরী সংগ্রহ করিয়া লন। গোফুর খাঁ অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সবিশেষ কার্য্যক্ষম ছিলেন; সুতরাং অতি অল্পদিবসের মধ্যেই তিনি আপন মনিবের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন, এবং ক্রমে তিনি তাঁহার মনিবের কার্য্যে সবিশেষরূপে সাহায্য করিতে সমর্থ হন্। দিন দিন যেমন তিনি তাঁহার মনিবের প্রিয়পাত্র হইতে ছিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বেতনও ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছিল।

সে যাহা হউক, যে সকল কার্য্য করিয়া তাঁহার মনিব সেই দেশের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, পরিশেষে সেই সমস্ত কার্য্য গোফুর খাঁ নিজে সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ইদানীং তাঁহার মনিবকে আর কোন কার্য্যই দেখিতে হইত না, সকল কার্য্য গোফুরের উপরেই নির্ভর করিত। গোফুরও প্রাণপণে এরূপ ভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মনিবের কার্য্য পূর্ব্ব অপেক্ষা আরও অতি উত্তমরূপে চলিতে লাগিল। সর্ব্ব-সাধারণে গোফুরের মনিবকে যেরূপ ভাবে বিশ্বাস করিতেন, গোফুরকে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। এমন কি, সেই সময় গোফুরের মনিবকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ী মাত্রেই

গোফুরকে চাহিতে লাগিলেন, ও গোফুরের হস্ত হইতে সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া গোফুরের মনিব নিজে আর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া সমস্ত কার্য্যভারই গোফুরের উপর অর্পণ করিলেন, এবং পরিশেষে গোফুরকে একজন অংশীদার করিয়া লইলেন। গোফুরও সবিশেষ পারদর্শিতার সহিত কার্য্য করিয়া ক্রমে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইবার পর গোফুরের মনিব বা অংশীদার ইহলীলা সম্বরণ করিলেন; সুতরাং এখন সেই কার্য্যের সমস্ত অংশই গোফুরের হইল। গোফুরও সবিশেষ মনোযোগের সহিত আপন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই একখানি করিয়া ক্রমে জমিদারীও ক্রয় করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি যে সকল জমিদারী ক্রমে ক্রয় করিয়াছিলেন, সেই সকল জমিদারীর আয় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকায় দাঁড়াইল। সেই সময় গোফুর খাঁও ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া পড়ায় আপনার ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন, এবং কেবলমাত্র তাঁহার জমিদারীতেই আপনার মন নিয়োগ করিবার মানস করিলেন।

গোফুর খাঁর কেবল একটীমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম তিনি ওস্‌মান রাখিয়াছিলেন। আপন পুত্র ওস্‌মানকে প্রথমতঃ তিনি আপনার ব্যবসা কার্য্য শিখাইবার নিমিত্ত সবিশেষরূপ চেষ্টা করেন; কিন্তু কোনরূপে আপন মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বাল্যকালে গোফুর খাঁর যেরূপ প্রকৃতি ছিল, তাঁহার পুত্র ওস্‌মানের প্রকৃতি বাল্যকাল

হইতেই তাহার বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোফুর খাঁ সর্ব্বদা আপন কার্য্যে মন নিয়োগ করিতেন, ওস্‌মান কেবল অপরের সহিত মিলিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

গোফুরের চেষ্টা ছিল, কিরূপে আপনার কার্য্যে তিনি সবিশেষরূপে উন্নীত হইতে পারেন।

ওস্‌মান ভাবিতেন, অসৎ উপায় অবলম্বনে কিরূপে তিনি তাঁহার পিতার উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ হন।

গোফুর সর্ব্বদা সৎকার্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। কিরূপে দশজন প্রতিপালিত হয়, কিরূপে দশজনের উপকার করিতে পারেন, তাহার দিকে সর্ব্বদা তিনি লক্ষ্য রাখিতেন।

ওস্‌মানের লক্ষ্য হইয়াছিল, কেবল অসৎ কার্য্যের দিকে; আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্রগণের প্রতিপালনের পরিবর্ত্তে কতকগুলি নীচজাতীয়া বার-বনিতা তাহার দ্বারা প্রতিপালিতা হইত।

ওস্‌মানের এইরূপ অবস্থা সত্বেও একমাত্র সন্তান বলিয়া তাহার পিতা গোফুর খাঁ তাহাকে কিছু বলিতেন না। সুতরাং ওস্‌মানের অত্যাচার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইবার পরিবর্ত্তে ক্রমে আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

গোফুর খাঁ নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া, তিনি মনে করিয়াছিলেন, ব্যবসা কার্য্যের ভার তিনি তাঁহার পুত্র ওস্‌মান খাঁর হস্তে প্রদান করিবেন; কিন্তু তাহার চরিত্র দেখিয়া আপনার ইচ্ছাপূর্ণ করিতে পারিলেন না। অথচ ব্যবসায়ীগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া, তিনি আপন কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন বাড়ীতে বসিয়া তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় যে কিছু দিবস বিশ্রাম

করিবেন, তাহাতেও তিনি সমর্থ হইলেন না। তাঁহাকে সর্ব্বদা কানপুরেই থাকিতে হইত। এদিকে অবসর পাইয়া ওস্‌মান জমিদারীর ভিতর যথেচ্ছ ব্যবহার করিত। তাহার অত্যাচারে প্রজাগণের মধ্যে কেহই শান্তিলাভ করিতে পারিত না। কিরূপে ওস্‌মানের হস্ত হইতে আপনাপন স্ত্রী-কন্যার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, কেবল তাহার চিন্তাতেই তাহাদিগকে সর্ব্বদা দিন অতিবাহিত করিতে হইত।

ওস্‌মানের এই সকল অত্যাচারের কথা ক্রমে তাহার পিতা গোফুর খাঁর কর্ণগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু গোফুর খাঁ তাহার প্রতিকারের কোনরূপ চেষ্টাও করিলেন না।

এইরূপ নানা কারণে, প্রজাগণ ক্রমে তাঁহাদিগের অবাধ্য হইয়া পড়িতে লাগিল। জমিদারীর খাজনা প্রায়ই তাহারা বাকী ফেলিতে লাগিল, বিনা-নালিশে খাজনা আদায় প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়া গেল।

এই সকল অবস্থা দেখিয়াও ওস্‌মানের অত্যাচারের কিছুমাত্র নিবৃত্তি হইল না। তাহার কতকগুলি অশিক্ষিত ও দুষ্টমতি পারিষদের পরামর্শ-অনুযায়ী সেই সকল অত্যাচার ক্রমে বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। তাহাদিগের অত্যাচারে অনেককেই তাহার জমিদারী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইল। বিশেষতঃ যাহাদিগের গৃহে সুশ্রী যুবতী স্ত্রীলোক আছে, তাহাদিগের সেই স্থানে বাস করা একবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িতে লাগিল।

এরূপ পাপে কতদিবস প্রজাগণ সন্তুষ্ট থাকে? বা ঈশ্বরই আর কতদিবস এ পাপ মার্জ্জনা করেন? ওস্‌মান একজন

মধ্যবিদ্ জমিদারের পুত্র বই ত নয়? এরূপ অত্যাচার করিয়া যখন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা প্রভৃতিও নিষ্কৃতি পান নাই, তখন এই সামান্ত জমিদার-পুত্র যে অনায়াসেই নিষ্কৃতি পাইবেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। সমস্ত কার্য্যেরই সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে যে অবস্থা ঘটিয়া থাকে, ওস্মানের অদৃষ্টে যে সেই অবস্থা না ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে গ্রামে গোফুর খাঁর বাড়ী, সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রামে পুলিসের থানা আছে; সেই থানার ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী একজন মুসলমান দারোগা। দারোগা সাহেব একজন খুব উপযুক্ত কর্ম্মচারী। জেলার ভিতর তাঁহার খুব নাম আছে, সরকারের ঘরেও তাঁহার বেশ খাতির আছে; কিন্তু তাঁহার নিজের চরিত্র সাধারণতঃ দারোগা-চরিত্রের বহির্ভূত নহে।

দারোগা সাহেবের বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের কম নহে, বরং দুই এক বৎসর অধিক হইবারই সম্ভাবনা। পুলিস বিভাগে প্রথম প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ চরিত্র-দোষ ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক বৰ্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইয়াই চলিয়া যাইতেছে।

কোন গ্রামে কোন একটী মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে গিয়া, একটী রূপবতী যুবতী তাঁহার নজরে পতিত হয়। পরিশেষে কোন-না-কোন উপায় অবলম্বন করিয়া, ক্রমে দারোগা সাহেব তাহাকে গৃহের বাহির করেন, এবং থানার সন্নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়া, তাহাকে সেই স্থানে রাখিয়া দেন। সেই স্ত্রীলোকটী দুই বৎসরকাল সেই স্থানে বাস করিয়া দারোগা সাহেবের মনস্তুষ্টি সম্পাদিত করে।

সেই যুবতী যে সবিশেষ রূপবতী, এ কথা লোক-মুখে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে ওস্‌মানের জনৈক পারিষদ এ কথা জানিতে পারিয়া, ওস্‌মানের কর্ণগোচর করিয়া দেয়। যুবতী-রূপবতীর কথা শুনিয়া ওস্‌মান আর তাহার মন স্থির করিতে পারিল না; কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, সে সেই যুবতীকে হস্তগত করিতে পারিবে, তাহারই চিন্তায় অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িল, ও ক্রমে আপন মনোভাব প্রকাশ করিয়া সেই যুবতীর নিকট লোক প্রেরণ করিল।

যুবতী তাহার প্রস্তাবে প্রথমে স্বীকৃতা হইল না; কিন্তু ওস্‌মানও তাহার আশা পরিত্যাগ করিল না। যে কোন উপায়েই হউক, তাহাকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ-রূপ চেষ্টা করিতে লাগিল।

যে স্ত্রীলোক একবার তাহার কুলে জলাঞ্জলি দিয়া পর-পুরুষের সহিত চলিয়া আসিয়াছে, এবং এতদিবস পর্য্যন্ত পরপুরুষের সহিত অনায়াসে কালযাপন করিতেছে, সেই স্ত্রীলোককে প্রলোভনে ভুলাইতে আর কতদিবস অতিবাহিত

হয়? দারোগা সাহেবের বয়ঃক্রম অধিক, ওস্‌মানের বয়ঃক্রম তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প। দারোগা সাহেব পরাধীন, ওস্‌মান স্বাধীন। দারোগা সাহেবকে চাকরীর উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত খরচ-পত্র নির্ব্বাহ করিতে হয়, আর ওস্‌মান জমিদার-পুত্র, গোফুর খাঁর মৃত্যুর পর সেই অগাধ জমিদারীর তিনি একমাত্র অধিকারী। যেস্থলে দারোগা সাহেবকে শত মুদ্রা খরচ করিতে হইলে তাঁহাকে অন্ধকার দেখিতে হয়, সেই স্থলে ওস্‌মান সহস্র মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিতে সমর্থ। এরূপ অবস্থায় সেই স্ত্রীলোকটীকে ওস্‌মানের করায়ত্ত করা নিতান্ত দুরূহ কার্য্য নহে। বলা বাহুল্য, ক্রমে যুবতী ওস্‌মানের হস্তগত হইয়া পড়িল; দারোগা সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া সে ওস্‌মানের অনুবর্ত্তিনী হইল। ওস্‌মান তাহাকে সেই স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিয়া, কোন লুক্কায়িত স্থানে তাহাকে রাখিয়া দিল।

সুন্দরী যে কাহার সহিত কোথায় গমন করিল, এ কথা দারোগা সাহেব প্রথমতঃ জানিতে পারিলেন না; কিন্তু ক্রমে এ সংবাদ জানিতে তাহার বাকী রহিল না। যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, ওস্‌মান তাঁহার সুখের পথে কণ্টক হইয়া তাঁহার যত্নের ধন অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তখন তিনি তাহার উপর যেরূপ ক্রোধান্বিত হইয়া পড়িলেন, তাহা বর্ণন করা এ লেখনীর কার্য্য নহে। দারোগা সাহেব প্রথমতঃ সেই সুন্দরীকে পুনরায় আপনার নিকট আনয়ন করিবার নিমিত্ত সবিশেষরূপ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এমন কি,

দারোগা সাহেব এই কথা ক্রমে ওস্‌মানের পিতার কর্ণ-গোচর পর্য্যন্ত করাইলেন ; তাহাতেও তাঁহার কোনরূপ সুফল ফলিল না। ওস্‌মানের পিতা এ বিষয়ে কোনরূপে দারোগা সাহেবকে সাহায্যও করিলেন না।

এই সকল কারণে দারোগা সাহেবের প্রচণ্ড ক্রোধের সামান্যমাত্রও উপশম হইল না। কিরূপে তিনি ওস্‌মান ও তাহার পিতাকে ইহার প্রতিশোধ দিতে পারিবেন, তাহার চেষ্টাতেই দিনরাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, এবং অনবরত প্রতিশোধের সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্রমে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। এই এক বৎসরের মধ্যে দারোগা সাহেব সেই সুন্দরীর আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, বা প্রতিহিংসার প্রবল চিন্তাকেও হৃদয় হইতে তাড়িত করিতে সমর্থ হইলেন না।

এইরূপে আরও কিছু দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিবস প্রাতঃকালে দারোগা সাহেব থানায় বসিয়া আছেন, এরূপ সময়ে একটী লোক গিয়া থানায় উপস্থিত হইল, ও কাঁদিতে কাঁদিতে দারোগার সম্মুখীন হইয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনি আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন। আপনি রক্ষা না করিলে, আর কেহ আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

দারোগা। কি হইয়াছে ?

আগন্তুক। ওস্‌মান আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

দারোগা। ওস্‌মান! কোন্ ওস্‌মান, গোফুর খাঁর পুত্র ওস্‌মান ?

আগন্তুক। হাঁ মহাশয়!

দারোগা। সে তোমার কি করিয়াছে?

আগন্তুক। সে আমার একমাত্র কন্যাকে জোর করিয়া আমার ঘর হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

দারোগা। কেন সে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল?

আগন্তুক। কু-অভিপ্রায়ে সে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

দারোগা। তোমার কন্যার বয়ঃক্রম কত?

আগন্তুক। সে বালিকা, তাহার বয়ঃক্রম এখনও আঠার বৎসরের অধিক হয় নাই।

দারোগা। তাহার বিবাহ হয় নাই?

আগন্তুক। বিবাহ হইয়াছে বৈ কি। তাহার স্বামী এখনও বর্ত্তমান আছে।

দারোগা। এ সংবাদ তাহার স্বামী শুনিয়াছে?

আগন্তুক। এ সংবাদ তাহার স্বামীকে আমরা দেই নাই। তাহার স্বামী বিদেশে থাকেন। সুতরাং এ সংবাদ তিনি এখনও জানিতে পারেন নাই। তিনি না জানিতে জানিতে যদি আমার কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারি, তাহা হইলে এ লজ্জার কথা আমি তাহাকে আর জানিতে দিব না।

দারোগা। তোমার কন্যা ইচ্ছা করিয়া ওস্‌মানের সহিত গমন করে নাই ত?

আগন্তুক। না মহাশয়! তাহাকে জোর করিয়া ওস্‌মান ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

দারোগা। তুমি ইহার প্রমাণ করিতে পারিবে?

আগন্তুক। খুব পারিব, গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোক দেখিয়াছে। তাহারা সকলেই সত্য কথা কহিবে। আপনি সেই স্থানে গমন করিলেই, দেখিতে পাইবেন, আমার কথা প্রকৃত কি না?

দারোগা। কতক্ষণ হইল, ওস্‌মান তোমার কন্যাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে?

আগন্তুক। মহাশয় আজ ছয় দিবস হইল।

দারোগা। ছয় দিবস! মিথ্যা কথা। ছয় দিবস হইল, তোমার কন্যাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, আর আজ তুমি থানায় সংবাদ দিতে আসিলে; তোমার এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

আগন্তুক। মহাশয়! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আর না করুন, আমি কিন্তু প্রকৃত কথা কহিতেছি। আমার অনুপস্থিতিতে এই কার্য্য হইয়াছে। আমার বাড়ীতে আমার সেই একমাত্র কন্যা ব্যতীত আর কেহই ছিল না; সুতরাং সুযোগ পাইয়া দুর্বৃত্ত এই কার্য্য করিয়াছে; তাহার ভয়ে পাড়ার লোক আমাকে পর্য্যন্ত সংবাদ দিতে সমর্থ হয় নাই। অদ্য আমি বাড়ীতে আসিয়া যেমন এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিলাম, অমনি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। এখন আপনি রক্ষা না করিলে, আমার আর উপায় নাই।

দারোগা। তোমার বাড়ী যে গ্রামে, সেই গ্রাম হইতে ওস্‌মানের বাড়ী কতদূর?

আগন্তুক। খুব নিকটে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে।

দারোগা। তোমার জমিদার কে?

আগন্তুক। সেই হতভাগাই আমার জমিদার।

দারোগা। জমিদারীর খাজানা তোমার কিছু বাকী আছে?

আগন্তুক। বাকী আছে। মিথ্যা কথা কহিব না, আমি আজ তিন বৎসর খাজানা দিতে পারি নাই।

দারোগা। কি বৎসর তোমাকে কত টাকা করিয়া খাজানা দিতে হয়?

আগন্তুক। সালিয়ানা আমাকে পনর টাকা করিয়া খাজানা দিতে হয়। পঁয়তাল্লিশ টাকা খাজানা আমার বাকী পড়িয়াছে।

দারোগা। সেই খাজানার নিমিত্ত তাহারা তাগাদা করে না?

আগন্তুক। তাগাদা করে বৈ কি, কিন্তু দিয়া উঠিতে পারি না।

দারোগা। যখন তোমার কন্যাকে ওস্‌মান ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই সময় তাহার সঙ্গে আর কোন লোক ছিল?

আগন্তুক। তাহার সহিত আরও চারি পাঁচজন লোক ছিল।

দারোগা। ওস্‌মানের পিতা গোফুর খাঁ সেই সঙ্গে ছিলেন?

আগন্তুক। না মহাশয়! তিনি ছিলেন না।

দারোগা। তুমি জান না; তিনি না থাকিলে, কখনও এইরূপ কার্য্য হইতে পারে না। গ্রামের যে সকল ব্যক্তি এই ঘটনা দেখিয়াছে, তাহাদিগকে তুমি ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি?

আগন্তুক। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; কিন্তু কেহই সে কথা কহে না। আরও ভাবিয়া দেখুন না কেন, পুত্র যদি কোন যুবতী রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা করে, পিতা কি কথনও তাহার সহায়তা করিয়া থাকেন?

দারোগা। ওস্‌মান শেষে উহার সতীত্ব নষ্ট করিতে পারে; কিন্তু প্রথমতঃ সেই কার্য্যের নিমিত্ত যে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা তোমাকে কে বলিল? অপর কোন কারণে সে কি তোমার কন্যাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে না?

আগন্তুক। আর ত কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না, বা শুনিতেও পাইতেছি না।

দারোগা। ওস্‌মানের পিতা গোফুর খাঁ এখন কোথায় আছেন, বলিতে পার?

আগন্তুক। তিনি এখন বাড়ীতেই আছেন।

দারোগা। কানপুর হইতে তিনি কবে আসিয়াছেন?

আগন্তুক। পাঁচ ছয় দিবস হইবে।

দারোগা। তাহা হইলে যে দিবস ওস্‌মান তোমার কন্যাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই দিবস গোফুর খাঁ কানপুর হইতে বাড়ীতে আসিয়াছেন?

আগন্তুক। হাঁ মহাশয়! হয় সেই দিবসই আসিয়াছেন, না হয়, তাহার পরদিন আগমন করিয়াছেন।

দারোগা। তাহা হইলে ঠিক হইয়াছে। তোমার কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার নিমিত্ত ওস্‌মান তোমার দুহিতাকে ধরিয়া লইয়া যায় নাই। গত তিন বৎসর পর্য্যন্ত তোমার নিকট

হইতে খাজানা আদায় না হওয়ায়, সেই খাজানা আদায় করিবার মানসে ওস্‌মানের পিতা গোফুর খাঁ আপন পুত্র ওস্‌মান ও তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে সঙ্গে করিয়া তোমার বাড়ীতে আগমন করেন। তুমি বাড়ীতে ছিলে না; সুতরাং তাঁহারা তোমাকে বাড়ীতে দেখিতে পান নাই। কিন্তু তুমি যে প্রকৃতই বাড়ীতে নাই, ইহা না ভাবিয়া, খাজানা দিবার ভয়ে তুমি লুকায়িত আছ, এই ভাবিয়া তোমাকে ভয় দেখাইয়া খাজানা আদায় করিয়া লইবার মানসে তোমার একমাত্র কন্যাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত গোফুর খাঁ তাঁহার পুত্রকে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পিতার আদেশ পাইয়া ওস্‌মান কয়েকজন লোকের সাহায্যে তোমারি কন্যাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। খাঁ সাহেবও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছেন। কেমন, ইহাই প্রকৃত কথা কি না?

আগন্তুক। না মহাশয়! ইহা প্রকৃত কথা নহে। ওস্‌মানের পিতা সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন না, বা তিনি আদেশ প্রদানও করেন নাই। আমার বাকী খাজানার নিমিত্তও এ ঘটনা ঘটে নাই।

দারোগা। যা ব্যাটা, তবে তোর মোকদ্দমা গ্রহণ করিব না। তুই বাড়ীতে ছিলি নি, প্রকৃত কথা যে কি, তাহার তুই কি জানিস্? আমরা ইতি-পূর্ব্বে সকল কথা জানিতে পারিয়াছি, কেবল কোন ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া নালিশ করে নাই বলিয়া, আমি এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি যেরূপ কহিলাম, সেইরূপের সাক্ষী সকল সংগ্রহ করিয়া রাখ গিয়া। আমি একজন জমাদারকে সঙ্গে

দিতেছি, যাহা তুই বুঝিতে না পারবি, তিনি তাহা তোকে বুঝাইয়া দিবেন। আহারান্তে আমি গিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

আগন্তুক। দোহাই ধর্ম্মাবতার! যাহাতে আমি আমার কন্যাটীকে পাই, আপনাকে সেই উপায় ক'রতে হ'বে।

দারোগা। তাহাই হইবে। এখন তুই আমার জমাদারের সহিত গমন করিয়া সাক্ষী-সাবুদের সংগ্রহ করিয়া দে। তুই লেখা-পড়া জানিস্ কি?

আগন্তুক। আমরা চাষার ছেলে, লেখা-পড়া শিখি নাই।

দারোগা। নিজের নাম লিখিতে পারিস্?

আগন্তুক। না মহাশয়! আমি আমার নাম পর্য্যন্তও লিখিতে পারি না।

দারোগা। তোর নাম কি?

আগন্তুক। আমার নাম সেখ হেদায়েৎ।

দারোগা। আচ্ছা হেদায়েৎ, তুমি আমার জমাদারের সহিত তোমার গ্রামে গমন কর। আহারান্তে আমি নিজে গিয়া এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। সাক্ষীগণ যেন উপস্থিত থাকে।

হেদায়েৎকে এই কথা বলিয়া, দারোগা সাহেব তাঁহার একজন সবিশেষ বিশ্বাসী জমাদারকে ডাকিলেন, এবং নির্জ্জনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সহিত কি পরামর্শ করিয়া পরিশেষে তাহাকে কহিলেন, "এই মোকদ্দমায় সবিশেষরূপে তোমাকে আমার সাহায্য করিতে হইবে। যে সুযোগ পাইয়াছি, সে সুযোগ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

আমার কোন ক্ষমতা আছে কি না, এবং আমার দ্বারা ওস্‌মান ও উহার পিতার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিতে পারে কি না, আজ তাহা তাহাদিগকে উত্তমরূপে দেখাইতে হইবে। যেরূপ উপায়েই হউক, উহাদিগের উভয়কেই জেলে দিয়া আমার এতদিবসের মনের যন্ত্রণা নিবারণ করিতে হইবে।"

দারোগা সাহেবের কথা শুনিয়া জমাদার কহিল, "আপনি যত শীঘ্র হয়, আগমন করুন। আমি সেই স্থানে গমন করিবা-মাত্রই সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিব। তাহার নিমিত্ত আপনাকে ভাবিতে হইবে না।"

এই বলিয়া হেদায়েৎকে সঙ্গে লইয়া জমাদার তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জমাদার ও হেদায়েৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার পর, দারোগা সাহেব প্রথমে এতেলা পুস্তক নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া, নিম্নলিখিতরূপে প্রথম এতেলা ফরিয়াদীর অসাক্ষাতেই লিখিলেন।

"আমার নাম সেখ হেদায়েৎ। আমার বাসস্থান * * * গ্রাম। গত আটদিবস হইতে আমি আমার বাড়ীতে ছিলাম না, * * * গ্রামে আমার কুটুম্ব * * *—র নিকট আমি আমার কোন কার্য্য উপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম। আমার

বাড়ীতে অপর কেহই নাই; কেবলমাত্র আমার যুবতী কন্যা * * *—কে আমি বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিলাম। অদ্য প্রাতঃকালে আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া, আমার কন্যাকে আমার বাড়ীতে দেখিতে পাইলাম না। পাড়া-প্রতিবাসীগণের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, আমাদিগের গ্রামের জমিদার গোফুর খাঁ তাঁহার পুত্র ওস্‌মান এবং কয়েকজন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া খাজানা আদায় করিবার নিমিত্ত আমাদিগের গ্রামে আগমন করেন, এবং গ্রামের এক স্থানে বসিয়া প্রজাগণকে ডাকাইয়া খাজানার তহসিল করিতে থাকেন। শুনিলাম, আমাকেও ডাকিবার নিমিত্ত তিনি একজন পাইক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমি বাড়ী ছিলাম না; সুতরাং পাইক আমাকে দেখিতে পায় নাই। সে গিয়া জমিদার মহাশয়কে কহে, "হেদায়েৎ বাড়ীতে নাই, কেবল তাহার কন্যা বাড়ীতে আছে। সে কহিল, তাহার পিতা অদ্য দুই দিবস হইল, কুটুম্ব বাড়ীতে গমন করিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন ও কহিলেন, "হেদায়েৎ কোন স্থানে যায় নাই। অনেক টাকা খাজানা বাকী পড়িয়াছে, আমার নিকট আসিলে খাজানা দিতে হইবে, এই ভয়ে সে লুকাইয়া আছে। যা হ'ক তাহার কন্যাকে ধরিয়া আন, তাহা হইলে সে এখনই আসিয়া খাজানা মিটাইয়া দিবে।" এই আদেশ পাইয়া জমিদারের পুত্র ওস্‌মান কয়েকজন কর্ম্মচারীর সাহায্যে আমার কন্যাকে আমার বাড়ী হইতে তাহার অনিচ্ছা-সত্ত্বে জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া জমিদার মহাশয়ের নিকট লইয়া

যায়। জমিদার মহাশয় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তাহাকে সেই স্থানে বসাইয়া রাখেন। যুবতী স্ত্রীলোকের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া, গ্রামস্থ সমস্ত লোক আমার কন্যাকে ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত জমিদার মহাশয়কে বার বার অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সেই স্থান হইতে গমন করিবার সময় তাঁহার পুত্র ওস্‌মান ও অপরাপর কর্ম্ম-চারীর সাহায্যে আমার কন্যাকে বাঁধিয়া তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের বাড়ী পর্য্যন্ত লইয়া যান। বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া, তাঁহারা যে আমার কন্যার কি অবস্থা করিয়া-ছেন, তাহা আমি অবগত নহি। সেই পর্য্যন্ত আমার কন্যা আর প্রত্যাগমন করে নাই, বা গ্রামের কোন ব্যক্তি আর তাহাকে দেখে নাই। আমার অনুমান ও বিশ্বাস যে, জমি-দার মহাশয় এবং তাঁহার পুত্র ওস্‌মান আমার কন্যাকে তাহার বিনা-ইচ্ছায় তাহাদিগের বাড়ীর ভিতর অন্যায়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, বা তাহাকে হত্যা করিয়াছে। আমি আপন ইচ্ছায় আমার কন্যাকে পাইবার মানসে এই এজাহার দিতেছি। ইহাতে যেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন, সেইরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া আমার কন্যাকে বাহির করিতে আজ্ঞা হয়। আমি যে এজাহার দিতেছি, গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোক তাহার সাক্ষী আছে। সেই স্থানে গমন করিলেই, আপনি জানিতে পারিবেন যে, আমার কথা সম্পূর্ণরূপ সত্য কি না। আমি লেখা-পড়া জানি না, আমার এজাহার যাহা আপনি লিখিয়া লইলেন, তাহা পাঠ করিয়া পুনরায় আমাকে আপনি শুনাইয়া দিলেন; আমি যেরূপ বলিয়াছি, ঠিক সেই-

রূপই লেখা হইয়াছে। আমি আমার এজাহার শুনিয়া, আমি এই স্থানে নিশানসহি করিলাম। ইতি—”

নিশানসহি—সেখ হেদায়েৎ।

দারোগা সাহেব প্রথম এতেলা পুস্তকে এইরূপ এজাহার লিখিয়া উপযুক্তরূপ লোকজন সমভিব্যাহারে এই অনুসন্ধানে গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত গমন করিবার নিমিত্ত যে সকল লোকজনের উপর আদেশ হইল, তাঁহারাও আহারাদি করিয়া ক্রমে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে দারোগা সাহেব তাঁহার লোকজন সমভিব্যাহারে হেদায়েতের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হেদায়েতের সমভিব্যাহারে জমাদার সাহেব পূর্ব্বেই সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং দারোগা সাহেব সেই স্থানে গমন করিলে তাঁহার যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন হইবার সম্ভাবনা, তাহার সমস্তই তিনি সেই স্থানে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন; অর্থাৎ বসিবার স্থান, লোকজন, রাত্রিকালের আহারাদির বন্দোবস্ত সমস্তই ঠিক ছিল। তাহার উপর গ্রামস্থ প্রায় সমস্ত লোকই সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

দারোগা সাহেব সেই রাত্রি সেই গ্রামে আহারাদি করিয়া রাত্রিযাপন করিলেন মাত্র; কিন্তু যে বিষয় অনুসন্ধানের নিমিত্ত তিনি সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান করা দূরে থাকুক, গ্রামস্থ কোন ব্যক্তিকে সে

বিষয়ের কোন একটী কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। আহারাদি করিয়া রাত্রিকালে যখন দারোগা সাহেব শয়ন করিলেন, সেই সময় তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া, গ্রামস্থ সমস্ত লোক প্রস্থান করিলেন; কিন্তু গমন করিবার সময় দারোগা সাহেব তাহাদিগকে পরদিবস অতি প্রত্যূষে পুনরায় সেই স্থানে আসিতে কহিলেন। সমস্ত লোক গমন করিবার পর দারোগা সাহেব জমাদারের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ করিয়া উভয়েই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

পরদিবস অতি প্রত্যূষেই দারোগা সাহেবের আদেশ প্রতিপালিত হইল। সকলে আগমন করিবার পর একে একে তিনি সমস্ত লোককেই দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদিগের কোন কথা এখন তিনি কাগজ-কলমে করিলেন না; তবে দেখা গেল, সেই সকল লোক যাহা কহিল, তাহার ছত্রে ছত্রে প্রথম এতেলার সহিত মিলিয়া গেল। দারোগা সাহেব নিজের ইচ্ছামত যেরূপ ভাবে প্রথম এতেলা লিখিয়াছিলেন, গ্রামস্থ সমস্ত লোকেই যখন সেইরূপ ভাবে তাহাদের এজাহার প্রদান করিল, তখন তিনি সেই সকল বিষয় কাগজ-পত্রে না লিখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

গ্রামের প্রধান প্রধান চারি পাঁচজনের এজাহার দারোগা সাহেব লিখিয়া লইলেন। গ্রামের কোন লোক ওস্মানের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। সুতরাং সকলেই ওস্মান ও তাহার পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিল। সকলেই কহিল যে, হেদায়েতের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিবার নিমিত্তই

এই গোলযোগ। হেদায়েতের কন্যাকে আটক করিয়া রাখিলেই খাজানা আদায় হইবে, এই ভাবিয়া গোফুর খাঁ তাহাকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার পুত্র ওস্‌মান অপর কয়েকজন লোকের সাহায্যে এই আদেশ প্রতিপালন করে। পরিশেষে উহার কন্যাকে ধরিয়া তাঁহাদিগের বাড়ীতে লইয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ওস্‌মান ও তাহার পিতাকে বিপদাপন্ন করিবার মানসে দারোগা সাহেব যাহা মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহা পরিণত হইতেছে দেখিয়া, মনে মনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

সেই স্থানের অনুসন্ধান আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া হেদায়েৎ ও গ্রামের দুই চারিজন লোককে সঙ্গে লইয়া গোফুর খাঁর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

গোফুর খাঁ সেই সময় বাড়ীতেই উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু ওস্‌মান সেই সময় বাড়ীতে ছিল না। গোফুর খাঁর সহিত দারোগা সাহেবের কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা হইলে পর, ওস্‌মান আসিয়া সেই স্থানে কোথা হইতে উপস্থিত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া দারোগা সাহেব কহিলেন, "আপনার উপর একটী ভয়ানক নালিশ হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত আমি অনুমতি প্রদান

না করি, সেই পর্য্যন্ত আপনি আমার সম্মুখ হইতে গমন করিবেন না।”

ওস্‌মান। আর যদি আমি চলিয়া যাই?

দারোগা। তাহা হইলে আপনার সহিত ভদ্রোচিত ব্যবহার করিতে আমি কোনরূপেই সমর্থ হইব না। সামান্য লোককে যেরূপ ভাবে আমরা রাখিয়া থাকি, বাধ্য হইয়া আপনাকেও সেইরূপ ভাবে আমাকে রাখিতে হইবে।

গোফুর। আমার উপর অভিযোগ কি?

দারোগা। আপনার আদেশ-অনুযায়ী আপনার গ্রাম-বাসী আপনারই প্রজা হেদায়েতের যুবতী কন্যাকে অন্যায়রূপে আজ কয়েকদিবস হইতে আপনার বাটীতে আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

গোফুর। আমার আদেশ-অনুযায়ী?

দারোগা। প্রমাণে সেইরূপ অবগত হইতে পারিতেছি।

গোফুর। আমি তাহাকে আবদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিব কেন?

দারোগা। বাকী খাজানা আদায় করিবার অভিপ্রায়ে।

গোফুর। মিথ্যা কথা।

দারোগা। সত্য মিথ্যা আমি অবগত নহি; প্রমাণে যাহা পাইতেছি, তাহাই আমি আপনাকে বলিতেছি। আর সেই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমাকে ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।

গোফুর। আপনি প্রমাণ পাইতেছেন, আমার আদেশে এই কার্য্য হইয়াছে?

দারোগা। হাঁ।

গোফুর। আমার আদেশ প্রতিপালন করিল কে? অর্থাৎ কে তাহাকে ধরিয়া আনিল?

দারোগা। আপনার পুত্র, এবং আর তিন চারিজন লোক।

গোফুর। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আপনি এখন কি করিতে চাহেন?

দারোগা। আপনি যদি সহজে সেই স্ত্রীলোকটীকে বাহির করিয়া না দেন, তাহা হইলে প্রথমতঃ আপনার বাড়ী আমি উত্তমরূপে খানাতল্লাসি করিয়া দেখিব। দেখিব, উহার ভিতর সেই স্ত্রীলোকটী পাওয়া যায়, কি না।

গোফুর। আর যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে?

দারোগা। সে পরের কথা; যাহা হয়, পরে দেখিতে পাইবেন।

ওস্‌মান। কার হুকুম মত আপনি আমাদিগের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে চাহেন? বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার কোন ওয়ারেণ্ট আছে কি?

দারোগা। কাহার হুকুম মত আমি তোমাদিগের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে চাই, তাহা তুমি বালক, জানিবে কি প্রকারে? আমি আমার নিজের হুকুমে তোমাদিগের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিব।

ওস্‌মান। যদি প্রবেশ করিতে না দি?

দারোগা। তোমার কথা শোনে কে? আমি জোর করিয়া প্রবেশ করিব। তাহাতে যদি তুমি কোনরূপ প্রতি-

বন্ধকতা জন্মাও, তাহা হইলে তোমায় অপর আর এক মোকদ্দমায় আসামী হইতে হইবে।

ওস্‌মান। যাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত আপনারা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবেন, তাহাকে যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে জবাবদিহি কে করিবে? আপনি করিবেন কি?

দারোগা। যাহাকে জবাবদিহিতে আনিতে পারিবে, সে-ই জবাবদিহি করিবে।

ওস্‌মান। আর যদি সে আপন ইচ্ছায় আমাদিগের বাড়ীতে আসিয়া থাকে?

দারোগা। সে উত্তম কথা; সে আসিয়া আমাদিগের সম্মুখে সেই কথাই বলুক। তাহা হইলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।

গোফুর। তবে কি স্ত্রীলোকটী আমাদের বাড়ীতে আছে?

ওস্‌মান। না, সে আমাদের এখানে আসেও নাই, বা আমাদিগের এখানে নাইও।

দারোগা। মহাশয়! আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। এখন কি করিতে চাহেন, বলুন। স্ত্রীলোকটীকে কি আমার সম্মুখে আনিয়া দিবেন, না আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাসি করিতে আরম্ভ করিব?

গোফুর। আমি ত বলিতেছি, সেই স্ত্রীলোকটী আমাদিগের বাড়ীতে নাই। আমার কথায় আপনি বিশ্বাস না করেন, আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহা আপনি করিতে পারেন। কিন্তু, আমি পূর্ব্বেই আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, যাহা করিবেন, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া করিবেন।

দারোগা। আমার কার্য্য আমি বুঝি, তাহার নিমিত্ত আমি আপনার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে আসি নাই। আমি লোকজনের সহিত আপনার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেছি, ইচ্ছা করেন যদি, তাহা হইলে আপনার বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে কোন একটী গৃহের ভিতর গমন করিবার নিমিত্ত বলিতে পারেন। আর ইচ্ছা না করেন, তাহাতে আমার কোনরূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

এই বলিয়া দারোগা সাহেব আপনার সমভিব্যাহারী লোকজনের সহিত বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে উত্থিত হইলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া গোফুর খাঁ, ওস্‌মান, এবং সেই সময় সেই স্থানে গোফুরের বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও সকলে দারোগা সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন।

দারোগা সাহেব প্রথমেই অন্দরমহলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। সদর বাড়ীর ভিতর যে সকল গৃহ ছিল, প্রথমেই সেই সকল গৃহের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এক একখানি করিয়া সর্ব্বপ্রথমে সমস্ত খোলা ঘরগুলি দেখিলেন। তাহার ভিতর কিছু দেখিতে না পাইয়া, পরিশেষে যে ঘরগুলিতে চাবি বদ্ধ ছিল, চাবি খুলিয়া সেই ঘরগুলিও একে একে দেখিতে লাগিলেন।

গোফুর খাঁর প্রকাণ্ড বাড়ী; সুতরাং সদরে ও অন্দরে অনেক ঘর। বাহিরের ঘরগুলি দেখিতে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। এইরূপে তালাবদ্ধ কতক-

গুলি ঘর দেখিবার পর এক পার্শ্বের একটী নির্জ্জন গৃহের তালা খুলিলেন। সেই গৃহের ভিতর অপর দ্রব্য-সামগ্রী কিছুই ছিল না, কেবল গৃহের মধ্যে একখানি পালঙ্কের উপর একটী বিছানা আছে মাত্র।

সেই বিছানার সন্নিকটে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে সমস্ত লোকেই একবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। ইতি-পূর্ব্বে দারোগা সাহেব যাহা স্বপ্নেও একবার মনে ভাবেন নাই, তিনি তাহা দেখিয়াই যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন! কিছুক্ষণের নিমিত্ত যেন তাঁহার সংজ্ঞাও বিলুপ্ত হইল। একটু পরেই দারোগা সাহেব কহিলেন, "কি মহাশয়! এ কি দেখিতেছি?"

দারোগা সাহেবের কথা শুনিয়া আর কাহারও মুখে কোন কথা বাহির হইল না। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দেখিতে লাগিলেন। কেবল হেদায়েৎ সেই বিছানার সন্নিকট-বর্ত্তী হইয়া কহিল, "মহাশয়! এই আমার কন্যা।"

এই বলিয়া হেদায়েৎ তাহার কন্যার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া বার বার তাহাকে ডাকিতে লাগিল; কিন্তু সে নড়িল না, বা তাহার কথার কোনরূপ উত্তরও প্রদান করিল না। তখন সকলেই জানিতে পারিল যে, সে আর জীবিতা নাই।

দারোগা। প্রথমতঃ বড় লম্বা লম্বা কথা কহিতেছিলে যে, এখন আর মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না কেন?

গোকুর। ইহার ব্যাপার আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

দারোগা। এখন ত কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। এই স্ত্রীলোকের মৃতদেহ এই তালাবদ্ধ গৃহের ভিতর কিরূপে আসিল?

গোফুর। আমি ইহার কিছুই অবগত নহি।

দারোগা। (ওস্‌মানের প্রতি) কিগো ওস্‌মান মিঞা, আপনিও বোধ হয়, ইহার কিছুই জানেন না?

ওস্‌মান। না মহাশয়! আমিও ইহার কিছুই অবগত নহি।

দারোগা। সদর বাড়ীর ভিতর তালাবদ্ধ গৃহে, পালঙ্কের উপর মৃতা স্ত্রীলোকের লাস রহিয়াছে। আর আপনারা বলিতেছেন যে, আপনারা কিছুই জানেন না। দ্বারে যে দ্বারবান্ বসিয়া আছে, সেও বলিবে, 'আমি কিছুই জানি না।' কিন্তু কিরূপে এই স্থানে লাস আসিল, ইহার যদি সন্তোষজনক প্রমাণ আমাকে আপনারা প্রদান করিতে না পারেন, তাহা হইলে জানিবেন, আপনাদিগের উভয়কেই আমি ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইব।

দারোগার কথা শুনিয়া গোফুর খাঁ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, এবং এই অবস্থায় কি করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন।

দারোগা। কি মহাশয়! আপনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন যে? এই লাস কিরূপে আপনার বাড়ীর ভিতর আসিল, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছেন না কেন?

গোফুর। আপনার কথায় আমি যে কি উত্তর প্রদান করিব, তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যখন

ইহার কিছুই আমি অবগত নহি, তখন আমি আপনাকে আর কি বলিব?

দারোগা। কিগো দ্বারবান্ সাহেব! এ সম্বন্ধে তুমি কি বলিতে চাহ?

দ্বারবান্। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি ইহার কিছুই জানি না।

দারোগা। তুমি দ্বারবান্, সর্ব্বদা তুমি দরজায় বসিয়া থাক, অথচ তুমি বলিতেছ, তুমি ইহার কিছুই জান না! এ কথা কি কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে পারে?

দ্বারবান্। আপনি বিশ্বাস করুন, আর না করুন, আমি প্রকৃত কথাই বলিতেছি। আমি প্রকৃতই জানি না যে, এই মৃতদেহ কিরূপে বা কাহা কর্ত্তৃক এই বাড়ীর ভিতর আসিল।

গোফুর খাঁ, ওস্‌মান ও দ্বারবান্ যখন কোন কথা বলিল না, তখন সেই সময় দারোগা সাহেব তাহাদিগকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, নিজের ইচ্ছামত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

লাসের সুরতহাল করিয়া পরীক্ষার্থ উহা জেলার ডাক্তার সাহেবের নিকট প্রেরণপূর্ব্বক ঘটনাস্থলে বসিয়া দারোগা সাহেব কয়েকদিবস পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এখনকার অনুসন্ধান আসামীগণকে লইয়া নহে; এখনকার অনুসন্ধান, ফরিয়াদী ও সেই স্থানের প্রজাগণের সাহায্যে এবং জমাদার সাহেবের আন্তরিক যত্নের উপর নির্ভর করিয়াই হইতে লাগিল। অর্থাৎ গোফুর খাঁ ও তাঁহার পুত্রের

বিপক্ষে এই হত্যা সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে, এখন সেই অনুসন্ধানই চলিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাঠকগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন যে, গোফুর খাঁ একজন নিতান্ত সামান্য লোক নহেন। দেশের মধ্যে তাঁহার মান-সম্ভ্রম যেরূপ থাকা আবশ্যক, তাহার কিছুরই অভাব নাই। অর্থও যথেষ্ট আছে। কিন্তু এই সকল থাকা স্বত্বেও প্রজাগণ কেহই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট নহে; সকলেই তাঁহার বিপক্ষ। প্রজাগণ গোফুর খাঁর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার একমাত্র কারণ, তাঁহার পুত্র ওস্‌মান। ওস্‌মানের অত্যাচারে সকলেই সবিশেষরূপ জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছে। যখন ওস্‌মানের অত্যাচার তাহারা সময় সময় সহ্য করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় নাই, তখন তাহারা তাহার পিতা গোফুর খাঁর নিকট পর্য্যন্ত গমন করিয়া, ওস্‌মানের অত্যাচারের সমস্ত কথা তাহার নিকট বিবৃত করিয়াছে। তথাপি গোফুর তাহাদিগের কথায় কোনরূপ কর্ণপাত করেন নাই, বা তাহার প্রতিবিধানের কোনরূপ চেষ্টাও করেন নাই। এই সকল কারণে প্রজামাত্রেই পিতা-পুত্রের উপর অসন্তুষ্ট। সুতরাং আজ তাহারা যে সুযোগ পাইয়াছে, সেই সুযোগ পরিত্যাগ করিবে কেন? তাহার উপর দারোগা সাহেব সহায়।

প্রজাগণ এক বাক্যে গোফুর খাঁ ও তাঁহার পুত্র ওস্‌মানের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিল। অনুসন্ধান সমাপ্ত হইলে, দারোগা সাহেব দেখিলেন, নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে উপস্থিত মোকদ্দমায় উত্তমরূপে প্রমাণ হইয়াছে।

১ম। সেখ হেদায়েতের যে গ্রামে বাড়ী, সেই গ্রামের প্রজাগণের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, গোফুর খাঁ ও ওস্‌মান বকেয়া খাজানা আদায় করিতে সেই গ্রামে গমন করেন। হেদায়েতের নিকট কয়েক বৎসরের খাজানা বাকী পড়ায়, এবং হেদায়েৎ সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত না থাকায়, ওসমান গোফুর খাঁর আদেশমত কয়েকজন পাইকের সাহায্যে, হেদায়েতের একমাত্র যুবতী কন্যাকে বলপূর্ব্বক তাহার বাড়ী হইতে সর্ব্ব-সমক্ষে ধরিয়া আনে, এবং তাহার নিকট হইতে খাজানা আদায় করিবার মানসে গোফুর খাঁর আদেশমত সর্ব্ব-সমক্ষে তাহাকে সবিশেষরূপে অবমানিত করে। কিন্তু তাহার নিকট হইতে খাজানা আদায় না হওয়ায়, গোফুর খাঁ ও ওস্‌মান অপরাপর লোকের সাহায্যে তাহাকে সেই স্থান হইতে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আপন গৃহাভিমুখে লইয়া যান।

২য়। অপরাপর গ্রামের কতকগুলি প্রজার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হেদায়েতের কন্যাকে হেদায়েতের গ্রাম হইতে ধৃত অবস্থায় গোফুর খাঁর গ্রামে গোফুর খাঁ ও তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক লইয়া যাইতে অনেকেই দেখিয়াছে।

৩য়। গোফুর খাঁর গ্রামের প্রত্যক্ষ-দর্শী প্রজাবর্গের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হেদায়েতের কন্যাকে গোফুর খাঁ ও ওস্‌মান তাঁহাদিগের বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়াছে।

৪র্থ। গোফুর খাঁর কয়েকজন ভৃত্য ও তাঁহার সেই পূর্ব্ব-বর্ণিত দ্বারবানের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, গোফুর খাঁর আদেশমত ওস্মান হেদায়েতের সেই কন্যাকে আপনাদের গৃহের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এবং যে পর্য্যন্ত সে জীবিত ছিল, তাহার মধ্যে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় সে নিতান্ত অস্থির হইলেও, তাহাকে একমুষ্টি অন্ন বা এক গণ্ডূষ জল প্রদান করিতে বারণ করিয়াছিল। এমন কি, সাক্ষিগণের মধ্যে কেহ দয়াপরবশ হইয়া উহাকে এক গণ্ডূষ পানীয় প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, গোফুর ও তাঁহার পুত্র ওস্মান খাঁ তাহাকেও উহা প্রদান করিতে দেন নাই।

এতদ্ব্যতীত আরও প্রমাণিত হইল যে, যে দিবস পুলিস কর্ত্তৃক লাস বাহির হইয়া পড়ে, তাহার দুই কি তিন দিবস পূর্ব্বে একজন ভৃত্য কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া, ওস্মান খাঁর নিকট হইতে সেই গৃহের চাবি অপহরণ করে, এবং ওস্মান ও গোফুর খাঁর অসাক্ষাতে সেই গৃহের চাবি খুলিয়া দেখিতে পায় যে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় সেই স্ত্রীলোকটীর অবস্থা এরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার আর বাঁচিবার কিছুমাত্র আশা নাই। এই ব্যাপার দেখিয়া সেই সামান্য ভৃত্যেরও অন্তরে দয়ার উদ্রেক হইল, এবং দ্বারবানের সহিত পরামর্শ করিয়া, সে ইহা স্থির করিল যে, তাহার অদৃষ্টে যাহাই হউক, সে আজ সেই হতভাগিনীকে কিছু আহারীয় ও পানীয় প্রদান করিবে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সে কিছু আহারীয় ও পানীয় আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করে। কিন্তু উহা সংগ্রহ করিয়া পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া দেখিতে পায় যে, ওস্মান

খাঁ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভৃত্যের অভিসন্ধির কথা জানিতে পারিয়া, ওস্‌মান তাহার উপর সবিশেষরূপ অসন্তুষ্ট হন্‌, এবং তাহার হস্ত হইতে আহারীয় ও পানীয় কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। তৎপরে, সেই স্ত্রীলোকটী আহারীয় ও পানীয় প্রার্থনা করিয়াছে, এই ভাবিয়া ওস্‌মান সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করেন, ও সেই মহা অপরাধের জন্য সেই সময় সেই স্থানে যে সকল ভৃত্যাদি উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের সম্মুখে সেই মৃত্যু-শয্যা-শায়িত স্ত্রীলোকটীকে পদাঘাত করেন। সেই সময় সেই স্ত্রীলোকটীর অবস্থা এরূপ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার কথা কহিবার বা রোদন করিবার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না; সুতরাং সেই পদাঘাত সে বিনা-বাক্যব্যয়ে অনায়াসেই সহ্য করে। পরিশেষে ওস্‌মান সেইরূপ অবস্থাতেই সেই স্ত্রীলোকটীকে সেই গৃহের ভিতর রাখিয়া, পুনরায় সেই গৃহের দরজা তালাবদ্ধ করিয়া দেন, এবং চাবি লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। ভৃত্য গোফুর খাঁর নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট এই সমস্ত ঘটনা বর্ণন করে। গোফুর খাঁ ইহার প্রতিবিধানের পরিবর্ত্তে, সেই ভৃত্যের উপরই বরং অসন্তুষ্ট হন্‌, এবং তাঁহাদিগের বিনা-অনুমতিতে সেই স্ত্রীলোকটীকে আহারীয় ও পানীয় দিতে উদ্যত হইয়াছিল বলিয়া, তাহাকে কটূক্তি করিয়া গালি প্রদান করেন, ও চাকরী হইতে তাহাকে বিতাড়িত করেন।

৫ম। পুলিসের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, তালাবদ্ধ গৃহের ভিতর সেই যুবতী কন্যার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। আরও প্রমাণিত হইল যে, যে গৃহে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে,

সেই গৃহের তালার চাবি গোফুর খাঁর নিদর্শনমত ওস্মান খাঁর নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

৬ষ্ঠ। একজন পাইক,—যে গোফুর খাঁর পাইক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিল,—তাহার দ্বারা এই ঘটনার আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রমাণিত হইল; অর্থাৎ খাজানা আদায় করিবার নিমিত্ত হেদায়েতের বাড়ী হইতে সেই স্ত্রীলোককে আনয়ন হইতে, গোফুর খাঁর বাড়ীর ভিতর লাস পাওয়া পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা অপরাপর সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হইল, তাহার সমস্ত অংশেই এই পাইক সর্ব্বতোভাবে পোষকতা করিল।

৭ম। লাস পরীক্ষাকারী ডাক্তার সাহেবের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, অনাহারই সেই স্ত্রীলোকটীর মৃত্যুর কারণ।

৮ম। এই সকল প্রমাণ ব্যতীত অপর আর কোনরূপ প্রমাণের যাহা আবশ্যক হইল, তাহাও প্রজাগণের দ্বারা প্রমাণিত হইতে বাকী রহিল না।

এই মোকদ্দমায় গোফুর খাঁ ও তাঁহার পুত্রের উপর যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইল, তাহা দেখিয়া গোফুর খাঁ বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, এই বৃদ্ধ বয়সে কোনরূপেই তাঁহার আর নিষ্কৃতি নাই। আরও বুঝিতে পারিলেন যে, দারোগা সাহেবের পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকটীকে তাঁহার পুত্র বাহির করিয়া আনায়, এবং দারোগা সাহেব তাঁহার নিকট তাঁহার পুত্রের বিপক্ষে নালিশ করিলেও, তিনি তাহার কোনরূপ প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন না বলিয়াই, দারোগা সাহেবের সাহায্যে তাঁহার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, হেদায়েতের কন্যার মৃতদেহ তাঁহার বাড়ীর তালাবদ্ধ গৃহের

ভিতর কিরূপে আসিয়া উপস্থিত হইল। যখন প্রজামাত্রই বলিতেছে যে, গোফুর খাঁ তাঁহার পুত্রের ন্যায়, সকলই অবগত আছেন, তখন গোফুর খাঁ এ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন, বা তাঁহার জ্ঞাতসারে এ কার্য্য ঘটে নাই, এ কথা বলিলেই বা কোন্ বিচারক তাহা বিশ্বাস করিবেন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গোফুর খাঁর একজন অতি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার নাম হোসেন। পুলিস যখন প্রথম অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন, বা যে সময় গোফুরের গৃহে হেদায়েতের কন্যার মৃত-দেহ পাওয়া যায়, সেই সময় হোসেন সেই স্থানে উপস্থিত ছিল না; জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত তিনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মনিবের এইরূপ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, জমিদারী হইতে তিনি আপনার মনিবের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, মনিব ও মনিব-পুত্র উভয়েই হত্যাপরাধে ধৃত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের উপর যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়া, তিনি অতিশয় ভাবিত হইলেন। তখন এই বিপদ হইতে তাঁহার মনিবকে কোনরূপে উদ্ধার করিবার উপায় দেখিতে না পাইয়া, নির্জ্জনে গিয়া তিনি একদিবস রাত্রিকালে দারোগা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

দারোগা সাহেব তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই কহিলেন, "কি হে হোসেনজি! কি মনে করিয়া?"

হোসেন। আর মহাশয়! কি মনে করিয়া! কি মনে করিয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, তাহা আর আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না কি?

দারোগা। আপনি কি মনে করিয়া আসিয়াছেন, তাহা আমি কিরূপে বুঝিতে পারিব? আপনার অন্তরের কথা আমি কিরূপে জানিব?

হোসেন। সে যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখন আপনি কোনরূপে উঁহাদিগকে না বাঁচাইলে, আর বাঁচিবার উপায় নাই।

দারোগা। কাহাদিগকে বাঁচাইতে হইবে? তোমার মনিব ও মনিব-পুত্রকে?

হোসেন। তদ্ভিন্ন আমি এই সময় আর কাহার জন্য আপনার নিকট আসিব?

দারোগা। আগে যদি আপনি আসিতেন, তাহা হইলে উঁহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে পারিতাম, কিন্তু এখন সে চেষ্টা বৃথা। এখন আমার ক্ষমতার অতীত হইয়া পড়িয়াছে।

হোসেন। যে পর্য্যন্ত মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচার শেষ হইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত আপনার ক্ষমতার সীমা এড়াইতে পারে না। এখন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিতে, বা যাহা চাহিবেন, তাহাই প্রদান করিতে, প্রস্তুত। এখন যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া হউক, উঁহাদিগের প্রাণ আপনাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

দারোগা। দেখুন হোসেন সাহেব, এ পর্য্যন্ত ওস্‌মান যেরূপ অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, তাহাতে উহার প্রতি কাহার দয়া হইতে পারে? আপনি ত অনেক দিবস হইতে গোফুর খাঁর নিকট কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন; বলুন দেখি, তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ওস্‌মানের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতে বাকী আছে। বলুন দেখি, কয়জন লোক আপনার জাতি-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া, তাঁহার জমিদারীর মধ্যে বাস করিতে সমর্থ হইয়াছে। বলুন দেখি, কতগুলি স্ত্রীলোক তাঁহার জমিদারীর মধ্যে বাস করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বপ্রধান-ধর্ম্ম সতীত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাহার এই সকল কার্য্য, তাহাকে আপনি এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চাহেন! স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করা ব্যতীত যাহার অপর আর কোন চিন্তা নাই, সুন্দরী স্ত্রীলোককে কোন গতিতে তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা বা স্বামীর নিকট হইতে অপহরণ করিবার যাহার সর্ব্বদা মানস, আপনার পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি সকল কার্য্যই অনায়াসে করিতে পারে, আপনি তাহার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিবেন না। তাহাকে এই মোকদ্দমা হইতে বাঁচাইবার কথা দূরে থাকুক, তাহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অতি সামান্য মাত্র চেষ্টা করিলেও, তাহাতে মহাপাতক হয়। তাই বলি, আপনি আমাকে এরূপ অনুরোধ করিবেন না। সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেও, এ কার্য্য আমার দ্বারা কোনরূপেই হইবে না।

হোসেন। আচ্ছা মহাশয়! ওসমানই যেন মহাপাতকী, কিন্তু তাহার বৃদ্ধ পিতার অপরাধ কি? পুত্রের অপরাধে পিতাকে দণ্ড দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন?

দারোগা। বৃদ্ধ পাপী নহে? আমার বিবেচনায় ওস্‌মান অপেক্ষা বৃদ্ধ শতগুণ অধিক পাপী। যে পিতা পুত্রের দুষ্কার্য্য সকল জানিতে পারিয়া, তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা না করেন, যাঁহার নিকট তাঁহার পুত্রের বিপক্ষে শত সহস্র নালিশ উপস্থিত হইলেও, তিনি তাহার প্রতি কর্ণপাতও করেন না, সেরূপ পিতাকে সেই অত্যাচারকারী পুত্র অপেক্ষা শতগুণ অধিক পাপী বলিয়া আমার বিশ্বাস। এরূপ অবস্থায় যুবক বালকের বরং মাফ আছে, কিন্তু বৃদ্ধ পিতা কোনরূপেই ক্ষমার্হ নহে।

হোসেন। ওস্‌মান যে অত্যাচারী, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার অত্যাচারের সকল কথা যে গোফুর খাঁর কর্ণগোচর হয়, তাহা আমার বোধ হয় না। পুত্রের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাইলে, তাহার নিবারণের চেষ্টা না করিবেন, সেরূপ পিতা গোফুর খাঁ নহেন। আমার বিশ্বাস যে, এই সকল অত্যাচারের কথা কখনই তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। তিনি জানিতে পারিলে, ওস্‌মান এতদূর অত্যাচার করিতে কখনই সমর্থ হইত না।

দারোগা। মিথ্যা কথা, বৃদ্ধ সমস্ত কথা অবগত আছে। জানিয়া শুনিয়া, সে তাহার পুত্রকে কোন কথা বলে না; বরং তাহার অত্যাচারের সাহায্য করে। ওস্‌মান কর্ত্তৃক এমন কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার সহিত আমার নিজের কোনরূপ সংস্রব ছিল। তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত আমি নিজে কানপুর পর্য্যন্ত গমন করিয়া, সমস্ত কথা বৃদ্ধের কর্ণগোচর করি। কিন্তু কৈ, তিনি তাহার কি প্রতিবিধান করিয়াছিলেন?

হোসেন। আমি বুঝিতে পারিতেছি, যে কার্য্যের সহিত আপনার নিজের সংস্রব ছিল, সেই কার্য্য তাঁহার কর্ণগোচর হইলেও, তিনি তাহার প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করেন নাই বলিয়া, আপনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আমার অনুরোধে এখন আপনাকে সেই ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে হইবে। আপনার যে কার্য্য তখন ওস্‌মান বা তাহার পিতার দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেই কার্য্য এখন আমি সম্পন্ন করিয়া দিব। তদ্ব্যতীত আপনি আর যাহা প্রার্থনা করেন, তাহাও আমি প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। এখন আপনি একটু অনুগ্রহ করিলেই, আমাদিগের অনেক মঙ্গল হইতে পারিবে।

দারোগা। যে কার্য্যের সহিত আমার সংস্রব আছে, সে কার্য্য আপনি সম্পন্ন করিয়া দিবেন কি প্রকারে? আপনি কি সেই ঘটনার বিষয় কিছু অবগত আছেন?

হোসেন। সেই সময় ছিলাম না; কিন্তু এখন সমস্তই জানিতে পারিয়াছি, এবং ওস্‌মান তাহাকে কোথায় রাখিয়াছে, তাহাও আমি অনুসন্ধানে অবগত হইতে পারিয়াছি। ইচ্ছা করিলে, এখন তাহাকে অনায়াসেই আপনি পাইতে পারেন।

দারোগা। এই মোকদ্দমা সাক্ষি-সাবুদের দ্বারা যেরূপ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তাহা বোধ হয়, আপনি জানিতে পারিয়াছেন। সমস্তই এখন কাগজ-পত্র হইয়া গিয়াছে। ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ পর্য্যন্ত সকলেই এখন ইহার সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছেন। এখন আর আমার দ্বারা আপনাদিগের কি উপকার হইতে পারে?

হোসেন। প্রথম অবস্থায় আমি এখানে থাকিলে এই মোকদ্দমার অবস্থা কখনই এতদূর হইতে পারিত না। কিন্তু এখন যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় নাই। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখন ইহা অপেক্ষা আর যেন অধিক না ঘটে; আর সাক্ষি-সাবুদের যেন সংগ্রহ না হয়। আমি আপাততঃ আপনার নজর স্বরূপ এই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতেছি। ঈশ্বর যদি অনুগ্রহ করেন, মোকদ্দমা হইয়া গেলে পুনরায় আপনার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিব। আর যাহার নিমিত্ত আপনি এতদূর ক্রোধান্বিত হইয়াছেন, আমার সহিত আপনি যখন গমন করিবেন, তখনই আমি তাহার নিকট আপনাকে লইয়া যাইব। তাহার পরে আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিবেন। এখন আমাকে বিদায় দিন, আমাকে অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এখন আপনি আমাদিগের উপর প্রসন্ন হইলেন, কি না, বলুন।

দারোগা। প্রসন্ন না হইলেও, যখন আপনি এতদূর বলিতেছেন, তখন কাজেই আমাকে প্রসন্ন হইতেই হইবে। আমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যতদূর করিবার, তাহা করিয়া ফেলিয়াছি। যাহা করিয়াছি, তাহার আর উপায় নাই; এখন আর অধিক কিছু করিব না।

হোসেন। ওস্‌মান সহস্র দোষে দোষী, তাহার আর কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই। গোফুরও পুত্র-স্নেহ বশতঃ সেই সকল দোষের প্রতিবিধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই সত্য; কিন্তু মহাশয়! এখন যেরূপ ভাবের মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, সাক্ষি-সাবুদের দ্বারা যেরূপ প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার কণা-

মাত্রও প্রকৃত নহে। ইহা আপনি মুখে না বলুন, কিন্তু অন্তরে তাহা আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে।

দারোগা। তোমার কথা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে গোফুর খাঁর তালাবদ্ধ গৃহের ভিতর হেদায়েতের কন্যার মৃত-দেহ কিরূপে আসিল?

হোসেন। উহার প্রকৃত ব্যাপার আমি সমস্তই শুনিয়াছি। যদি জানিতে চাহেন, তাহা হইলে আমি গোপনে আপনাকে সকল কথা বলিতে পারি।

দারোগা। গোপনে বলিতে চাহেন কেন?

হোসেন। মোকদ্দমার সময় আমরা সেই কথা স্বীকার করিব কি না, তাহা উপযুক্ত উকীল কৌন্সলির পরামর্শ ব্যতীত বলিতে পারি না। সুতরাং আপনার নিকট গোপনে সেই সকল কথা না বলিলে যে কিরূপ দোষ ঘটিতে পারে, তাহা আপনিই কেন বিবেচনা করিয়া দেখুন না।

দারোগা। আমি ত কোন দোষ দেখিতেছি না।

হোসেন। মনে করুন, যে সকল কথা আমি প্রকৃত বলিয়া এখন বিশ্বাস করিতেছি, ও আপনি জানিতে চাহেন বলিয়া, আপনাকে যাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, সে সকল কথা আবশ্যকমত অস্বীকার করিলেও, আমি নিষ্কৃতি পাইব না।

দারোগা। আপনার নিষ্কৃতি না পাইবার কারণ কি?

হোসেন। আমি যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে যে সকল লোকের সম্মুখে আমি এখন সেই সকল কথা বলিতেছি, আবশ্যক হইলে সেই সকল লোকের দ্বারা আপনি উহা অনায়াসেই প্রমাণ করিতে সমর্থ হইবেন।

দারোগা। সেই সকল কথা আইনমত ওরূপে প্রমাণ হইতে পারে না।

হোসেন। প্রমাণ হউক, বা না হউক, যদি আপনি নিতান্তই অবগত হইতে চাহেন, তাহা হইলে কাহারও সম্মুখে আমি সেই সকল কথা কহিব না। একাকী শুনিতে চাহেন, ত' আমি বলিতে প্রস্তুত আছি।

দারোগা। আর যদি আমি আবশ্যকমত আপনাকে সাক্ষী স্থির করি, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন? আপনি এখন আমাকে যাহা বলিবেন, তখনও আপনাকে তাহাই বলিতে হইবে।

হোসেন। তাহা বলিব কেন? আবশ্যক হয়, সমস্ত কথা আমি অনায়াসেই অস্বীকার করিতে পারিব।

সম্পূর্ণ।

DETECTIVE STORIES NO. 75. দারোগার দপ্তর ৭৫ম সংখ্যা।

ঘর-পোড়া লোক।

(মধ্যম অংশ)

(অর্থাৎ পুলিসের অসৎ বুদ্ধির চরম দৃষ্টান্ত !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তম বর্ষ।] সন ১৩০৫ সাল। [আষাঢ়।

Printed By Shashi Bhusan Chandra, at the

GREAT TOWN PRESS,

68, Nimtola Street, Calcutta.

ঘর-পোড়া লোক।

(মধ্যম অংশ)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হোসেনের কথা শুনিয়া দারোগা সাহেব কহিলেন, "আপনি কি অবস্থা শুনিয়াছেন বলুন দেখি, আমিও শ্রবণ করি।"

দারোগা সাহেবের কথার উত্তরে হোসেন কহিল, "ওস্‌মানের চরিত্র আপনি উত্তমরূপেই অবগত আছেন, এবং তাহার চরিত্র-সম্বন্ধে আপনি যাহা কহিলেন, তাহার একবিন্দুও মিথ্যা নহে। যে মৃতদেহ গোফুর খাঁর বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা যে হেদায়েতের কন্যার মৃতদেহ, সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি, সেই কন্যাটী বেশ রূপবতী ছিল। তাহার রূপের কথা ক্রমে ওস্‌মানের কর্ণগোচর হইল। যুবতী রূপবতী স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া তিনি আর কোনরূপে স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাহার নিকট ক্রমে লোকের উপর লোক পাঠাইয়া, তাহাকে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ওস্‌মানের প্রস্তাবে সে কোনরূপেই প্রথমে স্বীকৃতা হয় নাই; কিন্তু অনেক চেষ্টার পর অর্থের লোভে ক্রমে সে আপন ধর্ম্ম বিক্রীত করিতে সম্মত হইল। যে সময় হেদায়েৎ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়া-

ছিলেন, সেই সময় একরাত্রিতে ওস্‌মান একখানি পাল্কী পাঠাইয়া তাহাকে আপন বাড়ীতে আনয়ন করেন। প্রায় সমস্ত রাত্রি তাহাকে আপনার বৈঠকখানায় রাখিয়া, অতি অল্পমাত্র রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে, সেই পাল্কী করিয়া তাহাকে পুনরায় আপন বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। পরদিবস রাত্রিতে পুনরায় পাল্কী করিয়া তাহাকে আপন বৈঠকখানায় আনয়ন করেন। সেই সময় গোফুর খাঁ বাড়ীতে ছিলেন না, কানপুরে ছিলেন। যে সময় ওস্‌মান সেই স্ত্রীলোকটীকে লইয়া আপন বৈঠকখানায় আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত ছিলেন, সেই সময় হঠাৎ গোফুর খাঁ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। পাছে পিতা তাঁহার এই সকল বিষয় জানিতে পারেন, এই ভয়ে ওস্‌মান তাঁহার বৈঠকখানার সম্মুখে একটী কুঠারীর ভিতর উহাকে লুক্কায়িত ভাবে রাখিয়া দিয়া সেই গৃহের তালাবদ্ধ করিয়া দেন। তৎপরে তাঁহার একজন অনুচরকে কহেন যে, তাঁহার পিতা যেমন এদিক ওদিক করিবেন, বা বাড়ীর ভিতর গিয়া শয়ন করিবেন, সেই সময় সেই স্ত্রী-লোকটীকে সেই গৃহ হইতে বাহিরে আনিয়া, পাল্কী করিয়া তাহার বাড়ীতে যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়, এবং পাঠাইবার সময় সেই স্ত্রীলোকটীকে যেন বলিয়াও দেওয়া হয় যে, বৃদ্ধ কানপুরে গমন করিলে পুনরায় তাহাকে আনয়ন করা যাইবে।

"অনুচর ওস্‌মানের প্রস্তাবে সম্মত হন, এবং কহেন যে, একটু অবকাশ পাইলেই তিনি তাহাকে তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবেন। অনুচর ওস্‌মানের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু কার্য্যে তাহা করিয়া উঠিলেন না। পরদিবস প্রাতঃকালে ওস্‌মান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি মিথ্যা কথা কহিলেন।

তিনি যে তাহাকে পাঠাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এ কথা না বলিয়া, কহিলেন যে, গত রাত্রিতেই তাহাকে তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনুচর যে তাহার কোনরূপ অভিসন্ধি বশতঃ এইরূপ মিথ্যা কথা কহিলেন, তাহা নহে; মনে করিলেন, উহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয় নাই, এই কথা জানিতে পারিলে, পাছে ওস্‌মান তাহার উপর অসন্তুষ্ট হন। এই ভয়ে তিনি মিথ্যা কথা কহিলেন। তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, যেরূপ উপায়ে হউক, এখনই তাহাকে তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবেন। সেই সময় ওস্‌মান অপর একটী কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করেন। তিনিও সেই কার্য্যোপলক্ষে এ দিকের কার্য্য একবারে ভুলিয়া যান। অথচ ওস্‌মানের বিশ্বাস যে, সেই স্ত্রীলোকটী তাহার বাড়ীতে গমন করিয়াছে; সুতরাং সেই স্ত্রীলোকটী গৃহের ভিতর যে বদ্ধ আছে, এ কথা আর কাহারও মনে হয় নাই, বা সেই ঘর খুলিবারও কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। এইরূপে অনাহারে এবং তৃষ্ণায় উহার মৃত্যু ঘটে। পরিশেষে আপনি বাড়ীর সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে, যখন সেই ঘরের দরজা খোলেন, তখন সেই মৃতদেহ বাহির হইয়া পড়ে। এই ব্যাপার দেখিয়া তখন ওস্‌মানের সমস্ত কথা স্মরণ হয়, এবং বুঝিতে পারেন যে, তাহার অনুচরের মিথ্যা কথার নিমিত্ত তাহার কি সর্ব্বনাশ ঘটিল! গোফুর খাঁ ইহার ভাল মন্দ কিছুই জানেন না; সুতরাং এই অবস্থা দেখিয়া তিনি একবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়েন। আমি যতদূর শুনিয়াছি, ইহাই প্রকৃত ঘটনা। আমি অকপটে আপনার নিকট যাহা বলিলাম, তাহা কিন্তু এখন অন্যরূপ ঘটনা হইয়া পড়িয়াছে।"

দারোগা। ইহাই যদি প্রকৃত ঘটনা হয়, তাহা হইলে এখন যেরূপ ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা কি?

হোসেন। তাহা যে কি, তাহা আপনি আপন মনে বেশ অবগত আছেন, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

দারোগা। এই মোকদ্দমার যেরূপ প্রমাণ হইয়াছে, তাহা আপনি সমস্ত অবগত হইতে পারিয়াছেন কি?

হোসেন। তাহা সমস্তই জানিতে না পারিলে, আর আপনার নিকট আসিব কেন?

দারোগা। আপনি আমাকে যে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন, তাহার পরিবর্ত্তে আমি এখন যে কোন উপকার করিতে পারিব, তাহা বোধ হয় না।

হোসেন। মনে করিলে এখনও বিস্তর উপকার করিতে পারেন।

দারোগা। এরূপ অবস্থায় আমার দ্বারা আর কি উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, বলুন। আমি বিবেচনা করিয়া দেখি, সেই উপকার করিতে আমি কত দূর সমর্থ।

হোসেন। সময় মত বলিব। তখন আপনার যতদূর সাধ্য, সেইরূপ উপকার করিবেন; কিন্তু এখন যাহাতে অন্য কোন সাক্ষীর যোগাড় না হয়, তাহা করিলেই যথেষ্ট হইবে। আরও একটী বিষয়ের অনুরোধের নিমিত্ত আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। যে সমস্ত ব্যক্তি আমাদিগের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহারা ওস্‌মানের জ্বালায় সবিশেষ জ্বালাতন হইয়া, এইরূপে আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। তাহারা যে কথা বলিয়াছে, পুনরায় যে তাহার অন্যথাচরণ করিবে, তাহা আমার

বোধ হয় না। তথাপি অর্থ প্রলোভনে আমরা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারি। আপনি তাহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন না, ইহা আমার একটী প্রধান অনুরোধ।

দারোগা। তাহা কিরূপে হইবে? সাক্ষিগণ একবার যেরূপ কথা বলিয়াছে, এখন যদি তাহার অন্যথাচরণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিপদে পড়িতে হইবে, তাহা কি তাহারা জানে না? বিশেষতঃ একথা যদি তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আমি কখনই বলিতে পারিব না যে, "তোমরা পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছ, এখন অনায়াসেই তাহার বিপরীত বলিতে পার।" আর সাক্ষীগণ যদি এখন অন্যরূপ বলে, তাহা হইলে তাহাদিগের ত বিপদ হইবেই; তদ্ব্যতীত আমাদিগের উপরও নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবে, আর হয় ত আমাকেও বিপদাপন্ন হইতে হইবে।

হোসেন। যাহাতে আপনাকে বিপদাপন্ন হইতে হইবে, এরূপ কার্য্যে আমি কখনই হস্তক্ষেপ করিব না। আর যাহা কিছু করিতে হইবে, আপনার সহিত পরামর্শ করিয়া, এবং সেই বিষয়ে আপনার মত লইয়া সেই কার্য্য করিব। আপনার অমতে কোন কার্য্য করিব না।

এই বলিয়া হোসেন, সেই দিবস দারোগা সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

হোসেন চলিয়া গেলে, দারোগা সাহেব মনে মনে স্থির করিলেন, যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা গ্রহণ করিয়াছি। আরও যদি কিছু পাই, তাহাও লইব। অধিকন্তু হোসেনের সাহায্যে সেই

স্ত্রীলোকটীকেও পুনরায় আনাইয়া লইব। কিন্তু আসল কার্য্য কোনরূপেই ছাড়িব না; যাহাতে গোফুর এবং ওস্‌মানকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইতে পারি, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হেদায়েতের কন্যাকে হত্যাকরা অপরাধে, গোফুর খাঁ এবং তাঁহার পুত্র ওস্‌মান খাঁ মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইলেন। দারোগা সাহেবও প্রাণপণে সেই মোকদ্দমার আয়োজন করিতে লাগিলেন। পিতা পুত্র উভয়েই হাজতে রহিলেন। পুলিসের নিকট যে সকল সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল, যাহাতে তাহারা মাজিষ্ট্রেটের নিকট অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহার নিমিত্ত হোসেন অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বরং পুলিসের নিকট তাহারা যেরূপ বলিয়াছিল, মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা অপেক্ষা আরও অনেক অধিক কথা কহিল।

সমস্ত সাক্ষীর এজাহার হইয়া যাইবার পর, মাজিষ্ট্রেট সাহেব দেখিলেন যে, আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে হত্যাকরা অপরাধ উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং চূড়ান্ত বিচারের নিমিত্ত তিনি এই মোকদ্দমা দায়রায় প্রেরণ করিলেন।

এই মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্ত যখন দায়রায় দিন স্থির হইল, সেই সময় বিচারক মফঃস্বল পরিভ্রমণ উপলক্ষে, জেলা

হইতে সুদূর মফঃস্বলে অবস্থান করিতেছিলেন। যখন যে গ্রামে বিচারক উপস্থিত হইতেছিলেন, সেই সময় সেই গ্রামেই আপন কাছারি করিয়া মোকদ্দমার বিচারও করিয়া আসিতেছিলেন।

যে দিবস গোফুর খাঁ এবং তাঁহার পুত্র ওস্‌মানের এই হত্যাপরাধ-বিচার আরম্ভ হইল, সে দিবস একটী নিতান্ত ক্ষুদ্র পল্লিগ্রামের ভিতর জজসাহেবের তাম্বু পড়িয়াছিল। সুতরাং সেই স্থানেই এই মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইল।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট হইতে উকীল কৌন্সলি আনাইয়া এই মোকদ্দমায় দোষ-ক্ষালনের যতদূর উপায় হইতে পারে, হোসেন প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সরকারী উকীল মোকদ্দমার অবস্থা জজসাহেবকে উত্তমরূপে সর্ব্বপ্রথম বুঝাইয়া দিবার পর হইতেই, জজসাহেবের মনে কেমন এক বিশ্বাস হইয়া গেল যে, আসামী-পক্ষীয় উকীল কৌন্সলি অনেক চেষ্টা করিলেও, তাঁহার মন হইতে সেই বিশ্বাস অপনোদন করিতে পারিলেন না। তিন দিবস পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমার সাক্ষিগণের এজাহার গৃহীত হইল। তাহাদিগের উপর যথেষ্ট জেরা হইল। উভয় পক্ষীয় উকীল কৌন্সলিগণ স্বপক্ষে সাধ্যমত বক্তৃতাদি করিতে ত্রুটি করিলেন না; কিন্তু কিছুতেই আসামীদ্বয়ের পক্ষে কোনরূপ উদ্ধারের উপায় লক্ষিত হইল না।

জজসাহেব এই মোকদ্দমার রায় প্রদান করিবার কালীন কহিলেন, "আসামীগণ! তিন দিবস পর্য্যন্ত বিশেষ যত্ন ও মনো-যোগের সহিত, এই মোকদ্দমার সমস্ত ব্যাপার আমি উত্তম রূপে শ্রবণ করিয়াছি, এবং তোমাদিগের পক্ষীয় সুশিক্ষিত

উকীল কৌন্সলিগণ সবিশেষ যত্নের সহিত তোমাদিগের পক্ষ-সমর্থন করিয়া, তোমাদিগের স্বপক্ষে যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা অপেক্ষাও অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু উভয় পক্ষের সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া এবং সাক্ষিগণের সাক্ষ্য দিবার কালীন, তাহাদিগের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া আমার স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, তোমাদিগের বিপক্ষে তাহারা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা কথা কহে নাই। অবশ্য, অনেক সাক্ষ্যের অনেক স্থান অপর সাক্ষিগণের সাক্ষ্যের সহিত এক মিল হয় নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া তাহারা যে, একবারে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এ কথা আমি কখনই স্বীকার করিতে পারিব না। তোমাদিগের বাড়ীর ভিতর তালা-বদ্ধ গৃহের মধ্যে হেদায়েতের কন্যার মৃতদেহ যে পাওয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিতই হয় নাই। বিশেষতঃ তোমাদিগের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহারা সকলেই তোমাদিগের জমিদারীর প্রজা। প্রজাগণ তাহা-দিগের জমিদারের বিপক্ষে কখনই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতে সম্মত হয় না। আর নিতান্ত সত্যের অনুরোধে যদি কোন প্রজাকে তাহার জমিদারের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলেও সেই প্রজা যতদূর সম্ভব, তাহার জমিদারকে বাঁচাইয়া যাইতে চেষ্টা করে, ইহাই এদেশীয় নিয়ম। তোমাদের প্রজাগণ তোমাদিগের বিপক্ষে যে সকল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, আমার বিশ্বাস, তাহারা তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিক কথা অবগত আছে। কোনরূপে যদি আপনাদের জমিদারের উপকার করিতে পারে, এই ভাবিয়া সকল কথা তাহারা বলে নাই। সেই সকল সাক্ষী ওস্‌মানের অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া,

তোমাদিগকে বিপদাপন্ন করিবার মানসে মিথ্যা কথা কহিতেছে, এ কথা সময় সময় তোমাদিগের কৌন্সলি উত্থাপিত করিলেও, তাহারা সেই সকল কথা একবারে অস্বীকার করে। অথচ তোমরাও তাহার সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে সমর্থ হও নাই, বা তাহার চেষ্টাও কর নাই। এইরূপ নানা কারণে আমি সাক্ষিগণের সাক্ষ্য কোনরূপেই একবারে অবিশ্বাস করিতে পারি না।

"সাক্ষিগণের দ্বারায় বেশ প্রমাণিত হইয়াছে যে, হেদায়েতের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিবার মানসে, তাহার অবর্ত্ত-মানে তাহার যুবতী কন্যাকে তোমরা বলপূর্ব্বক তাহার পরদার বাহিরে আনিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহাকে যেরূপ অবমাননা করিয়াছ, সেরূপ কার্য্য ভদ্রবংশীয় কোন লোকের দ্বারা কোনরূপেই সম্ভবে না। কেবল মাত্র সামান্য খাজানা আদায় করিবার অভিপ্রায়ে তোমরা সেই যুবতীর উপর কেবল যে এইরূপ ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছ, তাহা নহে। আমার অনুমান হয় যে, তোমাদিগের এরূপ কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করিবার অপর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপে যুবতীর উপর ভয়ানক অত্যাচার করিয়াই যে, তোমরা তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছ, তাহা নহে। সর্ব্বসমক্ষে সেই অবলাকে বিনাদোষে ধৃত করিয়া, বিশেষরূপে অবমাননার সহিত কয়েক খানি গ্রামের মধ্য দিয়া তোমরা তোমাদিগের বাটী পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া গিয়াছ। এ কথা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একবাক্যে কহিতেছে। অবলা স্ত্রীলোকের উপর বিনা-দোষে এরূপ অত্যাচার করা নিতান্ত পিশাচের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। এইরূপ অত্যাচার করিয়াই

কি তোমরা তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছ? তোমাদিগের নিজের অনুচর এবং ভৃত্যবর্গের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই হতভাগিনীকে অনশনে রাখিয়া হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে তোমাদিগের বাড়ীর ভিতর একটী নির্জ্জন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলে। অনশনে যে লোকের মৃত্যু ঘটে, তাহা কি তোমরা জান না? ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিতে কোন্ ব্যক্তি কয়দিবস সমর্থ হয়, তাহা কি তোমাদিগের মনে একবারের নিমিত্তও উদয় হয় নাই? কেবল তাহাই নহে, তোমাদিগের নিজের পরিচারক কি বলিতেছে, তাহা একবার শোন। "এক দিবস কোন গতিতে আমি সেই গৃহের চাবি সংগ্রহ করিয়া ঘর খুলিয়া দেখিলাম যে, ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় যুবতী মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা। এই অবস্থা দেখিয়া আমার কঠিন হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক হইল। দ্বারবানের সহিত পরামর্শ করিয়া আমি কিছু আহারীয় এবং পানীয় আনিয়া উঁহাকে দিবার উদ্যোগ করিতেছি, এরূপ সময়ে ওস্‌মান সাহেব তাহা জানিতে পারিয়া, সেই সকল দ্রব্য আমার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, ও আমাকে যৎপরোনাস্তি গালি দিয়া পুনরায় সেই গৃহের তালা বন্ধ করিয়া দিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে নিতান্ত কষ্ট হইল। আমি গিয়া গোফুর মিঞার নিকট এই কথা বলিলে, কোথায় তিনি তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিবেন, না তাঁহার পরিবর্ত্তে আমাকে সহস্র গালি প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগের বিনা-অনুমতিতে আমি সেই গৃহের দরজা খুলিয়াছিলাম বলিয়া আমাকে চাকরী হইতে জবাব দিলেন, এবং তদ্দণ্ডেই আমাকে তাঁহা-দিগের বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন।"

"কি ভয়ানক! কি পৈশাচিক ব্যবহার! এই ব্যক্তি ও তাহার পোষকতাকারী দ্বারবানের সাক্ষ্য যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে সেই যুবতীকে অনশনে রাখিয়া, ইচ্ছা-পূর্ব্বক তাহাকে যে হত্যা করিয়াছ, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাদিগের দ্বারা এরূপ কার্য্য হইতে পারে, তাহারা কোনরূপেই দয়ার পাত্র নহে। আমার বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকের উপর দয়া প্রকাশ করিলে ঈশ্বর তাহার উপর অসন্তুষ্ট হন। গোফুর খাঁ! তোমার বৃদ্ধ বয়স দেখিয়া, এবং তোমার পূর্ব্ব-চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, এরূপ মোকদ্দমায় যদি কেহ দয়ার পাত্র হয়, তাহা তুমি। কিন্তু এখন আমি দেখিতেছি, দস্যু তস্করকে দয়া করা যাইতে পারে, মনুষ্য হত্যাই যাহাদিগের জীবিকা, তাহাদিগকেও দয়া করা যাইতে পারে, তথাপি তোমার উপর সে দয়া প্রকাশ করিতে নাই। তোমরা ইচ্ছা করিয়া যেরূপ ভয়ানক অপরাধ করিয়াছ, তাহার প্রকৃত দণ্ড আমাদিগের আইনে নাই। তোমাদিগের জাতীয় রাজার রাজত্বকালে যেরূপ কুক্কুর দিয়া খাওয়াইয়া ও ক্ষতস্থানে লবণ নিক্ষিপ্ত করিয়া মারিয়া ফেলিবার নিয়ম ছিল, আমার বিবেচনায় তোমরা সেইরূপ দণ্ডের উপযুক্ত। কিন্তু সেরূপ দণ্ড যখন আমাদিগের আইনে নাই, তখন আমাদিগের আইনের চরম দণ্ড আমি তোমাদিগের উপর বিধান করিলাম। যে পর্য্যন্ত তোমরা না মরিবে, সেই পর্য্যন্ত তোমাদিগের উভয়কেই ফাঁসিকাষ্ঠে লটকাইয়া রাখা হইবে।"

জজসাহেবের মুখে বিষম দণ্ডের কথা শুনিয়া গোফুর খাঁ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেই

স্থানে পড়িয়া গেলেন। প্রহরীগণ তাঁহার মুখে জল সিঞ্চন করাতে তাঁহার সংজ্ঞা হইলে, তাহারা তাঁহাকে সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল। ওস্‌মান স্থিরভাবে এই দণ্ডাজ্ঞা সহ্য করিলেন, কোন কথা কহিলেন না; কেবল দারোগা সাহেবের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই ভয়ানক দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া হোসেনের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। অশ্রুপূর্ণ-লোচনে তিনি আদালতের বাহিরে আসিলেন। যে সময় এই মোকদ্দমার বিচার শেষ হইয়া গেল, তখন অপরাহ্ণ চারিটা। জজসাহেবের সঙ্গে একজন কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন; যে আসামীদ্বয়ের উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তাহাদিগকে লইয়া তিনি বিষম বিপদে পড়িলেন। কিরূপে সেই আসামীদ্বয়কে তিনি জেলায় পাঠাইয়া দিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেই স্থান হইতে পদব্রজে আসামীগণকে পাঠাইয়া দিলে, তিন চারিদিবসের কম তাহারা সদরে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ গোফুর খাঁর আর চলিবার ক্ষমতা নাই; তাহার উপর পথে বিপদের সম্ভাবনাও আছে।

কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার সাহেব এইরূপ গোলযোগে পড়িয়া হোসেনকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও কহিলেন, "আপনার মনিবদ্বয়ের অদৃষ্টে

যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহাদিগের জীবন শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে কষ্ট দেওয়া কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। এখন ইঁহাদিগকে অনেকদূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে হইবে; কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, হাঁটিবার শক্তি ওস্‌মানের থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু গোফুর খাঁর সে শক্তি নাই। আর উঁহাদিগকে কোন যানে আরোহণ করাইয়া লইয়া যাইবার খরচার ব্যবস্থাও সরকার হইতে নাই। এরূপ অবস্থায় যদি আপনি কিছু অর্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে যাহাতে উঁহারা কষ্ট না পান, কোনরূপে আমি সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া উঁহা-দিগকে এই স্থান হইতে পাঠাইতে পারি।"

হোসেন। আমাকে কিরূপ অর্থ সাহায্য করিতে হইবে?

ইন্‌স্পেক্টার। অধিক অর্থের সাহায্য করিতে হইবে না। ইঁহারা দুইজন, এবং ইঁহাদিগের সহিত যে কয়জন প্রহরী গমন করিবে, তাহাদিগকে সদর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হইলে গাড়ি প্রভৃতির যাহা কিছু খরচ পড়িবে, তাহাই কেবল তোমাকে দিতে হইবে।

হোসেন। তাহা আমি দিতে সম্মত আছি, যদি আমাকেও উঁহাদিগের সহিত গমন করিতে দেন।

ইন্‌স্পেক্টার। আপনিও উঁহাদিগের সহিত গমন করিতে পারেন; কিন্তু একত্র নহে। উঁহারা যে গাড়িতে গমন করি-বেন, আপনি সেই গাড়িতে গমন করিতে পারিবেন না। অপর গাড়ি লইয়া উঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলে, কেহ আপত্তি করিবে না। কিন্তু কেন আপনি উঁহাদিগের সহিত গমন করিতে চাহেন?

হোসেন। আমি যে কয়দিবস উঁহাদিগের সহিত থাকিতে পারিব, সেই কয়দিবস যাহাতে উঁহাদিগের কোনরূপ আহারাদির কষ্ট না হয়, তাহা আমি দেখিতে পারিব। তদ্ব্যতীত যখন উভয়েই ফাঁসি যাইতেছেন, তখন ইঁহাদিগের এই অগাধ জমিদারীর কিরূপ বন্দোবস্ত করিব, বা তাঁহারা ইহা কাহাকে প্রদান করিয়া যাইবেন, এবং পরিবারবর্গেরই বা কিরূপ বন্দোবস্ত হইতে পারে, প্রভৃতি আবশ্যক বিষয় সকল সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব, তাঁহাদিগের নিকট হইতে জানিয়া বা লিখাইয়া লইব।

ইন্‌স্পেক্টার। আপনি উঁহাদিগের সহিত এখন গমন করিতে পারেন, আর তাঁহাদিগের আহারাদি সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত করিতেও কিছুমাত্র নিষেধ নাই। কিন্তু বিষয়-আদি-সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত করিবার সময় এখন নহে। জেলায় গমন করিবার পর জেলের মধ্যে উঁহারা যে কয়দিবস থাকিবেন, তাহার মধ্যে জেল কর্ম্মচারীর সম্মুখে সে সমস্ত বন্দোবস্ত আপনারা করিয়া লইতে পারিবেন।

হোসেন। জেলায় গমন করিতে উঁহাদিগের কয়দিবস লাগিবে?

ইন্‌স্পেক্টার। তাহা আমি এখন বলিতে পারিতেছি না। ইঁহাদিগের সহিত যে সকল প্রহরী গমন করিবে, তাহারা যে কয়দিবসে সুবিধা বিবেচনা করিবে, সেই কয়দিবসে তাহারা উঁহাদিগকে লইয়া যাইবে।

হোসেন। মহাশয়! আর একটী কথা। রাত্রিকালে উঁহারা যে যে স্থানে অবস্থিতি করিবে, সেই সেই স্থানে রাত্রিযাপন-উপযোগী কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে কি?

ইন্‌স্পেক্টার। না, রাত্রিযাপন সম্বন্ধে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, থানা ভিন্ন অপর কোন স্থানে

উঁহারা রাত্রিযাপন করিবেন না। সমস্ত দিবস গমন করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে থানায় গিয়া উপস্থিত হইতে পারিবেন, সেই থানাতেই রাত্রিযাপন করিবেন, ও পরদিন প্রত্যূষে সেই থানা হইতে প্রস্থান করিবেন। এইরূপে গমন করিয়া যে কয়দিবসে সম্ভব, সদরে গিয়া উপস্থিত হইবেন।

কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের সহিত এই সকল কথাবার্ত্তা হইবার পর, তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে কিছু ব্যয় হইবে, তাহার সমস্ত ভার হোসেন গ্রহণ করিলেন। সেই দিবস অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া, ইন্‌স্পেক্টার সবিশেষরূপ পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া আসামীদ্বয়কে সেই স্থানেই রাখিয়া দিলেন। আর ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, পরদিবস অতি প্রত্যূষে আসামীদ্বয়কে সেই স্থান হইতে পাঠাইয়া দিবেন। আসামীদ্বয় এবং প্রহরীগণকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে কয়েকখানি একার প্রয়োজন হইল, তাহাও সেই রাত্রিতে বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইল। হোসেন এবং তাঁহার দুইজনমাত্র ভৃত্যও সেই সঙ্গে গমন করিতে প্রস্তুত হইল। তাঁহারাও নিজের গমনোপোযোগী একা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন।

পরদিবস অতি প্রত্যূষে প্রহরীগণ আসামীদ্বয়কে লইয়া একারোহণে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। হোসেনও তাঁহার অনুচরদ্বয়ের সহিত অপর একায় আরোহণ করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। প্রহরীগণের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান ছিল, সেই স্থান হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার সাহেব তাহাকে হোসেনের সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন ও বলিয়া দিয়াছিলেন, "হোসেন

তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবে। যে স্থানে যে কোন খরচের প্রয়োজন হইবে, তাহা হোসেনই দিবেন। আসামীদ্বয়কে আহারাদি করাইবার নিমিত্ত যে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, হোসেন তৎক্ষণাৎ সেই সকল সাহায্য করিবেন। এক্কা প্রভৃতির যখন যেরূপ ভাড়া লাগিবে, হোসেনকে বলিলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা প্রদান করিবেন।"

কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের আদেশ পাইয়া, প্রহরী আর কোন কথা কহিল না। কারণ, সে উত্তমরূপে অবগত ছিল যে, যদি হোসেন বা অপর কোন ব্যক্তি এক্কা প্রভৃতির ভাড়া প্রদান না করে, তাহা হইলে যে কয়দিবসে হউক, তত পথ তাহা-দিগকে পদব্রজে গমন করিতে হইবে।

প্রহরী-সর্দ্দারের মনে মনে একটু দুরভিসন্ধি ছিল। কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টারের সম্মুখে কিন্তু সে তাহা প্রকাশ করিল না। তখন তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আসামীদ্বয় ও হোসেনের সমভিব্যাহারে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইল।

কিয়দ্দূর গমন করিবার পর, পথের এক স্থানে একটী জলাশয় দৃষ্টিগোচর হইল। প্রহরী-সর্দ্দার সেই স্থানে এক্কা থামাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। এক্কা হইতে অবতরণ করিয়া সকলে সেই স্থানে একটু বিশ্রাম করি-লেন, এবং প্রহরীগণ একে একে আপনাপন হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া লইলেন। তাঁহাদিগের সকলের হস্তমুখাদি প্রক্ষালিত হইলে, প্রহরী-সর্দ্দার হোসেনকে কহিলেন, "মহাশয়! আসামী-দ্বয়কে লইয়া সদরে উপস্থিত হইতে এক্কা-ভাড়া প্রভৃতি যে সকল খরচ পড়িবে, তাহা আমাদিগকে মিটাইয়া দিন।"

হোসেন। একা-ভাড়া প্রভৃতির জন্য আপনার ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। যখন আমি আপনাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছি, তখন সমস্তই আমি প্রদান করিব।

সর্দ্দার-প্রহরী। আপনি যে উহা প্রদান করিবেন, তাহা কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার সাহেব বলিয়াই দিয়াছেন; কিন্তু বারে বারে আপনার নিকট চাহিয়া লওয়া অপেক্ষা একবারেই উহা আমাদিগকে প্রদান করা উচিত নহে কি?

হোসেন। যখন আমাকে দিতে হইবে, তখন আপনি একবারেই লউন, বা বারে বারেই লউন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।

সঃ প্রহরী। তাহা হইলে উহা আমাকে অগ্রেই প্রদান করুন।

হোসেন। কত খরচ পড়িবে, তাহা আমি এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারিতেছি না; সুতরাং অগ্রে আমি আপনাকে উহা কি প্রকারে প্রদান করিতে পারি? আপনাদিগের সহিত যে সকল একা আছে, উহারা কি একবারে সদর পর্য্যন্ত গমন করিতে পারিবে?

সঃ প্রহরী। উহারা এতদূর কিরূপে গমন করিবে? এক এক থানায় গমন করিবার পর উহাদিগকে ছাড়িয়া দিব ও সেই স্থান হইতে অন্য একা গ্রহণ করিব।

হোসেন। তাহা হইলে আপনাদিগকে কত টাকা গাড়িভাড়া দিতে হইবে, তাহা আমি এখন কিরূপে জানিতে পারিব? যেমন যে একা ছাড়িয়া দিবেন, অমনি তাহার ভাড়া মিটাইয়া দিলে চলিবে না?

সঃ প্রহরী। তাহা কিরূপে হইবে? সে সময় যদি আপনি উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে কিরূপে ভাড়া প্রদান করিবেন?

হোসেন। আমি ত আপনাদিগের সহিত উপস্থিত আছি। যখন যাহা বলিবেন, তখনই তাহা প্রদান করিব।

সর্দ্দার-প্রহরী। এখন ত উপস্থিত আছেন দেখিতেছি; কিন্তু রাস্তা হইতে যদি আপনি চলিয়া যান, তাহা হইলে তখন আমি কি করিব? ও সকল গোলযোগেরই এখন প্রয়োজন নাই। আমার নিকট কিছু অর্থ আপনি প্রদান করুন, তাহা হইতে আমি ভাড়া প্রদান করিব। খরচ-পত্র বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা পরিশেষে আমি আপনাকে ফিরাইয়া দিব।

হোসেন। আচ্ছা মহাশয়, তাহাই হউক। যদি আপনারা আমাকে অবিশ্বাস করেন, তাহা হইলে এই কুড়িটী টাকা আপনার নিকট রাখিয়া দিন।

সঃ প্রহরী। আমি আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে বসি নাই! এখন যদি আপনি পঞ্চাশ টাকা প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি উহা গ্রহণ করিব; নতুবা আমি আসামীদ্বয়কে হাঁটাইয়া লইয়া যাইব।

হোসেন। হাঁটাইয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি পঞ্চাশ টাকাই আপনাকে প্রদান করিতেছি, তাহা হইতে আপাততঃ যে সকল খরচ-পত্রের প্রয়োজন হয়, আপনি করুন। পরে যদি আরও কিছু আবশ্যক হয়, তাহাও আমি প্রদান করিব।

এই বলিয়া হোসেন পঞ্চাশটী টাকা বাহির করিয়া সেই সর্দ্দার-প্রহরীর হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি উহা গ্রহণ করিয়া আপনার নিকট রাখিয়া দিলেন, ও অপর প্রহরীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "চল ভাই! আর দেরী করিবার প্রয়োজন নাই।"

সর্দ্দার-প্রহরীর এই কথা শুনিয়া হোসেন কহিলেন, "মহাশয়! আপনারা হস্ত মুখ প্রক্ষালনাদি সকল কার্য্য শেষ করিয়া লইলেন; কিন্তু ইহারা হস্ত মুখাদি ধুইবে কি না, তাহা ত কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।"

সর্দ্দার-প্রহরী। সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। কোন বিষয়ের আবশ্যক হইলে ইহারা আপনারাই আমাদিগকে বলিবেন। তখন বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে যে, উঁহাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ-যোগ্য কি না।

হোসেন। আপনারা যদি কোন কথা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা না করেন, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

সঃ প্রহরী। উহাদিগের সহিত কথা কহিবার তোমার কোন অধিকার নাই। হত্যাপরাধে যাহাদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত কথা কহিয়া, তুমি আমাদিগের চাকরী লইতে চাও?

হোসেন। উহাদিগের সহিত কথা কহিলে, আপনাদিগের চাকরী যাইবে কি প্রকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

সঃ প্রহরী। চাকরী যাউক, আর না যাউক, উহাদিগের সহিত আমি কোনরূপে তোমাকে কথা কহিতে দিব না।

হোসেন। আপনার অনভিমতেই আমি কথা কহিব কেন? কিন্তু আমি ইঁহাদিগকে যদি কোন কথাই বলি, তাহা মন্দ কথা নহে। তাহাতে আপনাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

সঃ প্রহরী। আমাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট হউক, বা না হউক, তাহা দেখিবার তোমার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। মূল কথা, তুমি উঁহাদিগের সহিত কোন কথা কহিতে পারিবে না।

হোসেন। যদি আমি ইঁহাদিগের সহিত কোন কথা কহিতেই না পারিব, তাহা হইলে আপনাদিগের সহিত আমার আসিবার কি প্রয়োজন ছিল?

সর্দ্দার-প্রহরী। প্রয়োজন ত আমি কিছুই দেখি না। না আসিলেই পারিতে।

হোসেন। আমি না আসিলে, আপনাদিগকে কে গাড়ির ভাড়া প্রদান করিত?

সঃ প্রহরী। গাড়ি ভাড়া কিছু আমাদিগের উপকারের নিমিত্ত দেও নাই। তোমারই মনিবদ্বয় হাঁটিয়া যাইতে অপারক, তাই তাঁহাদিগের নিমিত্ত গাড়ির ভাড়া প্রদান করিয়াছ। গাড়ি ভাড়া প্রদান না করিলে, আমরা অনায়াসেই উঁহাদিগকে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতে পারিতাম।

হোসেন। বলি, জমাদার সাহেব! ও সকল কথা থাক্, এখন আপনাদিগের মনের কথা কি বলুন দেখি। আপনারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি।

সঃ প্রহরী। খুনী আসামীর সহিত কথা কহিতে দেওয়া যে কতদুর ঝুঁকির কার্য্য, তাহা ত আপনারা জানেন না। যদি আমাদের কোনরূপ সাধ্য না থাকে, তাহা হইলে আমরা সেই ঝুঁকি কেন গ্রহণ করিব? আপনি বুদ্ধিমান্, আপনাকে অধিক আর কি বলিব?

হোসেন। আমাকে আর বলিতে হইবে না, এ কথা আমাকে পূর্ব্বে বলিলেই পারিতেন। আপনারা কিছু প্রার্থনা করেন, বুঝিয়াছি। বলুন, এখন আমাকে কি দিতে হইবে।

সঃ প্রহরী। আপনি বড় মানুষ, আপনাকে আমরা আর কি বলিব? আপনি আপনার বিবেচনামত কার্য্য করিলেই চলিবে।

হোসেন। এখন আর আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছুই নাই, ভাল-মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা এখন দুর হইয়া গিয়াছে। এই সামান্য

কার্য্যের নিমিত্ত আমাকে কয়টী টাকা দিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া আমাকে বলুন। আমার সাধ্য হয়, আমি প্রদান করি; আর আমার ক্ষমতার অতীত হয়, তাহা হইলে এই স্থান হইতেই আমি ধীরে ধীরে প্রস্থান করি।

সর্দ্দার-প্রহরী। আপনাকে কিছু অধিক প্রদান করিতে হইবে না। আমরা পাঁচজন বই আর নয়। আমাকে কুড়ি টাকা ও অপর চারিজনকে দশ টাকা করিয়া চল্লিশ টাকা প্রদান করিলেই হইবে। আপনার পক্ষে ইহা অতি সামান্য টাকা, কেবল ষাট টাকা বৈত নয়!

হোসেন। আপনার পক্ষে ইহা অতি সামান্য টাকা; কিন্তু আমার পক্ষে ইহা খুব অধিক হইতেছে। আমি অত টাকা দিতে পারিব না। আমি আপনাদিগের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত ত্রিশ টাকা প্রদান করিতেছি।

সঃ প্রহরী। এ কার্য্য ত্রিশ টাকায় হইতে পারে না। আপনার ইচ্ছা হয়, ষাট টাকা দিন, ইচ্ছা না হয়, এক টাকা দিবারও প্রয়োজন নাই। আমি অধিক করিয়া বলি নাই, আমি যেরূপ এক কথার লোক, সেইরূপ এক কথাই বলিয়াছি।

হোসেন। আচ্ছা মহাশয়! আমি ষাট টাকাই প্রদান করিতেছি। ইহার পর আমাকে ত আর কিছু প্রদান করিতে হইবে না?

সঃ প্রহরী। উঁহাদিগের সহিত কথা কহিবার নিমিত্ত আপনাকে আর কিছু প্রদান করিতে হইবে না। কিন্তু আমাদিগের কাহারও সম্মুখে ব্যতীত নির্জ্জনে আপনি উঁহাদিগের সহিত কোনরূপ কথা বলিতে পারিবেন না।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর হোসেন ষাট টাকা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত কথা কহিবার আদেশ পাইলেন। কিন্তু সেই সময় সবিশেষ কোনরূপ কথা কহিবার অবকাশ পাইলেন না। তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ একার উপর আরোহণ করিতে হইল। হোসেনও আপন একায় গিয়া আরোহণ করিলেন। একায় আরোহণ করিবার সময় হোসেন কেবলমাত্র তাঁহাদিগকে কহিলেন, "জজসাহেব আপনাদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া যে, আপনাদিগের প্রাণদণ্ড হইবেই, তাহা আপনারা মনে করিবেন না। আপনার উপার্জ্জিত বিষয়ের এক পয়সামাত্র অবশিষ্ট থাকিতে, কোনরূপেই আমি আপনাদিগের প্রাণদণ্ড হইতে দিব না। টাকাব যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়া আমি সঙ্গেই রাখিয়াছি। হাইকোর্ট হইতে যেরূপ উপায়ে হউক, এই হুকুম রদ করাইব। ঈশ্বর যদি একান্তই বিমুখ হন, হাইকোর্ট হইতে যদি কিছু করিয়া উঠিতে না পারি, তাহা হইলে ছোট লাটকে ধরিয়া হউক, বড় লাটকে ধরিয়া হউক, বিলাত পর্য্যন্ত লড়িয়া হউক, কোন না কোনরূপে আপনাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করাইব।"

হোসেনের কথা শুনিয়া গোফুর ও ওস্‌মান কেবল এইমাত্র কহিলেন, "দেখুন, ভরসার মধ্যে ঈশ্বর!"

ইহার পরেই একা সকল সেই স্থান হইতে চলিল। একা-চালক অশ্বগণকে সবলে কষাঘাত করিতে লাগিল। প্রহারের ভয়ে অশ্বগণ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। দুই ঘণ্টার পথ একঘণ্টায় চলিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, এক্কা সকল একটী সরাইয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে, আসামীদ্বয়ের সহিত প্রহরীগণ সেই স্থানে অবতরণ করিয়া সেই সরাইয়ের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই স্থানে কোন দ্রব্যেরই অভাব ছিল না। সরাইয়ের মধ্যেই শীতল জল-পূর্ণ একটী প্রকাণ্ড ইঁদারা। সরাইয়ের মধ্যস্থিত একখানি ঘরের মধ্যেই বেনিয়ার দোকান; উহাতে আটা, চাউল, ঘৃত ও তরকারি প্রভৃতি আবশ্যক আহারীয় দ্রব্য এবং হাঁড়ী, কাষ্ঠ, কাঁচা সালপাতা প্রভৃতি সমস্তই পাওয়া যায়। প্রহরীগণ সরাইয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়াই তাহার মধ্যে যে সকল সারি সারি ঘর ছিল, তাহার একখানির মধ্যে আসামীদ্বয়কে রাখিয়া দিল। সেই ঘরের কেবলমাত্র একটী দরজা ভিন্ন অপর জানালা দরজা আর কিছুই ছিল না; সুতরাং সেই ঘরকে একরূপ হাজত-গৃহ বলিলেও চলে। সেই ঘরের সম্মুখে দৌড় বারান্দার উপর সারি সারি পাঁচ খানি চারিপায়া আসিয়া পড়িল। প্রহরীগণ সেই স্থানে আপনাপন পোষাক পরিচ্ছদাদি রাখিয়া, সেই চারিপায়ার উপর উপবেশন করিল; কেহ বা লম্বা হইয়া শয়ন করিল। প্রহরীগণকে শয়ন করিতে দেখিয়া, দুই জন নাপিত (নাউ) আসিয়া তাহাদিগের পদসেবায় প্রবৃত্ত হইল, এবং দুইজন বার-বনিতা আসিয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইল। উহারা এইরূপ সমাগত পথিকগণের সেবা-সুশ্রূষা করিয়া আপনাপন

উদরান্নের সংস্থান করিয়া থাকে। নাপিতগণের থাকিবার স্থান সেই সরাইয়ের ভিতর না থাকিলেও, দিনরাত্রি তাহারা সকলেই প্রায় সেই স্থানে অবস্থিতি করে; কিন্তু বার-বনিতাগণ সেই সরাইয়ের ভিতরেই একটী একটী ঘর লইয়া, তাহাতেই অবস্থিতি করিয়া থাকে।

আসামীদ্বয়ের সহিত প্রহরীগণ যেস্থানে অবস্থান করিল, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অপর আর একটী কামরাতে হোসেন এবং তাহার ভৃত্যদ্বয় স্থান করিয়া লইলেন।

হোসেন একজন প্রহরীকে কহিলেন, "আসামীদ্বয়কে যদি দুইখানি চারিপায়া আনাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে আপনাদিগের কোনরূপ আপত্তি আছে কি?"

প্রহরী। আসামী! তাহাতে খুনী মোকদ্দমার আসামী! তাহারা চারিপায়ার উপর উপবেশন বা শয়ন করিবে! একথা ইতিপূর্ব্বে আমরা আর কাহারও নিকট শ্রবণ করি নাই, দর্শন করা ত দূরের কথা!

হোসেন। আসামীদ্বয়কে চারিপায়ার উপর বসিতে দিবার নিয়ম নাই বলিতেছেন; কিন্তু যদি চারিপায়া দেওয়া যায়, তাহাতে কোনরূপ ক্ষতি আছে কি?

প্রহরী। ক্ষতি থাক বা না থাক, যদি ইহাদিগকে চারিপায়া দেওয়া যায়, তাহার ভাড়া কে দিবে?

হোসেন। চারিপায়ার ভাড়া যাহা লাগিবে, তাহা আমি দিব।

প্রহরী। আর আমাদিগকে?

হোসেন। ইহার নিমিত্ত আপনাদিগকে কিছু দিতে হইবে কি?

প্রহরী। না দিলে চারিপায়া দিতে দিব কেন?

হোসেন। আচ্ছা তাহাই হইবে। এই অনুগ্রহের নিমিত্ত আমি আপনাদিগকে একটী টাকা প্রদান করিতেছি।

প্রহরী। এক টাকায় হইবে না, যদি আমাদিগের প্রত্যেক-কেই একটী করিয়া টাকা দেন, তাহা হইলে উহাদিগকে চারি-পায়ার উপর বসিতে অনুমতি দিতে পারি।

হোসেন। আচ্ছা, তাহাই দিতেছি।

গোফুর। হোসেন! তুমি এরূপ ভাবে অনর্থক অর্থ ব্যয় করিতেছ কেন?

হোসেন। এ ব্যয় অনর্থক নহে। বলুন দেখি, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আপনারা মৃত্তিকায় বসিয়াছেন কি?

গোফুর। এখন আর আমি সেই জমিদার গোফুর খাঁ নহি যে, চারিপায়া ভিন্ন বসিতে পারি না।

হোসেন। আপনি এখনও সেই গোফুর খাঁ আছেন, ইহা বেশ জানিবেন।

গোফুর। তাহা হইলে আমাদিগকে এই মিথ্যা মোকদ্দমায় আর ফাঁসি যাইতে হইত না!

হোসেন। আপনি ভাবিবেন না। উপরে কি ভগবান নাই? আপনাদিগকে কখনই ফাঁসি যাইতে হইবে না। আপনার মনকে স্থির করুন, দেখুন, আপনাদিগকে বাঁচাইয়া লইয়া যাইতে পারি কি না। দুই তিন দিবস আপনাদিগের স্নান হয় নাই, আজ স্নান করিবেন কি?

গোফুর। আর স্নান করিয়াই বা কি হইবে?

হোসেন। স্নান করিয়া অনেক ফল হইবে। স্নান করিলে শরীরের অনেক গ্লানি দূর হইবে, মস্তিষ্ক শীতল হইবে, তখন

একমনে ঈশ্বরকে ডাকিতে সমর্থ হইবেন। এক মনে ঈশ্বরকে ডাকিতে পারিলে কোন বিপদ হয় কি?

গোফুর। প্রহরীরা আমাদিগকে স্নান করিতে দিবে কি?

হোসেন। সে ভার আমার উপর। যেরূপে হয়, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছি। কেমন গো প্রহরীসাহেব! আপনাদিগের আসামীদ্বয় যদি স্নান করেন, তাহাতে আপনাদিগের, বোধ হয়, কোনরূপ আপত্তি নাই।

প্রহরী। আসামীদ্বয় স্নান করিবে! তাহা কি কখনও হইতে পারে?

হোসেন। কেন হইতে পারিবে না? এখানে আর কে তাহা দেখিতে পাইবে বা কেই বা তাহা শুনিতে পাইবে? ইহার জন্য আপনাদিগের প্রত্যেককে আট আনা এবং স্নানের পরে কিছু জল খাইবার নিমিত্ত, আট আনা করিয়া আমি প্রদান করিতেছি। ইহাতে, এখন বোধ হয়, আপনাদিগের আর কোনরূপ আপত্তি হইবে না।

প্রহরী। কোথায় স্নান করিবে? ইঁদারার নিকট ইহাদিগকে লইয়া যাইতে দিব না; কারণ, কি জানি যদি ইহারা ইঁদারার ভিতর আত্ম-বিসর্জ্জন করে, তাহা হইলে আমাদিগকে কয়েদ হইতে হইবে।

হোসেন। না, ইহাদিগকে ইঁদারার নিকট লইয়া যাইব না। যে স্থানে বলিবেন, সেই স্থানে বসিয়াই উঁহারা স্নান করিবেন।

প্রহরী। জল কোথায় পাইবেন, বা কে আনিয়া দিবে?

হোসেন। আমার সহিত দুইজন পরিচারক রহিয়াছে, এবং আমি নিজে আছি। তদ্ব্যতীত দুই চারি পয়সা দিলেই জল

আনিয়া দেওয়ার লোকও পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় যেস্থানে বলিবেন, সেই স্থানে জল আনাইয়া দিয়া, উঁহাদিগকে স্নান করাইয়া দিব।

প্রহরী। আর আমাদিগকে যাহা দিতে চাহিলেন, তাহা কখন দিবেন?

"তাহা আমি এখনই দিতেছি," হোসেন এই বলিয়া চারিপায়া পাইবার, স্নান করিবার এবং কিছু জল খাবার খাইতে পাইবার অনুমতির নিমিত্ত প্রহরীর হস্তে দশ টাকা প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য, ইহার পর উক্ত কয়েকটী বিষয়ের নিমিত্ত প্রহরীগণ আর কোনরূপ আপত্তি করিল না। ভৃত্যগণ ইঁদারা হইতে জল উঠাইয়া আনিয়া প্রহরীগণের সম্মুখে তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়া দিল। স্নান করিবার পর হোসেন কিছু জল খাবার আনাইলেন; কিন্তু প্রহরীগণ সে জল খাবার উঁহাদিগকে খাইতে না দিয়া কহিল, "ইহার ভিতর আপনারা কোনরূপ বিষ প্রদান করিয়াছেন কি না, আমরা তাহা জানি না। সুতরাং আপনাদিগের আনীত জল খাবার ইঁহাদিগকে কখনই আহার করিতে দিব না। যাহা আনিতে হইবে, তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিন এবং তাহার মূল্য আমাদিগকে প্রদান করুন। আমরা নিজে তাহা খরিদ করিয়া আনিয়া, আসামীদ্বয়কে প্রদান করিব।"

প্রহরীগণের প্রস্তাবে হোসেন সম্মত হইলেন, এবং জল খাবার আনিবার নিমিত্ত, উঁহাদিগের একজনের হস্তে একটী টাকা প্রদান করিলেন। তাহাতে যে কিছু আহারীয় দ্রব্য আনিয়া আসামীদ্বয়কে প্রদান করা হইল, আসামীদ্বয় তাহা হইতে অতি অল্পই আহার করিলেন। অবশিষ্ট আহারীয় ও পূর্ব্ব-আনীত আহারীয় সমুদায়ই

প্রহরীদিগের হইল। সেই সকল দ্রব্য আহার করিবার সময়, বিষের কথা আর প্রহরীদিগের মনে উদিত হইল না।

আমি পূর্ব্বেই বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, যে পাঁচজন প্রহরী আসামীদ্বয়কে লইয়া যাইতেছিল, তাহারা সকলেই মুসলমান।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রহরীগণ যেরূপ ভাবে সেই সরাইতে বিশ্রাম করিতে লাগিল, তাহাতে তাহারা যে শীঘ্র সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবে, এরূপ অনুমান হইল না। একা-চালকগণ তাহাদিগের একার ঘোড়া একা হইতে খুলিয়া দিয়া ঘাস-দানার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া হোসেন সেই সর্দ্দার-প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি আপনারা এই স্থানে অবস্থান করিবেন ?"

প্রহরী। রাত্রিযাপন আমরা এই স্থানে করিব না। এই স্থান হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধানে একটী থানা আছে, রাত্রিকালে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে হইবে।

হোসেন। একা-চালকগণ যেরূপ ভাবে একা চালাইয়া আসিতেছে, তাহাতে দুই ক্রোশ পথ গমন করিতে অতি অল্প সময়েরই প্রয়োজন হইবে।

প্রহরী। এই স্থান হইতে বাহির হইলে, একঘণ্টার মধ্যেই আমরা সেই থানায় গিয়া অনায়াসেই উপস্থিত হইতে পারিব।

হোসেন। আপনারা এই স্থান হইতে কখন রওনা হইতে চাহেন?

প্রহরী। একটু বিশ্রাম করিবার পরই, আমরা এই স্থান হইতে প্রস্থান করিব।

হোসেন। আপনাদিগের আহারাদির বন্দোবস্ত কোথায় হইবে?

প্রহরী। থানায় গিয়া উপস্থিত হইবার পর, সেই স্থানেই আহারাদি করিব, এরূপ বিবেচনা করিতেছি।

হোসেন। এই স্থানে দেখিতেছি, সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে আহারাদি করিয়া, থানায় গমন করিলে হইত না কি?

প্রহরী। তাহা হইলে আমরা কখন থানায় গিয়া উপস্থিত হইতে পারিব?

হোসেন। আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া যদি আমরা এই স্থান হইতে রওনা হই, তাহা হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দুই ক্রোশ পথ অনায়াসেই অতিক্রম করিতে পারিব। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যদি আপনারা আসামীর সহিত থানায় গিয়া উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয়, কোনরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রহরী। ক্ষতি কিছুই নাই; কিন্তু এখানে থাকিয়া আমাদিগের লাভ কি?

হোসেন। লাভ আর কিছুই নহে, কেবল সময় মত আহার করিয়া লইতে পারিবেন।

প্রহরী। এখানে আহারাদি করিবার কি সুবিধা হইবে?

হোসেন। না হইবে কেন? এখানে দেখিতেছি, সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায়।

প্রহরী। এখানে আহারাদি প্রস্তুত করার পক্ষে নিতান্ত অসুবিধা হইবে।

হোসেন। কিসে?

প্রহরী। মোটে আমরা পাঁচজন বই প্রহরী নই। আমরা সকলেই এখন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার মধ্যে আসামী-দ্বয়কে পাহারাই বা কে দিবে, আহারাদির আয়োজনই বা কে করিবে?

হোসেন। আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমরাই সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

প্রহরী। কে রন্ধন করিবে?

হোসেন। আমি আছি, আমার দুইজন পরিচারকও রহিয়াছে। অনুমতি পাইলে আহারীয় প্রস্তুত করিতে আর কত বিলম্ব হইবে?

প্রহরী। তোমাদিগের প্রস্তুত করা আহারীয় দ্রব্য আমরা কিরূপে আহার করিতে পারি?

হোসেন। কেন?

প্রহরী। আমি শুনিয়াছি, বহুদিবস হইল, এইরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। একজন কয়েদী-আসামীকে লইয়া দুইজন প্রহরী গমন করিতেছিল। যাইতে যাইতে পথে অপর আর একজন লোক আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হয়। সেই ব্যক্তি সেই আসামীর দলস্থিত একজন; কিন্তু এ পরিচয় সে পূর্ব্বে সেই প্রহরীদ্বয়ের নিকট প্রদান করে নাই। ক্রমে তাহারা এইরূপ একটী সরাইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং সেই ব্যক্তিই সকলের আহারীয় প্রস্তুত করে। প্রথমে আসামীকে আহার

করান হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার কোনরূপ অসুখ হয় না। পরিশেষে প্রহরীদ্বয় আহার করিতে বসে, কিন্তু আহার করা শেষ হইতে না হইতেই উভয়েই হতজ্ঞান হইয়া পড়ে। পরে সরাইয়ের লোকজন যখন জানিতে পারে যে, দুইজন প্রহরী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তখন তাহারা সেই স্থানে গমন করে; কিন্তু সেই কয়েদী-আসামী এবং আহার-প্রস্তুতকারীকে আর তাহারা দেখিতে পায় না। এই সংবাদ ক্রমে থানায় গিয়া উপস্থিত হয়। প্রহরীদ্বয়কে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। থানাদার নিজে আসিয়া এই ঘটনার সবিশেষ অনুসন্ধান করেন। কিন্তু অনুসন্ধানে কোন ফলই পাওয়া যায় না। উভয় ব্যক্তির মধ্যে কেহই ধৃত হয় না। অধিকন্তু প্রহরীগণ চৈতন্য লাভ করিলে জানিতে পারা যায় যে, তাহাদিগের নিকট যে সকল টাকা-পয়সা ছিল, তাহার সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। ইহা যখন প্রকৃত ঘটনা বলিয়া সকলেই অবগত আছেন, তখন বলুন দেখি, আমরা কিরূপে আপনাদিগকে বিশ্বাস করিয়া আপনাদিগকে রন্ধন করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারি?

হোসেন। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা প্রকৃত। কিন্তু আপনারা আমাকে পূর্ব্ব হইতে জানেন কি না, বলিতে পারি না। যদি আমাকে পূর্ব্ব হইতে জানিতেন, তাহা হইলে আপনারা আমাকে বোধ হয়, এতদূর অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না। সে যাহা হউক, আপনারা যদি আমাকে বিশ্বাস করিতেই না পারেন, তাহা হইলে অপর আর কোনরূপ বন্দোবস্ত হইতে পারে না কি? অপর যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে বলেন, আমরা সেইরূপ করিতেই প্রস্তুত আছি।

প্রহরী। আর কি বন্দোবস্ত হইতে পারে?

হোসেন। আমরা আর সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেছি, আপনাদিগের এক ব্যক্তি অনায়াসেই পাক করিয়া লইতে পারেন।

প্রহরী। আমরা সকলেই অতিশয় ক্লান্ত। সুতরাং আমাদিগের মধ্যে কাহারও দ্বারা সেই কার্য্য যে সম্পন্ন হইতে পারিবে, তাহা আমি বোধ করি না।

হোসেন। যদি এ কার্য্য আপনাদিগের দ্বারা না হয়, তাহা হইলে আপনাদিগের মধ্যে একজন যদি রন্ধনশালার নিকট উপস্থিত থাকিতে পারেন, তাহা হইলে আমার সমভিব্যাহারী একজন লোকের দ্বারা আমি কার্য্য করাইয়া লইতে পারি। আপনাদিগের সম্মুখে যদি আহারীয় প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে আমরা উহাতে কিরূপে বিষ মিশ্রিত করিতে পারিব?

প্রহরী। অত গোলযোগে কায নাই। আমরা একরূপ জলযোগ করিয়াছি, এখন আর আহার করিবার ইচ্ছা নাই। সুতরাং আহারীয় প্রস্তুত করিবার আর প্রয়োজন কি? আপনারা ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া অনায়াসেই আহার করিতে পারেন।

হোসেন। আমি আমাদিগের আহারের নিমিত্ত বলিতেছি না। আপনারা যে আসামীদ্বয়ের সহিত আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের আজ কয়েকদিবস হইতে আহার হয় নাই; কোন দিন অনাহারে, কোন দিন জলাহারে, দিন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন। ইহাদিগের অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা পরে হইবে; কিন্তু এখন আমাদিগের ইচ্ছা, উঁহাদিগকে কিছু আহার করাই। এই নিমিত্ত আপনাদিগকে এত অনুরোধ করিতেছি।

প্রহরী। উঁহারা ত এখনই আহার করিলেন?

হোসেন। বাজারের মিষ্ট দ্রব্যাদি ভোজন করিয়া কোন্ ব্যক্তি কয় দিবস জীবনধারণ করিতে পারে?

প্রহরী। যখন আপনারা আহারাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন আমার সম্মুখে আপনারা আমাদিগের সকলের আহারীয় প্রস্তুত করুন। আহারীয় প্রস্তুত করিবার সময় আমি অনায়াসেই বুঝিতে পারিব যে, ইহাতে আপনাদিগের কোনরূপ দুরভিসন্ধি আছে কি না।

হোসেন। এ উত্তম কথা।

উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর, হোসেন নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া সকলের আহারাদির উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একজন প্রহরীর তত্ত্বাবধানে সময়-মত আহারীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত হইল। তখন হোসেন কহিলেন, "এখন আহারীয় প্রস্তুত হইয়াছে, অনুমতি হইলে সকলেই ভোজন করিয়া লইতে পারেন।"

প্রহরী। সকলের ভোজন একবারে হইতে পারে না। প্রথমে তোমরা ভোজন কর, তাহার পর আমরা ভোজন করিব।

হোসেন। আমরা অগ্রে ভোজন করিব কেন? আপনাদিগের আহারাদি হইয়া গেলে, তাহার পর আমরা ভোজন করিব।

প্রহরী। তাহা হইতে পারিবে না। তোমরা অগ্রে ভোজন করিলে, তাহার পর আমরা ভোজন করিব।

হোসেন। যদি আপনারা নিতান্তই অগ্রে ভোজন না করেন, তাহা হইলে সকলেই এক সময় ভোজন করা যাউক। আপনারা থাকিতে আমরা কিরূপে অগ্রে খাইতে পারি?

প্রহরী। তাহাও হইতে পারে না।

হোসেন। কেন?

প্রহরী। তোমরা ভোজন করিলে, তাহার পর তোমাদিগের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা অগ্রে দেখিয়া, পরিশেষে আমরা ভোজন করিব।

হোসেন। আপনার এ কথার অর্থ ত আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

প্রহরী। বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, আমি বুঝাইয়া দিতেছি। আমাদিগের তত্ত্বাবধানে আপনারা আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু আমাদিগের অলক্ষিতে আপনারা উহার সহিত অনায়াসেই বিষ মিশ্রিত করিয়া দিতে পারেন। প্রথমে আপনারা আহার করিলেই, আমরা জানিতে পারিব যে, সেই সকল আহারীয় দ্রব্যের সহিত কোনরূপ বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত আছে কি না। আহারান্তে যদি আপনাদিগের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য না ঘটে, তাহা হইলে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারিব যে, উহার সহিত কোনরূপ বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত নাই। ইহার পর আর আপনাদিগকে আহারীয় দ্রব্যের নিকট গমন করিতে দিব না। আমরা নিজ হস্তে সেই সকল দ্রব্য পরিবেশন করিয়া আহার করিব।

হোসেন। আপনার এ কথায় আমাদিগের কোন উত্তর নাই। আমরা আহারীয় দ্রব্যের নিকট আর গমনই করিব না। আপনারা উহা হইতে কিছু কিছু আমাদিগকে প্রদান করুন, আমরা দূরে বসিয়া আহার করি। আমরা আপনাদিগের আদেশ প্রতিপালন করিব মাত্র; কিন্তু আপনাদিগকে এবং মনিবদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া, পরিতুষ্টির সহিত কখনই আহার করিয়া উঠিতে পারিব না।

ইহার পর হোসেনের প্রস্তাব-মতই কার্য্য হইল। হোসেন ও তাহার পরিচারকদ্বয় দূরে আহার করিতে বসিলেন; একজন প্রহরী তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিলেন। প্রহরীগণ যখন দেখিল, হোসেন বা তাঁহার পরিচারকদ্বয় সেই সকল দ্রব্য আহার করিয়া সুস্থ শরীরে রহিলেন, তখন তাহারা তাহাদিগের নিজের আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু আসামীদ্বয় আহার করিবে কি না, সে সম্বন্ধে কোন কথাই কহিল না। তখন হোসেন কহিলেন, "আপনাদিগের আহারের উদ্যোগ হইতেছে; কিন্তু আসামীদ্বয় কখন আহার করিবেন?"

প্রহরী। আসামীদ্বয়েরও কি আহারীয় প্রস্তুত করিয়াছেন?

হোসেন। উঁহারাই আহার করিবেন বলিয়া, সকলের নিমিত্ত আহারীয় আমরা প্রস্তুত করিয়াছি। নতুবা আমাদিগের আহারীয় প্রস্তুত করিবার কোনরূপ প্রয়োজনই ছিল না।

প্রহরী। উহারা ফাঁসি যাইবার আসামী। উহাদিগকে আমরা কিরূপে আহার করিতে অনুমতি দিতে পারি?

হোসেন। যাহাদিগকে ফাঁসি দিবার হুকুম হয়, ফাঁসির পূর্ব্বে যে কয় দিবস তাহারা বাঁচিয়া থাকে, সে কয় দিবস কি তাহা-

দিগকে আহার করিতে দেওয়া হয় না। যদি সরকারের এরূপ কোন নিয়ম থাকে, তাহা আমি অবগত নহি। বরং লোক-পরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায়, ফাঁসি যাইবার পূর্ব্বে ফাঁসির আসামী যাহা খাইতে চাহে, সরকার হইতে তাহাই তাহাকে খাইতে দেওয়া হয়। সে যাহা হউক, এত পরিশ্রম করিয়া যখন আমরা আহারীয় প্রস্তুত করিয়াছি, তখন উঁহাদিগকে কিছু আহার করিতে দিয়া আমাকে সবিশেষরূপ অনুগৃহীত করুন।

প্রহরী। উঁহারা আহার করুন, বা না করুন, তাহাতে আপনার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?

হোসেন। ক্ষতি নাই? খুব ক্ষতি আছে। যিনি আমার অন্নদাতা, তিনি আহার করিতে পাইবেন না, আর আমরা আহার করিয়া বসিয়া আছি! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমি আপনাদিগকে সবিশেষরূপ অনুরোধ করিতেছি, উঁহাদিগের আহার করিতে দিবার পক্ষে কোনরূপ প্রতিবন্ধক হইবেন না। উঁহারা যেরূপ মনঃকষ্টে আছেন, তাহাতে যে আহার করিতে পারিবেন, সে ভরসা আমার নাই; তবে আহার করিতে বসিয়াছেন, ইহা দেখিলেই আমার মনটা একটু সন্তুষ্ট হইবে, এই মাত্র। এই অনুগ্রহের নিমিত্ত যদি আপনাদিগের আরও কিছু লইবার প্রত্যাশা থাকে, তাহাও আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন।

প্রহরী। যখন আপনি এরূপ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন, তখন আপনার অনুরোধই বা রক্ষা না করি কি প্রকারে? তবে জানেন কি, আমরা পেটের দায়ে চাকুরী করিতে আসিয়াছি, তাই আপনাকে বলিতেছি।

হোসেন। ইহার জন্য এত গোলযোগ করিবার প্রয়োজন কি? আপনারা যখন যাহা চাহিতেছেন, আমি তখনই তাহা আপনাদিগকে প্রদান করিতেছি। প্রথমেই এ কথা আমাকে বলিতে পারিতেন! আপনাদিগের প্রস্তাবে যদি আমি সম্মত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে উঁহাদিগের নিমিত্ত আহারীয় প্রস্তুত করিতাম, আর যদি সেই প্রস্তাব আমার সাধ্যাতীত হইত, তাহা হইলে আপনাদিগকে সেলাম করিয়া আমি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতাম। আচ্ছা, এখন বলুন দেখি, উঁহাদিগকে আহার করিবার অনুমতি দিবার নিমিত্ত আপনারা কি প্রার্থনা করেন?

প্রহরী। পঁচিশ টাকা।

হোসেন। আপনারা পাঁচজন আছেন, আপনাদিগের প্রত্যেককেই পঁচিশ টাকা করিয়া আমাকে প্রদান করিতে হইবে?

প্রহরী। না, মোট পঁচিশ টাকা প্রদান করিলেই হইবে।

হোসেন। পঁচিশ টাকা আমি প্রদান করিতে পারিব না। আপনারা পাঁচজন আছেন, প্রত্যেককে দুই টাকা হিসাবে মোট আপনাদিগকে আমি দশ টাকা প্রদান করিতেছি। ইহাতে আপনারা সম্মত হইয়া আসামীদ্বয়কে আহার করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করেন ভালই, নতুবা আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি, আপনাদিগের মনে যাহা উদয় হয়, তাহা করিবেন।

প্রহরী। আপনাকে আর প্রস্থান করিতে হইবে না। দশ টাকা নিতান্ত অল্প হইতেছে, আর পাঁচটী টাকা বাড়াইয়া দিন।

হোসেন। পাঁচ টাকা ত দূরের কথা, দশ টাকার উপর আমি আর পাঁচটী পয়সাও বাড়াইয়া দিতে পারিব না। ইহাতে আপনাদিগের যাহা অভিরুচি হয়, তাহা করিতে পারেন।

প্রহরী। যে কার্য্যে আপনারা অসন্তুষ্ট হন, সে কার্য্য আমাদিগের কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। আচ্ছা, আপনার প্রস্তাবেই আমরা সম্মত হইলাম। টাকা দশটী কখন প্রদান করিবেন?

হোসেন। যখন আপনাদিগের আবশ্যক হইবে, তখনই আপনারা লইতে পারেন। এখনই চাহেন, তাহাও আমাকে বলুন, এখনই আমি উহা আপনাদিগের হস্তে প্রদান করিতেছি।

প্রহরী। সেই ভাল। আমি একাকী নহি, পাঁচজনের কার্য্য, অগ্রে দেওয়াই ভাল।

প্রহরীর কথা শুনিয়া হোসেন আর কোন কথা কহিলেন না, দশটী টাকা বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই প্রহরীর হস্তে প্রদান করিলেন।

হোসেন টাকা প্রদান করিলেন সত্য; কিন্তু মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। মনে করিলেন, এরূপ অত্যাচার করিয়া টাকা লওয়া নিতান্ত অন্যায়। আসামীর সহিত কথা কহিবার প্রয়োজন হইলে টাকা ভিন্ন হইতে পারিবে না! স্নানের নিমিত্ত টাকা, জলপানের নিমিত্ত টাকা, আহারের নিমিত্ত টাকা, এবং বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত একখানি চারিপায়া প্রদান করিতে হইলেও টাকা! কি ভয়ানক অত্যাচার! এই সকল অত্যাচারের নিমিত্তই পুলিসের এত দুর্নাম।

হোসেন মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন সত্য; কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

গোফুর খাঁ ও ওসমান, প্রথমতঃ কিছুতেই আহার করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু কোন প্রকারেই হোসেনের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, আহার করিবার নিমিত্ত একবার বসি-

লেন মাত্র; ফলতঃ আহার করিতে পারিলেন না, চক্ষু-জলে আহারীয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

আহারান্তে প্রহরীগণ আপনাপন চারিপায়ার উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। কেবল একজন মাত্র প্রহরী আসামীদ্বয়কে পাহারা দিতে লাগিল। আসামীদ্বয় সেই গৃহের ভিতর কয়েদী অবস্থায় বিষণ্ণ মনে বসিয়া রহিলেন।

এইরূপে প্রায় সমস্ত দিবস সেই স্থানে অতিবাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যা হইতে অতি অল্পমাত্র বাকী আছে, সেই সময় একজন প্রহরী এক্কা-চালকগণকে ডাকিল ও কহিল, "বেলা প্রায় অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে। এখনও অনেকদূর আমাদিগকে গমন করিতে হইবে, আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। এক্কা সকল শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া আন, আমরা এখনই এই স্থান হইতে প্রস্থান করিব।"

প্রহরীর কথা শুনিয়া এক্কা-চালকগণ তথনই এক্কা প্রস্তুত করিয়া আনিল। প্রহরীগণ আসামীদ্বয়ের সহিত উহাতে আরোহণ করিল, হোসেনও আপনার দুইজন পরিচারকের সহিত আপন এক্কায় আরোহণ করিয়া তাহাদিগের এক্কার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। এক্কা-চালকগণ অশ্বে কষাঘাত করিতে করিতে বেগে এক্কা চালাইতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার অল্প পরেই সকলে একটী থানায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানে সকলে এক্কা হইতে অবতরণ করিয়া থানার ভিতর প্রবেশ করিলেন। থানায় সেই সময় দারোগা উপস্থিত ছিলেন না, কোন কার্য্য উপলক্ষে তিনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে হোসেন জানিতে পারিলেন যে, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অর্থাৎ দারোগাও একজন মুসলমান বংশ-সম্ভূত।

যে সকল একায় আরোহণ করিয়া আসামীদ্বয়, প্রহরীগণ ও হোসেন প্রভৃতি গমন করিয়াছিলেন, এখন সেই সকল একা বিদায় করিয়া দিবার প্রয়োজন হইল। কারণ, তাহারা অনেকদূর আগমন করায়, তাহাদিগের অশ্বগণ সবিশেষরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তদ্ব্যতীত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার সময় সেই স্থানে যতগুলি একার প্রয়োজন হইবে, ততগুলিই অনায়াসে পাওয়া যাইবে।

এইরূপ বন্দোবস্ত দেখিয়া, যে একায় হোসেন তাঁহার ভৃত্য-দ্বয়ের সহিত আগমন করিয়াছিলেন, তাহাকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। সেই একা-চালককে যে পরিমিত ভাড়া দিবার নিমিত্ত প্রহরীগণ বলিয়া দিল, হোসেন তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই দিয়া দিলেন। একা-চালক আপনার ভাড়া পাইয়া থানার বাহিরে গিয়া উপবেশন করিল।

কেবলমাত্র একখানি একার ভাড়া দিতে দেখিয়া একজন প্রহরী কহিল, "আপনি কেবলমাত্র একখানি একার ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন দেখিতেছি। আর অপর একা তিনখানি, যাহাতে আপনার মনিবদ্বয় এবং আমরা আসিয়াছি, তাহার ভাড়াও ওই সঙ্গে দিলেন না কেন?"

হোসেন। আপনাদিগের একা-ভাড়া প্রভৃতি যাহা কিছু ব্যয় হইবে, তাহার নিমিত্ত আমি এককালীন আপনাদিগকে পঞ্চাশ টাকা প্রদান করিয়াছি। তাহা হইতে একা-ভাড়া প্রদান করিতে আপনাদিগের কোনরূপ আপত্তি আছে কি?

প্রহরী। আপত্তি আর কিছুই নাই, তবে এখন আপনি দিয়া দিলেও কোন ক্ষতি নাই।

হোসেন। আমি একবার প্রদান করিয়াছি। বলেন না হয়, আর একবার প্রদান করি। যখন আমরা সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের হাতে পড়িয়াছি, তখন যাহা বলিবেন, তাহাই করিতে হইবে।

প্রহরী। আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। এক্কা-ভাড়া এখন আপনি প্রদান করুন, বা আমরা প্রদান করি, তাহাতে কোনরূপ ক্ষতি নাই। কারণ, আমাদিগের নিকট আপনার যে পঞ্চাশ টাকা আছে, খরচ-পত্র বাদে তাহা হইতে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা আপনারই। আর যদি উহাতে সমস্ত খরচের সঙ্কুলান না হয়, তাহা হইলে আর যাহা লাগিবে, তাহা আপনাকে দিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় সামান্য এক্কা-ভাড়ার নিমিত্ত এত গোলযোগ করিতেছেন কেন?

হোসেন। আমি কোনরূপ গোলযোগই করিতেছি না। যে টাকা আপনাদিগের নিকট আছে, তাহা হইতে এক্কা-ভাড়া প্রদান করিতে যদি আপনাদিগের কোনরূপ অসুবিধা হয়, তাহা হইলে এখনই আমি উহা প্রদান করিতেছি।

প্রহরী। অসুবিধা আর কিছুই নয়। তবে টাকাগুলি যেরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখা আছে, তাহা হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া লইতে হইলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাই যাহাতে এক্কা-ওয়ালাগণের আর বিলম্ব না হয়, সেই নিমিত্ত ভাড়াটা এখন আপনাকে দিতে বলিয়াছিলাম। ইহাতে আমাদিগের কোনরূপ দুরভিসন্ধি নাই।

হোসেন। সামান্য টাকার নিমিত্ত আর অধিক কথার প্রয়োজন নাই। আমি এখন উহা প্রদান করিতেছি, যেরূপ ভাল বিবেচনা হয়, পরিশেষে আপনারা তাহা করিবেন।

এই বলিয়া হোসেন আর তিনখানি একার ভাড়াও আপনার নিকট হইতে উঁহাদিগকে দিয়া দিলেন।

আপনাপন ন্যায্য মজুরি বুঝিয়া লইয়া একাওয়ালাগণ সেই স্থান হইতে তখনই প্রস্থান করিল।

প্রহরীগণের ব্যবহার দেখিয়া হোসেন মনে মনে ভাবিলেন, উঁহাদিগের খরচের নিমিত্ত যে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাইবার আর কোনরূপ উপায় নাই। অথচ আরও যাহা কিছু খরচ হইবে, তাহার সমস্তই তাঁহাকে বহন করিতে হইবে।

এই সময় গোফুর খাঁ হোসেনকে তাঁহার নিকট ডাকিলেন। হোসেন তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি কহিলেন, "হোসেন! আমি দেখিতেছি, তুমি নিরর্থক অনেক অর্থ নষ্ট করিতেছ।"

হোসেন। আপনাদিগের জীবন অপেক্ষা কি অর্থের মূল্য অধিক? যে আপনাদিগের নিমিত্ত আমি সেই অর্থ ব্যয় করিব না?

গোফুর। আমাদিগের জীবন রক্ষার নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিতে আমাদিগের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু এইরূপ নিরর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া কি আমাদিগের জীবন রক্ষা করিতে পারিবে?

হোসেন। এরূপ ভাবে অর্থ ব্যয় করিয়া, আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিতে পারিব না সত্য; কিন্তু আপাততঃ আপনাদিগের কষ্টের অনেক লাঘব করিতে সমর্থ হইব।

গোফুর। যাহাদিগের জীবনের আর কিছুমাত্র আশা নাই, দুই চারিদিবসের নিমিত্ত তাহাদিগের শারীরিক কষ্ট নিবারণ করিয়া ফল কি? মানসিক কষ্টের নিকট শারীরিক কষ্ট কিছুই নহে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মানসিক কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহার যতই কেন শারীরিক কষ্ট হউক না, তাহার দিকে তাহার লক্ষ্যই হয় না।

হোসেন। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা প্রকৃত। কিন্তু আমাদিগের সম্মুখে আপনি শারীরিক কষ্ট ভোগ করিবেন, অর্থ থাকিতে আমরা কিরূপে উহা দেখিতে সমর্থ হইব? আর আপনাদিগের জীবনের আশা নাই, এ কথাই বা আপনারা কিরূপে অনুমান করিলেন?

গোফুর। যাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে, তাহার আর জীবনের আশা কি?

হোসেন। এখনও অনেক আশা আছে। যে বিচারালয় হইতে আপনাদিগের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে, তাহার উপর বিচারালয় আছে। সেখানে আপীল করিব, যেরূপ ভাবে ও যত অর্থ ব্যয় করিয়া চেষ্টা করিতে হয়, তাহা করিব। ইহাতে কি কোনরূপ ফল প্রাপ্ত হইব না? ঈশ্বর না করুন, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ছোট লাটকে ধরিব; আবশ্যক হইলে বড় লাটের নিকট পর্য্যন্ত গমন করিব। পরিশেষে বিলাত পর্য্যন্ত চেষ্টা করিব। ইহাতেও কি সুবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই? যদি ইহাতেও না পারি, তাহা হইলে অর্থ ব্যয় করিয়া, আপনাদিগের জীবনের নিমিত্ত অসৎ উপায় অবলম্বন করিতে ক্রটি করিব না। আপনি আপনার মনকে স্থির করিয়া রাখুন। দেখিবেন, যেরূপ উপায়েই হউক, কখনই আপনাদিগকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে দিব না।

গোফুর। তুমি যাহা মনে করিতেছ, তাহা সম্পূর্ণরূপ অসম্ভব। ইহা কখনই হইতে পারে না।

হোসেন। জগতে অসম্ভব কিছুই নাই; অর্থে না হইতে পারে, এরূপ কোন কার্য্যই নাই। দেখিবেন, যাহা মুখে বলিতেছি, কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারি কি না!

গোফুর। আমার বিবেচনায় তুমি আর নিরর্থক অর্থ ব্যয় করিও না। আমাদিগের নিমিত্ত এইরূপ ভাবে যে অর্থ ব্যয় করিবে, তাহা আমাদিগের নামে দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করিও। তাহা হইলে আমাদিগের পরকালের অনেক উপকার করা হইবে। ইহকালে যাহা হইবার, তাহা হইল।

হোসেন। গরিব-দুঃখীকে আপনারা যেরূপ ভাবে অর্থ দান করিতে কহিবেন, তাহা আমরা করিব। তদ্ব্যতীত আপনাদিগের জীবন-রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না। বিশেষ—

গোফুর। বিশেষ কি?

হোসেন। এরূপ ভাবে অর্থ আমি যে নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করিতেছি, তাহা নহে। আপনার বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ সকলেই আপনাদিগের জীবনের নিমিত্ত তাঁহাদিগের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ও তাঁহাদিগের সমস্ত অলঙ্কার-পত্র পর্য্যন্ত আমার হস্তে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং বলিতেছেন, যদি কোনরূপে আমি আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই বিষপান করিয়া আপনাপন জীবন নষ্ট করিবেন। আমি যদিচ এখন তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করি নাই, তথাপি যদি আমি এইরূপ ব্যয় করিয়া আপনাদিগের জীবন রক্ষার কোনরূপ উপায় না করি, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে, একবার মনে করিয়া দেখুন দেখি?

গোফুর। বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ যখন আমাদিগের জীবনের নিমিত্ত এত উৎসুক, তাঁহাদিগের নিমিত্ত কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?

হোসেন। সে সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত কিছুই মনে ভাবি নাই। কারণ, আমার বিশ্বাস, এ সম্বন্ধে আমার কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন হইবে না!

গোফুর। কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন হইবে না কেন?

হোসেন। যখন আমার বিশ্বাস যে, যেরূপে পারি, আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিব, তখন আমার সেই সকল দিকে এখন দৃষ্টি করিবার কোনরূপ প্রয়োজন নাই। যেরূপ ভাবে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, এখন সেইরূপ ভাবেই চলুক। পরিশেষে আপনারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়া যখন বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, সেই সময় আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, সেইরূপ করিবেন।

গোফুর। সে বহুদূরের কথা।

হোসেন। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, উহা দূরের কথা নহে।

গোফুর। সে পরের কথা। আমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে, এরূপ লুব্ধ আশ্বাসের উপর একবারে নির্ভর করিয়া থাকিও না। আমাদিগকে খালাস করিবার যতদূর চেষ্টা করিতে হয়, কর; অথচ অপরাপর বন্দোবস্তের দিকেও সবিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিও। কারণ, যদি আমাদিগের জীবন রক্ষাই না হয়, তাহা হইলে আমি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে আমার ইচ্ছামত বিষয়-আদির বন্দোবস্ত করার আবশ্যক। জমিদারী সম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছ?

হোসেন। এখনও কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করি নাই। যেরূপ আদেশ করিবেন, সেইরূপ ভাবেই বন্দোবস্ত করিব।

গোফুর। মোকদ্দমার খরচের নিমিত্ত যে টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছ, সেই টাকার নিমিত্ত জমিদারীর কোন অংশ নষ্ট করিতে হইয়াছে কি?

হোসেন। টাকার নিমিত্ত জমিদারীর কোন অংশ আমি নষ্ট করি নাই, বা উহা বন্ধক দিতেও হয় নাই। সরকারী তহবিলের যে যে স্থানে যে যে টাকা মজুত ছিল, তাহাই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি মাত্র। যদি কিছু দেনা হইয়াও থাকে, তাহা হইলে তাহার নিমিত্ত বিষয়-আদি কিছুই বন্ধক দিতে হইবে না। সমস্ত জমিদারী এ পর্য্যন্ত যেরূপ ভাবে ছিল, এখনও সেইরূপ ভাবেই আছে।

হোসেন ও গোফুর খাঁর সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া আসামীদ্বয়কে হাজতের ভিতর বন্ধ করিয়া দিল। সুতরাং উভয়ের কথাবার্ত্তা সেই সময়ের নিমিত্ত শেষ হইয়া গেল। আসামীদ্বয় সবিশেষ দুঃখিত অন্তঃকরণে হাজতের ভিতর প্রবেশ করিলেন। *

সম্পূর্ণ।

* শ্রাবণ মাসের সংখ্যা,

"ঘর-পোড়া লোক।"

(শেষ অংশ)

(অর্থাৎ পুলিসের অসৎ বুদ্ধির চরম দৃষ্টান্ত!)

যন্ত্রস্থ।

ঘর-পোড়া লোক।

(শেষ অংশ)

(অর্থাৎ পুলিসের অসৎ বুদ্ধির চরম দৃষ্টান্ত !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তম বর্ষ।] সন ১৩০৫ সাল। [শ্রাবণ

Printed By Shashi Bhusan Chandra, at the
GREAT TOWN PRESS,
68, Nimtola Street, Calcutta.

ঘর-পোড়া লোক।

(শেষ অংশ)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আসামীদ্বয় থানায় উপস্থিত হইলে পর, সেই সময় থানায় যে কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তিনি আসামীদ্বয়কে হাজত-গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

থানায় হাজত-গৃহ কিরূপ, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন কি? থানার ভিতর থানার কর্ম্মচারীগণ যে স্থানে বসিয়া সর্ব্বদা কায-কর্ম্ম বা লেখা-পড়া করিয়া থাকেন, তাহার দুই পার্শ্বে বা তাহার সন্নিকটে ছোট ছোট দুইটী গৃহ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়; উহাই থানার হাজত-গৃহ। উহার একটী পুরুষ-কয়েদী এবং অপরটী স্ত্রী-কয়েদীর নিমিত্ত প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই সকল গৃহে কেবল একটীমাত্র দরজা ভিন্ন অপর জানালা দরজা প্রায়ই থাকে না। চোর বলুন, মাতাল বলুন, হত্যাকারী বলুন, বা যে কোন অপরাধের আসামী বলুন, সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে যাহারা ধৃত হইয়া থানায় আইসে, তাহাদিগের সকলকেই একত্র সেই গৃহের ভিতর থাকিতে হয়। বিছানার নিমিত্ত উহার মধ্যে একখানি কম্বল থাকে মাত্র।

গোফুর খাঁ ও ওস্‌মান সেইরূপ একটী হাজত-গৃহের ভিতর আবদ্ধ হইলেন। সেই সময় হোসেন তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহার সমভিব্যাহারী সেই প্রহরী কহিল, "যে পর্য্যন্ত আসামী থানার ভিতর থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত আসামী সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমাদিগের ক্ষমতার অতীত। এখন যদি আপনি আসামীদ্বয়কে কিছু বলিতে চাহেন, বা উঁহারা আপনাকে কিছু বলিতে চাহেন, তাহা হইলে এখন এই থানায় যে কর্ম্মচারী উপস্থিত আছেন, তাঁহার আদেশ লইবার প্রয়োজন। কারণ, যে পর্য্যন্ত আসামী-দ্বয় থানার ভিতর থাকিবেন, সেই পর্য্যন্ত সেই আসামীদ্বয়ের সহিত আমাদিগের কোনরূপ সংশ্রব নাই। এখন সেই আসামীদ্বয় সম্বন্ধে যাহা কিছু জবাবদিহি, তাহা এই থানার উপস্থিত কর্ম্মচারীকে করিতে হইবে।"

প্রহরীর নিকট হইতে এই কথা শুনিয়া হোসেন ভাবি-লেন, এ বড় মন্দ কথা নহে। আসামীদ্বয়ের সহিত কথা কহিবার নিমিত্ত আমি একবার উহাদিগকে অর্থ প্রদান করিয়াছি; কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমি সেই অর্থ বৃথা নষ্ট করিয়াছি। ইহাদিগের সহিত যদি আবার কথা কহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি, তাহা হইলে এই থানায় এখন যে কর্ম্মচারী উপস্থিত আছেন, তিনি যে আবার কত অর্থ প্রার্থনা করিবেন, তাহাই বা এখন কে বলিতে পারে? এরূপ ভাবে নিরর্থক কতবার অর্থ নষ্ট করা যাইতে পারে? ইহাদিগের সহিত এখন আর কোন কথাই কহিব না। কল্য প্রাতঃকালে প্রহরীগণ যখন উঁহাদিগকে থানা হইতে

বাহির করিয়া লইয়া যাইবে, সেই সময় সুযোগমত পথের মধ্যে উঁহাদিগের সহিত কথা কহিলেই হইতে পারিবে।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া হোসেন আপনার ভৃত্যদ্বয়ের সহিত সেই থানার ভিতর এক স্থানে শয়ন করিলেন।

সেই সময় থানায় যে কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার হাতের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, একবার তিনি তাঁহার আফিস হইতে বাহির হইয়া আসামীদ্বয়কে দেখিবার নিমিত্ত সেই হাজত-গৃহের নিকট গমন করিলেন। সেই হাজত-গৃহের চাবি যে প্রহরীর নিকট ছিল, কর্ম্মচারীর আদেশমত সে সেই হাজত-গৃহ খুলিয়া দিল। কর্ম্মচারী হাজত-গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আসামীদ্বয়ের একটু শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে যে, সেই দিবস সেই হাজত-গৃহের ভিতর সেই দুইটী আসামী ভিন্ন আর কোন আসামী ছিল না।

কর্ম্মচারী হাজত-গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

গোফুর। আমার নাম গোফুর খাঁ।

কর্ম্মচারী। তোমার কত দিবসের নিমিত্ত কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছে?

গোফুর। আমার কারাদণ্ডের আদেশ হয় নাই, জীবন-দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

কর্ম্মচারী। (ওস্‌মানের প্রতি) আর তোমার?

ওস্‌মান। আমারও তাহাই।

কর্ম্মচারী। তোমরা কি করিয়াছিলে, হত্যা করিয়াছিলে কি?

ওস্‌মান। হত্যা না করিলে আর আমাদের জীবনদণ্ডের আদেশ হইবে কেন?

কর্ম্মচারী। তোমাদিগকে এই স্থানে রাত্রিযাপন করিতে হইবে। ওই কম্বল লইয়া তোমরা অনায়াসে তাহার উপর শয়ন করিতে পার।

এই বলিয়া কর্ম্মচারী সেই হাজত-গৃহ হইতে বাহির হইলেন। প্রহরী সেই গৃহ পুনরায় তালাবদ্ধ করিয়া দিল।

বাহিরে আসিয়াই কর্ম্মচারী দেখিতে পাইলেন, একটু দূরে তিনজন লোক শয়ন করিয়া আছে। উহাদিগকে দেখিয়া তিনি তাহাদিগের নিকট গমন করিলেন ও কহিলেন, "তোমরা কে এখানে শয়ন করিয়া আছ?"

হোসেন। আমরা।

কর্ম্মচারী। আমরা কে?

হোসেন। আমি ও আমার দুইজন পরিচারক।

কর্ম্মচারী। তুমি কে?

হোসেন। আমার নাম হোসেন।

কর্ম্মচারী। তোমরা কোথায় থাক?

হোসেন। আমাদিগের বাসস্থান এখানে নহে।

কর্ম্মচারী। তবে তোমরা এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ?

হোসেন। আমরা ওই আসামীদিগের সহিত আসিয়াছি।

কর্ম্মচারী। কোন্ আসামী?

হোসেন। যাঁহারা হাজতে আছেন।

কর্ম্মচারী। তাই বল না কেন, তোমরা প্রহরী; সেই আসামীদ্বয়কে এখানে আনিয়াছ।

হোসেন। না মহাশয়! আমরা প্রহরী নহি। প্রহরীগণ আসামীদ্বয়কে লইয়া আসিয়াছে, আমরা তাহাদিগের সঙ্গে আসিয়াছি মাত্র।

কর্ম্মচারী। তোমাদিগের সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন?

হোসেন। সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই আসিয়াছি। উঁহারা আমাদিগের মনিব।

কর্ম্মচারী। কি! আসামীদ্বয় তোমাদিগের মনিব?

হোসেন। হাঁ মহাশয়!

কর্ম্মচারী। তোমার মনিবদ্বয় চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় তাহাদিগের সহিত তোমাদিগকে একত্র গমন করিতে কে আদেশ প্রদান করিয়াছে? কাহার হুকুমে তোমরা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছ?

হোসেন। কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের আদেশমত আমরা ইঁহাদিগের সহিত গমন করিতেছি।

কর্ম্মচারী। কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার সাহেব আসামীদ্বয়ের সমভি-ব্যাহারে তোমাদিগকে গমন করিতে যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা আসামীদ্বয়ের সমভিব্যাহারী প্রহরীগণ অবগত আছে কি?

হোসেন। তাহারা অবগত আছে। তদ্ব্যতীত ইঁহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে কোন অর্থের প্রয়োজন হইতেছে, তাহা আমাকে প্রদান করিতে বলিয়া দিয়াছেন, আমিও তাহা দিয়া আসিতেছি।

কর্ম্মচারী। কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার সাহেব আসামীদ্বয়ের সহিত গমন করিবার আদেশ দিয়াছেন সত্য; কিন্তু থানার ভিতর রাত্রিকালে শুইয়া থাকিবার নিমিত্ত আদেশ দিয়াছেন কি?

হোসেন। এরূপ কথা কিছু বিশেষ করিয়া বলেন নাই।

কর্ম্মচারী। এরূপ অবস্থায় আমি আপনাদিগকে এই স্থানে শয়ন করিয়া থাকিবার নিমিত্ত কোন প্রকারেই আদেশ প্রদান করিতে পারি না।

হোসেন। আমাদিগের অপরাধ?

কর্ম্মচারী। তোমাদিগের অপরাধ না থাকিলেও তোমরা যখন খুনী আসামীর সঙ্গের লোক, তখন তোমরা একরূপ অপরাধী।

হোসেন। স্বীকার করিলাম আমরা অপরাধী। তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

কর্ম্মচারী। তোমাদিগের মনে কি আছে, তাহা তোমরাই বলিতে পার। রাত্রিকালে সকলে শয়ন করিলে যদি কোনরূপে তোমরা আসামীদ্বয়কে পলাইবার উপায় করিয়া দেও, তাহা হইলে কি হইবে বল দেখি?

হোসেন। না মহাশয়! আমরা সেরূপ চেষ্টা কখনই করিব না। এরূপ কথা আমাদিগের মনে এ পর্য্যন্ত উদয় হয় নাই। আর যদি এখন আমাদিগের সেইরূপ ইচ্ছাই হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সে ক্ষমতা কোথায়?

কর্ম্মচারী। সে যাহা হউক, রাত্রিকালে তোমাদিগকে আমি কোনরূপেই থানার ভিতর থাকিতে দিব না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হোসেনের সহিত থানার সেই উপস্থিত কর্ম্মচারীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে থানার দারোগা, যিনি অপর কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও কর্ম্মচারীকে কহিলেন, "কি হে! কিসের গোলযোগ?"

কর্ম্মচারী। গোলযোগ অপর কিছুই নহে। খুনী মোকদ্দমায় প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, এইরূপ দুইটী আসামী এখানে আসিয়াছে। আমি তাহাদিগকে হাজত-গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। আসামীদ্বয়ের সমভিব্যাহারে প্রহরীগণ ব্যতীত অপর আরও তিনজন লোক আসিয়াছে। তাহারা কে, এবং কি চরিত্রের লোক, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু তাহারা এই থানার ভিতর রাত্রিবাস করিতে চাহে। তাই আমি তাহাদিগকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিতেছি। অপর গোলযোগ আর কিছুই নহে।

দারোগা। অপর যে সকল লোক আসিয়াছে, তাহারা কোথায়?

কর্ম্মচারী। তাহারা এই শয়ন করিয়া আছে।

দারোগা। উহাদিগকে আমার নিকট ডাক দেখি।

দারোগা সাহেবের এই কথা শুনিবামাত্র হোসেন এবং তাহার সমভিব্যাহারী দুই ব্যক্তি আসিয়া দারোগা সাহেবের

সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই দারোগা সাহেব কহিলেন, "আপনি হোসেন মির্জ্জা নহেন?"

হোসেন। আজ্ঞা, আমি হোসেন।

দারোগা। আপনি এখানে কেন?

হোসেন। মনিবদিগের সঙ্গে।

দারোগা। মনিবদিগের সঙ্গে? আপনার মনিব ত একজন ছিলেন, আপনি গোফুর খাঁর নিকট কর্ম্ম করিতেন না?

হোসেন। আজ্ঞা হাঁ, এখনও আমি তাঁহার কর্ম্ম করিতেছি।

দারোগা। তবে মনিবগণ পাইলেন কোথায়?

হোসেন। গোফুর খাঁ ও তাঁহার পুত্র।

দারোগা। তাঁহারা কোথায়?

হোসেন। তাঁহারা আপনার হাজতেই আছেন।

দারোগা। তাঁহারা একটী মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন, এ কথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। তাঁহাদিগের সেই মোকদ্দমার বিচার কি শেষ হইয়া গিয়াছে?

হোসেন। আজ্ঞা হাঁ, জজসাহেবের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে।

দারোগা। বিচারে কি হইয়াছে?

হোসেন। তা' আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! বিচারে জজসাহেব উভয়কেই চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

দারোগা। কি সর্ব্বনাশ! উভয়কেই ফাঁসির আদেশ দিয়াছেন! তাঁহারাই কি এখন আমার এই থানার হাজতে আছেন?

হোসেন। হাঁ মহাশয়! তাঁহাদিগের সহিতই আমরা আসিয়াছি।

দারোগা। আচ্ছা, আপনারা থানাতেই থাকুন, আপনাদিগের এখান হইতে গমন করিবার প্রয়োজন নাই।

হোসেন। মহাশয়! আমাকে মাপ করিবেন। আপনি দেখিতেছি, আমাদিগের সমস্ত অবস্থা অবগত আছেন; কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত চিনিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

দারোগা। আমি আমার পোষাক-আদি পরিবর্ত্তন করিয়া এখনই আসিতেছি, আমাকে ভাল করিয়া দেখিলেই চিনিতে পারিবেন। আপনাদিগের জমিদারীর ভিতর গাজিনগর নামক একখানি গ্রাম আছে না?

হোসেন। আছে।

দারোগা। সেই গ্রামের কতকগুলি জমী লইয়া অপর একজন জমিদারের যে সময় বিবাদ হয়, সেই সময় আমাকে দেখিয়াছেন।

এই বলিয়া দারোগা সাহেব আপনার পোষাক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিবার মানসে আপনার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

দারোগা সাহেব সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে পর, দারোগা সাহেব সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা হোসেনের মনে হইল। তখন মনে হইল, যে সময় গাজিনগর লইয়া গোফুর খাঁর সহিত অপর একজন জমিদারের বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং পরিশেষে উভয় পক্ষে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া যায়, সেই সময় ইনিই সেই স্থানের দারোগা ছিলেন। দাঙ্গার সংবাদ ইহার

নিকট প্রেরিত হইলে, ইনিই আসিয়া তাহার অনুসন্ধান করেন। সেই সময় ইনি গোফুর খাঁর বাড়ীতে গিয়াও কয় দিবসকাল অতিবাহিত করেন। ইনি সেই সময় গোফুর খাঁর নিকট হইতে সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময় ইহারই সাহায্যে সেই মোকদ্দমায় গোফুর খাঁ জয়লাভ করেন, ও গাজিনগর গ্রাম সেই সময় হইতে সুচারুরূপে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত সেই গ্রাম লইয়া আর কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। এই সময় হইতে দারোগা সাহেব সর্ব্বদা গোফুরের নিকট গমন করিতেন, এবং আবশ্যক হইলে দুই একদিবস তথায় অবস্থানও করিতেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তিনি সেই থানা হইতে বদলি হইয়া গিয়াছেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি আর গোফুর খাঁর নিকট গমন করেন নাই, বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন নাই। গাজিনগর উপলক্ষে যে সময় দারোগা সাহেবের সহিত গোফুর খাঁর আলাপ পরিচয় হয়, হোসেনও সেই সময় হইতে তাঁহার নিকট পরিচিত। ইহার পর অনেক দিবস পর্য্যন্ত হোসেনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ না হওয়ায়, প্রথমেই হোসেন দারোগা সাহেবকে চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই কারণে তিনি মনে মনে একটু লজ্জিত হইলেন। যাহা হউক, তখন তিনি মনে করিলেন, থানার বাহিরে গিয়া আর তাঁহাকে রাত্রিযাপন করিতে হইবে না।

হোসেন সেই স্থানে বসিয়া বসিয়া দারোগা সাহেব সম্বন্ধীয় পুরাতন কথা সকল মনে করিতেছেন, এমন সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া কহিল, "দারোগা সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়াছেন।"

হোসেন। দারোগা সাহেব কোথায়?

প্রহরী। তিনি তাঁহার বাসায়।

হোসেন। তাহা হইলে আমাকে এখন কোথায় যাইতে হইবে? কোথায় গমন করিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে?

প্রহরী। তাঁহার বাসায় আপনাকে ডাকিয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিলেই, তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে।

হোসেন। কোন্ সময় আমাকে সেই স্থানে গমন করিতে হইবে?

প্রহরী। এখনই। আপনি আমার সহিত আসুন, তিনি তাঁহার বাহিরের গৃহে আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।

হোসেন। চল।

এই বলিয়া হোসেন সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই প্রহরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। যাই-বার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই থানায় কতদিবস পর্য্যন্ত আছ?"

প্রহরী। প্রায় আট নয় বৎসর।

হোসেন। দারোগা সাহেব এখানে কতদিবস আসিয়াছেন?

প্রহরী। এক বৎসরের কম হইবে না, বরং কিছু বেশী হইবে।

হোসেন। তোমাদিগের দারোগা সাহেব কেমন লোক?

প্রহরী। খুব ভাল লোক; গরিবের মা-বাপ। আমরা সবিশেষ সুখ-সচ্ছন্দে তাঁহার নিকট কর্ম্ম করিতেছি।

হোসেন। দারোগা সাহেবের বাসায় তাঁহার পরিবারগণ কেহ আছেন, কি তিনি একাকীই এই স্থানে বাস করিতেছেন?

প্রহরী। তাঁহার পরিবার ও পুত্র কন্যাগণ এই স্থানেই ছিলেন; অদ্য আন্দাজ একমাস হইল, কোন কার্য্য উপলক্ষে তিনি তাঁহাদিগকে আপনার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখন কেহই এখানে নাই, কেবল দারোগা সাহেব একাকী এখানে আছেন।

প্রহরীর সহিত এইরূপ নানাপ্রকার কথা কহিতে কহিতে হোসেন দারোগা সাহেবের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দারোগা সাহেব একাকী হোসেনের অপেক্ষায় তাঁহার বাহিরের গৃহে বসিয়া রহিয়াছেন।

এইরূপ অবস্থায় দারোগা সাহেবকে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, হোসেন একটু বিস্মিত হইলেন। কারণ, ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তিনি দারোগা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, কিন্তু কখনই তাঁহাকে একাকী দেখিতে পান নাই। অপর কেহ উপস্থিত না থাকিলেও, অভাবপক্ষে দুই চারিজন পরিচারকও সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দারোগা সাহেবের নিকট হোসেন গমন করিলে, তিনি হোসেনকে সেই স্থানে বসিতে বলিলেন। হোসেন তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী এক স্থানে উপবেশন করিলে, তিনি কহিলেন, "আপনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই?"

হোসেন। আপনাকে আর চিনিতে পারিব না, খুব চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু প্রথমতঃ আপনাকে চিনিতে পারি নাই বলিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, মাফ করিবেন।

দারোগা। আপনার মনিব ও মনিব-পুত্র যে একটী মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন, এ কথা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহাদিগের যে এই অবস্থা ঘটিবে, তাহা আমি একবারের নিমিত্তও মনে করি নাই।

হোসেন। মনে না করিবারই কথা। ইহারা যে একবারে চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, তাহা আমরা একবারের নিমিত্তও মনে করি নাই, বা আমাদিগের উকীল কৌন্সলীগণও কখন এরূপ ভাবেন নাই।

দারোগা। আপনি বহুদর্শী ও একজন পুরাতন কর্ম্মচারী। জমিদারী-বুদ্ধি আপনার যথেষ্ট আছে। প্রথমতঃ এই মোকদ্দমার নিমিত্ত যদি একটু চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, এরূপ অবস্থা কখনই ঘটিত না।

হোসেন। আমার সাধ্যমত চেষ্টা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই; কিন্তু সেই সকল চেষ্টাতেও কোন ফলই দর্শিল না।

দারোগা। প্রথমে কি চেষ্টা করিয়াছিলেন? অনুসন্ধানকারী দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কি?

হোসেন। এই মোকদ্দমা প্রথমে যে সময় রুজু হয়, সেই সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না; জমিদারীর কার্য্য উপলক্ষে মফঃস্বলে গমন করিয়াছিলাম। মোকদ্দমার সংবাদ যেমন আমি শুনিতে পাইলাম, অমনি আমি চলিয়া আসিলাম।

আসিয়াই অনুসন্ধানকারী দারোগাকে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সেই সাক্ষাতের ফল আপনি এই দেখিতেই পাইতেছেন।

দারোগা। প্রণামীর পরিমাণটা, বোধ হয়, কম হইয়াছিল; তাই তাঁহার দ্বারা সবিশেষরূপ উপকার প্রাপ্ত হন নাই।

হোসেন। তাঁহার পক্ষে সামান্য হইতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে কম নহে। আমি তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম।

দারোগা। তাহা হইলে তিনি কোনরূপ তোমাদিগের সাহায্য করিলেন না কেন?

হোসেন। সে অনেক কথা। এই মোকদ্দমা যেরূপ ভাবে সাজান হইয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে তাহার কিছুই ঘটে নাই, সমস্তই মিথ্যা।

দারোগা। দারোগা তোমাদিগের নিকট হইতে সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিলেন, এবং তোমাদিগের উপরই মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইলেন, এ কথা শুনিতে কেমন কেমন বোধ হয়।

হোসেন। তাহার কারণ আছে।

দারোগা। এমন কি কারণ হইতে পারে?

হোসেন। লজ্জার কথা বলিব কি! দারোগা সাহেব কোথা হইতে একটী সুরূপা স্ত্রীলোককে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, এবং তাহার সমস্ত খরচ-পত্র দিয়া একখানি বাড়ীতে তাহাকে রাখিয়াছিলেন। আমার মনিব-পুত্র ওস্মানের চরিত্র নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়ে। এমন কি, কোন সুশ্রী রমণীর প্রতি লোভ হইলে তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার

ক্ষমতা কাহারও ছিল না। এই নিমিত্তই প্রজাদের মধ্যে সকলেই তাহার শত্রু হইয়া পড়ে। যে রমণীকে দারোগা সাহেব রাখিয়াছিলেন, সেই রমণীর কথা ওস্‌মান কিরূপে জানিতে পারে। পরিশেষে কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাকে আয়ত্ব করে। দারোগা সাহেব এই কথা জানিতে পারিয়া, প্রথমতঃ ওস্‌মানের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া সেই রমণীকে যথাস্থানে পুনরায় রাখিয়া আসিতে কহেন; কিন্তু ওস্‌মান তাঁহার এই অনুরোধে কর্ণপাতও করেন না। তখন দারোগা সাহেব তাহার উপর সবিশেষরূপ অসন্তুষ্ট হন, এবং তাহার চরিত্রের কথা তাহার পিতা গোফুর খাঁর নিকট গিয়া বলেন। গোফুর খাঁও পুত্র-স্নেহ বশতঃ তাহার প্রতিবিধানের কোনরূপ চেষ্টাও করেন না। কাজেই দারোগা সাহেব উভয়ের প্রতি অন্তরের সহিত চটিয়া যান, এবং কিরূপে উভয়কেই সবিশেষরূপে বিপদাপন্ন করিতে সমর্থ হইবেন, কেবল তাহারই ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে থাকেন। সেই সময় একটী সুযোগ উপস্থিত হয়। হেদায়েৎ নামক এক ব্যক্তি আসিয়া নালিশ করে যে, সে তাহার যুবতী কন্যাকে পাইতেছে না, এবং শুনিতেছে যে, ওস্‌মান তাহার কন্যাকে লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া দারোগা সাহেব তিলকে তাল করিয়া ফেলিলেন। পিতা-পুত্র উভয়কেই জড়াইয়া তাহার নিকট হইতে এজাহার লইলেন, ও যেরূপ ভাবে সাক্ষি-সাবুদের সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন, তাহার সমস্তই ঠিক করিয়া আপনার প্রতিহিংসা সাধন পূর্ব্বক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। লাভের মধ্যে আমাদিগের আরও সহস্র মুদ্রা নিরর্থক নষ্ট হইল।

দারোগা। এতদূর ঘটিয়াছিল, এ কথা আমাকে পূর্ব্বে বলেন নাই কেন? অনুসন্ধানকারী দারোগা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন না কোনরূপে আমি ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতাম। আপনার কি মনে নাই যে, অনেক সময় গোফুর খাঁর নিকট আমি অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

হোসেন। আপনার কথা সেই সময় আমাদিগের মনে একবারেই পড়ে নাই। বিশেষতঃ মনে পড়িলেই বা কি হইত? আপনি যে এই থানায় আছেন, তাহা আমরা কেহ অবগত ছিলাম না। আপনি গোফুর খাঁর নিকট অনেক সময় উপকার পাইয়াছেন বলিতেছেন বটে; কিন্তু এখন আপনার নিকটেই বা কিরূপে উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

দারোগা। আপনার এ কথার অর্থ কি?

হোসেন। অর্থ যে কি, তাহা আর আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আজ কালকার যেরূপ নিয়ম হইয়া পড়িতেছে, তাহা ত আপনি বেশ জানেন। আপনি যাহার উপকার করিবেন, সে কিসে সেই উপকারকারীর অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে, তাহারই চেষ্টা সর্ব্বদা করিয়া থাকে।

দারোগা। আপনার কি বিশ্বাস যে, জগতের সকলেই সেই চরিত্রের লোক?

হোসেন। সকলে না হইতে পারেন; কিন্তু পনর আনা লোকের চরিত্র যে সেইরূপ, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দারোগা। আমি যদি পূর্ব্বে ইহার অণুমাত্রও জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, আমি সবিশেষরূপে আপনাদিগের উপকার করিতে পারিতাম।

হোসেন। যাহার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় নাই! এখন বলুন দেখি, আপীলে কোনরূপ ফল পাইবার উপায় আছে কি?

দারোগা। আমার বোধ হয়, আপীলে এ মোকদ্দমার কিছু হইবে না।

হোসেন। এই মোকদ্দমার কাগজ-পত্র ত আপনি কিছুই দেখেন নাই, তবে আপনি কিরূপে বলিতেছেন যে, আপীলে কোনরূপ ফল পাওয়া যাইবে না?

দারোগা। কাগজ-পত্র না দেখিলেও আমার জানিবার বিশেষ কারণ আছে। যে জজসাহেব এই মোকদ্দমার বিচার করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি অনেক দিবস হইতে উত্তমরূপে অবগত আছি। তাঁহার মত বুদ্ধিমান্ কর্ম্মচারী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার উপর মোকদ্দমার রায় লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার যেরূপ আছে, সেরূপ ক্ষমতা এই প্রদেশীয় বর্ত্তমান কর্ম্মচারীগণের মধ্যে আর কাহারও আছে কি না সন্দেহ। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিচারিত যত মোকদ্দমার আপীল হইয়াছে, হাইকোর্ট হইতে তাহার একটীও মোকদ্দমার রায় পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বরং তাঁহার রায় দেখিয়া, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

হোসেন। যে আশায় আমি উঁহাদিগকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছি, তবে কি আমাদিগের সে আশা নাই?

দারোগা। আপীলের আশা ছাড়িয়া দিয়া যদি আর কোনরূপ উপায় থাকে, তাহার চেষ্টা দেখুন। আপীলে কিছু হইবে না।

হোসেন। আর উপায় কি দেখিব? এমন উপায় আর কি হইতে পারে, যাহাতে উঁহাদিগের উভয়ের প্রাণরক্ষা হয়?

দারোগা। কোনরূপ যোগাড়-যন্ত্র করিয়া যদি লাটসাহেবের নিকট হইতে উঁহাদিগের জীবন-ভিক্ষা লইতে পারেন, তাহা হইলেই হইতে পারে।

হোসেন। সেরূপ যোগাড় কিরূপে হইতে পারে? সে ক্ষমতা আমাদিগের নাই।

দারোগা। কেন থাকিবে না, যাঁহার প্রচুর অর্থ আছে, তাঁহার সমস্ত ক্ষমতাই আছে। তবে যোগাড় চাই, পরিশ্রম চাই, তাহার উপর অর্থ ব্যয় করিবার ইচ্ছা চাই।

হোসেন। আমাদিগের যতদূর সম্ভব, অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু যোগাড় করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। গোফুর খাঁর উপর যদি আপনার এতদূর দয়া হইয়াছে, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন, কিরূপ ভাবে যোগাড় করিলে, বা কাহার সাহায্য গ্রহণ করিলে, আমার মনিবদ্বয়ের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।

দারোগা। এখন আপনি উঁহাদিগের জীবনের নিমিত্ত কত অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন?

হোসেন। আমাদিগের যতদূর সাধ্য, তাহা অপেক্ষা আরও অধিক অর্থ ব্যয় করিতে আমি প্রস্তুত আছি।

দারোগা। আপনাদিগের কি ক্ষমতা আছে, তাহা আমি জানি না। কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন, তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারিব যে, উঁহাদিগের জীবন রক্ষা হইতে পারিবে কি না! তাহা হইলে

আমার যেরূপ বুদ্ধি, সেইরূপ একটী সামান্য উপায় বলিয়া দিব, বা আবশ্যক হয়, আমি নিজে উহাতে হস্তক্ষেপ করিব।

হোসেন। দেখুন দারোগা সাহেব! জীবনের অপেক্ষা অর্থ কিছু অধিক মূল্যবান্ নহে। যদি ইঁহারা জীবন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, উঁহাদিগের নিকট যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে, এবং চেষ্টা করিয়া আরও যতদূর অর্থের সাহায্য হইতে পারে, তাহার সমস্তই উঁহারা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন।

দারোগা। ওরূপ গোলযোগের কথা আমি বুঝি না। আমাকে পরিষ্কার করিয়া বলুন দেখি, পাঁচ লক্ষ টাকা উঁহারা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন কি?

হোসেন। পাঁচ লক্ষ টাকা এখন ব্যয় করিবার ক্ষমতা উঁহাদিগের নাই।

দারোগা। তবে কয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার ক্ষমতা উঁহাদিগের আছে?

হোসেন। উঁহাদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া, আমি এ কথার ঠিক উত্তর দিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হয়, যদি উঁহাদিগের জীবন রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত উঁহারা ব্যয় করিতে সমর্থ হইবেন। তাহার অধিক যে পারিবেন, তাহা আমার বোধ হয় না।

দারোগা। আচ্ছা, আপনি গমন করুন, এবং হাজত-গৃহের বাহির হইতে উঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন; দেখুন, উঁহারা কি বলেন। দুই লক্ষ মুদ্রার কম এ কার্য্য

কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। যদি উঁহারা আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে আপনি সময় নষ্ট না করিয়া, শীঘ্র আমার নিকট আগমন করিবেন। আমি আপনার অপেক্ষায় এই স্থানে বসিয়া রহিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দারোগা সাহেবের কথা শুনিয়া হোসেন সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় মনে মনে ভাবিতে লাগি-লেন, অর্থ ব্যয় করিয়া দারোগা সাহেব কিরূপে ইহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন? আপীল করিলে যখন বলিতেছেন, কিছুই হইবে না, লাট সাহেবের নিকট কোন-রূপ চেষ্টা করিবার ক্ষমতা যখন আমাদিগের বা দারোগা সাহেবের নাই, তখন কিরূপে ইনি ইহাদিগের জীবন বাঁচাইতে সমর্থ হইবেন? তবে কি ইহারও ইচ্ছা, অনুসন্ধানকারী দারোগা সাহেবের সদৃশ আমাদিগের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া কিছু অর্থ গ্রহণ করা? অনুসন্ধানকারী দারোগা সাহেব কেবলমাত্র সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহার, দেখিতেছি, আশা অতিরিক্ত। ইতিপূর্ব্বে ইনি আমাদিগকে অনেক মোকদ্দমায় সাহায্য করিয়াছেন ও আমাদিগের নিকট হইতে সময় সময় অনেক অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখনও বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করেন নাই। যখন

যাহা করিবেন বলিয়াছেন, কার্য্যে ঠিক তাহাই করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় ইহার কথায় একবারে অবিশ্বাসও করিতে পারি না। আর অনেক টাকা দিয়া একবারেই বা বিশ্বাস করি কি প্রকারে? এতদিবস সদ্‌ভাবে কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই যে, এখন অসদ্‌ভাবে কার্য্য না করিবেন, তাহারই বা প্রমাণ কি? গোফুর ও ওস্‌মান উভয়েই জীবন পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে শেষ অবস্থায় এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, উহার প্রতিবিধানের আর কোন উপায়ও থাকিবে না। উঁহাদিগের উভয়েরই জীবন শেষ হইলে উঁহাদিগের পরিবারবর্গ যে অর্থ সাহায্যে অনায়াসেই জীবনযাপন করিতে সমর্থ হইতেন, সেই অর্থও কি অতঃপর এইরূপে নষ্ট করিব? বড়ই গোলযোগের কথা!

মনে মনে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যে স্থানে গোফুর খাঁ ও ওস্‌মান খাঁ আবদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন; কিন্তু সেই হাজত-গৃহের আসামীদ্বয়কে যে ব্যক্তি পাহারা দিতেছিল, সে তাঁহাকে উঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে, বা কথা কহিতে দিল না। তখন হোসেন অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় দারোগা সাহেবের নিকট আগমন করিলেন ও তাঁহাকে কহিলেন, "যাহার পাহারা আছে, সেই প্রহরী আমার মনিবদ্বয়ের সহিত আমাকে কোনরূপে কথা কহিতে, বা তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোনরূপেই দিল না।"

হোসেনের এই কথা শুনিয়া দারোগা সাহেব সেই প্রহরীকে ডাকাইলেন ও তাহাকে বলিয়া দিলেন, "আসামীদ্বয়ের সহিত

এই ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ করিতে দেও, এবং বাহির হইতে যদি কোন কথা উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহে, তাহাও করিতে দেও; কিন্তু ইহাকে ফটকের ভিতর প্রবেশ করিতে দিও না।"

প্রহরী দারোগা সাহেবের আদেশ প্রতিপালন করিল। হোসেন হাজতের নিকট গমন করিলে, সে হাজতের দরজা খুলিয়া দিল; কিন্তু হোসেনকে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে দিল না। নিজেও সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিল।

উভয়কেই সম্বোধন করিয়া হোসেন কহিল, "আমি এখন একটী কোন সবিশেষ প্রয়োজনের নিমিত্ত আপনাদিগের নিকট আগমন করিয়াছি, সবিশেষরূপে মনঃস্থির করিয়া কথাগুলি শুনিতে হইবে।

"পূর্ব্বে যে একটী মুসলমান দারোগা অনেক সময় আমাদিগের উপকার করিয়াছিলেন, এবং অনেক সময় যিনি আমাদিগের বাড়ীতে গমন করিয়া সময় সময় দুই তিনদিবস পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতেন, তাঁহাকে এখন আপনাদের মনে হয় কি?"

গোফুর। তাঁহাকে বেশ মনে হয়। তিনি অতি ভদ্রলোক। যখন যাহা করিবেন বলিয়াছেন, তখনই ঠিক তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার কথা এ সময়ে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?

হোসেন। যে থানায় এখন আপনারা আবদ্ধ, তিনি সেই থানার দারোগা।

গোফুর। তিনি এই থানার দারোগা! তাঁহার সহিত এই শেষ সময় একবার সাক্ষাৎ হয় না কি?

হোসেন। আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আপনাদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়া, অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অনেক কথা আমাকে বলিয়াছেন। তাঁহারই কথা মত এখন আমি আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।

গোফুর। তিনি কি বলেন?

হোসেন। তিনি বলেন, উপযুক্ত পরিমিত অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে, তিনি আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিতে পারেন।

গোফুর। কিরূপে? আপীল করিয়া?

হোসেন। না। তিনি বলেন, আপীলে কিছু হইবে না। তবে লাট সাহেবের নিকট কোনরূপ চেষ্টা করিতে পারিলে, যদি তিনি দয়া করেন, তাহা হইলেই জীবনের পুনরায় আশা করা যাইতে পারে।

গোফুর। টাকায় লাট সাহেবের নিকট কোনরূপ চেষ্টা হইবে না, অপর কোন উপায়ও আমাদিগের নাই।

হোসেন। সে কথা আমি পূর্ব্বেই তাঁহাকে বলিয়াছি। তাহা শুনিয়াও তিনি বলেন, যদি অধিক পরিমাণে টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি জীবনদানের উপায় করিবার চেষ্টা করেন।

গোফুর। কত টাকার আবশ্যক, তাহা তিনি কিছু বলিয়াছেন কি?

হোসেন। প্রথম বলিয়াছিলেন, পাঁচ লক্ষ টাকার আবশ্যক; কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে কহিলাম, এত টাকা কোনরূপেই

সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি কহিলেন, দুই লক্ষ টাকার কম এ কার্য্য কোনরূপেই হইতে পারে না।

গোফুর। কিরূপ উপায়ে তিনি আমাদিগের প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইবেন, তাহা কিছু বলিয়াছেন কি?

হোসেন। কি উপায়ে বাঁচাইবেন, তাহার কোন কথা বলেন নাই। কেবল বলিয়াছেন, "টাকার যোগাড় করিতে পারিবে কি না দেখ।"

গোফুর। দেখ হোসেন! আমার জীবনের আশা নাই, বাঁচিবারও আর সাধ নাই। তবে যদি ওস্‌মানকে কোনরূপে বাঁচাইতে পার, তাহার চেষ্টা কর। আমার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই।

হোসেন। তবে আমি দুই লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিব?

গোফুর। পুত্র-স্নেহ যে কি, তাহা তুমি যে না জান, তাহা নহে। আমার পুত্রের জীবনের নিকট দুই লক্ষ টাকা অতি অল্প!

হোসেন। এত টাকা এখন আমি সংগ্রহ করি কি প্রকারে? এ পর্য্যন্ত যোগাড় করিয়া অনেক কষ্টে প্রায় দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, মোকদ্দমায় এ পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার নিকট আছে। ভাবিয়াছিলাম যে, এই মোকদ্দমায় আপনাদিগের যতই অর্থদণ্ড হউক না কেন, সেই টাকা হইতে তাহা প্রদান করিয়া আপনাদিগকে বাড়ীতে লইয়া যাইব। কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা হইল না।

গোফুর। দুইটী জীবনের জন্য যখন তিনি দুই লক্ষ টাকা চাহিতেছেন, তখন একটী জীবনের জন্য যে টাকা তোমার নিকট আছে, তাহা তাঁহাকে প্রদান কর, তাহাতে যদি তিনি সম্মত না হন, তাহা হইলে অবশিষ্ট টাকা পরে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিও।

হোসেন। এই সময় এত টাকা উঁহার হস্তে প্রদান করিব, আর উনি যদি কিছু না বলিয়া, কেবলমাত্র টাকাগুলি হস্তগত করেন, তাহা হইলে উপায়?

গোফুর। উপায় কিছুই নাই। আমার পুত্রের জীবনের সঙ্গে না হয়, সেই টাকাও নষ্ট হইবে। দারোগা যেরূপ চরিত্রের লোকই হউক না কেন, আমাদিগের এরূপ অবস্থায় প্রতারিত করিয়া, এইরূপ ভাবে আমাদিগের জীবনের সহিত এত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ বিশ্বাসঘাতক বোধ হয়, আজও জন্মগ্রহণ করে নাই। বিশেষতঃ যে দারোগার কথা তুমি বলিতেছ, সেই দারোগা আমার সহিত কখনও অবিশ্বাসের কার্য্য করেন নাই।

হোসেন। আচ্ছা, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া দেখি, ইহাতে আমাদিগের অদৃষ্টে যাহাই কেন হউক না।

এই বলিয়া হোসেন সেই স্থান হইতে উঠিয়া পুনরায় দারোগা সাহেবের নিকট গমন করিলেন। প্রহরী হাজতের দরজা পুনরায় বন্ধ করিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হোসেন দারোগা সাহেবের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোকুর খাঁর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি?"

হোসেন। হাঁ মহাশয়! সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

দারোগা। তিনি কি বলিলেন?

হোসেন। তিনি আপনার প্রস্তাবে সম্মত আছেন, কিন্তু অত টাকা এখন দিয়া উঠিতে পারিবেন না।

দারোগা। কত টাকা এখন তিনি প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন?

হোসেন। এখন এক লক্ষ টাকা তিনি প্রদান করিতে সমর্থ আছেন।

দারোগা। এত অল্প টাকায় ত আমি এই কার্য্য শেষ করিতে পারিব না।

হোসেন। দুই লক্ষ টাকা এখন আমাদিগের হস্তে নাই। এখন আমি এক লক্ষ টাকা প্রদান করিতেছি, আসামীদ্বয় মুক্তিলাভ করিবার একমাস পরে বক্রী এক লক্ষ টাকা যেরূপে পারি, সেইরূপে সংগ্রহ করিয়া আপনাকে নিশ্চয়ই প্রদান করিব। তাহার কোন অন্যথা হইবে না।

দারোগা। এখন কি এক লক্ষ টাকার অধিক আর কিছুই দিতে পারিবেন না?

হোসেন। নিতান্ত আবশ্যক হয়, আরও কিছু দিতে পারি। আপনার নিকট আমি কোন কথা গোপন করিতেছি না, আমার নিকট এখন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আছে, ইহার মধ্যে আপাততঃ আবশ্যক উপযোগী যে কয় হাজার টাকার প্রয়োজন, তাহা রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই আমি আপনাকে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, অবশিষ্ট টাকাগুলি আপনাকে আমি প্রদান করিয়া যাইব।

দারোগা। আবশ্যক খরচ-পত্রের নিমিত্ত আপাততঃ আপনি পাঁচ হাজার টাকা আপনার নিকট রাখিয়া দিন। অবশিষ্ট এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা আমাকে প্রদান করুন। আমি আপনার মনিবদ্বয়ের জীবন রক্ষা করিতেছি। অবশিষ্ট টাকা আমাকে সময় মত দিয়া যাইবেন।

হোসেন। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। আপনি কি উপায়ে উঁহাদিগের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা আমরা এখন জানিতে পারিব কি?

দারোগা। জানিতে পারিবেন বৈ কি। আমি উঁহা-দিগের জীবন রক্ষা করিব বটে; কিন্তু কিছুদিবস উঁহাদিগকে সবিশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।

হোসেন। কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।

দারোগা। কেবলমাত্র আপনাকে বলিলে চলিবে না। গোফুর ও ওস্মানকে আমি এই স্থানে আনাইতে পাঠাইতেছি; তাঁহারা আসিলে তাঁহাদিগকে আমি আমার মনের কথা

বলিব, তাহাতে যদি উঁহারা সম্মত হন, তাহা হইলে আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব, এবং আমাকে যে অর্থ প্রদান করিতে চাহিতেছেন, তাহা গ্রহণ করিব। নতুবা সেই অর্থে আমি হস্তক্ষেপ করিব না।

হোসেনকে এই কথা বলিয়া দারোগা সাহেব একজন প্রহরীকে ডাকিলেন ও তাহাকে কহিলেন, "হাজতের ভিতর যে দুইজন আসামী আছে, তাহাদিগকে আমার নিকট লইয়া আইস।"

দারোগা সাহেবের কথা শুনিয়া প্রহরী সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল, এবং অবিলম্বেই গোকুর খাঁ ও তাঁহার পুত্রকে আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। দারোগা সাহেব তাঁহাদিগকে সেই স্থানে বসিতে বলিলে, অশ্রুপূর্ণ-লোচনে উভয়েই সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

দারোগা। এখন আর রোদন করিবার সময় নাই। আমি আপনাদিগকে যে সকল কথা বলিতেছি, তাহা সবিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। পরে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করুন। আমি আপনাদিগের জীবন রক্ষা করিতে চাহি। ইহাতে আপনাদিগের অভিমত কি?

গোকুর। ইহাতে আমাদিগের আর অভিমত কি হইতে পারে? যখন মৃত্যু নিশ্চয় হইবেই, তখন বাঁচিতে পারিলে আর কে না বাঁচিতে চাহে? আপীলে কিছু হইবে কি?

দারোগা। আপীলে আপনাদিগের জীবন রক্ষা কিছুতেই হইবে না।

গোফুর। তবে কি কোনরূপ যোগাড়-যন্ত্র করিয়া লাট সাহেবকে ধরিবেন?

দারোগা। সেরূপ যোগাড়-যন্ত্র করিবার ক্ষমতা আমার নাই। করিলেও তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা পাইবার আশা নাই।

গোফুর। তবে কি আপনি বিলাত আপীলে কিছু করিতে পারিবেন?

দারোগা। সে স্বপ্নেও ভাবিবার কথা নহে। বিলাতের আপীলে কিছু হইবে না, তাহার চেষ্টাও করিব না।

গোফুর। তবে কিরূপে আমাদিগকে বাঁচাইবেন?

দারোগা। উপায় অপর আর কিছুই নহে, উপায়ের মধ্যে কেবল এই আছে যে, যদি আমি আপনাদিগকে ছাড়িয়া দি, তাহা হইলেই আপনাদিগের জীবন রক্ষা হইতে পারে; নতুবা জীবন রক্ষার আর কোন উপায় নাই। যাহাদিগকে ফাঁসি দিবার হুকুম হইয়াছে, তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর ফাঁসি হইবে কাহার?

গোফুর। আমাদিগকে যদি ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আমাদিগকে ধরিয়া আনিয়া ফাঁসি দিবে। তাহা হইলে আমাদিগের জীবন রক্ষা হইল কি প্রকারে?

দারোগা। সেই নিমিত্তই আমি আপনাদিগকে এখানে আনিয়াছি। আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, আপনাদিগকে একবারে দেশ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে হইবে। যে স্থানে আপনাদিগের পরিচিত কোন লোক আছে, সে স্থানে

আপনারা থাকিতে পারিবেন না; বহু দূরবর্ত্তী কোন স্থানে গমন করিয়া আপনাপন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সেই স্থানে আপনাদিগকে বাস করিতে হইবে। আপনারা জীবিত আছেন, এ কথা জানিতে পারিলে, আপনাদিগের বড়ই অমঙ্গল হইবে। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট পুনরায় আপনাদিগকে ধরিয়া আনিয়া ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবে। এইরূপে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে আপনাপন পরিবারবর্গ লইয়া গিয়া বাস করুন, তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু যত দিবস আপনারা বাঁচিবেন, ততদিবস না হউক, কিছু দিবস পর্য্যন্ত আপনাদিগকে লুক্কায়িত অবস্থায় থাকিতে হইবে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এরূপ প্রস্তাবে যদি আপনারা সম্মত হইতে চাহেন, তাহা হইলে আমাকে বলুন, আমি আপনাদিগকে মুক্তি প্রদান করি।

গোফুর। এ বিষম কথা। এরূপ অবস্থায় আমরা কিরূপে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব?

হোসেন। অপর কোন উপায়ে যখন আপনাদিগের বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, তখন এই উপায় অবলম্বন না করিলে, আর উপায় কি? আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপনার নিজের জীবনের মায়া তত না থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু ইহা ভিন্ন ওস্‌মানের জীবন আর কিরূপে রক্ষা হইতে পারে? যে সকল দেশে এতদিবস বাস করিয়াছেন, সেই সকল দেশে না হয়, আর নাই থাকিলেন। অপর স্থানে গমন করিয়া সেই স্থানে পরিবারগণের সহিত বাস করুন। আমি নিজে পারি, বা অপর কোন লোক রাখিয়া

পারি, জমিদারীর বন্দোবস্ত করিব। আবশ্যক হইলে সময় সময় আপনার নিকট গমন করিয়া পরামর্শ গ্রহণ করিব। আপনারা সেই স্থানে বসিয়া বসিয়া জমিদারীর উপসত্ব ভোগ করিতে থাকিবেন।

গোফুর। এরূপ স্থান আমরা কোথায় পাইব?

হোসেন। এরূপ স্থানের অভাব নাই। অনুসন্ধান করিয়া এত বড় পৃথিবীর ভিতর ওরূপ স্থান আর বাহির করিতে পারিব না?

দারোগা। যদি আপনারা এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে ওরূপ স্থান অনেক পাওয়া যাইবে। আপাততঃ আপনারা কোন প্রধান সহরে গমন করিয়া তথায় বাস করুন। পরিশেষে উপযুক্তরূপ স্থান ঠিক হইলে সেই স্থানে গমন করিবেন।

গোফুর। এমন কোন্ সহর আছে যে, সেই স্থানে আমরা অপরের অজ্ঞাত ভাবে বাস করিতে পারিব?

দারোগা। হয় কলিকাতায় গমন করুন, না হয় বোম্বাই সহরে গিয়া একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া আপনাপন নামের ও বাসস্থানের পরিবর্ত্তন করিয়া বাস করুন। কোন কার্য্যের নিমিত্ত আপনারা বাড়ীর বাহিরে গমন করিবেন না, বা পরিচিত কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। তাহা হইলে আপনাদিগকে কেহই জানিতে পারিবে না। ইচ্ছা করিলে পরিবারবর্গের সহিতও সেই স্থানে বাস করিতে পারেন। কেবল দেশ হইতে চাকর-চাকরাণী সঙ্গে গ্রহণ করিবেন না। নূতন স্থানে গমন করয়া সেই প্রদেশীয় নূতন

চাকর-চাকরাণী নিযুক্ত করিবেন। তাহা হইলে তাহারা আপনাদিগের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিবে না। এইরূপে দুই পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিতে পারিলে, আর সবিশেষ কোনরূপ ভয়ের কারণ থাকিবে না।

গোফুর। তাহা ত হইল, আমরা যেন এইরূপ উপায়ে জীবন রক্ষা করিলাম! কিন্তু দুই দুইটা প্রাণদণ্ডের আসামী ছাড়িয়া দেওয়া অপরাধে আপনার কি হইবে? অবশ্যই তাহার জন্য আপনাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে?

দারোগা। রাজদণ্ডে আমি দণ্ডিত হইতে পারি। এই অপরাধে আমার কারাদণ্ড হইবে, কিন্তু আমার প্রাণদণ্ড হইবে না। আমি কারাবাসে গমন করিয়া যদি দুইজনের জীবন রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার তাহাতে কোনরূপ কষ্ট হইবে না। আপনার নিকট হইতে আমি যে অর্থ গ্রহণ করিতেছি, তাহা হইতে আমাকে কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, আমার জেল হইলে, তাহার দ্বারা আমার স্ত্রী-পুত্র সকলে জীবনধারণ করিতে পারিবে। অথচ আপনাদিগের কিরূপ উপকার করিতে সমর্থ হইব, একবার তাহা মনে করিয়া দেখুন দেখি।

গোফুর। আমাদিগের জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, এরূপ উপকার আমি প্রার্থনা করি না। কিন্তু আপনার পরোপকারিতার নিমিত্ত আমি আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনার মঙ্গল হউক।

দারোগা। আমার নিমিত্ত আপনাকে ভাবিতে হইবে না। সহজে আমাকে কেহ জেলে দিতে পারিবে না। তবে ঈশ্বর না করুন, যদি আমি কোনরূপ গোলযোগে পতিত হই, তাহা হইলে হোসেনকে বলিয়া দিন, তিনি যেন আমাকে সবিশেষরূপ সাহায্য করেন,—তা' লোকের দ্বারাই হউক, বা অর্থের দ্বারাই হউক।

হোসেন। হোসেন এরূপ নীচ-প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোক নহে যে, আপনাকে এইরূপ সাহায্য করিবার প্রয়োজন হইলে, মনিবের আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

দারোগা। এখন আপনাদিগের এখানে আর অধিক বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। শীঘ্র আপনারা এখান হইতে প্রস্থান করুন। রাত্রির ভিতরেই আপনাদিগকে এতদূরে গিয়া উপস্থিত হইতে হইবে যে, অনুসন্ধান করিয়াও পুনরায় যেন আপনাদিগকে আর পাওয়া না যায়।

হোসেন। আমরা এখন কিরূপ উপায়ে এই স্থান হইতে গমন করিব?

দারোগা। আমি তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।

এই বলিয়া দারোগা সাহেব তাঁহার বিশ্বাসী দুইজন এক্কাওয়ালাকে ডাকাইতে কহিলেন। একজন প্রহরী গিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলে, দারোগা সাহেব তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমাদিগের খুব দ্রুতগামী ঘোড়া আছে?"

এক্কাচালক। আছে।

দারোগা। সমস্ত রাত্রিতে কত ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিতে পারিবে?

একাচালক। ত্রিশ ক্রোশের কম নহে। চল্লিশ ক্রোশ যাইলেও যাইতে পারি।

দারোগা। এখান হইতে * * * রেলওয়ে ষ্টেশন পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ হইবে, বেলা নয়টার ভিতর সেই ষ্টেশনে ইঁহাদিগকে পৌঁছিয়া দিতে হইবে।

একাচালক। ভাড়া কত দিবেন?

দারোগা। কত চাহ?

একাচালক। দুইখানি একায় পনর টাকা করিয়া ত্রিশ টাকা লইব।

দারোগা। তাহাই হইবে। তদ্ব্যতীত তোমরা যে কোথায় গিয়াছিলে, কাহাকে লইয়া গিয়াছিলে, এবং কাহার আদেশে গিয়াছিলে, এ কথা কিছুতেই কাহাকেও বলিবে না। ইহার নিমিত্ত তোমাদিগের প্রত্যেককে পঞ্চাশ টাকা করিয়া আরও এক শত টাকা প্রদান করিতেছি। তোমরা তোমাদিগের একা এখনই লইয়া আইস।

দারোগা সাহেবের কথা শুনিয়া একাওয়ালাগণ তাহাদিগের একা আনিবার নিমিত্ত আপন স্থানে গমন করিল। হোসেন এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দারোগা সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে একা-চালকগণ আপনাপন একা আনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দারোগা সাহেবের আদেশমত হোসেন তাহাদিগের হস্তে এক শত ত্রিশ টাকা প্রদান করিয়া গোফুর খাঁ, ও ওস্‌মান খাঁ এবং দুইজন পরিচারকের সহিত সেই একায় আরোহণ করিয়া দ্রুতগতি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার

সময় দারোগা সাহেব উভয়ের হস্ত হইতে হাতকড়ি খুলিয়া লইয়া হোসেনকে বলিয়া দিলেন, "ইহাদিগকে কোন স্থানে রাখিয়া দিয়া, তুই চারিদিবস পরে একবার এখানে আসিয়া এদিকের কিরূপ অবস্থা ঘটে, তাহার সংবাদ লইয়া যাইবেন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গোফুর খাঁ প্রভৃতি সকলে সেই স্থান হইতে গমন করিলে পর, যে পাঁচজন প্রহরী আসামীদ্বয়কে আনয়ন করিয়াছিল, দারোগা সাহেব তাহাদিগকে ডাকাইলেন। তাহারা তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা যে খুনী মোকদ্দমার আসামীদ্বয়কে আমার থানায় আনিয়াছ, তাহারা কি সমস্ত রাত্রি এই থানায় থাকিবে?"

প্রহরী। হাঁ। কল্য প্রত্যূষে আমরা উহাদিগকে লইয়া যাইব।

দারোগা। তোমরা আসামীদ্বয়কে নিজ জিম্মায় হাজতে রাখিয়াছ, কি আমাদিগের জিম্মা করিয়া দিয়াছ?

প্রহরী। আপনাদিগের জিম্মা করিয়া দিয়াছি।

দারোগা। যে সময় তোমরা আসামীদ্বয়কে এখানে আনিয়াছিলে, সেই সময় আমি থানায় উপস্থিত ছিলাম না; জমাদার সাহেব ছিলেন। তিনি আসামীদ্বয়কে থানার ডায়েরী-ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন কি?

প্রহরী। বোধ হয়, লইয়া থাকিবেন।

দারোগা। আসামীদ্বয়কে তোমরা যে আমাদিগের জিম্মা করিয়া দিয়াছ, তাহার নিমিত্ত তোমরা রসিদ পাইয়াছ কি?

প্রহরী। না।

প্রহরীর এই কথা শুনিয়া দারোগা সাহেব জমাদার সাহেবকে ডাকাইলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, "খুনী মোকদ্দমার আসামীদ্বয়কে ডায়েরীভুক্ত করিয়া লইয়াছ কি?"

জমাদার। লইয়াছি।

দারোগা। তবে সেই আসামীদ্বয়ের নিমিত্ত উহাদিগকে রসিদ দাও নাই কেন?

জমাদার সাহেব "এখনই রসিদ দিতেছি।" এই বলিয়া দারোগা সাহেবের সম্মুখেই একখানি রসিদ লিখিয়া প্রহরীগণকে প্রদান করিলেন।

রসিদ প্রদান করিবার পর দারোগা সাহেব প্রহরীগণকে কহিলেন, "তোমরা এখন আসামীর রসিদ পাইয়াছ, আসামীদ্বয়ের নিমিত্ত এখন আর তোমাদিগের জবাবদিহি নাই। এখন তোমরা সন্নিকটবর্ত্তী বাজারে বা সরাইয়ে গমন করিয়া অনায়াসেই সেই স্থানে আহারাদি ও বিশ্রাম লাভ করিতে পার। কল্য প্রাতঃকালে আগমন করিয়া এই রসিদ আমাকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তোমাদিগের আসামীদ্বয়কে লইয়া যাইও।"

প্রহরী। থানার ভিতর আমাদিগের থাকিতে কোন আপত্তি আছে কি?

দারোগা। আপত্তি কিছুই নাই। তবে আমার থানার স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, নিরর্থক কষ্ট সহ্য করিয়া এই স্থানে থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। বাজারে থাকিবার উত্তম স্থান

আছে। এই থানার একজন প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া যাও। সে তোমাদিগকে উৎকৃষ্ট স্থানে রাখিয়া আসিবে। ইহাতে তোমাদিগের কোনরূপ ব্যয় হইবে না, অথচ সুখে থাকিতে পারিবে।

এই বলিয়া দারোগা সাহেব তাঁহার থানার একজন প্রহরীকে ডাকিলেন, এবং তাহার সমভিব্যাহারে সেই প্রহরী পাঁচজনকে বাজারে পাঠাইয়া দিলেন ও বলিয়া দিলেন, "ইহাদিগের আহারাদি করিতে যাহা কিছু ব্যয় হইবে, তাহা যেন দোকানদার প্রহরীগণের নিকট হইতে গ্রহণ না করিয়া আমার নিকট হইতে লইয়া যায়।"

প্রহরীগণ সেই স্থান হইতে গমন করিলে পর, দারোগা সাহেব জমাদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগের এই থানার প্রহরীর সংখ্যা দশজন, তাহারা সকলেই থানায় উপস্থিত আছে কি?

জমাদার। না; তিনজন আজ দুইদিবস হইল, দুইজন আসামী লইয়া সদরে গমন করিয়াছে।

দারোগা। তাহাদিগের ফিরিয়া আসিতে কয় দিবস হইবে?

জমাদার। চারি পাঁচদিবসের কম তাহারা ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।

দারোগা। আর সাতজন?

জমাদার। তাহাদিগের মধ্যে তিনজন উপস্থিত আছে। একজন আপনার সহিত গমন করিয়াছিল, সেও এখন থানায় উপস্থিত আছে; কিন্তু উপস্থিত বলিতে পারিতেছি না।

কারণ, আপনি বা আপনার সমভিব্যাহারী সেই প্রহরী ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহা এখনও ডায়েরীভুক্ত হয় নাই।

দারোগা। আমি প্রহরীর সহিত মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি, ইহা ডায়েরীভুক্ত করিয়া লও, এবং তোমার নিকট থানার চার্জ্জ ছিল, তাহা আমাকে দেওয়া হইল, ইহাও ডায়েরীতে লিখিয়া লও। আরও লিখিয়া রাখ যে, থানায় যে দুইজন খুনী মোকদ্দমার আসামী আছে, তাহাও থানার চার্জ্জের সহিত আমার জিম্মায় দেওয়া হইল।

দারোগা সাহেবের কথা শুনিয়া জমাদার সাহেব তাহাই লিখিয়া ডায়েরী পুস্তক আনিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। তিনিও দেখিয়া আসামীর সহিত থানার চার্জ্জ পুনঃ প্রাপ্তি-স্বীকার লিখিয়া দিলেন; এবং জমাদার সাহেবকে কহিলেন, "তিন-জন কনষ্টেবলের সহিত তুমি রোঁদগস্তে গমন কর। ইহা ষ্টেশন ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়া তোমরা এখনই থানা হইতে বহির্গত হইয়া যাও। অবশিষ্ট চারিজন প্রহরী কেবল মাত্র থানায় আমার সহিত অবস্থিতি করুক।"

দারোগা সাহেবের আদেশ প্রতিপালিত হইল। জমাদার সাহেব তিনজন কনষ্টেবলের সহিত আপনাকে ষ্টেশন ডায়েরীতে খরচ লিখিয়া থানা হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

জমাদার সাহেব থানা হইতে বহির্গত হইয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই, দারোগা সাহেব, যে প্রহরী চারিজন থানায় উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে ডাকাইলেন, তাহাদিগের মধ্যে যে অল্পদিবসের চাকর, তাহাকে কহিলেন, "তোমার কয় বৎসর চাকরী হইয়াছে?"

১ম প্রহরী। বার বৎসর হইবে।

দারোগা। তোমার বয়ঃক্রম এখন কত হইয়াছে?

১ম প্রহরী। চল্লিশ বৎসর হইবে।

দারোগা। তবে তুমি আরও পনর বৎসর চাকরী করিবে।

১ম প্রহরী। যদি শরীর ভাল থাকে, বা আপনারা যদি অনুগ্রহ করেন।

দারোগা। তোমার বেতন এখন কত?

১ম প্রহরী। সাত টাকা।

দারোগা। আর কত বাড়িতে পারে, আশা কর?

১ম প্রহরী। আর কতই বাড়িবে, জোর আট টাকা হইবে।

দারোগা। আট টাকার হিসাবে, তোমার এক বৎসরের বেতন হইতেছে—ছিয়ানব্বুই টাকা।

১ম প্রহরী। যাহা হয়।

দারোগা। তাহা হইলে তোমার পনর বৎসরের বেতন হইতেছে, এক হাজার চারি শত চল্লিশ টাকা।

১ম প্রহরী। হিসাবে যাহা হয়।

দারোগা। আর পনর বৎসর পরে যদি তুমি পেন্‌সন্ নাও, এবং সেই সময় যদি তোমার বেতন আট টাকা হয়, তাহা হইলে তুমি মাসিক চারি টাকা হিসাবে পেন্‌সন্ পাইতে পারিবে।

১ম প্রহরী। তাহাই হইবে।

দারোগা। তাহা হইলে বৎসরে তোমার পেন্‌সন্ হইবে আটচল্লিশ টাকা কেমন?

১ম প্রহরী। হাঁ মহাশয়!

দারোগা। যখন তোমার বয়স পঞ্চান্ন বৎসর হইবে,

সেই সময় তোমার পেন্‌সন্ হইবে। পেন্‌সন্ হইবার পর, তুমি আর কতদিবস বাঁচিবে?

১ম প্রহরী। তাহা কে বলিতে পারে। দশ বৎসরও বাঁচিতে পারি।

দারোগা। দশ বৎসর কেন, যদি তুমি পনর বৎসরও বাঁচ, তাহা হইলে পেন্‌সন্-বাবদ তুমি সাত শত কুড়ি টাকা পাইতে পার। কেমন না?

১ম প্রহরী। হাঁ মহাশয়!

দারোগা। তাহা হইলে আজ হইতে তুমি যে পর্য্যন্ত বাঁচিবে, তাহাতে তুমি দুই হাজার এক শত ষাট টাকা বেতন বা পেন্‌সন্ পাইবে।

১ম প্রহরী। হাঁ।

দারোগা। এখন তোমাদিগকে একটী কার্য্য করিতে হইবে। সেই কার্য্য করিলে হয় ত তোমাদিগের চাকরী যাইলেও যাইতে পারে; কিন্তু আমি যেরূপ ভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে চাকরী না যাইবারই সম্ভাবনা। তথাপি তাহা অগ্রেই ধরিয়া লও। ধরিয়া লও, এই কার্য্যে তোমাদিগের চাকরী গেলে, তোমাদিগের প্রত্যেকের দুই হাজার এক শত ষাট টাকার অধিক ক্ষতি হইবে না, কেমন?

সকল প্রহরী। উহার অধিক আর কি করিয়া ক্ষতি হইবে?

দারোগা। সেই টাকা আমি তোমাদিগকে এখনই একবারে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তদ্ব্যতীত আমার কার্য্যের নিমিত্ত তোমাদিগকে আরও কিছু আমি প্রদান করিতেছি, অর্থাৎ তোমাদিগের প্রত্যেককে আমি তিন হাজার

করিয়া টাকা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করিয়া আমার কার্য্যে হস্তার্পণ কর।

এই বলিয়া দারোগা সাহেব প্রত্যেককে তিন হাজার করিয়া চারিজনকে মোট বার হাজার টাকা প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "কেমন, এখন তোমরা আমার কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ?"

প্রহরীগণ। আমরা সকল সময়েই আপনার কার্য্য করিতে প্রস্তুত। এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে বলুন।

দারোগা। আর কিছুই করিতে হইবে না। এখন তোমরা গোরস্থানে গমন করিয়া আজ যে সকল মৃতদেহ মাটি দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে দুইটী দেহ উঠাইয়া আন। কেমন পারিবে ত?

প্রহরীগণ। এই সামান্ত কার্য্য আর পারিব না?

দারোগা। এ কার্য্য সামান্ত নহে। কারণ, এই কার্য্যের নিমিত্ত তোমরা অপর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে না। নিজ হস্তে খনন করিয়া তোমাদিগকে সেই স্থান হইতে মৃতদেহ উঠাইতে হইবে, এবং নিজেই উহা বহন করিয়া আনিতে হইবে।

প্রহরীগণ। আমরা চারিজন আছি। সুতরাং এ কার্য্যের নিমিত্ত আমাদিগকে আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে না; অনায়াসেই এ কার্য্য আমরা সম্পন্ন করিতে পারিব। স্ত্রীলোকের মৃতদেহ না, পুরুষের মৃতদেহ আবশ্যক?

দারোগা। স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আবশ্যক নহে, পুরুষের মৃতদেহের প্রয়োজন।

২য় প্রহরী। ইহার জন্ত আর ভাবনা নাই। আজ দিবা-ভাগে আমি একবার গোরস্থানে গিয়াছিলাম, আমার সম্মুখে চারিটী পুরুষের মৃতদেহ মাটি দেওয়া হইয়াছে। উহা হইতে অনায়াসেই আমরা দুইটী উঠাইয়া আনিতে পারিব।

দারোগা। যে কবর হইতে মৃতদেহ উঠাইয়া লইবে, মৃত্তিকা দিয়া সেই কবর পুনরায় পূর্ণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

৩য় প্রহরী। এ কথা কি আর আমাদিগকে আপনার বলিয়া দিতে হইবে?

দারোগা। তোমরা বুদ্ধিমান্, তাহা আমি জানি। তথাপি যদি ভুলিয়া যাও, এই নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি।

৪র্থ প্রহরী। সেই মৃতদেহ আমরা কোথায় আনিব?

দারোগা। এই স্থানেই আনিবে, এই থানার ভিতরেই আনিবে।

এই কথা শুনিয়া সকলে টাকাগুলি আপন আপন বাক্সে বন্ধ করিয়া দারোগা সাহেবের আদেশ প্রতিপালনার্থ গমন করিল। যাইবার সময় দারোগা সাহেব কহিলেন, "তোমরা তোমাদিগের যে সকল টাকা আপনাপন বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিলে, মৃতদেহ আনিবার পর সেই টাকা সেই স্থানে রাখিও না; বাক্স হইতে বাহির করিয়া আপনাদিগের সঙ্গেই রাখিও। রাখিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই, নগদ টাকার পরিবর্ত্তে আমি তোমাদিগকে নোট প্রদান করিয়াছি।"

প্রহরীগণ থানা হইতে প্রস্থান করিলে পর, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দারোগা সাহেব বসিয়া বসিয়া নানারূপ ভাবিতে

লাগিলেন। পরিশেষে নিজেও থানা হইতে বহির্গত হইয়া সেই গোরস্থান অভিমুখে গমন করিলেন।

সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রেরিত প্রহরীগণ প্রায় কার্য্য শেষ করিয়া আনিয়াছে। একটী মৃতদেহ কবর হইতে বাহির করিয়া উপরে রাখিয়াছে, অপরটী কবরের ভিতরেই আছে; কিন্তু তাহার মৃত্তিকা খনন করা হইয়াছে।

এই অবস্থা দেখিয়া দারোগা সাহেব পুনরায় থানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রহরীগণ দুইটী মৃতদেহের সহিত উপস্থিত হইল। আসিয়া দারোগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই মৃতদেহ কোথায় রাখিয়া দিব?"

উত্তরে দারোগা সাহেব কহিলেন, "উভয় মৃতদেহই হাজতের ভিতর রাখিয়া দেও!" প্রহরীগণ তাহাই করিল। তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবর হইতে মৃতদেহ উঠাইবার সময় বা উহা বহন করিয়া থানায় আনিবার সময়, অপর আর কেহ দেখিয়াছে কি?"

উত্তরে প্রহরীগণ কহিল, "না মহাশয়! কেহই দেখে নাই। দেখিলেও, যেরূপ ভাবে আমরা উহাদিগকে আনিয়াছি, তাহাতে কেহই কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারিবে না।"

দারোগা। যাহা হউক, আমরা পাঁচজন ব্যতীত এই মৃতদেহের কথা আর কেহই অবগত নহে। সাবধান! এ কথা কোনরূপে যেন কেহই জানিতে না পারে। অপরে জানিতে পারিলে, আমারও চাকরী থাকিবে না, তোমাদিগেরও চাকরী থাকিবে না। অধিকন্তু জেলে যাইতে হইবে।

। না মহাশয়! এ কথা কেহই জানিতে

পারিবে না। আমাদিগের বুকে বাঁশ দিয়া ডলিলেও আমরা এ কথা কিছুতেই প্রকাশ করিব না।

ইহার পর দারোগা সাহেব গোফুর খাঁ ও ওস্মানের হস্তে যে হাতকড়ি ছিল, এবং তাঁহারা প্রস্থান করিবার সময় তিনি যে হাতকড়ি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই হাতকড়ি লইয়া হাজত-গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং মৃতদেহদ্বয়ের দুই হস্তে সেই হাতকড়ি লাগাইয়া দিলেন। পরিশেষে হাজতের বাহিরে আসিয়া হাজত-গৃহের তালা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন। আসামীদ্বয় হাজত-গৃহে থাকিবার সময় সেই হাজত-গৃহের বাহিরে যেরূপ ভাবে প্রহরীর পাহারা ছিল, সেই চারিজন প্রহরীকেই সেইরূপ ভাবে পাহারায় নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। এই সকল কার্য্য শেষ করিতে রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল।

রাত্রি আন্দাজ তিনটার সময় থানার বাটীর দুই তিন স্থানে একবারে ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, হাজত-গৃহও জ্বলিতে লাগিল। তিনজন প্রহরী সেই সময় থানার ভিতর শয়ন করিয়াছিল, কেবলমাত্র একজন প্রহরী হাজতের সম্মুখে পাহারায় নিযুক্ত ছিল। কিরূপে থানার চতুর্দ্দিকে এক-বারে অগ্নিময় হইল, তাহা সেই প্রহরী কিছুমাত্র জানিতে না পারিয়া যেমন চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনি সম্মুখে দারোগা সাহেবকে দেখিতে পাইল।

দারোগা তাহাকে কহিলেন, "চুপ কর। অপর প্রহরী-গণকে শীঘ্র উঠাইয়া দেও, এবং আফিসের কাগজ-পত্র যদি কিছু বাহির করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর। হাজত-গৃহের

চাবি আমাকে প্রদান কর। ইহার পর চাবি-সম্বন্ধে যদি কোন কথা উঠে, তাহা হইলে এইমাত্র বলিও, "থানায় আগুন লাগিতে দেখিয়াই আমি দ্রুতপদে দারোগা সাহেবকে সংবাদ দিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় হাজতের চাবি আমার হস্ত হইতে যে কোথায় পড়িয়া যায়, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। পরিশেষে আমি ও দারোগা সাহেব হাজতের দরজা ভাঙ্গিয়া আসামীদ্বয়কে বাহির করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কোনরূপেই সেই দরজা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারিলাম না। দেখিতে দেখিতে থানার সহিত হাজত-গৃহ ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। অপর প্রহরীগণ তাহাদিগের সাধ্যমত সরকারী কাগজ-পত্র অনেকগুলি বাহির করিয়াছিল, কিন্তু সমস্ত বাহির করিয়া উঠিতে পারে নাই।"

থানা গ্রামের বাহিরে। গ্রাম হইতে লোকজন আসিতে আসিতে হাজত-গৃহের সহিত সেই থানা ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। দশ পনর মিনিটের মধ্যে সেই থানার আর কিছু-মাত্র চিহ্নও রহিল না।

'থানায় হঠাৎ আগুন লাগিয়া, দুইজন আসামীর সহিত উহা ভস্মে পরিণত হইয়াছে' এই সংবাদ ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী-গণের কর্ণগোচর হওয়ায়, তাঁহারা আসিয়া ইহার অনুসন্ধান করিলেন। কিরূপে থানায় অগ্নি লাগিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। কিন্তু ইহা সাব্যস্ত হইল যে, কোন ব্যক্তি উহাতে অগ্নি প্রদান করিয়াছে। তাঁহারা সেই দগ্ধাবশিষ্ট মৃতদেহদ্বয়কে হাতকড়ির দ্বারা আবদ্ধ দেখিয়া, ইহাই স্থির করিলেন যে, গোফুর খাঁ ও তাঁহার পুত্র ওস্মান

অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রমাণে আসল কথা কিছু বাহির হইল না। কেবল দারোগা সাহেব এবং সেই সময় যে সকল প্রহরী থানায় উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের অসাবধানতা বশতঃ থানায় অগ্নি লাগিয়াছে, এই অপরাধে তাহারা কর্ম্মচ্যুত হইল মাত্র। এদিকে গোফুর খাঁ ও ওস্‌মান দূরদেশে লুক্কায়িত অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু দিবস পরে লোকমুখে প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, তাঁহারা পুড়িয়া মরেন নাই, এখনও জীবিত আছেন। অনুসন্ধানে তাহার কতক প্রমাণও হইল, কিন্তু কর্ম্মচারীগণ জেলে যাইতে পারে, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। *

সম্পূর্ণ।

---

* ভাদ্র মাসের সংখ্যা,

"দুইটী জুয়াচুরি।"

(অর্থাৎ কলিকাতার ভিতর নিত্য নিত্য যে সকল জুয়াচুরি হইতেছে, তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত !)

যন্ত্রস্থ।

দুইটী জুয়াচুরি।

(অর্থাৎ কলিকাতার ভিতর নিত্য নিত্য যে সকল জুয়াচুরি হইতেছে, তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিক্‌দারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তম বর্ষ।] সন ১৩০৫ সাল। [ভাদ্র।

Printed By Shashi Bhusan Chandra, at the
GREAT TOWN PRESS,
68, *Nimtola Street, Calcutta.*

দুইটী জুয়াচুরি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দ বাবুর বাসস্থান কলিকাতার ভিতর না হইলেও, তাঁহাকে কলিকাতাবাসী বলা যাইতে পারে। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম যদি ষাট বৎসরও না হইয়া থাকে; কিন্তু পঞ্চান্ন বৎসরের কম কোন প্রকারেই হইবে না। যখন ইঁহার বয়ঃক্রম আঠার-উনিশ বৎসর, সেই সময় ইনি প্রথম কলিকাতায় আগমন করেন, এবং সেই সময় হইতেই তিনি কলিকাতায় বাস করিতেছেন। দুই এক বৎসর অন্তর কখন কখন তিনি আপনার দেশে গমন করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু সেও দুই একদিবসের নিমিত্ত। ইনি কলি-কাতায় সপরিবারে বাস করিয়া থাকেন।

প্রথম কলিকাতায় আসিবার কিছুদিবস পরেই তিনি সরকারী আফিসে একটী সামান্ত চাকরী সংগ্রহ করিয়া লন। পরিশেষে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া ও নিজের কার্য্য-দক্ষতা দেখাইয়া, তিনি ক্রমে ক্রমে আপনার মনিবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন; সুতরাং দিন দিন ক্রমশঃই তাঁহার পদের উন্নতি হইতে থাকে।

এইরূপে একাদিক্রমে প্রায় কুড়ি বৎসরকাল চাকরী করিবার পর, তিনি অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়েন। পরিশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সেই সময়েই পেন্‌সন্ গ্রহণ করিতে হয়। যে কিছু অর্থের সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পীড়ার চিকিৎসা করিতে তাঁহাকে তাহার অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। পীড়া আরোগ্য হইবার পর, তাঁহাকে অর্থ উপার্জ্জনের পুনরায় চেষ্টা দেখিতে হয়। কারণ, কেবলমাত্র তাঁহার সামান্য পেন্‌সনের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কোনরূপেই আপন জীবিকা নির্ব্বাহ ও পরিবারগণকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইতেন না।

পুনরায় কোন স্থানে যদি তিনি একটী চাকরীর সংগ্রহ করিতে পারেন, এই ভাবিয়া প্রথমতঃ তিনি অনেকরূপ চেষ্টা করেন; কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। তখন ব্যবসার চেষ্টা দেখিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় তাঁহার হস্তে এরূপ কিছু অধিক অর্থ ছিল না, যাহার দ্বারা তিনি কোনরূপ একটী ভাল ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারেন। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া কোন একজন প্রধান কণ্ট্রাক্টারের অধীনে একটী ছোট গোছের কণ্ট্রাক্ট গ্রহণ করেন। এইরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া তিনি কখনও কিছু উপার্জ্জন করেন, কখন বা আবার ঘর হইতে তাঁহাকে লোক্‌সান দিতে হয়। এইরূপ ভাবে কার্য্য করিতে করিতে তিনি প্রায় পনর যোল বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন, এখন তাঁহার লাভের মধ্যে এই হইয়াছে যে, তাঁহার হস্তে তাঁহার একটীমাত্র পয়সাও নাই! জীবনধারণের উপায়ের মধ্যে পেন্‌সন্। তথাপি তিনি তাঁহার সেই কণ্ট্রাক্টের কার্য্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই।

আমি অন্ত যে সময়ের ঘটনা পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার প্রদান করিতেছি, সেই সময় একটী ছোট বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার প্রধান কণ্ট্রাক্টারের নিকট কণ্ট্রাক্ট লইয়াছিলেন।

যে স্থানে সেই বাড়ী প্রস্তুত হইবে, সেই স্থানে ভিত প্রস্তুত করিবার উপযোগী বনিয়াদ খনন করা হইয়া গিয়াছে, অথচ রাজমিস্ত্রীর কার্য্য আরম্ভ হয় নাই; এরূপ সময় একদিবস অতিশয় বৃষ্টি হইয়া নিকটবর্ত্তী স্তূপীকৃত মৃত্তিকারাশি বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া, সেই বনিয়াদের স্থানে স্থানে পুনরায় পতিত হওয়াতে উহা একরূপ পূর্ণ হইয়া যায়। সেই বনিয়াদের একদিকে সরকারী রাস্তা, এবং অপরদিকে আর একজনের একখানি পুরাতন বাড়ী। সেই বনিয়াদের মৃত্তিকা শীঘ্র স্থানান্তরিত করিয়া, যদি উহাতে রাজমিস্ত্রীর কার্য্য শীঘ্র আরম্ভ না হয়, তাহা হইলে এক পার্শ্বের সরকারী রাস্তা ভাঙ্গিয়া পড়িবার, এবং অপর পার্শ্বের সেই পুরাতন বাড়ীর দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্পূর্ণরূপ সম্ভাবনা। কাজেই সেই কার্য্য যাহাতে গোবিন্দ বাবু শীঘ্র সম্পন্ন করিতে পারেন, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই উপযুক্ত পরিমিত মজুরের সংস্থান করিতে পারিলেন না। অনেক কষ্টে দুইটীমাত্র মজুর সংগ্রহ করিয়া তিনি সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, এবং নিজে সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া উহাদিগের কার্য্যের পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে একদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, এবং দুইজন মজুর পূর্ব্ব-কথিত মৃত্তিকা সকল স্থানান্তরিত করিতেছে, এমন সময় একটী ভদ্র-পরিচ্ছদধারী লোক আসিয়া

হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং গোবিন্দ বাবুকে কহিল, "আপনি কেবলমাত্র দুইটী শ্লোক লইয়া কিরূপে এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন? আমি যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে এইরূপ ভাবে কার্য্য হইলে সরকারী রাস্তাও ভাঙ্গিয়া যাইবে, পার্শ্বের বাড়ীও পড়িয়া যাইবে।"

গোবিন্দ। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা প্রকৃত। আমিও দেখিতে পাইতেছি, সরকারী রাস্তা ভাঙ্গিয়া গেলে, বা পার্শ্বের বাড়ী পড়িয়া গেলে, আমার আর বিপদের শেষ থাকিবে না। কিন্তু কি করি, সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও, আমি উপযুক্ত পরিমিত মজুরের সংস্থান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

অপরিচিত। মজুরের ভাবনা কি? আপনি যত মজুর লইতে ইচ্ছা করেন, আমি তত মজুর আনিয়া আপনাকে প্রদান করিতে পারি। কারণ, আমার কার্য্য—কুলি-সরবরাহ করা। আপনি যে দিবস যত কুলি প্রার্থনা করিবেন, একদিবস পূর্ব্বে আমাকে জানাইলে, আমি সংগ্রহ করিয়া তাহা আপনাকে দিতে পারিব। কুলিগণের যে সকল মজুরি হইবে, তাহা তাহাদিগকে আপনি প্রত্যহ প্রদান করিবেন। তদ্ব্যতীত প্রত্যেক কুলির নিমিত্ত আমাদিগকে দুই পয়সা অতিরিক্ত দিতে হইবে।

গোবিন্দ। আপনাকে প্রত্যেক কুলির নিমিত্ত দুই পয়সা অতিরিক্ত প্রদান করিব কেন?

অপরিচিত। আমাদিগের কিছু প্রত্যাশা না থাকিলে, আপনার কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপ করিব কেন? আমি যে অতিরিক্ত দুই পয়সার কথা বলিতেছি, তাহা আমি একাকী গ্রহণ করিব না। এই কার্য্যের নিমিত্ত আমার একজন সর্দ্দার আছে, আবশ্যকীয়

কুলির বন্দোবস্ত করিয়া, সে-ই উহাদিগকে আপনার নিকট আনিবে। সেই দুই পয়সা আপনি তাহার হস্তে প্রদান করিবেন, উহা আমরা উভয়ে অংশ করিয়া লইব। সেই দুই পয়সা ব্যতীত সর্দ্দারকে আর অধিক কিছু প্রদান করিতে হইবে না।

গোবিন্দ। আচ্ছা মহাশয়! আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত আছি।

অপরিচিত। তাহা হইলে কল্য আপনার কতগুলি কুলির প্রয়োজন হইবে, তাহা আমাকে বলিয়া দিন; সর্দ্দারের সমভিব্যাহারে আমি তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিব। আপনার ঠিকানাও আমাকে বলিয়া দিন।

গোবিন্দ। কল্য দশজন কুলি আমার এই স্থানে পাঠাইয়া দিবেন।

এই বলিয়া গোবিন্দ বাবু তাঁহার নাম ও ঠিকানা একখানি কাগজে লিখিয়া সেই অপরিচিত ব্যক্তির হস্তে প্রদান করিলেন। সেই কাগজখানি লইয়া তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পরদিবস অতি প্রত্যূষে একজন সর্দ্দার দশজন কুলির সহিত আসিয়া গোবিন্দ বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও গোবিন্দ বাবু অধিক পরিমিত কুলির সংস্থান করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না; সুতরাং এইরূপ ভাবে কুলির সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়া তিনি মনে মনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, ও কুলিগণকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পরে কুলিগণ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে সর্দ্দার সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল; যাইবার সময় বলিয়া গেল যে, সন্ধ্যার সময় পুনরায় সে আগমন করিবে। কুলিগণ নিয়মিতরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, আপনা-

দিগের মজুরীগণ্ডা বুঝিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেই সর্দ্দার পুনরায় আগমন করিয়া, তাহার নিজের পাওনা অর্থাৎ প্রত্যেক কুলি দুই পয়সা হিসাবে গ্রহণ করিয়া আপন স্থানে প্রস্থান করিল, এবং যাইবার সময়, আগামী কল্য পুনরায় কতগুলি কুলি প্রদান করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া গেল।

এইরূপে গোবিন্দ বাবু প্রত্যহ যত কুলি চাহিতে লাগিলেন, সেই সর্দ্দার তত কুলিই দিয়া তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া দিতে লাগিল। এই প্রকারে প্রায় এক মাসের মধ্যে সর্দ্দার প্রায় তিন শত টাকার কুলি তাঁহাকে প্রদান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপে প্রায় মাসাবধি সবিশেষ বিশ্বাসের সহিত সেই সর্দ্দার গোবিন্দ বাবুর কার্য্য নির্ব্বাহ করিল। সেই সময় সর্দ্দার একদিবস কথায় কথায় গোবিন্দ বাবুকে কহিল, "বাবু! কুলি সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা আমার যথেষ্ট আছে; কিন্তু নিজের অর্থ নাই। এই সময়ে আমার হস্তে যদি কিছু অর্থের সংস্থান থাকিত, তাহা হইলে অল্পদিবসের মধ্যেই আমি বেশ দুই পয়সার সংস্থান করিয়া লইতে পারিতাম।"

গোবিন্দ। কিছু অর্থ থাকিলে, তুমি কিরূপে অধিক অর্থের সংস্থান করিতে পারিতে?

সর্দ্দার। একজন সাহেব একটী নূতন আফিস খুলিয়াছেন। সেই আফিসের উদ্দেশ্য কুলি সরবরাহ করা। সহরের ভিতর যত বড় বড় ইংরাজ মহাজন আছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের আফিসের সহিত তিনি বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, জাহাজে তাঁহাদিগের সমস্ত মাল আমদানি ও রপ্তানি করিতে যত কুলির আবশ্যক হইবে, তাহার সমস্তই তিনি প্রদান করিবেন।

গোবিন্দ। এত কুলি তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিবেন?

সর্দ্দার। নিজের চেষ্টা করিয়া একজন কুলিরও সংগ্রহ করিতে হইবে না। কারণ, তিনি আবার অন্যান্য লোককে কণ্ট্রাক্ট প্রদান করিতেছেন। এই সংবাদ শুনিয়া অনেক কণ্ট্রাক্টার জুটিয়া গিয়াছে, অনেকে তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছে। অনেকের বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, এবং এখনও অনেক কার্য্য বাকী আছে।

গোবিন্দ। যাহারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, বা লইতেছে, তাহাতে তাহাদিগের লাভ কি?

সর্দ্দার। জানি না, সাহেব সওদাগরদিগের নিকট হইতে কি দরে কুলির বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সহিত যাঁহারা বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছেন, তাঁহাদিগকে তিনি প্রত্যেক কুলির নিমিত্ত যেরূপ দর দিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের সবিশেষরূপ লাভ হইবারই সম্ভাবনা।

গোবিন্দ। প্রত্যেক কুলির নিমিত্ত সাহেব কিরূপ দর প্রদান করিতেছেন?

সর্দ্দার। প্রত্যেক কুলির দিবসের কার্য্যের নিমিত্ত বার আনা ও রাত্রির কার্য্যের নিমিত্ত দেড় টাকা করিয়া প্রদান করিতেছেন।

ইহা বড় সামান্ত লাভ নহে! আমরা প্রত্যেক কুলিকে দিবসের কার্য্যের নিমিত্ত ছয় আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত প্রদান করি, এবং রাত্রির কার্য্যের নিমিত্ত বার আনা হইতে এক টাকা দিয়া থাকি। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক কুলির নিমিত্ত চারি আনা হইতে ছয় আনা এবং আট আনা হইতে বার আনা, কি সামান্ত লাভের কথা! কিন্তু কি করিব? আমাদিগের অদৃষ্ট সেরূপ নহে। এই সময়ে কিছু সামান্ত টাকা থাকিলে, ক্রমে আমি বড় মানুষ হইতে পারিতাম।

গোবিন্দ। ইহাতে টাকার প্রয়োজন কি? কুলির মজুরী ত সেই সাহেব দিবে, তুমি লাভের টাকা গ্রহণ করিবে বই ত নয়?

সর্দ্দার। টাকা ত সাহেব দিবেন সত্য; কিন্তু তিনি ত আর প্রত্যহ কুলির মজুরী প্রদান করিবেন না। তিনি টাকা দিবেন হপ্তা হপ্তায়, অর্থাৎ এক সপ্তাহ মধ্যে আমাদিগের যত টাকার কার্য্য হইবে, সপ্তাহ পূর্ণ হইলেই হিসাব করিয়া তিনি একবারে সমস্ত টাকা প্রদান করিবেন।

গোবিন্দ। কুলিদিগের মজুরীও তুমি সেইরূপ এক সপ্তাহ পরে প্রদান করিও, তাহা হইলে আর টাকার প্রয়োজন হইবে না।

সর্দ্দার। কুলিগণ তাহা শুনিবে কেন? উহারা ত আর আমার চাকর নহে। যে স্থানে উহারা নগদ টাকা পাইবে, সেই স্থানেই উহারা কার্য্য করিবে। বিশেষতঃ এক সপ্তাহকাল নিজে পেটে খাইতে ও পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে, এরূপ সংস্থান কয়জন কুলির আছে?

গোবিন্দ। যদি এই কার্য্য তুমি গ্রহণ কর, তাহা হইলে প্রত্যহ কি পরিমিত কুলি তোমাকে সংগ্রহ করিতে হইবে?

সর্দ্দার। যে দিবস যত কুলি প্রদান করিতে হইবে, সাহেব তাহা অগ্রে বলিয়া দিবেন। সে সমস্ত আমরা ঠিক করিয়া লইতে পারিব। এখন টাকার সংগ্রহ করিতে পারিলেই হয়। আপনি যদি টাকার সংস্থান করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনি কেন আমাদিগের সহিত মিলিত হউন না। টাকার সংস্থান করিবার নিমিত্ত আপনি লাভের একটী অংশ গ্রহণ করিবেন, এবং কুলি সরবরাহ ও সমস্ত কার্য্য দেখিয়া শুনিয়া করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে একটী অংশ প্রদান করিবেন। আপনাকে কোন কার্য্য দেখিতে হইবে না। আপনি গৃহে বসিয়া টাকা দিয়াই খালাস। কেবলমাত্র সপ্তাহ পরে, একবার সাহেবের নিকট গিয়া টাকাগুলি আনিতে হইবে। হিসাব-পত্রের নিমিত্তও আপনাকে গমন করিতে হইবে না, তাহাও আমরা ঠিক করিয়া রাখিয়া দিব।

গোবিন্দ। আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি বিবেচনা করিয়া দেখি। কল্য আমি ইহার উত্তর তোমাকে প্রদান করিব।

গোবিন্দ বাবুর সহিত সর্দ্দারের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর, সর্দ্দার সে দিবস আপন স্থানে প্রস্থান করিল। পরদিবস নিয়মিতরূপে আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। একথা ওকথা সমস্ত কথার পর, পুনরায় পূর্ব্ব প্রস্তাবিত সেই কণ্ট্রাক্টের কার্য্যের কথার উত্থাপন করিল ও কহিল, "কেমন মহাশয়! আপনি কণ্ট্রাক্টের কার্য্য সম্বন্ধে কিরূপ বিবেচনা করিলেন? যদি আপনি এই কার্য্য করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে কিরূপ করিবেন, তাহা এখনই আমি জানিতে ইচ্ছা করি। কারণ, আমাদিগকে সাহায্য ও নিজে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত আর একজন মহাজন উপস্থিত হইয়াছেন। তবে আপনার নিকট আমি এতদিবস কার্য্য

করিয়াছি। আমি কি চরিত্রের লোক, তাহা নিশ্চয়ই আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং আপনারও প্রকৃতি আমার বুঝিতে বাকী নাই। সুতরাং আপনি যদি আমাদিগের সহিত মিলিত হন, তাহা হইলে অপর মহাজনের নিকট গমন করিতে আমি ইচ্ছা করি না। আর যদি একান্তই আপনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে কাজেই আমাদিগকে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

গোবিন্দ। তোমাকে অবিশ্বাস করিবার আমার কোন কারণ নাই; কিন্তু অধিক টাকার সংস্থান করিবার ক্ষমতা আমার নাই। অল্প টাকার মধ্যে যদি কার্য্য শেষ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি।

সর্দ্দার। এই কার্য্যে প্রথম প্রথম অধিক টাকার প্রয়োজন হইবে না। অল্প টাকাতেই আমরা কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া লইব, এবং এইরূপে কিছু অর্থের সংস্থান করিয়া লইতে পারিলে, সেই অর্থের দ্বারাই পরিশেষে অধিক পরিমিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব।

গোবিন্দ। ন্যূনকল্পে আপাততঃ কত টাকা হইলে এই কার্য্য চলিতে পারিবে?

সর্দ্দার। আপনি যে পরিমাণে টাকা প্রদান করিবেন, আমরা সেই পরিমাণেই কার্য্য করিব। সপ্তাহের মধ্যে হাজার টাকা বাহির করিতে পারিলেই হইবে।

গোবিন্দ। একবারে হাজার টাকা বাহির করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তিন চারিশত টাকায় এই কার্য্য চলিতে পারে কি? এই টাকায় যদি কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পার, তাহা হইলে আমাকে বলিও। আমি দেখিব, যদি কোন প্রকারে সেই টাকার সংগ্রহ করিতে পারি।

সর্দ্দার। তিন চারিশত টাকায় কেন চলিবে না? তবে এত অল্প টাকায় মন খুলিয়া কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিব না। অধিক টাকা হইলে যেরূপ লাভ অধিক হইত, অল্প টাকায় লাভও সেইরূপ অল্প হইবে। আপনি যতদূর পারেন, টাকার চেষ্টা করুন। সাহেবের সহিত বন্দোবস্ত হইবার পরই কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে। এখন আপনি সাহেবের নামে এই মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দিন যে, আপনি যেরূপ কুলি-সরবরাহ করিবার কার্য্যে অপরকে কণ্ট্রাক্ট দিতেছেন, আমিও সেইরূপ কণ্ট্রাক্ট লইতে ইচ্ছা করি।

গোবিন্দ। আমি কাহার নামে দরখাস্ত করিব? যে সাহেবের কথা তোমরা আমাকে বলিতেছ, তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নাই, এবং তাঁহার নামও আমি জানি না।

সর্দ্দার। আচ্ছা, তাহার বন্দোবস্ত আমি করিব, আর সাহেবের নাম আনিয়া আমি আপনাকে প্রদান করিব। নাম পাইলে আপনি সেই নামে দরখাস্ত লিখিয়া আমার হস্তে প্রদান করিবেন; সেই দরখাস্ত লইয়া গিয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং তিনি যেরূপ বলেন, তাহা কল্য আসিয়া আমি আপনাকে বলিব।

এই বলিয়া সর্দ্দার সে দিবসের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিল। গোবিন্দ বাবুও টাকার সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রত্যুষেই সর্দ্দার আসিয়া গোবিন্দ বাবুর নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার হস্তে এক টুকরা কাগজ প্রদান করিয়া কহিল, "এই কাগজে সেই সাহেবের নাম লেখা আছে। এই নামে এক খানি দরখাস্ত লিখিয়া আমার হস্তে প্রদান করুন, আমি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া আসিব।"

সর্দ্দারের কথা শুনিয়া গোবিন্দ বাবু তাহাই করিলেন। এক খানি দরখাস্ত লিখিয়া সর্দ্দারের হস্তে প্রদান করিলেন। সেই দরখাস্তের মর্ম্ম এইরূপ :—

সর্দ্দারের প্রমুখাৎ শুনিতে পাইলাম যে, যাহারা আপনার আদেশ-মত কুলির সরবরাহ করিতে পারিবে বলিয়া আপনার নিকট দরখাস্ত করিতেছে, আপনি তাহাদিগের দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া তাহাদিগকে কুলি সরবরাহ করিবার কণ্ট্রাক্ট প্রদান করিতেছেন। যদি আমাকে সেইরূপ ভাবে একটী কণ্ট্রাক্ট দেন, তাহা হইলে আমি ভরসা করি, আপনার ইচ্ছামত কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব।

গোবিন্দ বাবু দরখাস্তখানি সর্দ্দারের হস্তে প্রদান করিলেন সত্য; কিন্তু বলিয়া দিলেন, "তুমি একবারে সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া আসিও না। যদি জানিতে পার যে, সাহেব আমাদিগকে কার্য্য দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমাকে বলিও। আমি নিজে গিয়া সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, সমস্ত কথা স্থির করিয়া আসিব।"

সর্দ্দার। তাহা ত হইবেই। আপনাকে গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিতে হইবে। তাহার পর আপনার আদেশমত আমরা কুলির সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর সেই দরখাস্তখানি লইয়া সর্দ্দার সে দিবস সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পরদিবস সন্ধ্যার সময় সেই সর্দ্দার আসিয়া পুনরায় গোবিন্দ বাবুর নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি কল্যই সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, ও আপনার লিখিত সেই দরখাস্তখানি দিয়াছিলাম। তিনি আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়াছেন, এবং এই পত্রখানি লিখিয়া আপনাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত আমাকে দিয়াছেন।"

সর্দ্দারের কথা শুনিয়া গোবিন্দ বাবু সেই পত্রখানি খুলিলেন ও পড়িয়া দেখিলেন। সেই পত্রে সেই সাহেবের সই আছে, এবং উহাতে লেখা আছে, "আপনি যে কার্য্যের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন, আপনাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একবার আমার নিকট আগমন করিয়া সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া গেলেই ভাল হয়।"

পত্র পাঠ করিয়া গোবিন্দ বাবু সর্দ্দারকে কহিলেন, "সাহেব আমাকে ডাকিয়াছেন; একবার তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করা উচিত।"

সর্দ্দার। সাহেব আমাকেও তাহাই বলিয়া দিয়াছেন।

গোবিন্দ। তাঁহার আফিস কোথায়, আমাকে বলিয়া দেও; আমি সেই স্থানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব।

সর্দ্দার। তাঁহার আফিস কোথায়, তাহা আমি জানি না। শুনিয়াছি, গঙ্গার ধারে কোন এক বাড়ীতে তাঁহার আফিস। কিন্তু তিনি আফিসে প্রায়ই থাকেন না। অনেক সওদাগরের কায করিতে হয় বলিয়া, তাঁহাকে প্রায়ই বাবুঘাটে থাকিতে হয়। যে জাহাজে যত কুলি কার্য্য করিবে, তাহা সেই স্থান হইতে তিনি বন্দোবস্ত করিয়া দেন, এবং জাহাজে জাহাজে নিজে গিয়া কার্য্য সকল পরিদর্শন করিয়া বেড়ান। তাঁহার বড়বাবু ও তাঁহার প্রধান সরকার সর্ব্বদাই প্রায় তাঁহারই সহিত থাকিয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হইলেই, বাবুঘাটে গিয়া আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, এবং সেই স্থানেই সকল কার্য্যের বন্দোবস্ত হয়। আপনি যদি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান, তাহা হইলে আমাকে সঙ্গে যাইতে হইবে। নতুবা আপনি সাহেবকে চিনিবেন কি প্রকারে? আর কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ হইবে, তাহাই বা জানিবেন কিরূপে?

গোবিন্দ। কোন্ সময়ে গমন করিলে, সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা?

সর্দ্দার। যে সময় যাইবেন, সেই সময়েই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কোন্ সময় গমন করিতে পারিবেন বলুন, সেই সময় আমি আসিব; এবং আপনাকে আমি সাহেবের নিকট লইয়া যাইব।

গোবিন্দ। আগামী কল্য দিবা একটার পর আসিও। সেই সময় আমি তোমার সহিত গমন করিয়া, সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত শেষ করিয়া আসিব।

গোবিন্দ বাবুর সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত হইবার পর, সর্দ্দার সে দিবস প্রস্থান করিল।

সর্দ্দার গমন করিবার পর, গোবিন্দ বাবু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কলিকাতা সহর জুয়াচোরে পূর্ণ। সর্দ্দার আমাকে এইরূপ প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া, কোনরূপ জুয়াচোরের হস্তে আমাকে অর্পণ করিবে না ত? কিন্তু সে আমার নিকট প্রায় একমাস কার্য্য করিতেছে, ইহার মধ্যে তাহাকে কোনরূপ অবিশ্বাসের কার্য্য করিতে দেখি নাই; অধিকন্তু তাহাকে ভাল লোক বলিয়াই বোধ হয়। এরূপ অবস্থায় কি সে আমাকে জুয়াচোরের হস্তে অর্পণ করিতে পারিবে? না, তাহা কখনই হইবে না। যাহাতে আমার ও তাহার দুই পয়সা উপার্জ্জন হয়, সে তাহারই চেষ্টা করিতেছে মাত্র।

গোবিন্দ বাবু মনে মনে এইরূপ ভাবিলেন; তথাপি মনকে স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি তাঁহার একজন সবিশেষ বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট গমন করিয়া নিজের মনের ভাব ও তাঁহার সর্দ্দারের প্রস্তাবিত সমস্ত বিষয় তাঁহাকে কহিলেন। তিনি সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে অবগত হইয়া, যদিও সর্দ্দারের দুরভিসন্ধির কোন কথা মনে স্থান দিতে পারিলেন না, তথাপি কলিকাতার ভাবগতি তিনি উত্তমরূপে অবগত থাকায়, তাহার উপর একবারে বিশ্বাসও করিতে পারিলেন না। তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই স্থিরীকৃত হইল যে, পরদিবস গোবিন্দ বাবু যখন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, সেই সময় তিনিও তাঁহার সহিত গমন করিবেন। সাহেবের সহিত কিরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা হয়, এবং কিরূপ ভাবে কায-কর্ম্মের বন্দোবস্ত হয়, তাহা দেখিলে স্পষ্টই জানিতে পারা যাইবে যে, ইহার ভিতর কোন-রূপ জুয়াচুরি আছে কি না। আর ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা হইবার পূর্ব্বে এই কার্য্যের নিমিত্ত সর্দ্দারের হস্তে কোনরূপে অর্থ প্রদান করা হইবে না।

এরূপ পরামর্শ করিবার পর, পরদিবস উভয়েই সর্দ্দারের সহিত সাহেবের নিকট গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস দিবা একটার পর গোবিন্দ বাবু তাঁহার বন্ধুর সহিত সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার মানসে প্রস্তুত হইয়া, সেই সর্দ্দারের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। ক্রমে বেলা একটা বাজিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে আরও একঘণ্টা অতীত হইয়া গেল; কিন্তু সর্দ্দার আসিল না।

সর্দ্দারের বিলম্ব দেখিয়া, গোবিন্দ বাবু ও তাঁহার বন্ধুর মনে ক্রমে নানারূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন, সাহেবের আফিস প্রভৃতির কথা সমস্তই মিথ্যা। কেবল সাহেবের নাম লইয়া, কোন গতিতে কিছু অর্থ বাহির করিয়া লওয়া ভিন্ন, ইহাতে সর্দ্দারের আর কোনরূপ অভিসন্ধি আছে বলিয়া বোধ হয় না।

গোবিন্দ বাবু ও তাঁহার বন্ধু বসিয়া এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একটী অপরিচিত লোক আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাদিগের উভয়কেই লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! গোবিন্দ বাবু কাহার নাম?"

গোবিন্দ। কেন, তুমি কাহার অনুসন্ধান করিতেছ?

অপরিচিত। আমি গোবিন্দ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি।

গোবিন্দ। তুমি কে, এবং তোমার প্রয়োজনই বা কি ?

অপরিচিত। আমিও একজন সর্দ্দার। গোবিন্দ বাবুর নিকট যে সর্দ্দার কর্ম্ম করিতেন, আমি তাঁহারই নিকট হইতে আসিতেছি।

গোবিন্দ। আমার নাম গোবিন্দ বাবু।

২য় সর্দ্দার। আপনার সর্দ্দারের একটু অসুখ-বোধ হওয়ায়, তিনি আর আপনার নিকট আগমন করিতে পারেন নাই ; যদি পারেন, তবে ঘাটে গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনিই আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং বলিয়া দিয়াছেন যে, আজ আপনারা সাহেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এইরূপ কথা আছে। তিনি আসিতে পারিলেন না, তাই আমি আসিয়াছি। যদি আপনারা সাহেবের নিকট গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার সহিত আগমন করুন। আমি আপনাকে সেই সাহেবের নিকট লইয়া যাইতেছি। সেই স্থানে সেই সর্দ্দারের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারিবে।

উক্ত ব্যক্তির কথা শুনিয়া গোবিন্দ বাবু ও তাঁহার বন্ধু বুঝিতে পারিলেন, এ ব্যক্তিও একজন সর্দ্দার। অপর সর্দ্দারের সহিত এ কায-কর্ম্ম করিয়া থাকে। সুতরাং ইহার সহিত সাহেবের নিকট গমন করিলে কোনরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া উভয়েই সেই সর্দ্দারের সহিত গমন করিতে প্রস্তুত হইয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন।

সেই সর্দ্দার তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া একবারে বাবুঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। গোবিন্দ বাবু সেই স্থানে গমন করিয়াই, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত সর্দ্দারকে সেই স্থানে দেখিতে পাইলেন। সেই সময় সেই সর্দ্দার দুইটী বাবুর সহিত কথা কহিতেছিল।

সেই দুইটী বাবুর মধ্যে একজন পেণ্টুলেন-চাপকান পরা। তাঁহার মস্তকে একটী কাল গোল ফ্যাশানের টুপি। হস্তে একখানি কাল রঙ্গের বাঁধান পকেট বুক। অপর বাবুটীর পরিধানে ধুতি, গায়ে একটী কোট, চাদর নাই, হাতে একখানি লম্বা গোছের খাতা।

গোবিন্দ বাবু সেই স্থানে গমন করিবামাত্রই, সেই প্রথম সর্দ্দার তাঁহার নিকট আগমন করিল ও কহিল, "আপনি আসিয়াছেন, একটু অপেক্ষা করুন। সাহেব তাঁহার কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত জাহাজে গমন করিয়াছেন, এখনই আসিবেন। যে পর্য্যন্ত তিনি আগমন না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত আপনি তাঁহার এই বাবু-দিগের সহিত কথাবার্ত্তা করুন, তাহা হইলে কার্য্যের অবস্থা অনেক বুঝিতে পারিবেন।"

এই বলিয়া সেই বাবু দুইটীকে গোবিন্দ বাবুর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন ও কহিলেন, "এই যে পেণ্টুলেন চাপকান পরিহিত বাবুটীকে দেখিতেছেন, ইনি সাহেবের বড় বাবু। ইনি সাহেবকে যাহা বলিবেন, সাহেব তাহাই করিবেন। আমাদিগের যে কিছু কার্য্য হইবে, তাহা ইঁহার হস্ত দিয়াই হইবে। আর যে অপর বাবুটীকে দেখিতেছেন, ইনি সাহেবের সরকার। যখন যে সকল কুলি আমরা কার্য্যে নিযুক্ত করিব, ইনি তাহাদিগের হাজিরা ইত্যাদি গ্রহণ করিবেন; এবং ইনিই তাহাদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবেন।"

সর্দ্দারের বাক্য-অনুসারে গোবিন্দ বাবু সেই বড় বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন ও কহিলেন, "আমি সর্দ্দারের কথা শুনিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, কার্য্যের অবস্থা নিজে এখন পর্য্যন্ত কিছুই অবগত নহি। আপনি ভদ্রলোক দেখিতেছি, তাই

আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ কার্য্যে আমাদিগের কিছু সুবিধা হইবার সম্ভাবনা আছে কি ?”

বড় বাবু। এ কার্য্যে সুবিধা হইবার সম্ভাবনাই অধিক। কারণ, আমার সাহেব যে হারে কুলির দাম দিয়া থাকেন, তাহাতে কোনরূপেই কার্য্যের অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে সুবিধা-অসুবিধা আপনাদিগের নিজের হস্তে। কারণ, এই কার্য্যে লাভের প্রধান উপায় কুলি সংগ্রহ করা। সাহেব যে দিবস যে পরিমিত কুলি সরবরাহ করিতে আদেশ প্রদান করিবেন, সেই দিবস যদি সেই পরিমিত কুলির সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে এই কার্য্যে আপনারা খুব লাভ করিতে পারিবেন।

গোবিন্দ। সর্দ্দার বলিতেছে, আপনারা যে দিবস যত কুলির আদেশ প্রদান করিবেন, সেই দিবস তত কুলিই সে প্রদান করিবে।

সরকার। আমি উভয় সর্দ্দারকেই জানি। উহারা মনে করিলে, অনেক কুলি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে। উহাদিগের অধীনে অনেক কুলি আছে।

বড় বাবু। আর একটী ধনীর সাহায্যে উহারা আমার নিকট আর একবার কর্ম্ম করিয়াছিল। তাহাতে যে দিবস যত কুলি আমি চাহিতাম, তত কুলিই উহারা আনিয়া উপস্থিত করিত। ইহারা যদি মনে করে, তাহা হইলে কুলি সংগ্রহ করিতে ইহাদিগের কোন কষ্ট হয় না।

১ম সর্দ্দার। যে ধনীর সাহায্যে আমরা কার্য্য করিতেছিলাম, তিনি যদি হঠাৎ মরিয়াই না যাইবেন, তাহা হইলে আর আমাদিগের ভাবনা কি ? আর কিছু দিবস কার্য্য করিতে পারিলে, আমাদিগকে আর অপর ধনীর তল্লাস করিতে হইত না।

২য় সর্দ্দার। কুলি যত বলিবেন, আমরা তাহার সংগ্রহ করিয়া দিব। কেবল অর্থই প্রদান করিতে পারিব না।

গোবিন্দ। আমাদিগকে কিরূপ ভাবে এবং কোন্ সময় কুলি দিতে হইবে?

বড় বাবু। আমাদিগের কার্য্যের কিছুই নিয়ম নাই। দিবা-ভাগে হইয়া থাকে, আবশ্যক হইলে রাত্রিকালেও কার্য্য হয়।

গোবিন্দ। কি হিসাবে প্রত্যেক কুলির মূল্য আমাদিগকে প্রদান করিবেন?

বড় বাবু। আপাততঃ একমাসকাল দিবাভাগে কার্য্যের নিমিত্ত প্রত্যেক কুলিকে আমরা বার আনা হিসাবে, এবং রাত্রির নিমিত্ত দেড় টাকার হিসাবে প্রদান করিব। একমাস পরে পুনরায় নূতন বন্দোবস্ত হইবে। অভাব বুঝিয়া কুলির মূল্য অধিক হইতে পারে, আধিক্য বুঝিয়া পারিশ্রমিক অল্পও হইতে পারে।

গোবিন্দ। কিরূপ নিয়মে আপনারা টাকা দিবেন?

বড় বাবু। আমাদিগের আফিসের যেরূপ নিয়ম আছে, অর্থাৎ এক সপ্তাহকাল কার্য্য হইলে সেই সপ্তাহের সমস্ত মূল্য আপনারা একদিবসে পাইবেন। প্রত্যেক সোমবারে আমরা টাকা প্রদান করিয়া থাকি। রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া শনিবার পর্য্যন্ত আপনাদিগের যত টাকার কার্য্য হইবে, সোমবারে তাহার সমস্ত প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপে প্রত্যেক সোমবারে টাকা প্রদান করাই আমাদিগের আফিসের নিয়ম।

গোবিন্দ। আপনাদিগের সহিত যেরূপ ভাবে আমাদিগের কার্য্য করিতে হইবে, তাহার কোনরূপ লেখাপড়া করিবার প্রয়োজন হইবে কি?

বড় বাবু। আমি ত কোনরূপ প্রয়োজন দেখি না। তবে ইচ্ছা করেন, লেখা-পড়া করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

গোবিন্দ। কিরূপ ভাবে লেখা-পড়া হইবে?

বড়বাবু। লেখা-পড়া করিতে হইলে, উকীলের বাড়ীতে দস্তুর-মত লেখা-পড়া করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। তাঁহারা যেরূপ ভাল বিবেচনা করিবেন, সেইরূপ ভাবেই লেখা-পড়া হইবে। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকজনের সহিত লেখা-পড়া হইয়াছে। যদি আপনার কোন ভাল উকীলের সহিত আলাপ-পরিচয় থাকে, তাহা হইলে তাঁহারই আফিসে লেখা-পড়া হইবে। নতুবা আমাদিগের উকীলের আফিসেও লেখা-পড়া হইতে পারে।

গোবিন্দ। আপনাদিগের সাহেব কখন আসিবেন?

বড় বাবু। তিনি এখনই আসিবেন।

এই বলিয়া বড় বাবু নৌকা ও জাহাজ পরিপূর্ণ ভাগিরথীর দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ও কহিলেন, "আমাদিগের সাহেব ওই ডিঙ্গিতে আসিতেছেন।" এই বলিয়া গঙ্গার মধ্যস্থিত একখানি ডিঙ্গি দেখাইয়া দিলেন। সেই ডিঙ্গির উপর প্রকৃতই একজন সাহেব দণ্ডায়মান ছিল।

ডিঙ্গির মাঝিরা ক্রমে সেই ডিঙ্গি বাহিয়া কিনারায় আসিতে লাগিল। ক্রমে সময় মত সাহেব আসিয়া কিনারায় উপস্থিত হইলেন।

ডিঙ্গি হইতে অবতরণ করিবার পরই বড় বাবু, সরকার মহাশয় ও সর্দ্দার দুইজন তাঁহার নিকট গমন করিল, এবং তাঁহার সহিত দুই চারিটী কথা কহিবার পরই, সকলে যে স্থানে গোবিন্দ বাবু ও তাঁহার বন্ধু দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। তখন সাহেব বড় বাবুকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাদিগের মধ্যে গোবিন্দ বাবু কে?"

গোবিন্দ। মহাশয়! আমারই নাম গোবিন্দ।

সাহেব। আপনিই কি কুলি-সরবরাহ কার্য্য করিবার নিমিত্ত আমার নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন?

গোবিন্দ। আজ্ঞা হাঁ।

সাহেব। কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আপনি বড় বাবুর নিকট হইতে অবগত হইয়াছেন কি?

গোবিন্দ। বড় বাবু আমাকে অনেক কথা বলিয়াছেন।

সাহেব। কেমন, আপনি উহাতে সম্মত আছেন কি?

বড় বাবু। গোবিন্দ বাবু আমার নিকট হইতে সমস্ত বিষয় জানিয়া লইয়াছেন, এবং আমাদিগের নিকট কর্ম্ম করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু একটী বিষয়ে ইহার কিছু আপত্তি আছে বলিয়া আমার বোধ হয়।

সাহেব। কোন্ বিষয়ে ইহার আপত্তি আছে?

বড় বাবু। ইহার ইচ্ছা, কোন উকীলের বাড়ী হইতে লেখা-পড়া করিয়া লইয়া ইনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

সাহেব। সে উত্তম কথা। উঁহার নিজের যদি কোন উকীল থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানে লেখা-পড়া করিয়া দেও। আর যদি উঁহার সেরূপ কোন উকীলের সহিত পরিচয় না থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের উকীলের বাড়ীতেই লেখা-পড়া হউক। তদ্ব্যতীত একখানি খাতা করিয়া দেও। যে দিবস উঁহাদিগের যত কুলি কার্য্য করিবে, তাহার পরদিবস সেই সকল কুলির সংখ্যা সেই খাতায় লিখিয়া দিবে। এইরূপে এক সপ্তাহের মধ্যে যত কুলি নিযুক্ত করা

হইবে, সেই খাতা দেখিয়া তাহাদের হিসাব প্রস্তুত করিয়া তোমাদিগের নিজের হিসাবের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া যত টাকা পাওনা হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিব।

বড় বাবু। আচ্ছা হইবে, আমি একখানি হাতচিঠা প্রস্তুত করিয়া দিব।

সাহেব। যে পর্য্যন্ত উকীলের বাড়ীতে লেখা-পড়া শেষ না হয়, তাহার মধ্যে যদি উঁহারা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও উঁহারা কার্য্য করিতে পারিবেন। তাহাতে আমার কোনরূপ আপত্তি নাই। আর যদি লেখা-পড়া শেষ হইবার পূর্ব্বে উঁহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলেও আমাদিগের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু উকীলের বাড়ীতে লেখা-পড়া শেষ হইতে, এবং সেই দলিল রেজিষ্টারি করিতে অভাবপক্ষে পনর দিবসের কম কোনরূপেই হইতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় গোবিন্দ বাবু যে সময় হইতে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই সময় হইতেই তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিও।

এই বলিয়া সাহেব অপর কতকগুলি কার্য্যের কথা বড় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

অমুক জাহাজে আজ কত কুলি কার্য্য করিতেছে, অমুক জাহাজে আজ কত কুলির প্রয়োজন হইবে, অমুক সর্দ্দার আজ কত কুলির সরবরাহ করিয়াছে, অমুক কণ্ট্রাক্টার গতরাত্রিতে কত কুলি প্রদান করিতে পারিয়াছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি—

সাহেবের কথায় বড় বাবুও সেইরূপ ভাবে উত্তর প্রদান করিলেন ; তাঁহার কথার ভাবে অনুমান হইল, সে দিবস প্রায় দুই সহস্র কুলি কার্য্য করিতেছিল। রাত্রিতেও প্রায় তিন শত কুলি কার্য্য

করিয়াছিল। সর্দ্দারগণ ও কণ্ট্রাক্টরগণের মধ্যে প্রায় সকলেই আদেশমত কুলির যোগাড় করিয়া দিতেছেন, কেবল দুই একজন পারিতেছেন না।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর সাহেব তাঁহার ডিঙ্গিতে আরোহণ করিলেন, এবং একখানি জাহাজে কার্য্য পরিদর্শন করিতে যাইতেছেন বলিয়া, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সাহেব সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার পর, বড় বাবু গোবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মহাশয়! সাহেবের সহিত ত আপনার সাক্ষাৎ হইল, এবং কথাবার্ত্তাও হইয়া গেল; এখন আপনি কি করিতে চাহেন? লেখা-পড়া শেষ হইলে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, কি এদিকে কার্য্যও করিবেন, অপর দিকে উকীলের বাড়ীতে লেখা-পড়ার কার্য্যও হইতে থাকিবে?

১ম সর্দ্দার। লেখা-পড়ার নিমিত্ত কার্য্য বন্ধ থাকিবে কেন? আপাততঃ আপনি হাতচিঠা লিখিয়া দিন, আমরা কার্য্য করিতে থাকি। ও-দিকে লেখা-পড়া হউক। কি বলেন গোবিন্দ বাবু?

বড় বাবু ও সর্দ্দারের কথা শুনিয়া গোবিন্দ বাবু তাঁহার সমভি-ব্যাহারী সেই বন্ধুকে ডাকিয়া লইয়া একটু দূরে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল ভাই! কিরূপ বোধ হইতেছে?"

বন্ধু। ইহার ভিতর যে কোনরূপ জুয়াচুরির কারখানা আছে, এরূপ ত বোধ হইতেছে না। আমার বিবেচনায় কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে।

গোবিন্দ। আমারও সেই বিবেচনা। দুই একদিবস কার্য্য করিয়া দেখা যাক না। দুই একদিবস কার্য্য করিবার পর, যদি

কার্য্য করাই স্থির হয়, তাহা হইলে উকীলের বাড়ীতে লেখা-পড়া করিয়া লওয়া যাইবে। নতুবা আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলেই চলিবে।

বন্ধু। তাহাই ভাল। আজ শুক্রবার, আজ আর কোন কার্য্য হইতে পারিবে না। শনিবার হইতে কার্য্য করিলেই বুঝিতে পারিব। কারণ, সেই একদিবস কার্য্য করিলেই সপ্তাহ শেষ হইয়া যাইবে, তখন বুঝিতে পারিব যে, সোমবারে উঁহারা কিরূপ ভাবে টাকা প্রদান করেন। তাহা বুঝিয়া কার্য্য করা আর না করার কথা বিবেচনা করিব। কার্য্যের ভাবগতি না দেখিয়া, প্রথমতঃই একটী লেখা-পড়া করিয়া, বাঁধাবাঁধির ভিতর যাওয়া উচিত নহে।

গোবিন্দ। আমারও তাহাই মত। আপনি উত্তম পরামর্শ দিয়াছেন।

এই বলিয়া গোবিন্দ বাবু বড় বাবুর নিকট পুনরায় গমন করি-লেন ও কহিলেন, "আমাদিগের এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই স্থির হইল। কল্য হইতে আমরা কার্য্য আরম্ভ করিব।"

গোবিন্দ বাবুর কথা শুনিয়া প্রথম সর্দ্দার কহিল, "আপনি যেরূপ বিবেচনা করিবেন, এবং যেরূপ ভাবে কার্য্য করিতে আদেশ প্রদান করিবেন, আমরা সেইরূপই করিব। এখন আপনারা আপন স্থানে গমন করুন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরাও আপনার বাড়ীতে গমন করিয়া কায-কর্ম্মের সমস্ত পরামর্শ স্থির করিয়া, কল্য হইতেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিব।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর, বড় বাবু ও সরকার তাঁহা-দিগের কার্য্য পরিদর্শন করিবার ভান করিয়া, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে সর্দ্দার দুইজনও অপর এক দিকে

গমন করিল। গোবিন্দ বাবু এবং তাঁহার বন্ধু আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দ বাবুর নিজ বাড়ীতে প্রত্যাগত হইবার প্রায় দুইঘণ্টা পরে, পূর্ব্বোক্ত দুইজন সর্দ্দারই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং গোবিন্দ বাবুকে কহিল, "কেমন মহাশয়! কল্য হইতেই আমরা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি?"

গোবিন্দ। যখন কার্য্য করাই স্থির হইতেছে, তখন কল্য হইতে কার্য্য আরম্ভ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তোমাদিগের সহিত অগ্রে একটা বন্দোবস্ত হওয়া উচিত নয় কি?

১ম সর্দ্দার। সে ভাল কথা। আমাদিগের সহিত একটা বন্দোবস্ত হইলেই ভাল হয়। না হয়, আমরা কার্য্য করি, আপনার যেরূপ বিবেচনা হইবে, তাহা পরে করিবেন।

গোবিন্দ। না, সে ভাল কথা নহে। অগ্রে একটা বন্দোবস্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। তোমরা কিরূপ বেতন বা অংশ লইতে চাহ, তাহা আমাকে অগ্রেই বল।

২য় সর্দ্দার। বেতন গ্রহণ করিয়া এ কার্য্য করিলে আমাদিগের চলিবে না। আমাদিগের একটা অংশ স্থির করিয়া দিন।

গোবিন্দ। কিরূপ অংশ তোমরা লইতে চাহ?

২য় সর্দ্দার। সপ্তাহের মধ্যে যত টাকার কার্য্য হইবে, তাহার মধ্য হইতে কুলিগণের মজুরী যে পরিমাণে আপনাকে প্রদান করিতে

হইবে, তাহা বাদ দিয়া, যাহা কিছু লাভ থাকিবে, তাহার অর্দ্ধেক আপনি লইবেন, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক আমাদিগকে প্রদান করিবেন।

গোবিন্দ। [illegible] ঠিক হয় না। কারণ, এই কার্য্যের নিমিত্ত আমাকেই [illegible] টাকা প্রদান করিতে হইবে। আমার নিজের অর্থ নাই, কর্জ্জ করিয়া সেই টাকার সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহার সুদ আছে। [illegible] ওইরূপ অংশে আমি কোনরূপেই সম্মত হইতে পারি না।

১ম সর্দ্দার। কিরূপ অংশে আপান সম্মত হহতে পারেন, তাহা বলুন। আপনি যেরূপ টাকা দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, আমরাও সেইরূপ কুলির সংগ্রহ করিয়া দিয়া আপনাকে সাহায্য করিব। এই সকল বিবেচনা করিয়া, আপনি আমাদিগকে যেরূপ অংশ দিতে ইচ্ছা করিবেন, আমরা তাহাতেই সম্মত হইব।

গোবিন্দ। লাভের তিন অংশের দুই অংশ আমি গ্রহণ করিব, অবশিষ্ট এক অংশ তোমাদিগকে প্রদান করিব। কেমন, ইহাতে তোমরা সম্মত আছ?

১ম সর্দ্দার। কাজেই আপাততঃ সম্মত হইলাম। কারণ, এ কার্য্যের যে কি মজা, তাহা আপনি জানেন না। আপনার প্রস্তাবিত অংশ গ্রহণ করিয়া আমরা একমাসকাল কার্য্য করিব। তাহার পর আমাদিগের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কেমন, আপনি তাহাতে সম্মত আছেন কি?

গোবিন্দ। একমাস কার্য্য করিয়া দেখি, যদি বুঝিতে পারি, ইহাতে লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে তোমাদিগকে কিছু অধিক অংশ দিতে আমার কোন আপত্তি থাকিবে না।

১ম সর্দ্দার। তবে [illegible] হইতে আমরা সাহেবের আদেশমত কুলি নিযুক্ত করিতে পারি ?

গোবিন্দ। পার।

১ম সর্দ্দার। আপনার বাড়ীতে [illegible] কি ?

গোবিন্দ। হুক কি ?

১ম সর্দ্দার। জাহাজ হইতে বস্তা উঠাইবার সময়, বা জাহাজে বস্তা বোঝাই করিবার সময়, কুলিগণ একরূপ বাঁকা লোহার দ্বারা সেই সকল বস্তা ধরিয়া উঠাইয়া থাকে, তাহাকেই হুক কহে। কল্যই ত তাহার আবশ্যক হইবে।

গোবিন্দ। উহা ত আমাদিগের নাই।

১ম সর্দ্দার। তাহা হইলে কিরূপে কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে ?

২য় সর্দ্দার। বহুবাজারের একটী বিক্রীওয়ালার দোকানে সেইরূপ অনেক পুরাতন হুক আমি দেখিয়া আসিয়াছি। অল্প মূল্যে সেই স্থান হইতে কতকগুলি খরিদ করিয়া লইলে হয় না ? আমাদিগের একদিবসের কার্য্য নহে, প্রত্যহই উহার আবশ্যক হইবে।

১ম সর্দ্দার। উত্তম কথা বলিয়াছ, সে-ই ভাল। পুরাতন দামে কতকগুলি হুক খরিদ করিয়াই লওয়া যাউক।

গোবিন্দ। কত টাকা হইলে উহা খরিদ হইতে পারে ?

১ম সর্দ্দার। অতি সামান্য টাকা। পনর বা কুড়ি টাকাতেই আপাততঃ কার্য্য চলিতে পারিবে। তাহা হইলে টাকা কয়েকটী এখনই আমাদিগকে প্রদান করুন, আমরা উহা খরিদ করিয়া আনি। না হয়, আপনি অপর কাহার দ্বারা খরিদ করাইয়া আনাইয়া রাখুন, আমরা অতি প্রত্যূষে তাহা লইয়া যাইব।

গোবিন্দ। আমি আর কোথা হইতে তাহা আনাইয়া রাখিব? আপাততঃ এই দশ টাকা লইয়া যাও, ইহার দ্বারা আপাততঃ কার্য্য চালাইয়া [illegible] যতক্ষণ হয় খরিদ করিয়া লও। আবশ্যক হয়, [illegible] খরিদ করিয়া দিব।

এই বলিয়া গোবিন্দ বাবু সেই সর্দ্দারের হস্তে দশটী টাকা প্রদান করিলেন। [illegible] সর্দ্দারদ্বয় সেই দিবস সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

পরদিবস সর্দ্দারদ্বয় পুনরায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোবিন্দ বাবুর নিকট আগমন করিল ও কহিল, "আজ দিবসে কেবলমাত্র চল্লিশজন কুলি দিবার নিমিত্ত সাহেব আদেশ করিয়াছিলেন। আমরাও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি। সেই চল্লিশজন কুলিকে আট আনা হিসাবে কুড়ি টাকা এখন প্রদান করিতে হইবে।"

গোবিন্দ বাবু সর্দ্দারদ্বয়ের কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাহাদিগের হস্তে কুড়ি টাকা প্রদান করিলেন। সর্দ্দারদ্বয় সেই টাকা লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পরদিবস অর্থাৎ রবিবারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুনরায় আসিয়া কহিল, "শনিবার রাত্রিতে আমরা পঁচিশজন কুলি দিয়াছিলাম। রবিবার দিবাভাগে পঞ্চাশজন কুলি প্রদান করিয়াছি, ও রাত্রিকালে বোধ হয়, কিছু কুলি সরবরাহ করিতে হইবে।"

ঐই বলিয়া সর্দ্দারদ্বয় সাহেবের দস্তখতি একখানি হাতচিঠাও গোবিন্দ বাবুকে প্রদান করিল। সেই খাতা খুলিয়া গোবিন্দ বাবু দেখিলেন যে, শনিবার দিবাভাগে চল্লিশজন, রাত্রিকালে পঁচিশজন, এবং রবিবারের দিবাভাগে পঞ্চাশজন কুলি উহাতে দস্তরমত জমা করিয়া দেওয়া আছে।

এই খাতা দেখিয়া গোবিন্দ বাবু [illegible] হইলেন, এবং শনিবারের রাত্রির [illegible] হিসাবে পঁচিশ টাকা, ও রবিবার [illegible] আট আনা হিসাবে পঁচিশ টাকা, [illegible] হস্তে প্রদান করিলেন। টাকা লইয়া [illegible] করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "[illegible] আমরা আসিয়া, যতগুলি কুলি রাত্রিতে কার্য্য [illegible] আপনাকে বলিয়া যাইব, এবং হাতচিঠাও লইয়া যাইব। কারণ, সোমবারে সাহেবের হিসাব করিবার দিন। গত সপ্তাহে আমাদিগের ফোর্টে একদিবস কার্য্য হইয়াছে। সেই দিবসের হিসাব করিয়া আমাদিগের যাহা কিছু পাওনা হইবে, তাহা সোমবারে আমাদিগের আনা আবশ্যক।"

সর্দ্দারদ্বয় যেরূপ বলিয়া গিয়াছিল, সোমবারে প্রাতঃকালে সেই-রূপ আসিয়া উপস্থিত হইল ও কহিল, "গত রাত্রিতে সাহেব আমাদিগের নিকট হইতে পঞ্চাশজন কুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই বলিয়া গোবিন্দ বাবুর নিকট হইতে পঞ্চাশ টাকা গ্রহণ করিল, এবং হিসাবের হাতচিঠা লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। গমনকালীন বলিয়া গেল, "আজ আমরা শনিবারের হিসাব ঠিক করিয়া রাখিব, আপনি একটার পর বাবুঘাটে গমন করিবেন, এবং সেই স্থানে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, গত সপ্তাহের টাকা লইয়া আসিবেন।"

গোবিন্দ বাবু সেইরূপ কার্য্যই করিলেন। দিবা একটার পরই তিনি বাবুঘাটের কিছু দক্ষিণে, অর্থাৎ যে স্থানে পূর্ব্বে আর একবার গমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সর্দ্দারদ্বয় ও সাহেবের বড় বাবু সেই স্থানে উপস্থিত আছেন।

গোবিন্দ বাবুকে দেখিয়া বড় বাবু কহিলেন, "আপনার হিসাব আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। একটু অপেক্ষা করুন, সাহেব আসিলে তাঁহার [illegible] লইয়া সেই টাকা আমি আপনাকে প্রদান করিব।

"গত সপ্তাহে [illegible] একদিবস আপনার কার্য্য হইয়াছে। শনিবারে দিবাভাগে আপনি [illegible]জন কুলি দিয়াছিলেন, তাহাদিগের প্রত্যেকের মজুরী বার আনা হিসাবে ত্রিশ টাকা হইতেছে, এবং সেই দিবস রাত্রিকালে আপনার পঁচিশজন কুলি এখানে কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগের মজুরী প্রত্যেকের দেড় টাকা হিসাবে সাড়ে সাইত্রিশ টাকা হইতেছে। সুতরাং গত সপ্তাহে আপনার কেবলমাত্র সাড়ে সাতষট্টি টাকার কার্য্য হইয়াছে।"

বড়বাবুর সহিত গোবিন্দ বাবুর যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, সেই সময়ে একজন সর্দ্দার কহিল, "মহাশয়! ওই সাহেব আসিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া সকলেই গঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, একখানি ডিঙ্গি করিয়া প্রকৃতই সাহেব সেই দিকে আগমন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সাহেব ডিঙ্গি হইতে অবতরণ করিয়া সেই দিকে আগমন করিলেন। এবং বড় বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যে সকল কণ্ট্রাক্টার গত সপ্তাহে কার্য্য করিয়াছিল, তাহাদিগের সকলকে হিসাব অনুযায়ী টাকা প্রদান করা হইয়াছে কি?"

উত্তরে বড় বাবু কহিলেন, "সকলেই আসিয়া তাঁহাদিগের টাকা লইয়া গিয়াছেন। কেবল গোবিন্দ বাবু দেরি করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদিগের সহিত একত্র টাকা লইয়া চলিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার টাকা এখনও দেওয়া হয় নাই।"

"হিসাবে উঁহার কত টাকা পাওনা হইয়াছে ?"

"সাড়ে সাতষট্টি টাকা।"

"সেই টাকা উঁহাকে এখনই প্রদান কর এবং বলিয়া দেও, আগামী সপ্তাহে যেন একটু সকাল [illegible] আসেন। কারণ, সকলের টাকা একবারে প্রদান করিতে পারিলে, আমার কার্য্যের একটু সুবিধা হয়।"

এই বলিয়া সাহেব সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বড়বাবু নগদ সাড়ে সাতষট্টি টাকা গোবিন্দ বাবুর হস্তে প্রদান করিলেন।

পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই কার্য্য উপলক্ষে গোবিন্দ বাবু এ পর্য্যন্ত মোট এক শত ত্রিশ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সাড়ে সাতষট্টি টাকা অন্ত প্রাপ্ত হইলেন। সেই টাকা লইয়া গোবিন্দ বাবু একটু দূরে গমন করিলে, সর্দ্দারদ্বয়ও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, এবং গোবিন্দ বাবুকে কহিল, "গত সপ্তাহের হিসাব যখন সাহেব মিটাইয়া দিলেন, তখন এই সঙ্গে আমাদিগের হিসাবটাও মিটিয়া গেলে হয় না ?"

গোবিন্দ বাবু তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া গত সপ্তাহের হিসাব এইরূপে মিটাইয়া ফেলিলেন। গত সপ্তাহের খরচ লোহার হুক খরিদ দশ টাকা, ও শনিবারের কুলিগণকে দেওয়া যায়, দুই দফায় পঁয়তাল্লিশ টাকা, মোট পঞ্চান্ন টাকা। সাহেবের নিকট হইতে পাওয়া গেল, সাড়ে সাতষট্টি টাকা। গোবিন্দ বাবুর দুই অংশে আট টাকা সাড়ে পাঁচ আনা, সর্দ্দারদ্বয়ের এক অংশে চারি টাকা আড়াই আনা। এই বলিয়া চারি টাকা আড়াই আনা গোবিন্দ বাবু সর্দ্দারদ্বয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। সর্দ্দারদ্বয় সবিশেষ সন্তুষ্ট মনে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। গোবিন্দ বাবুও

আপন লাভের টাকা, আট টাকা সাড়ে পাঁচ আনা লইয়া মনের আনন্দে আপন স্থানে গমন করিলেন। যাইবার সময় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এইরূপ ভাবে যদি কিছু দিবস কার্য্য চালাইতে পারেন, তাহা হইলে অনায়াসেই তিনি বেশ দশ টাকার সংস্থান করিতে সমর্থ হইবেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে সর্দ্দারদ্বয় গোবিন্দ বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল ও কহিল, "গত কল্য দিবাভাগে আমরা একশত পঞ্চাশজন কুলি প্রদান করিয়াছিলাম, এবং রাত্রিকালে একশত কুলি কার্য্য করিয়াছে।" এই বলিয়া সেই দিবস গোবিন্দ বাবুর নিকট হইতে একশত পঁচাত্তর টাকা লইয়া আসিল।

যে সময় সর্দ্দারদ্বয় একশত পঁচাত্তর টাকা লইয়া গমন করে, সেই সময় গোবিন্দ বাবু তাহাদিগকে কহিলেন, "আমরা প্রত্যহ যে সকল কুলি সরবরাহ করিতেছি, তাহারা কিরূপ কার্য্য করে, তাহা দেখিতে আমি ইচ্ছা করি।"

১ম সর্দ্দার। কাষ-কর্ম্মের সহিত আমাদিগের কিছুমাত্র সংস্রব নাই, বা তাহারা কায করুক, বা না করুক, তাহা দেখিবারও আমাদিগের প্রয়োজন নাই। সাহেবের আদেশমত আমরা যে সকল কুলি আনিয়া দিব, সাহেব নিজে বা তাঁহার বড় বাবু, অথবা তাঁহার সরকার, যে কেহ একজন সেই সকল কুলি আমাদিগের নিকট হইতে গণিয়া লইয়া, আমাদিগকে তাহার রসিদ প্রদান করে। তাহার পর, তাহারা কোন কার্য্য করিল, কি না করিল, তাহার কিছুমাত্র আমাদিগের দেখিবার প্রয়োজন নাই।

গোবিন্দ। কার্য্যে কোনরূপ তত্ত্বাবধান করিবার আমাদিগের প্রয়োজন নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারি। তথাপি তাহারা কিরূ-

তাহাদিগের কার্য্য নির্ব্বাহ করে, কেবল তাহাই দেখিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বলিতেছি।

১ম সর্দ্দার। সে উত্তম কথা। আপনি কল্য প্রাতঃকালেই আমাদিগের সহিত গমন করিবেন, আর আপনি আমাদিগের কুলি-গণ কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহা অনায়াসেই দেখিয়া আসিতে পারিবেন। আমি কিন্তু কল্য প্রাতঃকালে আসিতে পারিব না। অপর সর্দ্দার আসিয়া আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে।

গোবিন্দ। আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি? আমি নিজেই বাবুঘাটে গিয়া উপস্থিত হইব।

১ম সর্দ্দার। আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন আছে। কারণ, কল্য প্রাতঃকালে আমাদিগের প্রদত্ত কুলিগণ কোন্ স্থানে ও কোন্ জাহাজে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইবে, তাহা ত আমরা এখন বলিতে পারি না। কল্য কুলিগণ কর্ম্মে নিযুক্ত হই-বার পর আমরা জানিতে পারিব, এবং সেই সময় আপনাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত এই দ্বিতীয় সর্দ্দারকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। ও আসিয়া আপনাকে যে ঘাটে, বা যে জাহাজে লইয়া যাইবে, আপনি তাহার সহিত যে স্থানে গমন করিবেন, সেই স্থানেই আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেইখানে আপনার অপেক্ষায় থাকিব, আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কুলিগণের কার্য্য আপনাকে দেখাইয়া দিব।

এই বলিয়া সর্দ্দারদ্বয় সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। গোবিন্দ বাবু তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পরদিবস তাঁহার কুলিগণের কার্য্য দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার সর্দ্দারের সহিত গমন করিতে সম্মত হইলেন।

পরদিবস যথা সময়ে দ্বিতীয় সর্দ্দার আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং গোবিন্দ বাবুকে সঙ্গে করিয়া কয়লাঘাটে লইয়া গেল। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, গোবিন্দ বাবু সেই সর্দ্দারকে কহিলেন, "বাবু-ঘাটের পরিবর্ত্তে আজ কয়লাঘাটে কেন?" উত্তরে সর্দ্দার কহিল, "আজ আমাদিগের প্রদত্ত কুলি এই স্থানে কার্য্য করিতেছে।"

এই বলিয়া সর্দ্দার কয়লাঘাটে একখানি ছোট ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া, গোবিন্দ বাবুর সহিত উভয়েই তাহাতে আরোহণ করিল, এবং একখানি জাহাজের নাম উল্লেখ করিয়া সেই ডিঙ্গির মাঝিকে কহিল, "আমা-দিগকে সেই জাহাজে লইয়া যাও।" মাঝি তাহাই করিল, এবং ভাগি-রথীর মধ্যস্থলে নঙ্গর করা একখানি জাহাজের নিকটে গিয়া তাহার ডিঙ্গি লাগাইয়া দিল। জাহাজ হইতে একটী কাছির সিঁড়ি ঝুলিতে-ছিল, সর্দ্দার প্রথমতঃ সেই সিঁড়ি বাহিয়া জাহাজের উপর উঠিল, ও পরিশেষে উপর হইতে গোবিন্দ বাবুকেও উঠিতে কহিল। গোবিন্দ বাবু সবিশেষ কষ্টে ও ভয়ে কোনরূপে সেই দড়ি ধরিয়া উপরে উঠি-লেন। সর্দ্দার সেই জাহাজের উপর তাঁহাকে এক স্থানে লইয়া গেল। দেখিলেন, সেই স্থানে তাঁহার প্রথম সর্দ্দার দাঁড়াইয়া রহি-য়াছে, এবং প্রায় দুইশত কুলি সেই জাহাজের ভিতর এক স্থানে কর্ম্ম করিতেছে। প্রথম সর্দ্দার গোবিন্দ বাবুকে দেখিবামাত্রই তাঁহার নিকট আগমন করিল, এবং সেই সকল কুলিকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "এই জাহাজে এখন যত কুলি দেখিতেছেন, উহার সমস্তই আমাদের প্রদত্ত কুলি। এই জাহাজের উপর ইতিপূর্ব্বে যে সকল বস্তা বোঝাই করা হইয়াছিল, সেই সকল বস্তা এখন ওই সকল কুলি এক স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিয়া উত্তমরূপে সাজাইয়া রাখিতেছে।

গোবিন্দ বাবু সর্দ্দারের কথা শুনিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, কুলিদিগের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রথম সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া [illegible] সেই দড়ির সিঁড়ি ধরিয়া ধীরে ধীরে আপন ডিঙ্গিতে [illegible] হইতে লাগিলেন। যে সর্দ্দার তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে সেই জাহাজের উপরেই রহিয়া গেল।

গোবিন্দ বাবু এবং তাঁহার সর্দ্দার তাঁহাদিগের ডিঙ্গিতে চড়িয়া কিনারার দিকে গমন করিতেছেন, এমন সময় আর একখানি ডিঙ্গিতে পূর্ব্বোক্ত সাহেব, তাঁহার বড় বাবু ও সরকারকে সেই দিকে আসিতে দেখিলেন। সাহেবও উঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া, নিজের ডিঙ্গি গোবিন্দ বাবুর ডিঙ্গির সন্নিকটবর্ত্তী করিয়া লইয়া যাইতে কহিলেন। উভয় ডিঙ্গি সন্নিকটবর্ত্তী হইলে, সাহেব সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কুলিগণ উত্তমরূপে কার্য্য করিতেছে ত?" উত্তরে সর্দ্দার কহিল, "কুলিগণ বেশ কাজ করিতেছে, এবং আমাদিগের একজন সর্দ্দারও সেই স্থানে আছে।" উত্তরে সাহেব কহিলেন, "আমিও সেই স্থানে যাইতেছি।" এইরূপ দুই একটী কথা হইতে হইতেই উভয় ডিঙ্গি দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল।

গোবিন্দ বাবু যে কি অভিপ্রায়ে কুলিগণের কার্য্য দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু সেই সকল দেখিয়া তিনি সবিশেষ সন্তুষ্ট মনে আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন৷

পাঠকগণকে বোধ হয়, এই স্থানে বলিয়া দিতে হইবে না যে, যে সকল কুলি দেখিয়া, গোবিন্দ বাবু হৃষ্টচিত্তে আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, সেই সকল কুলি তাঁহাদিগের প্রদত্ত কুলি নহে। সেই সকল কুলি অপর কোন মহাজনের। গোবিন্দ বাবু ও সর্দ্দারদ্বয়কে

দেখিয়া, সেই সকল কুলি মনে করিল, ইহারা হয় ত তাহাদিগের নিয়োগকারীর প্রেরিত লোক। তাহারা কিরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন। এদিকে গোবিন্দ বাবু মনে করিলেন, সেই সকল কুলি তাঁহাদিগেরই প্রদত্ত।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় সর্দারদ্বয় পুনরায় গোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং যে পরিমিত কুলি দিবাভাগে কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়াছিল, তাহাদিগকে দিবার ভানে আরও কিছু টাকা সেই দিবস তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিল।

এইরূপে দ্বিতীয় রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ গোবিন্দ বাবুর নিকট হইতে টাকা আনিতে লাগিল, এবং প্রত্যহ সেই সকল কুলি খাতায় লিখাইয়া আনিয়া তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একশত দুইশত করিয়া সোমবারের মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার টাকা গোবিন্দ বাবুর নিকট হইতে গ্রহণ করিল। সোমবারের প্রাতঃকালে পুনরায় সাহেবের সহিত হিসাব করিবার নিমিত্ত, সেই হাতচিঠা গোবিন্দ বাবুর নিকট হইতে লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "টাকা আনিবার নিমিত্ত আপনি সে দিবস যে সময় গমন করিয়াছিলেন, অদ্য তাহার কিছু পূর্ব্বে সেই স্থানে গমন করিবেন। আমরা হিসাব ঠিক করিয়া রাখিয়া দিব, আপনি গমন করিবামাত্রই টাকা লইয়া আসিতে পারিবেন।"

গোবিন্দ বাবুও তাহাই করিলেন। সোমবারে সকাল সকাল আহারাদি করিয়া, তিনি পুনরায় বাবুঘাটে গমন করিলেন। যাইবার সময় মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁহার কত টাকা পাওনা হইয়াছে। হিসাব করিয়া বুঝিলেন যে, এক সপ্তাহে দিবাভাগে কার্য্য

করিয়াছে—দুই হাজার কুলি; তাহাদিগকে দিতে হইয়াছে, এক হাজার টাকা। পাইবেন, এক হাজার পাঁচশত টাকা। রাত্রিকালে কার্য্য করিয়াছে, এক হাজার পাঁচশত কুলি, তাহাদিগকে দিতে হইয়াছে, এক হাজার পাঁচশত টাকা। পাইবেন, দুই হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা। অর্থাৎ মোট তিনি [illegible] প্রদান করিয়াছেন, দুই হাজার পাঁচশত টাকা। পাইবেন, তিন হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা। এক সপ্তাহে লাভ হইবে, এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা। এইরূপ ভাবে কিছুদিবস কার্য্য চলিলেই তিনি বড় মানুষ হইয়া যাইবেন।

মনে মনে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি বাবুঘাটের সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আজ আর তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বড় বাবু আর সেখানে নাই, সাহেব আর সেই স্থানে আসিলেন না, সর্দ্দারদ্বয়েরও আর দেখা পাইলেন না। এইরূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই স্থানে বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসিলেন। ভাবিলেন, তবে কি আমি জুয়াচোরের হস্তে পড়িলাম! জুয়াচোরগণ এইরূপ জুয়াচুরি করিয়া কি, আমার নিকট হইতে আড়াই হাজার টাকা গ্রহণ করিল!!

পরদিবস অতি প্রত্যূষে তিনি পুনরায় সেই স্থানে গমন করিলেন, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে কাহাকেও আর তিনি দেখিতে পাইলেন না, বা সর্দ্দারদ্বয়ও আর তাঁহার বাড়ীতে আসিল না। তিনি যে জুয়াচোরগণের হস্তে সবিশেষরূপে প্রতারিত হইয়াছেন, ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়া পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করিবার মানসে, তিনি একটী থানায় গমন করিলেন। থানার ইন্‌স্পেক্টার সাহেব তাঁহার নালিশ লিখিয়া লইলেন মাত্র। কিন্তু কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়া, গোবিন্দ বাবুকে কোনরূপ সাহায্য

করিতে পারিলেন না। কারণ, আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় জুয়াচুরি মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে পুলিসের কোনরূপ ক্ষমতা ছিল না। গোবিন্দ বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গিয়াও তাহার কোনরূপ [illegible]নের চেষ্টা করিতে পারিলেন না। কারণ, তিনি কাহার উপর [illegible] করিবেন? সেই জুয়াচোরগণের কাহারও প্রকৃত নাম তিনি [illegible]ন না, বা তাহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কোথায় থাকে, তাহাও তিনি সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন না। কাজেই কোন প্রকারে ইহার কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না। কেবলমাত্র আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিয়া মনের কষ্টে দিনযাপন ও অন্য উপায়ে উপার্জ্জন করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন।

উপসংহার।

এই জুয়াচুরি ঘটিত প্রবন্ধ লিখিয়া মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত আমি প্রদান করিয়াছি, এবং সেই স্থানে উহা মুদ্রিত হইতেছে, এইরূপ সময়ে ঠিক এইরূপ একটী নালিশ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। যিনি প্রতারিত হইয়াছিলেন, তিনি আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, এই প্রবন্ধে জুয়াচুরির বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, তিনি প্রায় সেইরূপেই প্রতারিত হইয়াছেন। কিন্তু অর্থটা তত অধিক নহে, কেবল সাতশত পঞ্চাশ টাকামাত্র। অর্থ অধিক না হইলেও, যে ব্যক্তি প্রতারিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেই অর্থই যথেষ্ট।

যে সময় এই নালিশ আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়, তাহার কিছু দিবস পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্ব আইন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। যে সকল জুয়াচুরি মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা আমাদিগের ছিল না, নূতন আইনের বলে সেই সকল মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। অনুসন্ধান করিয়া, উভয় সর্দ্দারের প্রকৃত নাম অবগত হইতে পারিলাম। সাহেব, তাহার বড় বাবু এবং তাহার সরকারের নাম ও ঠিকানা অনুসন্ধানে অবগত হইলাম। কিন্তু তাহাদিগের কাহাকেও পাওয়া গেল না। আমরা তাহাদিগের বাড়ীতে গমন করিবার পূর্ব্বেই তাহারা আপন আপন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। একমাসকাল অনবরত পরিশ্রম করিয়া, কেবল যে ব্যক্তি প্রধান সর্দ্দার পরিচয়ে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কেবল তাহাকেই ধৃত করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে এইরূপ অপরাধের নিমিত্ত সে দুই একবার শ্রীঘরেও বাস করিয়া আসিয়াছিল।

প্রধান সর্দ্দারের বিচার এখনও শেষ হয় নাই; সে এখন হাজত-গৃহে বাস করিতেছে। অপরাপর আসামীগণের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। উহারাও যে শীঘ্র ধৃত হইবে, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

নোমাজি চোর।

বৃদ্ধ গোলাম রহমানের বয়ঃক্রম এখন ষাট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। লম্বা লম্বা দাড়িগুচ্ছ পাকিয়া সাদা রং ধারণ করিয়াছে। এই ষাট বৎসরের মধ্যে কত বৎসর যে সে জেলের ভিতর বাস করিয়াছে, এখন তাহার হিসাব করিয়া বলা নিতান্ত সহজ নহে। জেলের কঠোর পরিশ্রমের সহিত বৃদ্ধাবস্থা সম্মিলিত হওয়ায়, ইহার শরীর কৃশ, মেরুদণ্ড বক্র ও হস্তপদ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে। যষ্টি সাহায্য ভিন্ন এখন আর তাহার চলিবার উপায় নাই। এই বৃদ্ধ বয়সেও কিন্তু গোলাম রহমান তাহার চির-অভ্যস্ত স্বভাবের কিছু-মাত্র পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় নাই।

গোলাম রহমান আজকাল অসমর্থ বৃদ্ধ হইয়াও, প্রকাশ্যরূপে ধর্ম্মের সবিশেষ ভাণ করিয়া আপনার চিরাভ্যস্ত দুষ্কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সেইরূপ অসদ্ উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থে আপনার জীবনধারণ করিতেছে।

গোলাম রহমান জাতিতে মুসলমান, তাহাতে অতিশয় বৃদ্ধ। সুতরাং সর্ব্বসমক্ষে ও প্রকাশ্যরূপে নোমাজ করিয়া, লোক ভুলাইবার একটী নূতন উপায়, ইহা হইতেই এই সহরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। যেখানে দশজন মুসলমান দেখিতে পায়, যেখানে একটু খালি স্থান তাহার নয়নগোচর হয়, নোমাজের সময় হউক, আর না হউক, কাছা খুলিয়া সেই স্থানেই নোমাজ করিতে বসিয়া যায়। কিন্তু

ইহার নোমাজের উদ্দেশ্য যে অন্যতর, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাস্তবিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধন করা দূরে থাক, চুরি করিবার পথ প্রশস্ত করাই তাহার এই নোমাজের প্রধান [illegible] কার্য্য নিজ হস্তে সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা এখন আর [illegible] নাই। বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব সামর্থ্য এখন তাহার [illegible] হইতে ক্রমেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। চুরি করিতে হইলে [illegible] সাহস ও পরাক্রমের আবশ্যক, তাহার কিছুই আর এখন [illegible] নাই, অন্যের সাহায্য ব্যতীত এখন আর সে কোন [illegible] করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও, অন্যান্য লোকের সাহায্য তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বাছিয়া বাছিয়া তাহার মনের মত সাকৃরেদ নিযুক্ত করিয়া, এখন তাহাদিগের উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিতে হইয়াছে।

বৃদ্ধ বয়সে ওস্তাদ গোলাম রহমান [illegible]রূপ ধর্ম্মের ভান করিয়া সাকৃরেদের (শিষ্যের বা ছাত্রের) সাহায্যে কিরূপ জুয়াচুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই স্থানে তাহার একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই, পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই গোলাম রহমান কিরূপ চরিত্রের লোক।

গ্রীষ্মকাল, বেলা অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে। মুসলমানদিগের সায়ংকালীন নোমাজের সময় প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় গোলাম রহমান পরিষ্কার সাদা পা-জামা ও চাপকান পরিধান করিয়া, মস্তকে একটী সাদা টুপি দিয়া, একগাছি যষ্টি হস্তে আপনার সাকৃরেদ সমভিব্যাহারে হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সেই স্থানে গমন করিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই ষ্টেশনের ভিতর হইতে ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইল। সেই

ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, পশ্চিমপ্রদেশ হইতে যে ট্রেণ সায়ংকালে আগমন করে, সেই ট্রেণ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। আরোহীগণও ক্রমে ক্রমে গাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

গোলাম রহমান যেমন দেখিল, যাত্রীগণ ষ্টেশনের ভিতর হইতে ক্রমে ক্রমে বাহিরে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, অমনি সে ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী ভাগিরথীর কূলে, অথচ যে রাস্তা দিয়া যাত্রীগণ গমন করিবে, সেই রাস্তার পার্শ্বে, একখানি কাপড় বিছাইয়া নোমাজ করিতে বসিল।

ষ্টেশনে গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলে আরোহীগণ গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে আপনাপন গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল।

সেই যাত্রীগণের মধ্যে যে সকল মুসলমান "নোমাজি" যাত্রী ছিল, তাহারা তাহাদিগের সায়ংকালীন নোমাজের সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, তদুপযোগী স্থানের নিমিত্ত এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল। দেখিল, ষ্টেশনের সন্নিকটে, অথচ ভাগিরথী তীরে একটী প্রবীণ মুসলমান নোমাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া নোমাজ-অভিলাষী মুসলমানগণ ক্রমে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল।

মুসলমানগণের মধ্যে এইরূপ নিয়ম প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক স্থানে যদি কেহ নোমাজ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সেই স্থানের উপস্থিত মুসলমান মাত্রেই সেই নোমাজকারীর নিকট গমন করিয়া একত্র নোমাজ করিতে আরম্ভ করেন। সেই

ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণরূপেও তাহাদিগের নিকট অপরিচিত হন, তাহা হইলেও তাঁহারা তাঁহার নিকট নোমাজ উপলক্ষে গমন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না।

যে স্থানে গোলাম রহমান নোমাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, নোমাজকরণার্থী মুসলমান যাত্রীগণ সেই স্থানে গমন করিয়া তাহাদিগের সঙ্গের দ্রব্য সামগ্রী সেই স্থানে রাখিয়া সকলেই গঙ্গাজলে "ওজু" করিলেন, এবং একে একে সকলেই গোলাম রহমানের নিকট উপস্থিত হইয়া কেহবা তাহার দক্ষিণে, কেহবা বামে, এবং কেহবা পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাপন সায়ংকালীন প্রার্থনায় নিযুক্ত হইলেন।

গোলাম রহমান বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল যে, এইরূপ ট্রেণে আগত বা প্রত্যাগত ব্যক্তিমাত্রেরই নিকটে, তৈজসপত্রাদি, কিম্বা অল্প মূল্য বা বহুমূল্য বস্ত্রাদি, অথবা অলঙ্কার বা মুদ্রাদি, কোন না কোন পদার্থ থাকিবেই থাকিবে; সুতরাং সে এক স্থানে এককালে সামান্য চেষ্টায় বহুতর উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। বিশেষতঃ সেই গাড়ি খানি বহুদূর পশ্চিমপ্রদেশ হইতে আসিতেছিল। সুতরাং ইহার আরোহীগণের অধিকাংশের সহিতই নানাপ্রকার দ্রব্যাদি ছিল। দূরদর্শী অভিজ্ঞ চতুর বৃদ্ধ 'ঝোপ বুঝিয়াই কোপ' মারিয়াছিল। চৌর্য্য-নিপুণ সাকরেদগণের কার্য্য-কৌশলের দ্বারা "কায হাঁসিলও" হইয়া গেল।

যে সময় যাত্রীগণ একমনে ঈশ্বর উপাসনায় নিযুক্ত, সেই সময় গোলাম রহমানের সাকরেদগণও তাহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার উপযুক্ত সুযোগ প্রাপ্ত হইল। তখন সেই সকল নোমাজি মুসলমানগণের "ব্যাগ বোঁচকা" প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য সেই স্থানে

রক্ষিত ছিল, সতর্ক সাকৃরেদগণ সুবিধামত সেই সকল দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া একে একে দ্রুতপদে যাত্রীস্রোতের ভিতর গিয়া মিলিত হইল, এবং সেই সকল দ্রব্যাদি রাখিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই স্থানে সেই সকল দ্রব্যাদি রাখিয়া পুনরায় সেই নোমাজের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নোমাজকারীগণ নোমাজ সমাপনান্তে যখন সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল, তখন দেখিল যে, তাহাদিগের ব্যাগ বোঁচকা প্রভৃতি কিছুই নাই। তখন তাহারা নিতান্ত দুঃখিত হৃদয়ে আপন আপন দ্রব্যাদির অনুসন্ধান করিতে লাগিল। গোলাম রহমান ও তাহার সাকৃরেদগণও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া, সেই সকল দ্রব্যাদি যাহাতে পাওয়া যায়, এইরূপ ভান করিয়া, তাহাদিগের সহিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অনুসন্ধান মাত্রই হইল, কার্য্যে সেই সকল দ্রব্যের কোন সন্ধানই হইল না, বা কোন্ ব্যক্তি দ্বারা সেই সকল দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, তাহারও কোন সন্ধান যাত্রীগণ জানিতে পারিল না। তখন যাত্রীগণ আপনাপন বুদ্ধির উপর দোষারোপ করিতে করিতে ভগ্নমনে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। বলা বাহুল্য, যাত্রীগণ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে পর, গোলাম রহমান আপন সাকৃরেদগণের সহিত মিলিত হইয়া, যে স্থানে সেই সকল অপহৃত দ্রব্য রক্ষিত ছিল, সেই স্থানে গমন করিল। সেই স্থানে যে সকল দ্রব্যাদি লুক্কায়িত ছিল, তাহা বাহির করিয়া, আপনাপন অংশমত বণ্টন করিয়া লইল। তৎপরে সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিল।

এই উপায়ে কিছু দিবস আপন ব্যবসা চালাইতে চালাইতে, পরিশেষে গোলাম রহমান একবার ধৃত হয়, এবং কঠিন পরিশ্রমের

সহিত তাহার দীর্ঘকাল কারাবাসের আদেশ হয়। কিন্তু সেই আদেশের পর তাহাকে আর অধিক দিবস [illegible] [illegible] করিতে হয় নাই। জেলের মধ্যেই সে মানবলীলা সম্বরণ করে।

জুয়াচুরির এই নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়া ইহার পর অনেকেই উক্তরূপে জুয়াচোর হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহাদের কার্য্য-প্রণালী সকলেরই একরূপ। সুতরাং সে সকল পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করিলে পাঠকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিবে। অতএব উহার পুনরুল্লেখে বিরত রহিলাম। *

সম্পূর্ণ।

---

* আশ্বিন মাসের সংখ্যা,

"শেষ লীলা।"

(অর্থাৎ ত্রৈলোক্যতারিণীর জীবনের শেষ অভিনয়!)

যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES No. 78. দারোগার দপ্তর ৭৮ম সংখ্যা।

শেষ লীলা।

(অর্থাৎ ত্রৈলোক্যতারিণীর জীবনের শেষ অভিনয়!)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিক্‌দারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তম বর্ষ।] সন ১৩০৫ সাল। [আশ্বিন।

Printed By Shashi Bhusan Chandra, at the

GREAT TOWN PRESS,

68, Nimtola Street, Calcutta.

শেষ লীলা।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিবা আন্দাজ নয়টার সময় সংবাদ পাইলাম যে, আজ কয়েকদিবস হইল, পাঁচুধোপানির গলিতে রাজকুমারী নাম্নী একটী স্ত্রীলোককে কে হত্যা করিয়া, তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিশের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সেই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

যে দিবস রাজকুমারীর হত্যা-সংবাদ প্রথমে থানায় আসিয়া উপস্থিত হয়, সে দিবস আমি কলিকাতায় ছিলাম না; অপর একটী সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া, যেমন এই সংবাদ জানিতে পারিলাম, অমনি পাঁচুধোপানির গলির যে বাড়ীতে রাজকুমারী হত্যা হইয়াছিল,

---

* এই প্রবন্ধ-লিখিত ঘটনাটী ত্রৈলোক্যতারিণীর জীবনের শেষ লীলা। যদি কেহ এই পাপীয়সীর জীবন-চরিত্র সবিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ডিটেক্‌টিভ পুলিস ৫ম কাণ্ড "পাহাড়ে মেয়ে" নামক পুস্তক পাঠ করিবেন। উহাতে ত্রৈলোক্য বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল মহাপাপ ও ভয়ানক ভয়ানক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছিল, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। দাঃ দঃ প্রঃ।

সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেই স্থানে বসিয়া চারি পাঁচজন উচ্চপদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারী অনুসন্ধান করিতেছেন।

আমাকে দেখিয়া, তাঁহারা যে স্থানে বসিয়াছিলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার এক পার্শ্বে আমাকে বসিবার স্থান প্রদান করিলেন। আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলে, একজন কর্ম্মচারী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিবস আপনি কোথায় ছিলেন? আজ কয়েকদিবস হইল, এই হত্যা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আপনি একবারের নিমিত্তও এদিকে আসেন নাই কেন?"

আমি। আমি কলিকাতায় ছিলাম না। অপর কার্য্যের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম বলিয়া, আপনাদিগের সহিত এই অনুসন্ধানে যোগ দিতে পারি নাই। অদ্য কলিকাতায় আসিয়া এই ব্যাপার যেমন শুনিতে পাইলাম, অমনি আপনাদিগের সাহায্যের নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন?

কর্ম্মচারী। আপনাকে এখন আর বেশী কিছু করিতে হইবে না, কেবল যে ব্যক্তি রাজকুমারীকে হত্যা করিয়া, তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, কেবল তাহারই অনুসন্ধান করিয়া ধরিয়া দিলেই হইবে।

আমি। আপনারা দেখিতেছি, সমস্ত কার্য্যই প্রায় শেষ করিয়াছেন, আমার নিমিত্ত অতি অল্পই রাখিয়া দিয়াছেন!!

কর্ম্মচারী। সে যাহা হউক, এখন এই মোকদ্দমার অবস্থা সমস্ত শুনিয়াছেন কি?

আমি। রাজকুমারীকে কোন ব্যক্তি হত্যা করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, ইহা ব্যতীত আর কোন

বিষয়ই আমি এ পর্য্যন্ত শ্রবণ করি নাই। কিরূপ ঘটিয়াছিল, এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে আপনারাই বা কতদূর অগ্রগামী হইতে পারিয়াছেন, তাহা আমাকে বিস্তারিতরূপে বলুন দেখি।

কর্ম্মচারী। আজ [illegible] দিবস অতীত হইল, এই সংবাদ প্রথমে থানায় গিয়া

আমি। কে সংবাদ দেয়?

কর্ম্মচারী। যাহার এই ব[illegible] সেই থানায় গিয়া এই সংবাদ প্রথমে প্রদান করে।

আমি। সে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে কি বলে?

কর্ম্মচারী। তাহার সংবাদ এইরূপ,—"আমার যে বাড়ীতে রাজকুমারী বাস করিত, আমি সেই বাড়ীতে থাকি না। আমার অপর আর একখানি বাড়ী আছে, সেই বাড়ীতে আমি থাকি। অদ্য দিবা আন্দাজ আটটার সময় সেই বাড়ীর একজন ভাড়াটিয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দেয় যে, রাজকুমারীকে কে হত্যা করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র আমি সেই বাড়ীতে গমন করিলাম। দেখিলাম, রাজকুমারীর গৃহের দরজা খোলা রহিয়াছে, ও রাজকুমারী মৃত-অবস্থায় তাহার গৃহের মেঝের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া, আমি থানায় সংবাদ প্রদান করিতে আসিয়াছি।"

আমি। এইরূপ সংবাদ পাইয়া আপনারা যখন এই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বাড়ীর অবস্থা কিরূপ দেখিলেন?

কর্ম্মচারী। দেখিলাম, বাড়ীওয়ালার সংবাদ সম্পূর্ণরূপে সত্য; এই বাড়ীর নীচের তালায় এই গৃহের ভিতর একটী মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। অনুসন্ধানে আরও জানিতে পারিলাম, উহারই নাম রাজকুমারী।

আমি। গৃহের দরজা ?

কর্ম্মচারী। গৃহের দরজা খোলা রহিয়াছে।

আমি। উহার মৃতদেহ সর্ব্বপ্রথমে কাহা কর্তৃক এবং কিরূপে দেখিতে পাওয়া গেল ?

কর্ম্মচারী। প্রায় প্রত্যহই রাজকুমারী অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিত। সেই দিবস প্রাতঃকালে উহাকে দেখিতে না পাইয়া, এই বাড়ীর একজন ভাড়াটিয়া তাহার গৃহের বাহির হইতে রাজকুমারীকে প্রথমে ডাকিতে থাকে। কিন্তু কোনরূপে তাহার উত্তর না পাইয়া তাহার গৃহের দরজায় ধাক্কা দেয়। ধাক্কা দিবামাত্রই গৃহের দরজা খুলিয়া যায়। সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে গিয়াই দেখিতে পায়, রাজকুমারী মেঝের উপর মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে। তাহার চীৎকারে বাড়ীর অপরাপর ভাড়াটিয়াগণ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হয়, এবং সকলেই রাজকুমারীর এই দশা দেখিতে পায়। পরিশেষে একজন গিয়া বাড়ীওয়ালাকে সংবাদ প্রদান করে। সংবাদ পাইয়া বাড়ীওয়ালা যাহা করিয়াছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি।

আমি। বাড়ীতে যে সকল ভাড়াটিয়া আছে, তাহারা কি সকলেই স্ত্রীলোক ?

কর্ম্মচারী। ভাড়াটিয়ামাত্রেই স্ত্রীলোক। কিন্তু তাহাদিগের প্রত্যেকের গৃহেই রাত্রিকালে পুরুষ মানুষের সমাগম হইয়া থাকে।

আমি। রাজকুমারীর গৃহের দরজায় সামান্য ধাক্কা দিলেই সেই গৃহের দরজা খুলিয়া যায়। তখন বোধ হয়, হত্যাকারী হত্যা করিয়া প্রস্থান করিবার সময় সেই গৃহের দরজা ভেজাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল ?

কর্ম্মচারী। তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি। পুলিস-কর্ম্মচারীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে সেই গৃহের ভিতর কে প্রবেশ করিয়াছিলেন?

কর্ম্মচারী। আমিই প্রথমে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করি।

আমি। আপনি গিয়া গৃহের কিরূপ অবস্থা দেখিতে পান?

কর্ম্মচারী। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রথমেই রাজকুমারীকে মৃতাবস্থায় গৃহের মেঝের উপর পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই।

আমি। উহার মৃতদেহ একবারে মৃত্তিকার উপর পতিত ছিল, কি কোনরূপ বিছানার উপর পড়িয়াছিল?

কর্ম্মচারী। একখানি বিছান মাজুরের উপর উহার মৃতদেহ পড়িয়াছিল।

আমি। সেই মৃতদেহের অঙ্গে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন ছিল কি?

কর্ম্মচারী। সবিশেষ কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন ছিল না। কেবল উহার গলার দুই পার্শ্বে অঙ্গুলের দাগের সহিত নখের দাগ ছিলমাত্র।

আমি। তবে কি উহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হয়?

কর্ম্মচারী। যে ডাক্তার সাহেব সেই মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার বিবেচনায় গলা টিপিয়া উহাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, রাজকুমারীকে চিৎ করিয়া লইয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া তাহার গলা টেপা হয়।

আমি। তাঁহার এ অনুমানের কারণ কি?

কর্ম্মচারী। বুকের উপর যে সকল ছোট ছোট হাড় আছে, তাহার কতকগুলি ভগ্নাবস্থায় পাইয়াছেন বলিয়াই, ডাক্তার সাহেব এইরূপ অনুমান করেন।

আমি। তাঁহার এ অনুমান কিছু একবারে অমূলক নহে।

কর্ম্মচারী। এ অনুমান প্রকৃত বলিয়াই অনুমান হয়।

আমি। গৃহের ভিতর আর কোন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল কি?

কর্ম্মচারী। দুইখানি কাঁসার বাসন সেই গৃহের এক পার্শ্বে পাওয়া গিয়াছিল, উহাতে চিড়া ও দধি কিছু কিছু লাগিয়াছিল। বোধ হয়, উহাতে করিয়া চিড়া ও দই দিয়া ফলার করা হইয়াছিল।

আমি। যখন দুইটী পাত্রে চিড়া-দধির চিহ্ন রহিয়াছে, তখন অনুমান হয়, দুইজন সেই গৃহের ভিতর বসিয়া পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে চিড়া-দধির ফলার করিয়াছিল। এখন সেই দুই ব্যক্তি কে?

কর্ম্মচারী। একজন রাজকুমারী।

আমি। তাহার প্রমাণ?

কর্ম্মচারী। পরীক্ষায় তাহার পেটের ভিতর চিড়া-দধির চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

আমি। তাহা হইলে যে রাজকুমারীকে হত্যা করিয়াছে, সেই অপর ব্যক্তি হইবে।

কর্ম্মচারী। খুব সম্ভব।

আমি। গৃহের ভিতর আর কিছু দেখিতে পাইয়াছিলেন কি?

কর্ম্মচারী। উহার গাত্রে অলঙ্কার-পত্র কিছুই ছিল না, বাক্স-পেট্‌রা ভাঙ্গা।

আমি। উহার যে সকল অলঙ্কার ছিল, তাহার তালিকা পাইয়াছেন কি?

কর্ম্মচারী। প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি।

আমি। রাজকুমারী ত মরিয়া গিয়াছে, তাহার যে সকল দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন?

কর্ম্মচারী। সমস্ত যে পাইয়াছি, তাহা বোধ হয় না। বাড়ীর অপরাপর স্ত্রীলোকগণের নিকট হইতে যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহারই তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি।

আমি। রাজকুমারীর গৃহে সেই রাত্রিতে কোন্ ব্যক্তি আসিয়াছিল, তাহার কোন কথা জানিতে পারা গিয়াছে কি?

কর্ম্মচারী। না, তাহার গৃহে যে কোন পুরুষ মানুষ আসিয়াছিল, এ কথা কেহই বলিতে পারিতেছে না। কেবলমাত্র ইহাই জানিতে পারা গিয়াছে যে, সন্ধ্যার পর এই বাড়ীর অপর দুইটী স্ত্রীলোক উহার গৃহে গমন করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা অতি অল্পক্ষণ থাকিয়াই তাহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল।

আমি। সেই দুইটী স্ত্রীলোক কে?

কর্ম্মচারী। তাহাদিগের একজনের নাম প্রিয়, এবং অপর আর একজনের নাম ত্রৈলোক্য। তাহারা উভয়েই এই বাড়ীর ভাড়াটিয়া, ও উভয়েই উপরে থাকে।

আমি। সেই দুইটী স্ত্রীলোক ভিন্ন এই বাড়ীতে আর কে কে থাকে?

কর্ম্মচারী। আরও চারি পাঁচজন স্ত্রীলোক এই বাড়ীতে বাস করে।

আমি। অনুসন্ধান করিয়া কিছু জানিতে পারিয়াছেন কি, এই বাড়ীর সদর দরজা রাত্রিতে বন্ধ করা হইয়াছিল কি না? যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে কত রাত্রিতে ও কাহার দ্বারা বন্ধ হইয়াছিল?

কর্ম্মচারী। কে যে এই দরজা শেষ বন্ধ করিয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু এখন যতদূর জানিতে পারা যাইতেছে, তাহাতে রাত্রি বারটার সময় কামিনী সদর দরজা বন্ধ

করিয়া দেয় ; তাহার পর আর কেহ খুলিয়াছিল কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই স্বীকার করিতেছে না।

আমি। পরদিবস প্রত্যূষে সদর দরজা কে প্রথম খুলিয়াছিল ?

কর্ম্মচারী। বিধু নাম্নী অপর একটী স্ত্রীলোক প্রত্যূষে সদর দরজা খুলিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যায়। সেই স্ত্রীলোকটী নিতান্ত অল্পবুদ্ধি-সম্পন্না। যে সময় সে দরজা খুলিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যায়, সেই সময় সেই দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, কি খোলা ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কখনও বলে, দরজার হুড়কা খুলিয়া সে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যায়, কখনও বলে, না, হুড়কা খোলা ছিল।

আমি। উহার কথা শুনিয়া প্রকৃতপক্ষে সদর দরজা বন্ধ ছিল, কি খোলা ছিল, তাহার কিছু অনুমান করিয়া লইতে পারা যায় না কি ?

কর্ম্মচারী। সে অনুমান ঠিক নহে। কারণ, তাহার কথার উপর নির্ভর করিলে, সেই দরজা খোলা ছিল, এরূপ অনুমান করা যায় না। আর যদি দরজা ভিতর হইতে বন্ধই থাকিবে, তাহা হইলে হত্যাকারী কোন্ সময় ও কোথা দিয়া বাহির হইয়া গেল ?

আমি। বিধু দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যাইবার পর যদি হত্যাকারী বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গিয়া থাকে ?

কর্ম্মচারী। তাহা অসম্ভব। কারণ, যে সময় বিধু বাড়ীর বাহির হইয়া যায়, সেই সময় এই বাড়ীর আরও দুই একটী স্ত্রীলোক উঠিয়াছিল। সেই সময় হত্যাকারী বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যাইলে কাহার না কাহারও নয়নগোচর হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

আমি। তাহা হইলে এই বাড়ীর ভিতর যে সকল স্ত্রীলোক আছে, তাহাদিগের গৃহে যে সকল পুরুষ মানুষ আসিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কাহার দ্বারায় এই কার্য্য হয় নাই ?

কর্ম্মচারী। প্রত্যেকের গৃহে যে সকল পুরুষ মানুষ সেই দিবস আসিয়াছিল, এবং যাহারা প্রায়ই এই বাড়ীতে আসিয়া থাকে, অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককেই বাহির করা হইয়াছে, ও তাহাদিগের সম্বন্ধে অনেকরূপ অনুসন্ধানও করা হইয়াছে, কিন্তু ফলে কিছুই হয় নাই।

আমি। এ বাড়ীতে যে সকল স্ত্রীলোক বাস করে, তাহাদিগের মধ্যেও সবিশেষরূপ যে অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কাহারও উপর কোনরূপ সন্দেহ হয় না কি ?

কর্ম্মচারী। পূর্ব্বে কাহারও উপর কোনরূপ সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু পরিশেষে একটী স্ত্রীলোকের উপর সবিশেষরূপ সন্দেহ হইয়াছে, তাহাকে লইয়া আজ তিনদিবসকাল অনবরত অনুসন্ধান চলিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার নিকট হইতে কোন প্রকৃত কথা বাহির হয় নাই।

আমি। সেই স্ত্রীলোকটীর উপর সন্দেহ হইবার কারণ কি ?

কর্ম্মচারী। সে নাকি পূর্ব্বে আরও কয়েকটী স্ত্রীলোককে হত্যা করা অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বিচারে অব্যাহতি পায়। শুনিয়াছি, তাহার চরিত্র ভাল নহে, তাই তাহারই উপর সমস্ত কর্ম্মচারীরই সবিশেষরূপ সন্দেহ।

আমি। সেই স্ত্রীলোকটীর নাম কি ?

কর্ম্মচারী। তাহার নাম ত্রৈলোক্য।

আমি। হত্যাপরাধে যে ত্রৈলোক্যের আলিপুর সেসন-কোর্টে বিচার হয়, এবং পরিশেষে সেই মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি পায়, এই কি সেই ত্রৈলোক্য ?

কর্ম্মচারী। আলিপুরের মোকদ্দমার সময় আমি তাহাকে দেখি নাই। কিন্তু শুনিয়াছি, এ সেই ত্রৈলোক্য।

আমি। আমি সে ত্রৈলোক্যকে উত্তমরূপে চিনি। যে মোকদ্দমায় আলিপুরে তাহার বিচার হয়, সেই মোকদ্দমায় আমি উহাকে ধৃত করিয়াছিলাম। সেই ত্রৈলোক্য যদি এই বাড়ীতে থাকে, তাহা হইলে এই কার্য্য যে তাহার দ্বারা হয় নাই, ইহা আমি বলিতে পারি না। কারণ, তাহার দ্বারা না হইতে পারে, এরূপ কার্য্য এ জগতে নাই। আমি তাহাকে দেখিলে এখনই জানিতে পারিব, বর্ত্তমান ত্রৈলোক্য সেই ত্রৈলোক্য, কি না।

কর্ম্মচারী। আপনি কি তাহাকে এখন দেখিতে চান ?

আমি। না, এখন নয়। অগ্রে আপনার নিকট হইতে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া লই, তাহার পর তাহাকে দেখিব। এখন ত্রৈলোক্য সম্বন্ধে আমার দুই একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

কর্ম্মচারী। কি ?

আমি। আপনি যখন প্রথম অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাহাকে কিরূপ অবস্থায় দেখিতে পান ?

কর্ম্মচারী। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অপর স্ত্রীলোকগণকে যেরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহাকেও সেইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাই। আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার পর, অপরাপর স্ত্রীলোকগণ যেমন আমাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, ত্রৈলোক্যও সেইরূপ তাহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের নিকট উপস্থিত

হইল, এবং যাহাকে যেরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারাও পরিষ্কাররূপে তাহার উত্তর প্রদান করিতে লাগিল।

আমি। অপরাপর স্ত্রীলোকগণ আপনাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, ত্রৈলোক্য কি ঠিক সেইরূপ ভাবে ব্যবহার করিয়াছিল, কি তাহার মধ্যে একটু পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কর্ম্মচারী। পার্থক্য একটু কেন, সবিশেষরূপই ছিল। অপরাপর সকলকে যখন ডাকিতাম, তখনই তাহারা আমাদিগের নিকট আসিত; যাহা জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহার উত্তর প্রদান করিয়া, আমাদিগের অনুমতি লইয়া আমাদিগের নিকট হইতে গমন করিত; কিন্তু ত্রৈলোক্যকে একবারের নিমিত্ত ডাকিতে হইত না। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই বাড়ীর ভিতর থাকিতাম, ছায়ার ন্যায় সে আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তামাক সাজিয়া দিত। এক পান ফুরাইতে না ফুরাইতে অপর পান আনিয়া, আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিত। তাহার এইরূপ যত্ন দেখিয়া কর্ম্মচারীমাত্রেই তাহার উপর সবিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন; সুতরাং তাহাকে অধিক কথা প্রায় কেহই জিজ্ঞাসা করিতেন না। সামান্য যাহা কিছু তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইত, সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার উত্তর প্রদান করিত। অধিকন্তু তাহার উপর কাহারও কোনরূপ সন্দেহ হইত না। বরং সকলেই তাহাকে একটু ভালবাসিতেন।

আমি। কখন তাহার উপর সন্দেহ হইল?

কর্ম্মচারী। দুই দিবস অনুসন্ধান হইবার পর, আপনার থানার একজন কর্ম্মচারী কোন কার্য্য উপলক্ষে এই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। এই বাড়ীতে খুন হইয়াছে শুনিতে পাইয়া, এই বাড়ীর ভিতর আগমন করেন, এবং সম্মুখেই ত্রৈলোক্যকে দেখিতে পাইয়া

তাহাকে কহেন, "কি গো ত্রৈলোক্য! তুমি এই বাড়ীতে থাক নাকি? তবে এই সকল কর্ম্মচারীকে কেন আর মিথ্যা কষ্ট দিতেছ. রাজকুমারীকে কেন হত্যা করিলে, আর বলিয়া দেও না; তা হইলে সমস্ত গোলযোগ চুকিয়া যাউক।" সেই কর্ম্মচারীর এইরূপ কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে কহিলাম, "কেন মহাশয়! ত্রৈলোক্য এই হত্যা করিয়াছে, এরূপ সন্দেহ আপনার হইতেছে কেন?" উত্তরে তিনি কহিলেন, "আপনারা কি তবে ইহাকে চিনেন না? এই ত্রৈলোক্য যে কত স্ত্রীলোককে পুষ্করিণীতে ডুবাইয়া মারিয়া, তাহাদিগের অলঙ্কার সকল আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহা কি আপনারা পূর্ব্বে শ্রবণ করেন নাই?" আমি কহিলাম, "শুনিয়াছি, আলিপুর-কোর্টে তাহার মোকদ্দমা হয়, এবং বিচারে তাহার দণ্ড হয় নাই; কিন্তু এই কি সেই ত্রৈলোক্য?" কর্ম্মচারী কহিলেন, "ইনিই সেই ত্রৈলোক্য।" এই কথা শুনিয়া আমরা আর স্থির থাকিতে পারিলাম না; তখন উহাকে লইয়া আমরা সকলেই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলাম, এবং সেই পর্য্যন্ত উহাকে লইয়া সবিশেষরূপে অনুসন্ধান চলিতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার নিকট হইতে কোন কথা প্রকাশ করাইতে পারা যায় নাই।

আমি। উহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করা, বা অপহৃত অলঙ্কারগুলির পুনরুদ্ধার করা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে। ও যে কি ভয়ানক স্ত্রীলোক, তাহা আপনারা জানেন না; কিন্তু আমি উহাকে উত্তমরূপে চিনি।

কর্ম্মচারী। তাহা হইলে আপনারও কি বিশ্বাস যে, উপস্থিত মোকদ্দমায় এ-ই আসামী? রাজকুমারী ত্রৈলোক্যের দ্বারা হত হইয়াছে?

আমি। তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কর্ম্মচারী। তাহা হইলে উহাকে লইয়া এখন আর কি করা যাইতে পারে?

আমি। উহাকে লইয়া উত্তমরূপে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

কর্ম্মচারী। তাহা হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে; কিন্তু ফলে ত কিছুই হইতেছে না।

আমি। ও কোন্ গৃহে থাকে?

কর্ম্মচারী। উপরের একখানি গৃহে।

আমি। সেই ঘরখানি উত্তমরূপে অনুসন্ধান করা হইয়াছে কি?

কর্ম্মচারী। যেরূপে অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহার কিছুমাত্র বাকী নাই। উহার গৃহে অনুসন্ধান করিবার উপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী অধিক নাই, কেবল একটী আলমারী আছে মাত্র। তাহা পাঁচ সাতজন কর্ম্মচারী পাঁচ সাতবার উত্তমরূপে দেখিয়াছেন; কিন্তু তাহার ভিতর অলঙ্কার-পত্র প্রভৃতি কোনরূপ অপহৃত দ্রব্য পাওয়া যায় নাই।

আমি। আমি ত্রৈলোক্যের বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছি। তাহার নিকট হইতে কোন কথা সহজে বাহির করিয়া লইবার ক্ষমতা যে কোন পুলিস-কর্ম্মচারীর আছে, তাহা আমার বোধ হয় না। কোনরূপ কৌশল করিয়া উহার নিকট হইতে যদি কথা বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলেই হইবে; নতুবা উহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবেন না।

কর্ম্মচারী। উহাকে লইয়া আজ তিনদিবস অনুসন্ধান করিতেছি; সুতরাং উহার চরিত্রের বিষয় বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা প্রকৃত; কিন্তু এমন কি কৌশল আছে যে, তাহা অবলম্বন করিলে, আমরা সফল কাম হইব?

আমি। আমি যতদিবস পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্যকে দেখিতেছি, তত-দিবস হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি, ও একাকী কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না। যখন যে কার্য্য করে, তাহার নিমিত্ত একজন না একজন সহকারী সংগ্রহ করিয়া লয়। ইতিপূর্ব্বে একটী হাবা স্ত্রীলোক উহার সহকারিণী ছিল, তাহার সাহায্যে, ও অনেক হত্যা করিয়াছে। কিন্তু কিছুদিবস হইল, সেই হাবা স্ত্রীলোকটী মরিয়া গিয়াছে; সুতরাং অপর কোন একটী স্ত্রীলোককে যে সে তাহার সহকারিণী করিয়া লইয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উহার সহিত সবিশেষ প্রণয় আছে, এমন কোন স্ত্রীলোক এই বাড়ীতে, বা নিকটবর্ত্তী অপর কোন বাড়ীতে কি নাই?

কর্ম্মচারী। আছে, ওই বাড়ীতে প্রিয় নাম্নী একটী স্ত্রীলোক আছে; সে তাহার বিশেষরূপে অনুগত।

আমি। তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, এই হত্যা যদি ত্রৈলোক্যের দ্বারা হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রিয় যে তাহার সহকারিণী, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কর্ম্মচারী। প্রিয়-সম্বন্ধে আমরা এ পর্য্যন্ত কোনরূপ অনুসন্ধান করি নাই, বা প্রিয় যে এই হত্যাকাণ্ডে সংলিপ্ত হইতে পারে, তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে মনে করি নাই।

আমি। ত্রৈলোক্যের একটী পুত্র আছে, তাহার নাম হরি। ত্রৈলোক্য তাহাকে আপন প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসে। সেই হরি এখন কোথায়, তাহার কিছু অবগত হইতে পারিয়াছেন কি?

কর্ম্মচারী। সেই হরিও এই বাড়ীতে থাকে; কিন্তু এখন তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। বোধ হয়, সে তাহার মায়ের সহিত গমন করিয়া থাকিবে।

আমি। ত্রৈলোক্য এখন কোথায়? সে কি এখন এখানে উপস্থিত নাই?

কর্ম্মচারী। না, একজন কর্ম্মচারী এখন তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। যদি বলেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত লোক পাঠাই।

আমি। না, ত্রৈলোক্যকে এখন ডাকিবার প্রয়োজন নাই। প্রিয় এখন কোথায়?

কর্ম্মচারী। সে বাড়ীতেই আছে। তাহাকে একবার দেখিতে চাহেন কি?

আমি। না, এখন নহে; কিন্তু একটী কার্য্যের প্রয়োজন হইয়াছে।

কর্ম্মচারী। কি?

আমি। প্রিয়কেও কোন কার্য্যের ভানে, বা কোনরূপ অনুসন্ধানের নিমিত্ত জনৈক কর্ম্মচারীর সঙ্গে এখন বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিন।

কর্ম্মচারী। কেন?

কর্ম্মচারীর কথার উত্তরে আমি আমার অভিসন্ধির কথা তাঁহাকে কহিলাম, এবং আমি যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহাও তাঁহাকে কহিলাম। তিনিও আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমি পুনরায় আসিব বলিয়া, আমিও সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার পর, কর্ম্মচারী মহাশয় আমার প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিলেন। একজন কর্ম্মচারীর সহিত একটী অনুসন্ধানের ভান করিয়া প্রিয়কে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ত্রৈলোক্য এবং হরি পূর্ব্ব হইতেই

বাহিরে ছিল। তাহার পর বাড়ীর অপরাপর ভাড়াটিয়াগণকে একত্র করিয়া, আমি তাহাদিগকে যাহা যাহা বলিতে বলিয়াছিলাম, তিনি তাহাদিগকে সেইরূপ বলিলেন। ভাড়াটিয়াগণও আমাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই সময় আমি আমার বাসায় গমন করিলাম। স্নান-আহার বিশ্রামাদি করিয়া, পুনরায় অপরাহ্ণ চারিটার সময় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কর্ম্মচারী মহাশয় আমার অপেক্ষায় সেই স্থানে বসিয়া আছেন, আরও তিন চারিজন কর্ম্মচারী সেই স্থানে উপবিষ্ট। বাড়ীর ভাড়াটিয়ামাত্রেই বাড়ীতে উপস্থিত, কর্ম্মচারীগণের নিকট ত্রৈলোক্য বন্ধনাবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে।

আমি সেই স্থানে গমন করিয়া, অপরাপর কর্ম্মচারীগণ যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে গিয়া উপবেশন করিলাম, এবং পূর্ব্বকথিত কর্ম্মচারীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলাম, "এই যে বন্ধনাবস্থায় বসিয়া আছে, এ ত্রৈলোক্য নহে ?"

কর্ম্মচারী। হাঁ।

আমি। ইহার এ দশা কেন ?

কর্ম্মচারী। হত্যাপরাধে এ ধৃত হইয়াছে।

আমি। এই কি রাজকুমারীকে হত্যা করিয়াছে ?

কর্ম্মচারী। হাঁ মহাশয় ! রাজকুমারীকে হত্যা করা অপরাধে এ ধৃত হইয়াছে।

আমি। এই হত্যা যে ইহার দ্বারা হইয়াছে, তাহা কি বেশ প্রমাণিত হইয়াছে?

কর্ম্মচারী। এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলেও, এই হত্যা যে ইহার দ্বারা হইয়াছে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি। ইহার উপর সন্দেহ হইবার কারণ কি?

কর্ম্মচারী। যাহার ব্যবসাই কেবল হত্যা করা, তাহার দ্বারা যে এই হত্যা হয় নাই, তাহা আমি কিরূপে বলিতে পারি?

আমি। হত্যাই যে ইহার ব্যবসা, তাহা আপানাকে কে বলিল?

কর্ম্মচারী। তাহা আর কে বলিবে? কেন আপনি কি জানেন না যে, হত্যা করাই ইহার ব্যবসা। আপনিই ত হত্যাপরাধে ইহাকে চালান দিয়াছিলেন।

আমি। পূর্ব্বে হত্যাপরাধে আমি ইহাকে চালান দিয়াছিলাম বলিয়াই যে, এই হত্যা ইহা দ্বারা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বে আমি ইহার বিরুদ্ধে অনেক লোকের নিকট হইতে অনেক কথা শুনিতে পাই, সেইরূপ কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনের গতি খারাপ হইয়া যায়। সেই সময় যেমন ইহার উপর একটী নালিশ হয়, অমনি আমি তাহা বিশ্বাস করিয়া, সেই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। অনুসন্ধান আর কি করি? ইহার শত্রুপক্ষীয় লোকে যাহা বলে, তাহারই উপর বিশ্বাস করিয়া, হত্যাপরাধে ইহাকে দোষী স্থির করিয়া লই, এবং বিচারার্থ ইহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করি। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহাকে দায়রায় পাঠাইয়া দেন। যখন দায়রার বিচারে সাক্ষীগণের উপর জেরা হইতে থাকে, তখনই আমি বুঝিতে পারি যে, ত্রৈলোক্যকে আমি অনর্থক মিথ্যা কষ্ট দিয়াছি। জজসাহেবও সেই মোকদ্দমার

ব্যাপার ঠিক বুঝিয়া লন, এবং ইহাকে সম্পূর্ণরূপ নিরপরাধী জানিয়া অব্যাহতি প্রদান করেন। সেই মোকদ্দমার পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যের চরিত্রের উপর আমার যেরূপ বিশ্বাস ছিল, মোকদ্দমার পর হইতে সেই বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ত্রৈলোক্যের ব্যবসাই হত্যা, এই বিশ্বাস ব্যতীত এই মোকদ্দমায় যদি ইহার উপর আর কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে ইহাকে নিরর্থক আর কষ্ট দিবেন না, এখনই ইহাকে ছাড়িয়া দিন।

কর্ম্মচারী। তাহা হইলে আপনার বিশ্বাস যে, এই হত্যা ত্রৈলোক্যের দ্বারা হয় নাই?

আমি। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, এই হত্যা ত্রৈলোক্য কখনও করে নাই।

কর্ম্মচারী। তবে কে এই হত্যা করিয়া, রাজকুমারীর সমস্ত অলঙ্কার-পত্র চুরি করিয়া লইল?

আমি। কে যে এই হত্যা করিয়াছে, তাহা আমি ঠিক জানি না; কিন্তু আমি যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, এই হত্যা ত্রৈলোক্য করে নাই। আরও একটু একটু শুনিতে পাইতেছি যে, এই হত্যা কোন লোকের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

কর্ম্মচারী। তাহা হইলে বলুন না, আপনি কি শুনিয়াছেন, ও কে এই হত্যা করিয়াছে।

আমি। বলিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যখন সে সময় হইবে, তখন আপনি তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন। এখন ইহাকে ছাড়িয়া দিন, বিনা-অপরাধে এরূপ বন্ধনা-বস্থায় ইহাকে আর কষ্ট প্রদান করিবেন না।

আমার কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী মহাশয় ত্রৈলোক্যের বন্ধন মোচন করিয়া দিতে কহিলেন। জনৈক প্রহরী আদেশমাত্র তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিল। আমার কথা শুনিয়া এবং আমার ব্যবহার দেখিয়া ত্রৈলোক্য আমার উপর যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইল, তাহা আর আমি বলিতে পারি না। আমার কৃপায় সে এ যাত্রাও নিষ্কৃতি পাইল, এই ভাবিয়া সে অন্তরের সহিত আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে আমার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

সেই সময় অপরাপর কর্ম্মচারীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "আজ কয়েকদিবস পর্য্যন্ত আপনারা এই বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণের মধ্যে যে সকল অনুসন্ধান করিয়াছেন, বা তাহাদিগের নিকট হইতে যাহা কিছু অবগত হইতে পারিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। আমি জানিতে পারিয়াছি, ভীত হইয়া তাহারা কেহই প্রকৃত কথা কহে নাই। আমার বিবেচনা হয়, এখন তাহারা প্রকৃত কথা বলিবে। এই বাড়ীর সমস্ত ভাড়াটিয়াগণকে ডাকাইয়া পুনরায় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন। দেখুন দেখি, এখন তাহারা প্রকৃত কথা বলে কি না? আর পূর্ব্বে তাহারা যে সকল কথা বলিয়াছে, বা আপনারা যাহা লিখিয়া লইয়াছেন, সেই সকল কাগজপত্র আর রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই, সেই সকল কাগজপত্র পূর্ব্বেই নষ্ট করিয়া ফেলা আবশ্যক।" এই বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে কতকগুলি কাগজ লইয়া, আমি সেই স্থানেই ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। সকলে বুঝিতে পারিল যে, যে কাগজে ভাড়াটিয়াগণের জবানবন্দী লেখা হইয়াছিল, আমি সেই সকল কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিলাম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি সেই সকল কাগজে হস্তক্ষেপ করিলাম না, কতকগুলি বাজে কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিলাম মাত্র।

ইহার পর সেই বাড়ীর কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকল লোককেই আমি সেই স্থানে ডাকাইলাম, সকলেই আসিয়া আমার নিকট উপবেশন করিল। আমি অন্য আর একজন কর্ম্মচারীকে কহিলাম, "আপনি এখন ইহাদিগের জবানবন্দী পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করুন।" আমার কথা শুনিয়া সেই স্থানে যে সকল কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন, কাহারও মুখে কোন কথা বাহির হইল না। বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণ পুনরায় কিরূপ জবানবন্দী দেয়, তাহাই সকলে নিতান্ত ঔৎসুক্য সহকারে শুনিতে লাগিলেন। আমি এক একজনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, সেই অপর কর্ম্মচারী মহাশয় তাহা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ভাড়াটিয়াগণ যাহা বলিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া অপরাপর কর্ম্মচারীগণ নিতান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন; ত্রৈলোক্যের মস্তক ঘুরিতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল; তথাপি কে কি বলে, তাহা শুনিবার নিমিত্ত সে সেই স্থানে বসিয়া রহিল।

পুনরায় সেই বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণের যেরূপ ভাবে জবানবন্দী লেখা হইতে লাগিল, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এইরূপঃ—

একটী স্ত্রীলোক কহিল,—"আমি হরিকে উত্তমরূপে চিনি, সে ত্রৈলোক্যের পুত্র। তাহার মাতার সহিত সে এই বাড়ীতেই থাকে। কোনরূপ কায-কর্ম্ম করিতে তাহাকে কখনও দেখি নাই, বা শুনি নাই। অথচ বেশ্যালয়ে গমন ও মদ্যাদি পান করিতে তাহাকে প্রায়ই দেখিতে পাই। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত যে সকল অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা সে কোথা হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতে পারি না। যে দিবস রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজকুমারীর সহিত সে নির্জ্জনে কি পরামর্শ করিতেছিল, তাহা

আমি দেখিতে পাই, এবং উহারাও আমাকে দেখিতে পাইয়া উভয়ে উভয় দিকে প্রস্থান করে। ইহার পর রাত্রি আন্দাজ বারটা কি একটার সময় আমি প্রস্রাব কার্য্য বশতঃ আমার গৃহ হইতে বাহির হই। সেই সময় দেখিতে পাই, হরি ধীরে ধীরে তাহার মাতার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রাজকুমারীর গৃহের দিকে গমন করিতেছে। রাজকুমারীর গৃহের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল না, কেবল ভেজান ছিল মাত্র। হরি সেই দরজা ধীরে ধীরে ঠেলিয়া নিঃশব্দে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি সেই সময় অনুমান করিয়াছিলাম, রাজকুমারী হরির প্রেমে আশক্ত হইয়াছে, তাই হরি উহার গৃহে গোপনে গমন করিয়া থাকে। আমি পুলিসের ভয়ে এ কথা পূর্ব্বে বলিতে সাহসী হই নাই।"

অপর আর একটী স্ত্রীলোক কহিল,—"রাত্রি আন্দাজ ডুইটার সময় আমি আমার গৃহ হইতে বহির্গত হই। আমার গৃহে একটী লোক ছিল, সেই সময় সে আমার গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, সদর দরজা খুলিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিবার নিমিত্ত, আমি তাহার সহিত আমার গৃহ হইতে বহির্গত হই এবং তাহার সহিত সদর দরজা পর্য্যন্ত গমন করিয়া দেখি যে, সদর দরজা খোলা রহিয়াছে। কে যে সেই দরজা খুলিয়া বাহিরে গমন করিয়াছে, সেই সময় তাহার কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া, সেই দরজা ভিতর হইতে পুনরায় আমি বন্ধ করিয়া দি, এবং আমার গৃহে গিয়া আমি শয়ন করি।"

তৃতীয় ভাড়াটিয়া কহিল,—"যে দিবস রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, সেই দিবস অতি প্রত্যূষে আমি গাত্রোত্থান করিয়া, আমার বাবুর সহিত সহিত আমি সদর দরজা পর্য্যন্ত গমন করি। সেই

সময় সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। সেই দরজা আমি খুলিয়া দিলে, আমার বাবু এই বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যান। সেই সময় সেই দরজা আমি পুনরায় বন্ধ করিবার বাসনা করিয়া যেমন উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করি, সেই সময় হরি বাহির হইতে আসিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে। সেই সময় তাহার অবস্থা দেখিয়া, আমার মনে কেমন একরূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। উহাকে দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ও যেন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছে, আর উহার মনে যেন কি একটী ভয়ানক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আমাদিগের সহিত যখন হরির সাক্ষাৎ হইত, সেই সময় দুই একটী কথা না বলিয়া, সে কখনও প্রস্থান করিত না। কিন্তু সে দিবস আমার সহিত কোন কথা না বলিয়া, যেন নিতান্ত চিন্তিত অন্তঃকরণে সে তাহার মাতার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।"

চতুর্থ ভাড়াটিয়া কহিল,—"যে দিবস রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে আমিই সকলের শেষে সদর দরজা বন্ধ করিয়া আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। আমি যখন সদর দরজা বন্ধ করি, তখন বোধ হয়, রাত্রি বারটা। সেই সময় হরিকে দেখিতে পাই, সে তাহার মাতার গৃহের সম্মুখে বারান্দার উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ওরূপ সময় ওরূপ স্থানে আমি হরিকে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও বসিতে দেখি নাই; সুতরাং আমার মনে একটু সন্দেহ হয়। মনে করি, বোধ হয়, তাহার কোনরূপ অসুখ হইয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া আমি হরিকে জিজ্ঞাসা করি, "এমন সময় এরূপ ভাবে তুমি বাহিরে বসিয়া রহিয়াছ কেন?" আমার কথায় হরি কোনরূপ উত্তর প্রদান করে নাই; সুতরাং তাহার ব্যবহারে আমি একটু

বিরক্ত হইয়া তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আমার গৃহে গিয়া শয়ন করিয়াছিলাম।"

পঞ্চম ভাড়াটিয়া বা [illegible] কহিল,——"রাত্রি আন্দাজ বারটা কি একটার সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। আমি আমার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, আমার গৃহের সম্মুখের বারান্দার উপর আসিয়া উপবেশন করি। সেই সময় রাজকুমারীর গৃহ হইতে কেমন একরূপ গোঁ গোঁ শব্দ আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করে। আমি উঠিয়া ধীরে ধীরে রাজকুমারীর গৃহের নিকট গমন করি, এবং তাহার গৃহের দরজা ঠেলিয়া দেখি, উহা ভিতর হইতে বন্ধ। বেড়ার ফাক দিয়া দেখিতে পাই, উহার গৃহে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, মেঝেয় পাটির উপর রাজকুমারী চিৎ হইয়া শুইয়া রহিয়াছে, হরি তাহার বুকের উপর বসিয়া রহিয়াছে, রাজকুমারী অল্প অল্প গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে অন্য এক ভাবের উদয় হইল। আমি মনে মনে সবিশেষ লজ্জিত হইয়া আমার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। তৎপরে আমার গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া, আমি আমার বিছানায় শয়ন করিলাম।"

ষষ্ঠ স্ত্রীলোক বা বিধু কহিল,——"যে দিবস প্রাতঃকালে রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব্ব রজনী আন্দাজ একটা কি দেড়টার সময় আমি আমার গৃহ হইতে বাহিরে গমন করিয়াছিলাম। সেই সময় রাজকুমারীর গৃহ হইতে অল্প গোঁ গোঁ শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করে। কিসের শব্দ তাহা আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, কিয়ৎক্ষণ আমার গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি। তাহার পরই দেখিতে পাই, হরি রাজকুমারীর গৃহ হইতে বাহিরে গমন করে, এবং দ্রুতপদে সদর দরজার নিকট গমন করিয়া, সেই দরজা খুলিয়া বাড়ী

হইতে বহির্গত হইয়া যায়। যে সময় সে রাজকুমারীর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়, সেই সময় তাহার হস্তে লাল রুমাল, বা সাদা নেকড়ায় বাঁধা ছোটগোছের একটী পুঁটুলি ছিল। এখন আমার বেশ অনুমান হইতেছে যে, সেই পুঁটুলির মধ্যে রাজকুমারীর গৃহ হইতে অপহৃত অলঙ্কারগুলি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।"

সেই বাড়ীতে যতগুলি ভাড়াটিয়া ছিল, সকলেই কিছু না কিছু হরির বিপক্ষে বলিল। কেবলমাত্র ত্রৈলোক্য কহিল,——"আমি ইহার কিছুই অবগত নহি, বা হরির বিপক্ষে আমি এ পর্য্যন্ত কোন কথা শুনি নাই।"

আমরা ত্রৈলোক্যকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। সাক্ষীগণ যেরূপ জবানবন্দী দিতে লাগিল, ত্রৈলোক্য সেই স্থানে বসিয়া স্থিরভাবে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে একটী একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

এইরূপে সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া গেল। তখন কর্ম্মচারী-মাত্রেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "এখন এই মোকদ্দমার উদ্ধার হইল, এখন উত্তমরূপে জানিতে পারা গেল যে, এই হত্যা কাহার দ্বারা হইয়াছে। রাজকুমারীর গৃহ হইতে অপহৃত অলঙ্কারগুলি পাওয়া যাউক, বা না যাউক, এই সকল সাক্ষীর সাক্ষ্যে যে হরির ফাঁসি হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

এ পর্য্যন্ত হরিও সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া, সকল কথা শ্রবণ করিতেছিল। কর্ম্মচারীগণের কথা শেষ হইবার পর, আমি কহিলাম, "এখন আর হরিকে এরূপ ভাবে রাখা উচিত নহে। হত্যাকারীকে যেরূপ ভাবে রাখা হইয়া থাকে, ইহাকেও এখন সেইরূপ ভাবে রাখা কর্ত্তব্য।"

আমার কথা শেষ হইবামাত্রই একজন কর্ম্মচারী উঠিয়া হরিকে ধরিলেন, ও তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইলেন; তৎপরে বস্ত্র দ্বারা পুনরায় উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া দুইজন প্রহরীর হস্তে তাহাকে অর্পণ করিলেন।

হরির মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। কেবল তাহার চক্ষু দিয়া বেগে জলধারা বহিতে লাগিল, এবং সজলনয়নে মধ্যে মধ্যে এক একবার কেবল ত্রৈলোক্যের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, "মা! আমি তোমার পায়ে হাত দিয়া দিব্য করিয়া বলিতে পারি, আমি ইহার কিছুই জানি না। রাজকুমারীকে আমি হত্যা করি নাই, বা তাহার অলঙ্কার-পত্র প্রভৃতি কোন দ্রব্যই আমি অপহরণ করি নাই। আমি সমস্ত রাত্রি বাড়ীতেই ছিলাম, একবারের নিমিত্ত আমি বাড়ীর বাহিরে গমন করি নাই।"

আমরা হরির কথায় কর্ণপাতও করিলাম না। অধিকন্তু তাহাকে কহিলাম, "রাজকুমারীর গহনাগুলি তুমি কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ, তাহা এখনও বলিয়া দেও। নতুবা আমাদিগের হস্তে তোমার যন্ত্রণার শেষ থাকিবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমাদিগের এই সকল ব্যাপার দেখিয়া, ত্রৈলোক্য যে স্থানে বসিয়াছিল, সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং আমাকে কহিল, "আমি নির্জ্জনে আপনাকে দুই একটী কথা বলিতে চাহি।"

ত্রৈলোক্যের কথা শুনিয়া আমিও গাত্রোত্থান করিলাম, এবং তাহার সহিত সেই বাড়ীর ভিতর একটু অন্তরালে গমন করিলাম।

সেই স্থানে ত্রৈলোক্য কহিল, "মহাশয়! হরি আমার পুত্র, তাহা আপনি অবগত আছেন, এবং উহাকে আমি কিরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাহাও আপনি জানেন। আপনি যে অপরাধের নিমিত্ত হরিকে বন্ধন করিয়াছেন, এবং যাহার বিপক্ষে বাড়ীর সকলেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, সেই হরির দ্বারা সেই হত্যাকাণ্ড ঘটে নাই; নিরপরাধ হইয়াও হরি আমার মারা যাইতেছে!"

আমি। হরি যদি এই হত্যা না করিল, তাহা হইলে বাড়ীর সমস্ত লোকেই উহার বিপক্ষে বলিতেছে কেন? আর কেইবা রাজকুমারীকে হত্যা করিল?

ত্রৈলোক্য। বাড়ীর সকলে যে কেন হরির বিপক্ষে বলিতেছে, তাহা আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। প্রকৃতপক্ষে কেবল একটী মাত্র স্ত্রীলোক ভিন্ন অপরে ইহার কিছুই অবগত নহে।

আমি। সেই স্ত্রীলোকটী কে?

ত্রৈলোক্য। প্রিয়।

আমি। প্রিয় কি জানে?

ত্রৈলোক্য। প্রিয় জানে যে, আমার দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। প্রিয় জানে যে, এই হত্যাকাণ্ডে সেই আমাকে সহায়তা করিয়াছে।

আমি। আপন পুত্রকে বাঁচাইবার নিমিত্ত কেন মিথ্যা কথা বলিতেছ?

ত্রৈলোক্য। মিথ্যা কথা নহে, আমি সম্পূর্ণরূপ সত্য কথা কহিতেছি।

আমি। যদি তুমি প্রকৃত কথা বলিতে চাহ, তাহা হইলে গোপনে আমাকে বলিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। প্রকৃতপক্ষে যাহা তুমি অবগত আছ, বা নিজে তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা সকলের সম্মুখে প্রকাশ কর। তোমার সমস্ত কথা শুনিলে তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে, তোমার কথা কতদূর প্রকৃত। বুঝিব, এই হত্যা তোমার দ্বারা হইয়াছে কি না, মিথ্যা কথা বলিয়া তুমি হরিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছ কি না।

ত্রৈলোক্য। আমি মিথ্যা কথা বলিয়া হরিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি না। চলুন, আমি যাহা জানি, তাহা সর্ব্বসমক্ষে বলিতেছি। আমার সকল কথা শুনিলে নিশ্চয়ই আপনারা আমার প্রাণের হরিকে ছাড়িয়া দিবেন।

এই বলিয়া ত্রৈলোক্য পুনরায় আপনার স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল, আমিও আপন স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

সেই স্থানে উপবেশন করিয়া, ত্রৈলোক্য আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনি আমার অনেক বিষয় অবগত আছেন। সুতরাং মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিলে, আপনি আমার অবস্থা যতদূর বুঝিতে পারিবেন, ততদূর আর কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না।"

এই বলিয়া ত্রৈলোক্য বলিতে আরম্ভ করিল,—"যে হত্যাপরাধে আপনি আমাকে বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি প্রকৃতই সেই অপরাধে অপরাধী ছিলাম; কিন্তু ইংরাজের আইনের বলে ও বিচারকের বিচারের গুণে, আমি সে যাত্রা পরিত্রাণ পাই। বিচারে অব্যাহতি পাইয়া, যে স্থানে আমি পূর্ব্বে বাস করিতাম, সেই স্থানে গিয়া পুনরায় বাস করিতে আরম্ভ করি। আমার দুষ্কার্য্যের প্রধান সহায় সেই বোবা, তাহা বোধ হয়, আপনি জানেন; তাহার

সেই সময় মৃত্যু হওয়ায়, আমি পুনরায় সেইরূপ কার্য্য করিতে এক-বারে অসহায় হইয়া পড়ি। এদিকে সেই পাড়ার সমস্ত লোকেই ক্রমে আমার চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া পড়ে, সুতরাং আমার কথায় আর কেহই বিশ্বাস করিত না। এমন কি, আমার সঙ্গে অনেকেই বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করিত না। তখন সেই স্থানে আর বাস করা যুক্তি-যুক্ত নহে, বিবেচনা করিয়া, আমি আমার সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী এবং আমার প্রাণের পুত্র হরিকে লইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করি। পরিশেষে পাঁচুধোপানির গলির এই বাড়ীতে আসিয়া একখানি ঘর ভাড়া করিয়া লই। এই স্থানের কোন লোকেই আমাকে চিনিত না, বা কোন স্ত্রীলোকের সহিত আমার আলাপ-পরিচয়ও ছিল না। সুতরাং এই স্থানে এতদিবস পর্য্যন্ত আমি নির্ব্বিবাদে বাস করিয়া আসিতেছিলাম। আমি এই বাড়ীতে উঠিয়া আসিবার কিছুদিবস পরে, প্রিয় আসিয়াও এই বাড়ীতে একখানি ঘর ভাড়া লয়, এবং সেই পর্য্যন্ত সেও এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। যে সময় প্রিয় এই বাড়ীতে উঠিয়া আইসে, সেই সময় হইতেই তাহার উপর কেমন আমার একটু ভালবাসা জন্মায়। পরে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে প্রিয়ও আমাকে সবিশেষরূপ যত্ন করিতে আরম্ভ করে, এবং ক্রমে আমার সবিশেষ অনুগত হইয়া পড়ে।

"যে সময় আমি এই বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছিলাম, সেই সময় আমার চলাচলের সবিশেষ কোন কষ্ট ছিল না। পূর্ব্বে নানারূপ অসৎ উপায়ে যে সকল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, এখন পর্য্যন্তও তাহার কিছু অর্থ আমার নিকট ছিল; কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল অর্থ ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া গেল। পুনরায় আমার অর্থের প্রয়োজন হইতে লাগিল।

"এই বাড়ীতে যতগুলি স্ত্রীলোক আছে, তাহাদের সকলের অপেক্ষা রাজকুমারীই কিছু দরিদ্র ভাবে থাকিত; কিন্তু সকলের যাহা নাই, রাজকুমারীর তাহা ছিল। তাহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সোণার অলঙ্কার ছিল; কিন্তু তাহার অধিকাংশই সে ব্যবহার করিত না, উহা তাহার বাক্সের মধ্যে প্রায়ই আবদ্ধ থাকিত।

"সেই সকল অলঙ্কার দেখিয়া পর্য্যন্ত উহার উপর আমার অতিশয় লোভ হইল। কিরূপে সেই অলঙ্কারগুলি আমার হস্তগত হইতে পারে, সর্ব্বদা কেবল তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলাম; কিন্তু মনের চিন্তা অধিক দিবস গোপনে রাখিতে পারিলাম না। কথায় কথায় একদিবস আমার মনের ভাব প্রিয়র নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, প্রিয়ও আমার ইচ্ছার অনুগামিনী হইল। তখন কিরূপ উপায়ে রাজকুমারীর অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিতে সমর্থ হই, উভয়ে মিলিয়া তাহার পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলাম। পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, উহাকে কোনরূপে অজ্ঞান করিয়া তাহার গহনাগুলি অপহরণ করিব। যেরূপ পরামর্শ হইল, কার্য্যেও তাহার সেইরূপ সংগ্রহ করিলাম; কিয়দ্দিন পরে ধুতুরার বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া রাখিলাম।"

আমি। ধুতুরার বীজ সংগ্রহ করিলে কিরূপে?

ত্রৈলোক্য। আমার পূর্ব্ব বাসস্থান ছিল পাড়াগাঁয়ে; সুতরাং ধুতুরা যে কি জিনিষ, তাহা আমি বেশ জানি। উহার গুণ আমি অবগত আছি, এবং কোথায় যে উহা পাওয়া যায়, তাহাও আমার জানিতে বাকী নাই। একদিবস সহরের বাহিরে একখানি বাগানে কতকগুলি ধুতুরার গাছ দেখিতে পাই। উহা হইতে কয়েকটী ফল আনিয়া, তাহা চূর্ণ করিয়া আপন গৃহে রাখিয়া দি।

আমি। তাহার পর কি হইল?

ত্রৈলোক্য। ধুতুরার গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম সত্য; কিন্তু রাজকুমারীকে উহা প্রয়োগ করিবার সুযোগ অনেকদিবসের মধ্যে করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি পূর্ব্বে জানিয়াছিলাম যে, যেরূপ করিয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে হয়, সেইরূপ করিয়া সিদ্ধি সাজিয়া খাইলে অতিশয় নেশা হয়; সুতরাং কিছু সিদ্ধিও আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম। এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আমি চারি পাঁচদিবস রাখিলাম; কিন্তু কোনরূপ সুযোগ করিতে পারিলাম না।

"একদিবস রাজকুমারী তাহার একটা পরিচিতা স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন, আমিও তাহার সহিত গিয়াছিলাম। যখন আমরা উভয়ে সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করি, সেই সময় কিছু সন্দেশ আমি খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম। সেই সন্দেশ যে আমি নিজে ভোজন করিব বলিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা নহে, উহার দ্বারাই আমি রাজকুমারীর সর্ব্বনাশ সাধন করিব, এই অভিপ্রায়েই আমি উহা আনিয়াছিলাম।

"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি কতকটা ধুতুরার গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম। এখন আমি এবং প্রিয় উভয়ে মিলিয়া সেই সন্দেশের কতকগুলিতে সেই গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দিলাম, কতকগুলি সন্দেশ ভাল রহিল। তখন উহা আমরা পৃথক পাত্রে, আমার ঘরের ভিতরে যে একটী আলমারি আছে, তাহার মধ্যে চাবি-বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলাম। আলমারির ভিতর উহা বদ্ধ করিয়া রাখিবার কারণ এই যে, পাছে হরি জানিতে পারিয়া সেই সন্দেশ খাইয়া ফেলে।

"যে দিবস প্রাতঃকালে রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার সময় রাজকুমারী আমার গৃহে আসিয়া উপবেশন করে, এবং সন্ধ্যার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত আমার গৃহে বসিয়া নানা-রূপ গল্প-গুজবে নিযুক্ত থাকে। প্রিয়ও সেই সময় আমার গৃহে ছিল। সেই সময় মনে করিয়াছিলাম, বিষমিশ্রিত সন্দেশ কোনরূপে সেই স্থানে রাজকুমারীকে খাওয়াইয়া দিব, কিন্তু কার্য্যে তাহা করিয়া উঠিতে পারি নাই। কারণ, আমার মনে হয়, যদি রাজকুমারী অজ্ঞান হইয়া আমারই গৃহে পতিত হয়, তাহা হইলে গোলযোগ হইয়া পড়িবে; সুতরাং আমার মনোবাঞ্ছা কোনরূপেই পূর্ণ করিতে সমর্থ হইব না। এই ভাবিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে আমার গৃহে ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে সেই সন্দেশ খাওয়াইবার নিমিত্ত কোনরূপ উদ্‌যোগ করিলাম না। পরিশেষে সে যখন উঠিয়া আমার গৃহ হইতে তাহার নিজের গৃহে গমন করিল, তখন আমি ও প্রিয় উভয়েই তাহার সহিত গমন করিয়া তাহার গৃহে গিয়া উপবেশন করিলাম। যে একখানি মাজুরের উপর রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, আমাদিগের বসিবার নিমিত্ত রাজকুমারী সেই মাজুর বিছাইয়া দেয়। আমরা তাহার উপর উপবেশন করিলে, সেও উহার উপর আমাদিগের সন্নিকটে উপবেশন করে। সেই গৃহে বসিয়া বসিয়া ক্রমে রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল।

"রাত্রি আন্দাজ সাড়ে এগারটার সময় আমি প্রিয়কে কহিলাম, 'ভাই! বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে, কিছু খাইতে ইচ্ছা করিতেছে।'

"প্রিয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল ও কহিল, 'আমারও ক্ষুধা লাগিয়াছে। রাজকুমারী ত আমাদিগকে কিছু খাইতে দিবে না, চল আমরা গিয়া আমাদের গৃহে আহার করিয়া আসি।'

"উত্তরে রাজকুমারী কহিল, 'কেন আমার কি কিছুই নাই যে, তোমাদিগকে আর কিছু আহার করিতে [illegible] পারিব না? কি খাইতে চাও, বল না।'

"আমি কহিলাম, 'আর কিছুই [illegible]। অনেক দিন ফলার করি নাই, আজ মনটা বলিতেছে [illegible]।'

"এই বলিয়া প্রিয়কে কহিলাম, [illegible], দই-চিড়া ও কিছু মিষ্ট দ্রব্য যদি এখন খরিদ করিয়া আনিতে পার, তাহা হইলে খরিদ করিয়া আন না কেন। [illegible] তিনজনেই এই স্থানে বসিয়া ফলার করিব এখন?'

"আমার কথা শুনিয়া রাজকুমারী গাত্রোত্থান করিল, এবং প্রিয়কে সেই স্থানে বসিতে বলিয়া কয়েকটী পয়সা লইয়া সে বাহিরে গমন করিল। আমরা তাহার গৃহে বসিয়া [illegible] দুরভিসন্ধির উপায় স্থির করিতে লাগিলাম। সেই সময় বাড়ীর অপর [illegible] কেহই জাগরিত ছিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকুমারী কিছু চিড়া, [illegible] দ্রব্যের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমরা সেই সকল দ্রব্য দুইখানি পাত্রে রাখিয়া তাহাতেই আহারের বন্দোবস্ত করিলাম। একখানি পাত্রে রাজকুমারীকে দিলাম, সে সেই পাত্রে আহার করিতে লাগিল; আর একখানি পাত্রে আমি ও প্রিয় উভয়ে আহার করিতে বসিলাম। সেই সময় প্রিয় কহিল, 'ফলারে মিষ্টতা কিছু কম হইয়াছে।' প্রিয়র কথার উত্তরে আমি প্রিয়কে কহিলাম, 'আমার এই চাবি লইয়া যাও, আলমারির ভিতর সন্দেশ ছিল, যদি থাকে, তাহা হইলে উহা আন।'

"প্রিয় আমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আমার আলমারি হইতে বিষমিশ্রিত এবং বিষ-অমিশ্রিত সমুদায় সন্দেশ আনিয়া আমার নিকট রাখিয়া দিল। উহা হইতে যে সন্দেশে বিষমিশ্রিত ছিল না, তাহার

কিয়দংশ আমি গ্রহণ করিলাম, অবশিষ্ট প্রিয়কে দিলাম। আর যাহাতে বি[illegible] তাহা রাজকুমারীকে প্রদান করিলাম। রাজকুমারী তাহার কি[illegible] পরিমাণে ভোজন করিল; খাইতে ভাল লাগিতেছে না বলিয়া, [illegible] খাইয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু সে যাহা আহার করিল, [illegible]তেই তাহার নেশা হইল; তবে একবারে হতজ্ঞান হইয়া প[illegible]

"এই ব্যাপার দেখিয়া আমি [illegible]কে এক ছিলুম তামাকু সাজিতে কহিলাম। প্রিয় আমার দুরভিসন্ধি [illegible]তে পারিয়া তামাকুর পরিবর্ত্তে সিদ্ধি সাজিয়া আনিল। তামাকু [illegible] রাজকুমারীকে সেই সিদ্ধির ধূমও পান করাইলাম; কিন্তু তাহাতেও রাজকুমারী একবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল না। আমার ইচ্ছা ছিল যে, রাজকুমারী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে পর, উহার সমস্ত অলঙ্কার চুরি করিয়া লইব। কিন্তু সেও অজ্ঞান হইল না, আমিও আমার অভিলষিত উপায়ে তাহার অলঙ্কারগুলি হস্তগত করিতে সমর্থ হইলাম না। তখন আমি অনন্যোপায় হইয়া উহার বুকের উপর বসিয়া জোর করিয়া উহার গলা টিপিয়া ধরিলাম; প্রিয়কে কহিলাম, 'উহার পা দুইখানি চাপিয়া ধর।' প্রিয় তাহাই করিল, জোর করিয়া তাহার পা চাপিয়া ধরাতে রাজকুমারী আর জোর করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। তখন আমরা উহার সমস্ত অলঙ্কার বাহির করিয়া লইয়া উহার গৃহের দরজা ভেজাইয়া রাখিয়া উহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল না যে, উহাকে হত্যা করিয়া উহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইব; কিন্তু কার্য্যের গতিতে এবং লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, পরিশেষে আমি উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলাম।

"মহাশয়! এখন ত জানিতে পারিলেন যে, রাজকুমারীকে কে হত্যা করিয়াছে। এখন ত আপনি [illegible] পারিলেন যে, এই হত্যাকাণ্ডের কিছুই হরি অবগত [illegible] আপনি হরিকে অব্যাহতি প্রদান করুন, নির্দ্দোষ [illegible] কষ্ট দিবেন না। এ খুন হরি করে নাই, হরির এ কার্য্য [illegible] ক্ষমতাও নাই। বাড়ীর সকলে মিথ্যা কথা বলিয়া হরির [illegible] করিতে বসিয়াছে। এই মহাপাপের নায়িকা আমি। [illegible] দ্বারাই এই মহাপাপ সম্পাদিত হইয়াছে। আমিই রাজকু[illegible] হত্যা করিয়াছি। এই মহা-পাপের নিমিত্ত যে দণ্ড আপনারা আমার উপর বিধান করিবেন, আমি সে-ই দণ্ড গ্রহণ করিতে [illegible] আছি।

"মহাশয়! আমি যে সকল [illegible] আপনাদিগের নিকট স্বীকার করিলাম, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত [illegible] করিয়াছিলাম না, এবং কখনও করিতাম না; কিন্তু হরির উপর [illegible] প্রমাণ সংগ্রহ হই-য়াছে, দেখিতে পাইতেছি, গহনা পাওয়া যাউক, আর না যাউক, তাহার ফাঁসি নিশ্চয়। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার প্রাণ হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে! আমার পাপে নির্দ্দোষ হরির প্রাণ যায় দেখিয়া, মন একবারে অধীর হইয়া পড়িতেছে! প্রবল পুত্রস্নেহ আসিয়া আমার মন অধিকার করিতেছে! পূর্ব্বে আমার যেরূপ মনের গতি ছিল, এখন আর তাহা নাই, উহা একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িতেছে। হরির প্রাণ অপেক্ষা এখন আমার প্রাণকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করি-তেছি। তাই আপনাকে বলিতেছি, যখন আপনি প্রকৃত দোষীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন হরিকে আর নিরর্থক কষ্ট প্রদান করিতেছেন কেন? আমার সম্মুখে তাহাকে মুক্তি প্রদান করুন। তাহার কষ্ট আর ক্ষণমাত্রও দেখিতে পারিতেছি না!"

ত্রৈলোক্যের এই কথা শুনিয়া, সেই স্থানে যে সকল কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই একবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। বাড়ীর অপরাপর কর্ম্মচারিগণ, যাহারা ইতিপূর্ব্বে হরির বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল, তাহারা মস্তক অবনত করিয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিল; এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার বক্রদৃষ্টি করিয়া ত্রৈলোক্যকে দেখিতে লাগিল।

আমি কহিলাম, "আপনার পুত্রকে বাঁচাইতে কে না চেষ্টা করিয়া থাকে? তুমি তোমার পুত্র হরিকে বাঁচাইবার নিমিত্ত যে এইরূপ মিথ্যা কথা কহিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আমি যেরূপ প্রমাণ পাইতেছি, তাহাতে রাজকুমারী যে হরি কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, তাহা আমরা একরূপ স্থিরই করিয়া লইয়াছি। কিন্তু তুমি এখন বলিতেছ, সেই হত্যা হরির দ্বারা হয় নাই, তোমার দ্বারাই হইয়াছে। কেবল তোমার কথার উপর নির্ভর করিয়া, আমি কার্য্য করিতে পারি না। এই খুন যে তুমি করিয়াছ, তোমার নিজের কথা ব্যতীত তাহার আর প্রমাণ কি?—যে, সেই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, আমি হরিকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারি?"

ত্রৈলোক্য। এই খুন যে আমি করিয়াছি, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ এই কথা আমি সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ, ওই প্রিয় ইহার সমস্ত অবগত আছে, উহাকে ঈশ্বরের দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসা করুন; ও প্রকৃত কথা বলিলে, আপনাদিগের মনে আর কোনরূপ সন্দেহ থাকিবে না, আপনারা সমস্ত বিষয়ই জানিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস যে, প্রিয় এখন আমাকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে আর মিথ্যা কথা কহিবে না। তৃতীয়তঃ, যে বিষমিশ্রিত সন্দেশের কিয়দংশ রাজকুমারীকে

খাইতে দিয়াছিলাম, তাহার অবশিষ্ট সন্দেশ এখনও আমার আলমারির ভিতর আছে। যে সকল কর্ম্মচারী আমার আলমারি অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সেই সন্দেশ দেখিয়াছেন। সেই সন্দেশ পরীক্ষা করিয়া দেখুন যে, উহাতে ধুতুরা চূর্ণ আছে কি না। সিদ্ধির কাগজও, বোধ হয়, এখনও আমার ঘরে পড়িয়া আছে। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ আপনারা কি চাহেন?

আমি। অধিক প্রমাণ আর কিছুই চাহি না; যদি তুমি রাজকুমারীকে হত্যা করিয়া, তাহার অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই অপহৃত অলঙ্কারগুলি সর্ব্বসমক্ষে বাহির করিয়া দেও। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, এই হত্যা হরির দ্বারা হয় নাই, তোমার দ্বারাই এই হত্যা হইয়াছে। তখন হরিকে অব্যাহতি প্রদান করিতে আমাদিগের আর কিছু মাত্র আপত্তি থাকিবে না।

ত্রৈলোক্য। উত্তম কথা, যদি ইহাতেও আপনারা আমার কথা বিশ্বাস না করেন, নির্দ্দোষ হরিকে ছাড়িয়া না দেন, তাহা হইলে আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, আমি সেই সকল অপহৃত অলঙ্কার বাহির করিয়া আপনাদিগের হস্তে অর্পণ করিতেছি। তাহা হইলে হরিকে ছাড়িয়া দিতে আপনাদিগের ত আর কোনরূপ আপত্তি থাকিবে না?

আমি। তাহা হইলে আর আমাদিগের আপত্তি থাকিবে কেন? কিন্তু তুমি অলঙ্কারগুলি কোথায় রাখিয়াছ, বল দেখি।

ত্রৈলোক্য। কোথায় আর রাখিব? আমার ঘরেতেই আছে।

অপরাপর কর্ম্মচারীগণ। ঘরের কোথায় আছে?

ত্রৈলোক্য। আমার ঘরে আলমারির মধ্যেই আছে।

অপরাপর কর্ম্মচারীগণ। মিথ্যা কথা। সেই আলমারি আমরা প্রত্যেকেই এক একবার করিয়া দেখিয়াছি। উহার ভিতর সেই সকল অলঙ্কার কোনরূপে থাকিতে পারে না।

ত্রৈলোক্য। পারে, না পারে, তাহা লইয়া তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, দেখুন, সেই আলমারির ভিতর হইতে রাজকুমারীর সমস্ত অলঙ্কার আমি বাহির করিয়া দিতে পারি কি না।

এই বলিয়া ত্রৈলোক্য আমাদিগের সকলের সমভিব্যাহারে তাহার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং আমাদিগকে কহিল "যে স্থানে আলমারিটী স্থাপিত আছে, সেই স্থান হইতে উহা একটু সম্মুখের দিকে সরাইয়া দিন।" এই কথা বলিবামাত্র, সেই আলমারি আমার প্রায় এক হস্ত সম্মুখ ভাগে সরাইয়া দিলাম। ত্রৈলোক্য সেই আলমারির পশ্চাৎ ভাগে গমন করিয়া, উহার পশ্চাদ্ভাগে যে একটী [illegible] অংশ ছিল, তাহা খুলিয়া, তাহার মধ্য হইতে রাজকুমারীর সমস্ত অলঙ্কারগুলি বাহির করিল, এবং আমাদিগের হস্তে প্রদান করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া কর্ম্মচারী মাত্রেই, একবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন; কারণ তাঁহারা প্রত্যেকেই সেই আলমারি এক একবার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

সেই আলমারির ভিতর হইতে কর্ম্মচারীগণ যে সেই সকল অলঙ্কার পূর্ব্বে বাহির করিতে পারেন নাই, তাহাতে তাঁহাদিগের কিছু মাত্র দোষ ছিল না। কারণ সেই আলমারির গঠন স্বতন্ত্ররূপ ছিল। আলমারির সর্ব্ব-উপরিস্থিত তক্তার ছয় ইঞ্চি নিম্নে, অথচ কার্ণিসের ভিতরে আর একখানি তক্তা এরূপ ভাবে বসান ছিল যে, ভিতর হইতে দেখিলে বোধ হইত, সেই তক্তা খানিই আলমারির

সর্ব্ব-উপরের তক্তা। উপরের তক্তা খানি যেরূপ ভাবে কার্ণিসের সহিত আবদ্ধ থাকে, উহাও ঠিক সেইরূপ ভাবে সম্মুখ হইতে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু আলমারির কার্ণিসের উপর উপর্য্যুপরি দুই খানি তক্তার ভিতর দুই ইঞ্চি পরিমিত ব্যবধান ছিল। তাহার ভিতর দ্রব্যাদি রাখিবার বা উহা হইতে দ্রব্যাদি বাহির করিয়া লইবার নিমিত্ত আলমারির পশ্চাৎ ভাগে একটী দরজা ছিল। এক খানি কাষ্ঠে উহা এরূপ আড়ভাবে বসান ছিল যে, পশ্চাৎ হইতে দেখিলেও কেহ সহজে বুঝিতে পারিতেন না যে, উহার মধ্যে একটী দেরাজের মত স্থান আছে। সেই এড়ো কাষ্ঠ খানি আলমারির যে পার্শ্বে শেষ হইয়াছে, সেই পার্শ্বে সেই কাষ্ঠের গায়ে একটু সামান্য ফাটা দাগ ছিল মাত্র। সেই দাগের ভিতর নখ বসাইয়া এক পার্শ্বে সরাইয়া দিলে সেই এড়ো কাষ্ঠ খানি সরিয়া যাইত; সুতরাং সেই দেরাজের মুখ ফাঁক হইয়া পড়িত। তখন তাহার মধ্যে ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্য রাখিয়া দিয়া বা তাহা হইতে কোন দ্রব্য বাহির করিয়া লইয়া, সেই এড়ো কাষ্ঠ সরাইয়া দিলে ঠিক আপন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত। তখন উহার মধ্যে দ্রব্যাদি রাখিবার যে একটী স্থান আছে, তাহা আর কাহারও অনুমান করিবার সাধ্য থাকিত না।

পরিশেষে দেখা গেল যে, ত্রৈলোক্য আপন পুত্রকে বাঁচাইবার নিমিত্ত যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহার সমস্তই প্রকৃত। সন্দেশে বাস্তবিকই বিষ পাওয়া গেল, তাহার ঘর অনুসন্ধান করিয়া, কিছু সিদ্ধির সহিত এক খানি কাগজও বাহির হইল। প্রিয়ও পরিশেষে সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া, তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিল। তখন আমরা হরিকে অব্যাহতি প্রদান করিলাম, এবং বন্দীরূপে ত্রৈলোক্যকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইলাম। মাজিষ্ট্রেট

সাহেব তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া, বিচারার্থ তাহাকে হাইকোর্টে প্রেরণ করিলেন।

এই সময় [illegible] আমাদিগের জুয়াচুরি বুঝিতে পারিয়াছিল। সেই সময় সে আমাকে এক দিবস কহিল, "এত দিবসের মধ্যে আমি কখনও কাহারও কথায় ভুলি নাই, বা কাহারও কৌশলে কখনও পতিত হই নাই; কিন্তু আপনার কৌশল-জাল আমি ছিন্ন করিতে পারিলাম না। সেই সময় আমি একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আপনি আমার মত শঠের উপরেও শঠতা বিস্তার করিয়াছেন। এখন আমি জানিতে পারিয়াছি যে, সেই সময় আপনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই আপনার চাতুরী। আপনি বাড়ীর সমস্ত লোককে শিখাইয়া, আমাকে চাতুরী-জালে জড়ীভূতা করিবার মানসেই তাহাদিগের দ্বারা মিথ্যা কথা বলাইয়াছিলেন, এবং প্রকাশ্যভাবে সকলকেই দেখাইয়াছিলেন যে, আমার নির্দ্দোষ পুত্র হরিই এই ভয়ানক অপরাধে অপরাধী, সে-ই রাজকুমারীর প্রাণহন্তা। উঃ আপনাদিগের কি ভয়ানক চাতুরী! কি ভয়ানক কৌশল!! যদি আমি সেই সময় আপনার ভয়ানক চাতুরী-জালে না পড়িতাম, পুত্রস্নেহের ভয়ানক পীড়নে পীড়িত না হইতাম, এবং আপনার ভয়ানক কৌশলে আমি হতবুদ্ধি না হইয়া রাজকুমারীর অপহৃত অলঙ্কারগুলি আমার আলমারির ভিতর হইতে বাহির করিয়া আপনাদিগের হস্তে প্রদান না করিতাম, তাহা হইলে আজ আমি যে ভয়ানক অবস্থায় পড়িয়াছি, সেইরূপ অবস্থায় কখনই পতিত হইতাম না। আপনারা সকলে মিলিয়া অনেক বার আমার আলমারি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু উহার ভিতর হইতে রাজকুমারীর অপহৃত অলঙ্কারগুলি কোনরূপেই বাহির করিতে সমর্থ

হন নাই এবং আমার বিশ্বাস যে, আপনারা বিধিমত চেষ্টা করিলেও সেই গহনার কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেন না। কেবল আমিই আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছি, আমিই আমার নিজের পায় সবলে কুঠারাঘাত করিয়াছি। যদি আপনারা সেইরূপ কৌশল-জালে আমাকে নিপাতিত না করিয়া, আমার নিকট হইতে সেই সকল অলঙ্কারগুলি বাহির করিয়া লইতে সমর্থ না হইতেন, তাহা হইলে আপনারা আমার কিছুই করিতে উঠিতে পারিতেন না; পূর্ব্বে যেরূপ অসংখ্য হত্যা করিয়া, অসংখ্য স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, বিনা-দণ্ডে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলাম, এ যাত্রাও আমি সেইরূপ ভাবে আপন জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইতাম; আপনারা বিধিমতে চেষ্টা করিয়াও, আমার মস্তকের এক গাছি কেশও উৎপাটিত করিতে সমর্থ হইতেন না। যে পর্য্যন্ত আমি আপন মুখ খুলি নাই, সেই পর্য্যন্ত প্রিয়ও কোন কথা বলে নাই; এবং সহজে সে কোন কথা প্রকাশও করিত না। প্রিয় মনে মনে জানিত, আমি রাজকুমারীর যে সকল অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছিলাম, সেই সকল অলঙ্কার আমি একাকী কখনই গ্রহণ করিব না। তুল্যাংশ না হউক, সে যে উহার কোন না কোন অংশ প্রাপ্ত হইত, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বিশেষতঃ রাজকুমারীকে হত্যার নিমিত্ত আমিও যেরূপ দোষে দোষী, তাহার অপরাধও আমার সেই দোষ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। সে বেশ জানিত, এই কথা তাহার মুখ দিয়া প্রকাশ পাইলে, আমার দশা এবং তাহার দশা সমানই হইবে, তখন সে কোনরূপেই এই সকল কথা আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিত না। কিন্তু যখন সে দেখিল যে, আমি সমস্ত গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম, তখন সে বুঝিল

যে, সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া তাহার পক্ষেও মঙ্গল। কারণ, যখন তাহাকেও আমার সহিত ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে, তখন যদি সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া কোনরূপে সে আপনাদিগের অনুগ্রহ-প্রার্থী হইতে পারে, তাহা সে না করিবে কেন? প্রকৃত কথা বলিলে আপনারা আমার জীবন রক্ষা করিবেন, এই কথা যখন আপনারা সকলে মিলিয়া তাহাকে বুঝাইলেন, তখন সে তাহার অনিচ্ছা সত্তায়ও প্রকৃত কথা কহিল। আর প্রকৃত কথা না বলিলেই বা তাহার উপায় কি? আপনাদিগের কথা শুনিয়া সে সমস্ত প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল বলিয়াই, আজ আপনারা তাহার জীবন রক্ষা করিলেন, সে কেবল মাত্র আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া পরিত্রাণ পাইল। নতুবা আজ আমার যে দশা, তাহারও ঠিক সেই দশা ঘটিত। এই কার্য্যের নিমিত্ত আমি প্রিয়কে দোষ দিই না, বরং তাহার বুদ্ধিরই প্রশংসা করি। কারণ, আপনাদিগের কথা শুনিয়া, এই একমাত্র উপায় অবলম্বন না করিলে, তাহার আর কোনরূপেই বাঁচিবার উপায় ছিল না। আর আপনারাও যে, আমাকে ভয়ানক কৌশল-জালে ফেলিয়া আমার নিকট হইতে সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার নিমিত্তও আমি আপনাদিগের উপর কোনরূপ দোষার্পণ করি না। কারণ দোষীগণকে দণ্ড দেওয়াই আপনাদিগের কার্য্য।

"হরি যে নিরপরাধ, তাহা আপনারা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, আপনারা কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া, বাড়ীর সমস্ত লোকদিগের দ্বারা মিথ্যা কথা বলাইয়া, হরি যে এই ভয়ানক হত্যা করিয়াছে, তাহা লোক-দেখানমত প্রমাণ করিতেছিলেন সত্য; কিন্তু বলুন দেখি, যদি আমার নিকট হইতে প্রকৃত কথা প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা

হইলে নিরপরাধ হরিকে মিথ্যা করিয়া কি কখনও ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইতে পারিতেন? কখনই না, বাধ্য হইয়া আপনারা হরিকে যে নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দিতেন, তাহার আর [illegible] সন্দেহ নাই। নিজ বুদ্ধির দোষে যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার নিমিত্ত এখন আর পরিতাপ করিলে ফল কি? এ পর্য্যন্ত [illegible] মহাপাপ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাওয়াই আমার [illegible]ভাবে কর্ত্তব্য।"

যাহা হউক, হাইকোর্টে জজসাহেব জুরির সাহায্যে ত্রৈলোক্যের বিচার করিলেন। বিচার কালে [illegible] যাহা ঘটিয়াছিল, এবং বিচার ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা স্বতন্ত্র করিয়া বর্ণন করিবার আর আমার প্রয়োজন নাই; আমি তৎ-কাল-প্রকাশিত একখানি সংবাদপত্র হইতে ত্রৈলোক্যের বিচার-ফল নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

FIFTH CRIMINAL SESSIONS.—

SEPTEMBER 2.

(Before the Hon'ble Mr. Justice Norris)

SECOND DAY.

EMPRESS *vs.* **TROYLUCKO RAUR.**—Prisoner was indicated for murder, and is being tried by a special jury.

Mr. Phillips, with Mr. Dunne, prosecuted.

Mr. G. L. Fagan defended the prisoner.

Mr. Phillips, in opening the case to the jury, said that it was certainly a singular one. He would first relate to them the external circumstances. The deceased, Rajcoomaree Raur, a woman of the town, lived

in the same house as the prisoner, where other women of similar character also lived, in Panchoo Dhobani's gully.. On the evening of the 9th August, the prisoner asked the deceased to procure for her certain food—parched rice and *goor*, and that she would pay her later. The prisoner was expecting the man in whose keeping she was, and she intended paying for the articles when he come. He came and left, and after midnight prisoner paid the deceased. They, that is, the prisoner, the deceased, and a woman named Preeo Raur, then procured other food ; and whilst the prisoner and Preeo Raur ate from one cup, the deceased ate from another. After eating the food, the deceased complained of being unwell, and went downstairs to her own room, the other two women going with her. And here the story ended. It was not until they came to a later stage at night, that one of the women, seeing the prisoner, coming out of the room of the deceased, questioned her, and the prisoner replied, that she had gone there to get some food which Rajcoomaree had purchased for her. The evidence would show that she was the last person seen coming out of the room of the deceased. Matters stood thus till the following morning, when one of the women, seeing the door of Rajcoomaree's room open, called out to her, and receiving no answer, looked in and found her lying dead on the floor. The police were then called in, and the *post mortem* examination, held on the body of the deceased, resulted in the medical officer giving it as his opinion that the deceased had died from strangulation. On her (the deceased's) neck were marks of finger-nails, and the question

arose, who had killed her? As the learned Standing Counsel had told the jury, there was one other woman, besides the prisoner, who had partaken of the food with the deceased. This woman said that after the deceased had eaten, she complained of a bad taste and smell, when she was recommended by the prisoner to have a smoke; and her evidence as regards this, was that the prisoner brought her a *hookah* containing some sort of opiate known as *bhang*, which made the deceased feel worse. For these facts, the prosecution relied on the evidence of the woman Preeo, who was first charged as an accomplice, but during the course of the proceedings at the Police Court, the Magistrate tendered her a pardon, when she made the following statement. According to the statement, after the deceased complained of feeling unwell, Preeo herself went to bed. Afterwards, she says, she saw the prisoner coming upstairs with the deceased's ornaments. Seeing this she asked her what she had done, and if she had killed the deceased. The prisoner replied that, she had; that she had done for others before, and that if she did not hold her peace, she would do for her also. Of course, it would be a serious question for the jury to decide, if they could place any reliance on the evidence of Preeo. The statement of an approver could not be acted upon unless it was corroborated in every particular. In the interests of public safety it was necessary at times to resort to the evidence of such persons—accomplices in the crime—possibly to the fullest extent. It was of the utmost importance to know, that the ornaments

of the deceased were found in a *cheffonier* belonging to prisoner and in her room. Evidence would also be given to prove that when the prisoner was taken into custody, her nails were long, but that a sort time after they were found to be cut. The doctor who held the *post mortem* examination would also tell them, that the prisoner was a more powerful woman than the deceased and Preo... and from these, and other surrounding circumstances which would come to light during the trial, the jury would have to arrive at their verdict.

Dr. S. C. Mackenzie, the Police Surgeon, who held the *post mortem* examination, was the only witness examined, after which the Court rose for the day.

Fifth Criminal Sessions,—

September 3.

(Before the Hon'ble Mr. Justice Norris)

THIRD DAY.

Empress *vs.* **Troylucko Raur.**—On the case being resumed yesterday, the remaining evidence for the prosecution was gone into, when Mr. Fagan, addressing the jury in defence of the prisoner, said, that he believed the jury would be glad if they could honestly arrive at a verdict of not guilty. In cases of this kind, the great difficulty the prisoner had to contend against was that the evidence was all on one side. A large mass of evidence was gathered together by the Crown, with great difficulty, and at some expense, to convict the prisoner; while on the other

hand, there was nothing except the prisoner's own statement. While all the ingenuity of the Police was arrayed against her, it should not be forgotten that she was a native woman, without any knowledge of law, and from the circumstances of her social position, without any friends. It might be said that, if she was innocent, she may have called evidence. But how was she to compel these women to come and give evidence on her behalf? They had no interest in the case. The only interest they took in the matter was to keep clear of the Police, and thus it was that it came about, that while there was a long and elaborate statement on one side, there was no evidence of contradiction on the other. Learned counsel briefly recapitulated the statement of Preeo and commenting on it, said that the law on the subject was that the evidence of an accomplice *may* be believed, but the presumption was strongly against its being true.

His Lordship interposed, by saying that he intended to ask the Jury if they thought the woman Preeo was an accomplice. It was true she had obtained a pardon from the Magistrate on the condition of her speaking the truth: but as far as he could see, it was no account of the accusation brought against her by the prisoner.

Mr. Fagan, continuing his address, asked, by whom Preeo's evidence, supposing it to be true, had been corroborated?—by two or three women of her own walk of life. It was perfectly fair to contend that evidence of this kind, got first of all from a woman, who at one time, at any rate, was under

strong suspicion of being an accomplice, could be got by the bushel, for such women were as pliant in the hands of the Police as they could possibly be. They knew exactly what the Police wanted, they did not care a straw for the prisoner, and they gave the evidence that was wanted from them. Such evidence had been given by the Police before, where a man, supposed to have been murdered, walked into Court during the trial! He would leave it to the jury to say what the case must be which was to be decided on the value of such evidence. He would submit, that it was utterly worthless, and before they gave their verdict, they should take it well and strongly into their consideration as to who gave the evidence. The witnesses cared absolutely nothing for the life of the prisoner, their only interest being to get rid of the Police. The drugging theory, learned counsel went on to say, was an after-thought, and the case and the evidence had been built upon that suggestion afterwards. Besides, he would ask the jury to remember that the prisoner had ample opportunity to go away, or hide the ornaments, but what she did was to give the ornaments up voluntarily to the Police, or at all events, without their being looked for in any way. In conclusion, Mr. Fagan would ask the jury to remember that the prisoner was a woman, and if it was right to feel pity for a prisoner, it was doubly right to feel pity for a woman. He would therefore ask them to give her every chance they could, and not to be astonished by the fact of the evidence for the prosecution being consistent, as it was bound to be so.

His Lordship having summed up, the jury retired to consider their verdict. They returned after about half-an-hour, when the foreman said, that eight of them were of one mind, and one jury man was of contrary opinion.

His Lordship—I understand, gentlemen, that one of your number is of opinion, that in order to convict a person of murder, there should be eye-witnesses of the offence. That I think, SIR, is your view, is it not?

Mr. Abdool Hai (dissenting juror)—That is so my Lord.

His Lordship—Then it is my duty to tell you that it is not the law of the land and that the obligation you have taken upon yourself is to deliver a verdict in this case, according to the law of the country, in which you live and in which you are governed, and it is my duty to lay down the law to you, and your duty to accept that law as laid down by me; and the law of the land does not require,—and one cannot conceive how any person or persons could be safe, if the law require that in every case there should be eye-witnesses to an offence. If that were so, crimes of enormous magnitude, and of unparallelled atrocity would go undiscovered, it may be—certainly unpunished. The law is that you must take the whole of the evidence which has been given on the part of the prosecution into your careful consideration, weighing carefully and attentively, with every desire to consider the prisoner's case as favourably as you possibly can. But if you are of opinion that the evidence is true, then you have but one duty to perform. I must tell you, SIR, that whatever your peculiar religious scruples and conscientious convictions may be, they ought to

be set aside, and you ought to deliver your verdict in this case according to the law of the land. That is the direction I have to give you. If you still entertain an objection, of course I must accept the verdict of the majority, but I shall be glad, if you, after the directions I have given you, can see your way to concur with your fellows.

After a short consultation, the foreman addressing His Lordship, said—"The juryman wishes me to explain that he has been able to follow most of what your Lordship said, although he is not sufficiently master of English to be able to make any reply; but he is still of the same mind, that he was before, and is not prepared to accept the verdict of the majority."

His Lordship said that, under the circumstances, he would accept the verdict of the majority.

The Clerk of the Crown then asked the foreman what the verdict was, and was told that it was a verdict of guilty.

Prisoner was then asked if she had anything to say why sentence of death should not be passed upon her.

The prisoner, through the interpreter said that she had nothing more to say than that she had not committed the murder.

His Lordship thereupon passed the following sentence:—Prisoner at the bar, after a very patient investigation, and after having had the advantage of being defended by learned counsel, who has done his utmost on your behalf with the material he had before him, the Jury have found you guilty of the crime of wilful murder; and I fail to see how they would

have come to any other conclusion. I don't know what truth there may be in the statement which you are said to have made to girl Preeo, that you had previously to this, committed four or five other murders. It is plain to my mind, and it has been plain to the mind of the jury, that you murdered this unfortunate girl. What your motive was is perfectly plain. Seduced by a lustful desire to appropriate to your own possession those ornaments which adorned her body during her life-time, you foully did her to death cruel and most atrocious manner. I feel it my bounden duty to pass upon you the extreme sentence of the law, and the sentence that this Court adjudges is that you be taken hence to the place from whence you came, and from thence to the place of execution, there to be hanged by the neck until you be dead.

The prisoner, who took the sentence very calmly, was then removed from the dock.

This closed the Sessions."

The Statesman and Friend of India, 4th September, 1884. *

সম্পূর্ণ।

কার্ত্তিক মাসের সংখ্যা,

"ছেলে-ভুল।"

(অর্থাৎ অপহৃত বালক উদ্ধারের অদ্ভুত রহস্য !)

যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES No. 79. দারোগার দপ্তর ৭৯ম সংখ্যা।

ছেলে-ভুল।

(অর্থাৎ অপহৃত বালক উদ্ধারের অদ্ভুত রহস্য !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিক্‌দারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



সপ্তম বর্ষ।] সন ১৩০৫ সাল। [কার্ত্তিক।

Printed By Shashi Bhusan Chandra, at the

GREAT TOWN PRESS,

68, Nimtola Street, Calcutta.

ছেলে-ভুল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছেলে-ভুল, এই কথা শুনিয়া পাঠকগণ ত একবারেই চমকাইয়া উঠিবেন, পাঠিকাগণের ত কথাই নাই। ছেলে ভুল, কি ভয়ানক কথা! যাহার পুত্র আছে, যাহার হৃদয়ে পুত্রস্নেহ একদিবসের নিমিত্তও প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহাকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, ছেলেকে কি কখন ভুল হইতে পারে? আপন পুত্রকে পিতামাতা কি কখনও ভুল করিতে পারেন? তবে এক কথা এই হইতে পারে যে, কোন পিতামাতার পুত্র নিতান্ত শৈশবকালে যদি কাহারও দ্বারা অপহৃত হয়, বা সংসারচক্রের দুষ্পরিহার্য্য ঘটনাবলীর মধ্যে পড়িয়া, যদি কেহ আপনার প্রাণের রত্নকে হারান, এবং বহু বৎসর পরে যদি সেই পুত্রকে হঠাৎ দেখিতে পান, তাহা হইলে হয় ত পিতামাতা আপনার সেই প্রাণধনকে সহজে চিনিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু একবারেই যে চিনিয়া উঠিতে পারেন না, তাহাও আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে সাহসী হই না। যে ছেলে-ভুলের বৃত্তান্ত আজ আমি পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, উহা কি তবে সেই প্রকারের ছেলে-ভুল? না, তাহা নহে। এ ছেলে-ভুলের অবস্থা যেরূপ, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন

না, টিট্‌কারী দিয়া আমার কথা উড়াইয়া দিবেন, এবং আপনাদিগের মধ্যে পরস্পর বলাবলি করিবেন, ইহা কখনই হইতে পারে না; সম্পূর্ণরূপে ইহা অসম্ভব।

ইহা সম্ভবপর হউক, বা না হউক, পাঠক-পাঠিকাগণ আমার কথায় বিশ্বাস করুন, বা না করুন, যাহা ঘটিয়াছে, যাহা দেখিয়াছি, যাহা অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাই আজ সকলের সম্মুখে বলিতেছি। যাহার ইচ্ছা হয়, বিশ্বাস করিবেন, যাহার ইচ্ছা না হয়, তিনি বিশ্বাস না করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা এই ঘটনা বিশ্বাস না করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। তিনি বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন কি? বিশেষতঃ এতদঞ্চলের মানবগণের আচার-ব্যবহার, কার্য্য-কলাপ প্রভৃতি আপনি বাল্যকালে যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছিলেন, এখন আপনি তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন বুঝিয়া উঠিতে পারিয়াছেন কি? বলুন দেখি, পূর্ব্বকালে সন্তান প্রতিপালনের ভার কাহার উপর ছিল? সন্তান জন্ম গ্রহণের পর হইতে তাহার মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত, কাহার দ্বারা সে লালিত-পালিত হইত? কাহার যত্নে বর্দ্ধিত হইত? যতদিবস পর্য্যন্ত বালক স্তনদুগ্ধ পান করিত, ততদিবস পর্য্যন্ত মাতা কি তাহাকে আপন ক্রোড়ের বহির্ভাগে গমন করিতে দিতেন? অপরের স্তনদুগ্ধ কোন্ মাতা শিশুগণের উদরে সহজে প্রবেশ করাইতে সম্মত হইতেন? সে সময়ের জননীমাত্রেই অশিক্ষিতা ছিলেন, পাশ্চাত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের হৃদয়ে পাশ্চাত্যভাব তখন প্রবেশ করিয়াছিল না। সুতরাং তাঁহারা অশিক্ষিতা ছিলেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধির লেশমাত্রও ছিল না, তাই তাঁহারা সামান্য ধাত্রীর কার্য্য করিয়া, আপন আপন পুত্রকে প্রতিপালন করিতেন; তাই

তাঁহারা আপন সন্তানকে ক্রোড়ের বাহির হইতে দিতেন না; তাই তাঁহারা দাসদাসীগণের উপর বিশ্বাস করিয়া, তাহাদিগের হস্তে আপন আপন বহুমূল্য রত্ন কথনই প্রদান করিতে সাহসী হইতেন না। সুতরাং 'ছেলে-ভুল' এ কথা কখনও শুনিতে পাওয়া যাইত না।

আর এখন পাশ্চাত্য-সভ্যতা আমাদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। স্ত্রীগণ শিক্ষিতা (?) হইয়া, বা 'শিক্ষিতা হইয়াছেন' এই ভান করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন! তাই মধ্যে মধ্যে এখন ছেলে-ভুল হইয়া থাকে। তাহাদিগের বিবেচনায় এখন গর্ভধারণের অনুরূপ ব্যবস্থা হইলেই ভাল হইত; কিন্তু স্বভাবের নিয়ম একবারে পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই, এই ভয়ানক যন্ত্রণা তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হইতেছে! তবে সন্তান প্রসূত হইবার পর, আর তাঁহাদিগের কোনরূপ কষ্ট থাকে না। সন্তানও ভূমিষ্ট হইল, তিনিও তাহাকে চাকর-চাকরাণীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, যাহাতে নিজের মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন, তাহার চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন। ভৃত্যগণই সন্তানের লালনপালনে নিযুক্ত হইল। মাতৃ-স্তনদুগ্ধের পরিবর্ত্তে গর্দ্দভীদুগ্ধে তাহাদের জীবন রক্ষা হইতে লাগিল। মাতৃ-স্নেহের পরিবর্ত্তে নীচ-বংশোদ্ভবা অসচ্চরিত্রা পরিচারিকার স্নেহে সন্তান পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় স্নেহময়ী জননী, তাঁহার স্নেহময় পুত্রকে ভুল না করিবেন ত কাহাকে ভুল করিবেন? অবশ্য এরূপ অবস্থা এখন পর্য্যন্ত সকলের গৃহে প্রবেশ করে নাই। পূর্ব্বের নিয়মানুসারে এখনও কোন কোন প্রসূতি আপন আপন সন্তান প্রতিপালন করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু আরও কিছুদিবস পরে, বা তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। এখন যাঁহাদের অবস্থার

পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যাঁহারা পাশ্চাত্য-শিক্ষার অভিমানে অভিমানী হইয়াছেন, কমলা যাঁহার উপর কৃপানেত্রে দৃষ্টি করিয়াছেন, এক কথায় আজকাল যাঁহারা সভ্য এবং বড়মানুষ, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশের গৃহেই এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। তাঁহাদিগের ছেলে যদি ভুল না হইবে, তবে আর কাহাদিগের হইবে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিবস বৈকালে আমাদিগের পুলিসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর স্বহস্ত-লিখিত একখানি পত্র আসিয়া আমার হস্তে পতিত হইল। তাঁহারই একজন চাপরাশী সেই পত্রখানি আনিয়া, আমার হস্তে প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। খামখানি খুলিয়া দেখিলাম, উহার ভিতর একখানি টেলিগ্রাম। সেই টেলিগ্রামের উপর সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর আদেশ,——'ইহা পাঠমাত্র কলিকাতার যে ঘাটে তমলুকের জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ঘাটে গমন করিয়া, টেলিগ্রামে লিখিত বালকের অনুসন্ধান কর, এবং কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যায় কি না, তাহা সন্ধ্যার পর আমাকে রিপোর্ট করিও।'

টেলিগ্রামের উপর সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর আদেশ পাঠ করিয়া, তাহার পরে টেলিগ্রামখানি পাঠ করিলাম। দেখিলাম, কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত লোক মফঃসল হইতে এই টেলিগ্রাম পুলিসের সর্ব্ব-প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সেই টেলিগ্রামের মর্ম্ম এইরূপ ঃ——"আমরা সপরিবারে একখানি জাহাজে তমলুক হইতে উলুবেড়িয়ায় আসিয়া উপস্থিত হই। জাহাজ হইতে নামিবার

পর দেখিলাম, আমার এক বৎসর বয়স্ক পুত্রকে জাহাজে ভ্রম ক্রমে ফেলিয়া আসিয়াছি। সেই সময় জাহাজও উলুবেড়িয়া হইতে ছাড়িয়া দিয়াছিল। সুতরাং সেই জাহাজ ধরিয়া আমরা আমার পুত্রকে কোনরূপে আনিতে সমর্থ হইলাম না। আমার পুত্রটীর অঙ্গে প্রায় দুই সহস্র মূল্যের অলঙ্কার আছে। কোনরূপ সুযোগ করিয়া আমি এই টেলিগ্রামখানি আপনার নিকট পাঠাইতেছি, জাহাজে অনুসন্ধান করিলেই, আমার বালকটীর অনুসন্ধান হইবার সম্ভাবনা। আমরাও যতশীঘ্র পারি, কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

টেলিগ্রামের মর্ম্ম অবগত হইয়া আমি আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিতে পারিলাম না। একখানি গাড়ি আনাইয়া তৎক্ষণাৎ আরমানি ঘাটাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। ঘাটে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, এখন পর্য্যন্ত তমলুকের জাহাজ আসিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হয় নাই।

আমি আরও কয়েকজন লোক সংগ্রহ করিয়া আরমানিঘাটে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। জাহাজ সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারীগণ যাহারা সেই সময় সেই ঘাটে উপস্থিত ছিল, তাহারাও আমার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। জেটিতে জাহাজ ভিড়াইয়া নঙ্গর করা হইলে, আমরা সর্ব্বাগ্রে গিয়া জাহাজে উঠিলাম। জাহাজে যে সকল আরোহী ছিল, তাহারাও ক্রমে জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল। যে সকল আরোহীর সহিত ছোট ছোট বালক ছিল, তাহাদিগকে প্রথমে আমরা জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে দিলাম না। যাহাদিগের সহিত কোন শিশুসন্তান ছিল না,

তাহারাই প্রথমে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া গেল। উহাদিগকে যতদূর সম্ভব অলঙ্কার-ভূষিত সেই বালকের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু কেহই কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। এইরূপে যাহাদিগের নিকট শিশুসন্তান ছিল না, তাহারা জাহাজ হইতে প্রস্থান করিলে পর, যাহাদিগের সহিত শিশুসন্তান ছিল, তাহাদিগকে এক এক করিয়া যাইতে দেওয়া হইল। তাহাদের গমন করিবার সময় তাহাদিগের সমভিব্যাহারে যে সকল শিশুসন্তান ছিল, তাহাদিগের সম্বন্ধে যতদূর জানিয়া লইবার সম্ভাবনা, তাহা জানিয়া লইয়া, এবং উহারা উহাদিগের যে সকল থাকিবার ঠিকানা প্রদান করিল, তাহা লিখিয়া লইয়া উহাদিগকেও যাইতে দিলাম; এক এক করিয়া তাহারা সকলেই প্রস্থান করিল। কিন্তু যে বালকের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমি সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম, সেই বালক সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিই কোন কথা বলিতে পারিল না, বা যে সকল বালককে লইয়া তাহাদিগের পিতামাতা আমাদিগের সম্মুখে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া চলিয়া গেল, তাহাদিগের কোন শিশুর অঙ্গে কোনরূপ মূল্যবান্ অলঙ্কারও দেখিতে পাইলাম না।

এইরূপে সমস্ত আরোহী জাহাজ হইতে প্রস্থান করিলে পর, আমরা জাহাজের সমস্ত স্থান উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলাম। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার ভিতর খুঁজিয়া দেখিলাম, যে সকল স্থানে জাহাজের খালাসিদিগের জিনিষপত্র থাকে, বা জাহাজের যে সকল স্থানে তাহাদিগের যাতায়াত আছে; সেই সকল স্থানও উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কোন স্থানে সেই এক বৎসর বয়স্ক বালকের বা তাহার পরিহিত অলঙ্কারের কোনরূপ সন্ধান পাইলাম না। তখন

আর কি করিব, তাহার কিছুমাত্র স্থির করিয়া উঠিতে না পারিয়া, জাহাজের সারেংকে ডাকাইলাম। সে আমাদিগের নিকট আগমন করিলে, তাহাকে সেই টেলিগ্রাম দেখাইলাম, এবং তাহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলাম। বৃদ্ধ সারেং জাতিতে মুসলমান হইলেও, তাহাকে বেশ ভদ্রলোক বলিয়া অনুমান হইল। সে তাহার অধীনস্থ সমস্ত খালাসি বা জাহাজের অপরাপর ভৃত্যগণকে একত্র করিয়া আমাদিগের সম্মুখেই অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। তাহার অনুসন্ধানে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবগত হইতে পারিলাম।

১ম। দাসদাসী ও পরিবারবর্গ লইয়া দুই তিনটী ভদ্রলোক তমলুকে এই জাহাজে আরোহণ করেন।

২য়। তাঁহাদিগের সহিত একটী পরিচারিকার ক্রোড়ে একটী এক বৎসর বয়স্ক বালক ছিল।

৩য়। উহার অঙ্গে অনেকগুলি অলঙ্কার ছিল।

৪র্থ। তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর একখানি কামরা ভাড়া করেন।

৫ম। সেই কামরার ভিতর স্ত্রীলোকগণ ছিলেন।

৬ষ্ঠ। চাকর-চাকরাণী কয়েকজন সেই কামরার বাহিরে ছিল।

৭ম। বাবুরা সকলে প্রথম শ্রেণীর খোলা জায়গায় এক এক-খানি চেয়ার ও মোড়া লইয়া বসিয়াছিলেন।

৮ম। তাঁহারা কে, কোথা হইতে আসিতেছেন, তাহা কেহই অবগত নহে। কেবল এইমাত্র জানিতে পারা গেল যে, উঁহারা তমলুকে জাহাজে উঠিয়াছিলেন।

৯ম। তাঁহারা সকলে উলুবেড়িয়ার ঘাটে অবতরণ করেন।

১০ম। সেই সময় তাঁহারা অলঙ্কার-ভূষিত বালকটীকে লইয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন কি না, কেহ বলিতে পারে না।

জাহাজের সারেংয়ের সাহায্যে এই কয়েকটীমাত্র বিষয় অবগত হইয়া, ক্ষুণ্ণ মনে আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম; এবং আদেশমত আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর নিকট গমন করিয়া, যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার নিকট আত্মোপান্ত বর্ণন করিলাম। আমার কথা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সেই বালকের কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই, এবং যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সহজে যে উহার কোনরূপ অনুসন্ধান হইবে, তাহার সম্ভাবনাও নিতান্ত অল্প। তথাপি যাহাতে আমি সেই বালকের কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি, এবং তাহার পরি-হিত বহুমূল্য অলঙ্কারগুলির কোনরূপ উদ্ধার করিতে যাহাতে আমি সমর্থ হই, তাহার নিমিত্ত আমার উপর আদেশ প্রদান করিলেন। আমিও তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, সেই স্থান হইতে নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আসিবার সময় তাঁহাকে কেবলমাত্র ইহাই বলিয়া আসিয়াছিলাম যে, টেলিগ্রাম পাঠে যেরূপ বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, যাঁহার পুত্র পাওয়া যাইতেছে না, তিনি যতশীঘ্র পারেন, কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইবেন। প্রথমতঃ, তিনি যদি আপনার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে যেন আমার নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও কহিলেন, "আসিবামাত্রই তাঁহাকে আমি তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব।" তিনি আরও কহিলেন, "কেহ যে আপনার শিশুসন্তানকে কখন ভুলক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই, বা শুনিও নাই। না জানি, ইনি কিরূপ পিতা!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রিতে আর কোনরূপ অনুসন্ধান হইল না। পরদিবস প্রত্যূষে আমি সেই বালকের অনুসন্ধান করিবার মানসে থানা হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময় একখানি পত্র-সহ এক ব্যক্তি একখানি জুড়ি গাড়িতে আমার থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ি হইতে নামিয়াই তিনি আমার অনুসন্ধান করিলেন। সম্মুখে আমি উপস্থিত ছিলাম, একজন প্রহরী আমাকে দেখাইয়া দিল। আমাকে দেখিয়া তিনি আমার নিকট আগমন করিলেন, এবং পত্রখানি বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি পত্রখানি খুলিলাম; দেখিলাম, উহা আমার সেই সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর স্বহস্ত-লিখিত। লেখাও অধিক নহে, দুইটী ছত্র মাত্র। উহাতে লেখা ছিল,——"আপনি যে বালকের অনুসন্ধান করিতেছেন, এই পত্রবাহক সেই বালকের পিতা।"

তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ, গাড়ি-ঘোড়া দেখিয়া এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, তিনি একজন বড় মানুষ। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় ইনি উত্তমরূপে শিক্ষিত। ইনি আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত হওয়ায়, সেই সময় আর আমাকে বাহিরে যাইতে হইল না। তাঁহার সমভিব্যাহারে আমি আমার আফিস গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম, এবং সেই স্থানে নির্জ্জনে উভয়ে উপবেশন করিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনিই কি একখানি টেলি-গ্রাম করিয়াছিলেন?"

বড়লোক। হাঁ মহাশয়!

আমি। দেখুন দেখি, এই টেলিগ্রাম কি না?

বড়লোক। হাঁ মহাশয়! আমিই এই টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলাম।

আমি। এই টেলিগ্রামে যে বালকের কথার উল্লেখ আছে, সে কি আপনার পুত্র?

বড়লোক। হাঁ, সেই শিশু আমার সন্তান। আপনার সাহেবের নিকট হইতে অবগত হইলাম, আপনিই সেই শিশুর অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন; ইহা কি প্রকৃত?

আমি। উহার অনুসন্ধানের ভার আমারই উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

বড়লোক। উহার কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন কি?

আমি। না, এ পর্য্যন্ত আমি উহার কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। আজ উহার সন্ধানে গমন করিতেছিলাম, এমন সময় আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বড়লোক। উহার সন্ধান পাইবার কোনরূপ আশা আছে কি?

আমি। আশা না থাকিলে কি কখনও এই জগতের অস্তিত্ব থাকিত? আশা নাই, এ কথা আমি বলিতে পারি না।

বড়লোক। আপনি অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছিলেন; চলুন, আমিও আপনার সহিত গমন করি।

আমি। আমার সহিত আপনার গমন করিবার প্রয়োজন এখন নাই। যখন প্রয়োজন হইবে, তখন আপনি আমার সহিত গমন করিবেন। এখন কতকগুলি কথা আপনার নিকট আমার জিজ্ঞাস্য আছে, সেইগুলির যথাযথ উত্তর প্রদান করুন; তাহা হইলে কিরূপ ভাবে কোথায় ইহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিব।

বড়লোক। আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন?

আমি। টেলিগ্রামে যে নাম আছে, সেই নামই বোধ হয়, আপনার নাম?

বড়লোক। হাঁ উহাই আমার নাম।

আমি। আপনার বাসস্থান কোথায়?

বড়লোক। এই সহরেই আমার বাসস্থান।

আমি। আপনি যে কলিকাতাবাসী, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু কলিকাতার কোন্ স্থানে আপনার বাসস্থান, তাহা আমাকে বলিয়া দিবেন কি? কারণ, যখন আপনাকে আবশ্যক হইবে, তখন আমি আপনাকে কোথায় পাইব?

আমার কথার উত্তরে তিনি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় আমাকে প্রদান করিলেন, এবং যে স্থানে তাঁহার বাসস্থান তাহাও আমাকে বলিলেন। আমি কিন্তু তাঁহার নাম ও পরিচয় পাঠকগণের নিকট সবিশেষ কোন কারণ বশতঃ প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

আমি। কিরূপ অবস্থায় আপনি আপনার শিশুসন্তানটীকে হারাইয়াছেন, তাহার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট সবিশেষ করিয়া বলুন দেখি।

বড়লোক। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বাসস্থান এই কলিকাতায়; কিন্তু আমার শ্বশুরালয় কলিকাতায় নহে। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে আমার শ্বশুরালয়। সেই স্থানে গমন করিতে হইলে, ষ্টীমারে তমলুক পর্য্যন্ত গমন করিতে হয়। তমলুক হইতে আমার শ্বশুরালয় কয়েকখানি গ্রাম ব্যবধান। তমলুক হইতে সেই স্থানে গমন করিতে হইলে পাল্কী বা শকট ভিন্ন গমন করিবার আর কোন উপায় নাই। আমার বিবাহের

পর আমার স্ত্রী কেবলমাত্র একবার তাহার পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন ; তাহা বহুদিবসের কথা। আমার শ্বশুরের অবস্থা ভাল নহে বলিয়া, আমি আমার স্ত্রীকে সেই স্থানে যাইতে দেই না। আমার শ্বশুর মহাশয় আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার কন্যাকে দেখিয়া যান ; কিন্তু পাড়াগাঁয়ের নিয়ম-অনুসারে আমার শাশুড়ীঠাকুরাণী আমাদিগের বাটীতে আসিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার কন্যার সহিত প্রায় একরূপ দেখা-সাক্ষাৎ নাই। আমার স্ত্রী বহুদিবস হইতে তাহার মাতাকে দেখিতে না পাইয়া, বড়ই দুঃখিতা থাকিতেন, এবং সেই স্থানে গমন করিয়া একবার তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবেন, এই ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিতেন। সুযোগ মত আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া আনিব, এই কথা মধ্যে মধ্যে বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতাম।

"ক্রমে আমার সেই পুত্রটী জন্মগ্রহণ করিল। সেই পুত্র জন্মাইবার পর হইতে আমার স্ত্রী তাহার পিত্রালয়ে অভাবপক্ষে দুই একদিবসের নিমিত্তও গমন করিবার জন্য আমাকে সবিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি প্রথমতঃ তাহার প্রস্তাবে অসম্মত হইলাম ; কিন্তু কোনরূপেই তাহাকে শান্ত করিতে পারিলাম না। অনন্যোপায় হইয়া ক্রমে তাহার মতে আমাকে মত দিতে হইল, এবং শ্বশুরালয়ে গমন করিবার দিন স্থির করিয়া শ্বশুর মহাশয়কে পত্র লিখিলাম। সেই স্থানে গমন করিতে হইলে, যে স্থানে যেরূপ করিবার প্রয়োজন, তাহার সমস্তই ঠিক হইল। প্রায় এক সপ্তাহ হইল, আমি আমার স্ত্রী ও পুত্রের সহিত আমার শ্বশুর বাড়ী গমন করিবার নিমিত্ত কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম। আমাদিগের সঙ্গে আমার দুইজন বন্ধু, একজন পাচক ব্রাহ্মণ, দুইটী দ্বারবান্, চারিজন পরিচারক এবং

দুইজন পরিচারিকামাত্র গমন করিল। আমার শ্বশুরের অবস্থা ভাল নহে, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুতরাং সেই স্থানে গমন করিয়া, সেই স্থানে অবস্থিতি করিবার ও সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য যে সকল ব্যয় এবং যেরূপ বন্দোবস্তের প্রয়োজন, তাহা সমস্ত আমিই নির্ব্বাহ করিলাম।

"কলিকাতার আরমানিঘাট হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া আমরা তমলুকে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে পাল্কীর বন্দোবস্ত ছিল; সুতরাং শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিতে আমার বা আমার সমভিব্যাহারী সমস্ত লোকের কোনরূপ কষ্ট হইল না। সেই স্থানে কয়েকদিবসকাল অতিবাহিত করিয়া গত পরশ্ব তারিখে আমরা তমলুকে আসিয়া উপস্থিত হই। সেই স্থানে রাত্রিযাপন করিয়া, পরদিবস জাহাজে আরোহণ করি। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, তমলুক হইতে আমরা একবারে কলিকাতায় আগমন করিব না; উলুবেড়িয়ার কয়েকখানি গ্রাম ব্যবধানে আমার স্ত্রীর এক ভগিনীর শ্বশুরবাড়ী আছে। ইচ্ছা ছিল, উলুবেড়িয়ায় নামিয়া, আমরা সেই স্থানে গমন করিব; সেই স্থানে দুই একদিবস থাকিয়া, আমরা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব। মনে মনে আমরা যেরূপ স্থির করিয়াছিলাম, কার্য্যেও আমরা সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। সেই স্থানে গমন করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ছিল, জাহাজ উলুবেড়িয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমরা সকলে সেই স্থানে অবতরণ করিলাম। জাহাজ জেটিতে থাকিয়া নিয়মিত সময়ে কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থান করিল।

"জাহাজ ছাড়িয়া যাইবার পর দেখিলাম, আমার সমভিব্যাহারী লোকজন ও দ্রব্য-সামগ্রী সমস্তই জাহাজ হইতে নামাইয়া

আনা হইয়াছে, কেবল আমার শিশুসন্তানটীকে দেখিতে পাইলাম না। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, প্রথমতঃ আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম ; তিনি কহিলেন, "আমার নিকটে ত আমার সন্তান নাই, কোন না কোন চাকর-চাকরাণীর কাছে থাকিবে।" তখন এক এক করিয়া চাকর-চাকরাণী, দারবান্, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি আমাদিগের সঙ্গে ছিল, তাহাদিগের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিলাম। সকলেই কহিল, তাহারা কেহই জাহাজ হইতে বালককে নামাইয়া আনে নাই। অধিকন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল, পরিচারিকাদ্বয়ের মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল।

"একজন কহিল, 'বালক তোর জিম্মায় ছিল, তুই আনিস্ নাই কেন ?' অপর আর একজন কহিল, "জাহাজের ভিতর তুই বালককে ক্রোড়ে করিয়া রাখিয়াছিলি, তোরই নিকট সেই বালক ছিল, তুই তাহাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিয়া আসিলি !" চাকরগণের মধ্যে পরস্পর হাতাহাতি আরম্ভ হইল। একজন কহিল, 'তোর দোষ।' আর একজন কহিল, 'তোর দোষ।' একজন কহিল, 'জাহাজ হইতে নামিবার সময় তোকে বলিয়াছিলাম, কোন দ্রব্য ভুল ক্রমে ফেলিয়া আসিয়াছি কি না, দেখিয়া আয়।' অপর ব্যক্তি কহিল, 'এ কার্য্যের ভার তোর উপর ছিল, তুই আপন কার্য্য করিস্ নাই বলিয়াই ত এই সর্ব্বনাশ ঘটিল।' আমার সমভিব্যাহারে অপর যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা চুপ করিয়া এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, আমার স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমি যে কি করিব, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ওদিকে দেখিলাম, জাহাজখানি আর ঘাটে নাই, কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থান করিতেছে ; আর এত

দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে যে, জাহাজের কোন লোক আমাদিগের উচ্চরবও শুনিতে পায় না।

"তখন অনন্যোপায় হইয়া, কি করিব, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, আপনাদিগের সাহেবের নিকট টেলিগ্রাম করিলাম, এবং অপর যে সকল স্থানে সেই জাহাজ দাঁড়াইবার সম্ভাবনা আছে, সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত লোকজন সমভিব্যাহারে আমি নিজেই রওনা হইলাম। স্থানীয় পুলিসকেও সেই সময় সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারাও আমাদিগকে সবিশেষরূপ সাহায্য করিলেন; কিন্তু কোন স্থানেই তাহার কোনরূপ সন্ধান করিতে পারিলাম না।"

আমি। যখন আপনারা তমলুক হইতে জাহাজে আরোহণ করেন, সেই সময় বালকটীকে জাহাজে আনা হইয়াছিল ত ?

বড়লোক। সে সময় ভুল হয় নাই।

আমি। জাহাজের উপর আপনি আপনার পুত্রটীকে নিজ চক্ষে দেখিয়াছিলেন কি ?

বড়লোক। জাহাজের মধ্যে আমি যে তাহাকে নিজ চক্ষে দেখিয়াছি, ইহা কিন্তু আমার ঠিক স্মরণ হয় না; কিন্তু বালকটীকে যে জাহাজে আনা হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি। আপনি কিরূপে বলিতেছেন যে, জাহাজে তাহাকে আনা হইয়াছিল ? কারণ, আপনি নিজে ত তাহাকে দেখেন নাই।

বড়লোক। আমি নিজে দেখি নাই সত্য; কিন্তু পরিশেষে এ বিষয়ে আমি অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। যে চাকরাণী ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে জাহাজে উঠাইয়াছিল, সে-ই আমাকে বলিয়াছে। তদ্ব্যতীত আমার স্ত্রীও তাহাকে জাহাজের ভিতর দেখিয়াছেন।

আমি। যে সময় উলুবেড়িয়ায় আপনারা সকলে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন, সেই সময় সেই বালক কাহার নিকট ছিল, তাহার কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন কি?

বড়লোক। করিয়াছি, সেই সময় সেই বালক কাহারও ক্রোড়ে ছিল না। জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার কিছু পূর্ব্বেই সে নিদ্রিত হইয়া পড়ে, কামরার মধ্যে একখানি বেঞ্চের উপর তাহাকে শোয়াইয়া রাখা হয়। পরিশেষে নামিবার সময় ভুল-ক্রমে আর কেহই তাহাকে লইয়া নাবেন নাই। নিদ্রিত অবস্থায় বালক আমার সেই স্থানেই রহিয়া যায়।

আমি। আমি বিস্তর বিস্তর ভুল দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ মহা-ভুল আমি কখনও দেখি নাই; দেখা ত দূরের কথা, কখনও শুনি নাই।

বড়লোক। নিদ্রিত অবস্থায় বালক আমার এই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয় নাই ত?

আমি। জাহাজ ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমি সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম। আমার সম্মুখেই জাহাজ আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হয়। জাহাজের ভিতর ও আরোহীগণের মধ্যে আমি নিজে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি। বালক কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

বড়লোক। জাহাজের কোন লোক সেই বালক সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারে নাই?

আমি। তাহাও আমি প্রায় প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি; কিন্তু সেই বালক যে কোথায় গেল, বা কে তাহাকে লইয়া গেল, এ সংবাদ আমাকে কেহই প্রদান করিতে পারিল না। কেবল

জাহাজের খালাসিগণের নিকট হইতে এইমাত্র অবগত হইতে পারিলাম যে, আপনারা তমলুকে উঠিয়াছিলেন, এবং উলুবেড়িয়ায় নামিয়া গিয়াছেন।

বড়লোক। মহাশয়! এখন উপায় কি বলুন দেখি?

আমি। উপায় ঈশ্বরের হস্ত। আমরা বালকের সন্ধান করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিবমাত্র। সেই বালকের অঙ্গে কি কি অলঙ্কার ছিল বলিতে পারেন কি?

বড়লোক। কি কি অলঙ্কার ছিল, ঠিক তাহা আমি বলিতে পারি না। কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, বালকের অঙ্গে সোণার যে সকল অলঙ্কার থাকিতে পারে, তাহার সমস্তই ছিল। আবশ্যক হয়, তাহার একটী বিস্তারিত তালিকা আমি পরে পাঠাইয়া দিব।

আমি। আমি একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,——যে সকল চাকর-চাকরাণী বা লোকজন আপনার সহিত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও কোনরূপে আপনার সন্দেহ হয় কি?

বড়লোক। সকলেই পুরাতন চাকর। তাহাদিগের কাহারও দ্বারা যে কোনরূপ অনিষ্ট হইবে, তাহা কিন্তু আমার মনে স্থান পায় না; তবে বলিতে পারি না। কিন্তু তাহারা সকলেই ত আমাদিগের সহিত ছিল, কাহাকেই সেই সময় অনুপস্থিত পাই নাই।

আমি। অলঙ্কারের লোভ, ভয়ানক লোভ। এ লোভ সম্বরণ করা সামান্য লোকের পক্ষে বড়ই কঠিন।

বড়লোক। উহাদিগের মধ্যে কেহ যদি অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিত, তাহা হইলে অলঙ্কার-শূন্য বালকটীকে ত কোন প্রকারে পাওয়া যাইত?

আমি। পাওয়া ত উচিত ছিল ; কিন্তু যদি অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়া বালককে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কিরূপে বালককে পাওয়া যাইতে পারে?

বড়লোক। যখন আমরা সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত, তখন চাকর-চাকরাণীগণের মধ্যে কাহারও কি এতদূর সাধ্য হইতে পারে? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার বিবেচনায় বালককে কি হত্যা করিয়া তাহার অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়াছে বলিয়া, আপনার অনুমান হয়?

আমি। অনুমান হয় না। চাকর-চাকরাণীগণ কর্ত্তৃক শিশু হত্যা না হইবারই খুব সম্ভাবনা। এ কথা আমি তর্কচ্ছলে বলিতেছি মাত্র। আমি আপনাকে আরও দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

বড়লোক। কি?

আমি। যে কামরার ভিতর আপনার স্ত্রী ও আপনার শিশু-সন্তান ছিল, আপনিও কি সেই কামরার ভিতর ছিলেন?

বড়লোক। না মহাশয়! আমি সেই স্থানে ছিলাম না, অপর স্থানে ছিলাম।

আমি। সেই কামরার ভিতর আপনার স্ত্রী ব্যতীত অপর আর কে ছিল?

বড়লোক। দুইজন পরিচারিকা ছিল।

আমি। তাহারা এখন কোথায়?

বড়লোক। তাহারা এখন আমার বাড়ীতেই আছে।

আমি। আমি তাহাদিগকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

বড়লোক। উত্তম, আপনি আমার সহিত আমাদিগের বাড়ীতে চলুন। সেই স্থানে চাকর-চাকরাণীগণ যাহারা আমাদিগের সহিত ছিল, সকলেই উপস্থিত আছে, আপনি যাহাকে যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারেন।

আমি। সে-ই ভাল, চলুন আমি আপনার সহিত গমন করিতেছি। আপনাকে আরও একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

বড়লোক। কি ?

আমি। আপনার অবস্থা দেখিয়া ও আপনার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার বেশ অনুমান হইতেছে, আপনি বড়লোক, এবং আপনার বিষয়-আশয় যথেষ্ট আছে।

বড়লোক। আপনি যাহা বলিতেছেন, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার এই মহৎ কার্য্য যদি আপনার দ্বারা সাধিত হয়, তাহা হইলে আপনার খরচপত্র ত দূরের কথা, যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হন, এরূপ পুরস্কার আমি আপনাকে প্রদান করিব।

আমি। আমি পুরস্কার বা খরচপত্রের কথা বলিতেছি না। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা অগ্রে শুনিয়া তাহার উত্তর প্রদান করুন। আমি যাহা অনুমান করিতেছি, তাহা ত প্রকৃত ? আপনার যথেষ্ট বিষয় আছে কি ? আমার এ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য, আপনাকে পরে বলিতেছি।

বড়লোক। হাঁ, কিছু আছে।

আমি। আপনার পুত্রের জীবনের উপর আপনার বিষয় উপলক্ষে কাহারও শুভাশুভ কিছু নির্ভর করে কি ?

বড়লোক। আমি আপনার এ কথার ঠিক প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আমি। আপনার যদি সেই পুত্র জন্মগ্রহণ না করিত, বা সেই পুত্রের কোনরূপে যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আপনার মৃত্যুর পর আপনার অগাধ বিষয়ের স্বত্বাধিকারী অপর কেহ হইতে পারে কি?

বড়লোক। না, আমি সেরূপ দেখিতেছি না। আমার এই পুত্রের মৃত্যুতে আমার এই বিষয়ের কোনরূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। কারণ, এই বিষয় এখন আমার নহে, আমার পিতার। তিনি এখনও বর্ত্তমান; তদ্ব্যতীত আমিই কেবল তাঁহার একমাত্র পুত্র নহি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই বড়লোকের সহিত আমার এই সকল কথাবার্ত্তা হইবার পর, আমি তাঁহার সহিত তাঁহার গাড়িতেই আরোহণ করিয়া তাঁহার বাড়ীতে গমন করিলাম। তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া যে পরিচারিকাদ্বয় তাঁহার স্ত্রীর সহিত গমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে ডাকাইলাম; ডাকিবামাত্রই তাহারা আমার সম্মুখে আসিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রথমে যে আমার নিকট আগমন করিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তমলুক হইতে যখন তোমরা জাহাজে উঠিয়াছিলে, তখন বালকটীকে তোমরা ক্রোড়ে করিয়া আনিয়াছিলে ত?"

১ম পরিচারিকা। আমি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া জাহাজে উঠিয়াছিলাম।

আমি। এ কথা তোমার বেশ মনে আছে?

১ম পরিচারিকা। বেশ মনে আছে। তদ্ব্যতীত জাহাজে উঠিয়া আমি সেই বালককে একবার তাহার মাতার ক্রোড়ে দিয়া-

ছিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই আপনি জানিতে পারিবেন যে, আমার কথা প্রকৃত কি না।

আমি। উলুবেড়িয়ায় নামিবার সময় বালকটীকে নামাইতে ভুল হইল কি প্রকারে?

১ম পরিচারিকা। তাহার মাতার ক্রোড় হইতে অপর ওই চাকরাণী সেই বালককে গ্রহণ করে, এবং তাহার ক্রোড়েই ক্রমে সেই বালক নিদ্রিত হইয়া পড়ে। নিদ্রিত হইবার পর সেই কামরার মধ্যে একখানি বেঞ্চের উপর একটী ছোট বিছানা করিয়া বালকটীকে সেই বিছানার উপর শয়ন করাইয়া রাখে। পরিশেষে উলুবেড়িয়ার ঘাটে জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমি প্রথমেই আমার কর্ত্তৃঠাকুরাণীর সঙ্গে জাহাজ হইতে অবতরণ করি। কারণ, তাঁহার সহিত আমাদিগের মধ্যে কোন পরিচারিকা না থাকিলে তিনি জাহাজ হইতে একাকী অবতরণ করিতে কখনই সমর্থ হইতেন না বলিয়াই, আমি তাঁহার সহিত গমন করি। যে সময় আমি ও আমার কর্ত্তৃ-ঠাকুরাণী জাহাজ হইতে নামিয়া আসি, সেই সময় অপর চাকরাণী জাহাজের উপরেই ছিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম, সে জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার সময় বালকটীকে ক্রোড়ে করিয়া আনিবে; কিন্তু পরে দেখিতে পাইলাম, সে তাহা করে নাই, ভুল করিয়া বালকটীকে জাহাজেই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

তখন আমি দ্বিতীয় পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "এ বড় বিষম ভুল! তুমি বালকটীকে জাহাজে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে কেন?"

২য় পরিচারিকা। কর্ত্তৃঠাকুরাণীর গহনা ও অপরাপর জিনিষ-পত্র আমি পূর্ব্বেই গুছাইয়া রাখিয়াছিলাম। অপর চাকরাণীর সহিত

কর্ত্তৃঠাকুরাণীকে জাহাজ হইতে বহির্গত হইতে দেখিয়া সেই সকল দ্রব্যাদি লইয়া আমিও তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জাহাজ হইতে অবতরণ করি। আমি ভাবিয়াছিলাম, কর্ত্তৃঠাকুরাণী বা অপর পরিচারিকা বালকটীকে নিশ্চয় ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কারণ, আমি সেই সময় ভাবিয়াছিলাম, যখন গহনা ও জিনিষপত্র নামাইবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাঁহারা বালকটীকে লইয়া গিয়াছেন। আমার কেবলমাত্র দোষ যে, দ্রব্যাদির সহিত দ্রুতপদে জাহাজ হইতে বাহির হইবার সময় আমি সবিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই যে, বালকটীকে লইয়া গিয়াছে, কি তখন পর্য্যন্ত সে সেই স্থানেই শয়ন করিয়া আছে।

আমি। তোমরা জাহাজ হইতে বাহিরে আসিলে পর, সেই কামরার ভিতর কোন দ্রব্য পরিত্যক্ত হইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্ত তোমাদিগের কোন লোক সেই কামরার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল কি ?

২য় পরিচারিকা। তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার বোধ হয়, কেহই যায় নাই। কারণ, কেহ যদি উহার ভিতর গমন করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে সেই বালকটীকে বেঞ্চের উপর নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইত।

আমি। তোমরা যে কামরার ভিতর ছিলে, তাহার ভিতর অপর আর কোন লোক ছিল ?

২য় পরিচারিকা। আমরা দুইজন পরিচারিকা ও আমাদিগের কর্ত্তৃঠাকুরাণী ভিন্ন অপর আর কেহই সেই কামরার ভিতর ছিল না।

আমি। যে সময় তোমরা জাহাজ হইতে অবতরণ কর, সেই সময় তোমাদিগের সেই কামরার সম্মুখে আর কোন ব্যক্তি বসিয়াছিল ?

২য় পরিচারিকা। না, অপর কোন ব্যক্তিকে সেই স্থানে বসিতে দেখি নাই। তবে দুই একজন লোক সেই স্থান দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি।

আমি। সেই লোক কে?

২য় পরিচারিকা। তাহা আমি জানি না।

আমি। উহারা জাহাজের খালাসি প্রভৃতি, কি আরোহী?

২য় পরিচারিকা। দুই একজন খালাসিকেও দেখিয়াছি, এবং অপর আরোহীগণের মধ্যেও দুই একজন সেই স্থান দিয়া যাতায়াত করিয়াছে।

আমি। তুমি তাহাদিগকে দেখিলে চিনিতে পারিবে?

২য় পরিচারিকা। না।

আমি। কেন?

২য় পরিচারিকা। তাহাদিগকে কেবল একবার দেখিয়াছি মাত্র, তাহাও সবিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই।

আমি। যে কামরায় তোমরা ছিলে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কামরায় আর কোন আরোহী ছিল কি?

২য় পরিচারিকা। ছিল, আমাদিগের কামরার ঠিক পার্শ্বের কামরায় কয়েকটী স্ত্রীলোক ছিল দেখিয়াছি।

আমি। সেই স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়া কি মনে হয়? উহারা কি কোন গৃহস্থের পরিবার?

২য় পরিচারিকা। উহাদিগকে দেখিয়া কোন ভদ্র-বংশীয় স্ত্রীলোক বলিয়াই বোধ হয়।

আমি। উহাদিগের সহিত অপর আর কোন পুরুষ মানুষ ছিল কি?

২য় পরিচারিকা। সেই কামরার ভিতর কোন পুরুষ মানুষকে দেখি নাই; কিন্তু কয়েকজন পুরুষ মানুষ আসিয়া মধ্যে মধ্যে উহা-দিগের খোজ-তল্লাস লইয়া গিয়াছে, তাহা আমি দেখিয়াছি।

আমি। তুমি জান, উহারা কাহারা?

২য় পরিচারিকা। না, তাহা আমরা জানি না।

আমি। উহারা কোথায় নামিয়া গিয়াছে?

২য় পরিচারিকা। তাহা বলিতে পারি না। কারণ, যখন আমরা জাহাজ হইতে উলুবেড়িয়ায় অবতরণ করি, সেই সময় তাঁহারা জাহাজেই ছিলেন। পরে কোথায় নামিয়াছেন, তাহা আমি জানি না।

আমি। তাহাদিগকে দেখিলে তুমি চিনিতে পারিবে?

২য় পরিচারিকা। তাহা আমি এখন ঠিক বলিতে পারিতেছি না। দেখিলে বুঝিতে পারিব, চিনিতে পারি কি না।

আমি। তোমাদিগের সহিত পরিচারক ও দ্বারবান্ প্রভৃতি যাহারা ছিল, তাহারা তোমাদিগের কামরার ভিতর কখনও কোন কার্য্যের নিমিত্ত প্রবেশ করিয়াছিল কি?

২য় পরিচারিকা। অপর কেহই আমাদিগের কামরায় প্রবেশ করে নাই। এমন কি, বাবু নিজেও সেই কামরার ভিতর প্রবেশ করেন নাই।

আমি। তুমি জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে, তোমা-দিগের সমভিব্যাহারী কোন্ কোন্ ব্যক্তি জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াছিল?

২য় পরিচারিকা। তাহা আমি সবিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই।

আমি। তুমি নামিবার পর কে নামিয়াছিল, তাহা বলিতে পার?

২য় পরিচারিকা। তাহাও আমি বলিতে পারি না। সেই গোলযোগের ভিতর কে অগ্রে নামিল, কে পশ্চাৎ নামিল, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই।

পরিচারিকাদ্বয়ের নিকট হইতে এই কয়টী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবার পর, আমি সেই বাবুটীকে কহিলাম, "আপনি আপনার স্ত্রীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন, আপনার পরিচারিকাদ্বয় যাহা কহিল, তাহা প্রকৃত কি না। যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে সেই পরিচারিকাদ্বয়ের মধ্যে কেহ বালকটীকে লইয়া কোনও সময় জাহাজের বাহিরে আসিয়াছিল কি না? যদি আসিয়া থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিবেন, কোন্ চাকরাণী বাহিরে আসিয়াছিল, এবং কেনই বা আসিয়াছিল।"

আমার কথা শুনিয়া বাবুটী অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, ও কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "চাকরাণীদ্বয় যাহা বলিয়াছে, তাহা প্রকৃত। উহারা যে পর্য্যন্ত জাহাজে ছিল, সেই পর্য্যন্ত কেহই কামরার বাহিরে যায় নাই।"

এই সকল কথা অবগত হইয়া আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। যাইবার সময় বাবুকে বলিয়া গেলাম, "অনুসন্ধান করিয়া আমি যাহা যাহা অবগত হইতে পারিব, পরে তাহার সমস্ত ব্যাপার আপনাকে বলিব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া গমন করিবার পর দুইটী বিষয় আমার মনে উদিত হইল।

১ম। বালকটীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার পিতামাতা গমন করিলে পর, যদি সেই বালক জাহাজের কোন দুশ্চরিত্র খালাসি বা আরোহীগণের মধ্যে কোন অসচ্চরিত্র লোকের নয়নগোচর হইয়া থাকে, তাহা হইলে অর্থলোভে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া অনায়াসেই তাহার দেহ সে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারে। যদি আমার এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে বালকের অনুসন্ধান ত দূরের কথা, অলঙ্কারগুলিরও অনুসন্ধান হওয়া নিতান্ত সহজ হইবে না।

২য়। উলুবেড়িয়া ও কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে কোন আরোহী যদি সেই বালকটীকে লইয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে বালক ও তাহার অলঙ্কারের কিছু না কিছু সন্ধান হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এরূপ অবস্থায় সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য।

মনে মনে এইরূপ অনুমান করিয়া, আমি চাঁদপালঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে একখানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া প্রথমে মেটিয়াব্রুজে এবং পরিশেষে বজবজে গিয়া সেই বালক সম্বন্ধে সবিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু সেই দুই স্থানে সেই

বালকের কোনরূপ অনুসন্ধান না পাইয়া, রাজগঞ্জ ও অপরাপর কয়েকস্থানে গমন করিলাম। সেই সকল স্থানেও বালকের কোন-রূপ অনুসন্ধান না পাইয়া, তিন চারিদিবস পরে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ও বালকের পিতামাতা প্রভৃতি সকলেই জানিতে পারিলেন যে, আমার দ্বারা সেই বালকের অনুসন্ধান হইবার আর কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। তথাপি আমি যে সেই বালকের অনুসন্ধান একবারে পরিত্যাগ করিলাম, তাহাও নহে।

যে কামরার ভিতর বালকটীকে ভ্রম-ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসা হইয়াছিল, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কামরার ভিতরে আরও একজন ভদ্রলোক তাঁহার পরিবারকে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ কথার একটু আভাস পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছেন। আর ইহাও জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহারা কলিকাতা পর্য্যন্ত আগমন করেন নাই। কলিকাতার বন্দরে জাহাজ আসিবার পূর্ব্বেই অপর কোন স্থানে তাঁহারা অবতরণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সবিশেষ কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এক সপ্তাহকাল পরে আমি সেই ভদ্র পরিবারের অনুসন্ধান পাইলাম, এবং তাঁহাদিগের গ্রাম পর্য্যন্ত গমন করিয়া জানিতে পারিলাম, তাঁহারা সেই বালক সম্বন্ধে কোন কথা অবগত নহেন, বা তাঁহারা সেই বালককে তাঁহাদিগের সঙ্গে আনেন নাই। সুতরাং নিতান্ত নিরাশ হইয়া আমাকে সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। ক্রমে সেই অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া আমি অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। বালকের পিতামাতাও ক্রমে আপনাপন হৃদয় হইতে তাঁহাদিগের সেই সন্তানের মায়া পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার প্রায় একমাস পরে একখানি নোটের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমাকে রাজগঞ্জে গমন করিতে হয়। যে মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমি নোটের অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলাম, সেই মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে প্রদান করা আমি তত আবশ্যক মনে করি না। কারণ, এরূপ মোকদ্দমা সম্বন্ধে একটী ঘটনা ডিটেক্‌টিভ পুলিস দ্বিতীয় কাণ্ড পুস্তকে আমি প্রকাশ করি, ইহাও ঠিক সেইরূপ ঘটনা। সেইরূপ উপায়ে জুয়াচোরগণ জুয়াচুরি করিয়া কুমারটুলির জনৈক দোকানদারের নিকট হইতে একখানি পাঁচশত টাকার নোট গ্রহণ করে; কিন্তু সেই দিবস করেন্‌সি আফিস খোলা না থাকায়, তাহারা সেই নোট করেন্‌সি আফিসে বদ্‌লাইয়া লইবার অবকাশ পায় নাই। পরদিবস প্রাতঃকালেই প্রতারিত ব্যক্তি জানিতে পারে যে, সে জুয়াচোরগণ কর্তৃক প্রতারিত হইয়াছে। সুতরাং প্রথমেই সে করেন্‌সি আফিসে গিয়া সেই নোটের নম্বর প্রদান করে, এবং সেই স্থানে এইরূপ লিখাইয়া আইসে যে, তাহার গৃহ হইতে একখানি পাঁচশত টাকার নোট চুরি গিয়াছে।

এদিকে জুয়াচোরগণ যখন জানিতে পারে যে, করেন্‌সি আফিসে সেই নোট ভাঙ্গাইতে গেলে তাহারা ধৃত হইবে, তখন তাহারা করেন্‌সি আফিসে নোট ভাঙ্গাইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া অপর আর এক উপায় অবলম্বন করে। শালিখার কোন ধান্যের আড়তে গমন করিয়া তাহারা পাঁচশত টাকা মূল্যের ধান্য খরিদ করে, ও তাহার মূল্যস্বরূপ উহারা সেই পাঁচশত টাকার নোট প্রদান করে। ধান্যের মহাজন সেই নোট অপরকে প্রদান করেন, সে পুনর্ব্বার উহা আর এক ব্যক্তিকে প্রদান করেন। এইরূপে ক্রমে সেই নোট বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আসিয়া উপস্থিত হয়। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে সেই

নোট করেন্‌সি আফিসে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। করেন্‌সি আফিসের হস্তে সেই নোট গিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহারা জানিতে পারেন, সেই নোট পূর্ব্বে অপহৃত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা পুলিসে এই সংবাদ প্রদান করেন, এবং সেই সময় হইতে ইহার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। অনুসন্ধানের ভার আমার হস্তে পতিত হইলে, আমি ইহার সমস্ত ব্যাপার অবগত হইতে পারি; কিন্তু কোন্ কোন্ ব্যক্তি যে ধান্য খরিদ করিয়া লইয়া গিযাছে, তাহার কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া, অত টাকার ধান্য যে কোথায় গেল, তাহারই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। পরে জানিতে পারিলাম, পূর্ব্ব-কথিত আড়তদারের আড়ত হইতে ধান্য সকল প্রথমতঃ বাহির করিয়া একখানি নৌকা মেটিয়াব্রুজের নিকট লইয়া গিয়া, অপর দুইখানি পান্‌সিতে সেই সকল ধান্য পাল্টাইয়া লওয়া হয়, এবং সেই স্থান হইতে বড় নৌকাখানিকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়। জুয়াচোরগণ সেই ধান্যগুলি সেই ছোট নৌকা দুইখানিতে করিয়া রাজগঞ্জের বাজারে লইয়া যায়। সেই স্থানে সেই সকল ধান্য অল্প মূল্যে বিক্রয় পূর্ব্বক যতদূর সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই স্থান হইতে• প্রস্থান করে।

আমিও সন্ধানে সন্ধানে ক্রমে রাজগঞ্জের বাজারে গিয়া উপস্থিত হই, এবং সেই স্থানে অনুসন্ধান করিয়া, এই সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারি। যে সকল ব্যক্তি সেই ধান্য ক্রয় করিয়াছিল, তাহাদিগের অনেককে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, পরিশেষে জুয়াচোরগণের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। এই অনুসন্ধান উপলক্ষে পাঁচ সাতদিবস আমাকে রাজগঞ্জের বাজারে অবস্থিতি করিতে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজগঞ্জের বাজারের মধ্যে একটী দোকানে আমার বাসা। অবশ্য সেই সময়ে অনেকেই অবগত নহেন যে, আমি পুলিস-কর্ম্মচারী। কারণ, সেই সময় পুলিসের পরিচ্ছদাদি কিছুই আমার সহিত ছিল না, বা আমিও পুলিসকর্ম্মচারী বলিয়া কাহারও নিকট আমার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম না।

একদিবস সন্ধ্যার সময় আমি সেই দোকানে বসিয়া আছি, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং সেই দোকান হইতে কিছু দ্রব্যাদি খরিদ করিবার মানসে সেই স্থানে উপবেশন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আর একটী স্ত্রীলোক আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল ও পূর্ব্ব-কথিত স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়া তাহার নিকট আসিয়া উপবেশন করিল, এবং উভয়ে নানারূপ গল্প করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের কথাবার্ত্তার ভাবে অনুমান হইল, উহারা উভয়েই নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে বাস করে, এবং দ্রব্যাদি খরিদ করিবার নিমিত্ত উভয়েই সেই বাজারে আগমন করিয়াছে।

উভয়ের মধ্যে সেই স্থানে নানারূপ গল্প আরম্ভ হইল। নিজের কথা, সংসারের কথা, গ্রামের কথা প্রভৃতি কত কথার যে অবতারণা ও আলোচনা হইল, তাহার সংখ্যা নাই। সেই সকল কথা-বার্ত্তার বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমার আবশ্যক যে দুই চারিটী কথা আমি জানিতে পারিলাম, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে প্রদত্ত হইতেছে মাত্র।

১ম স্ত্রীলোক। কেমন ভাই উহার মা বাপ, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এরূপ শিশুসন্তানের নিমিত্ত কেহ এক বার অনুসন্ধানও করিল না!

২য় স্ত্রীলোক। আমিও তাই দেখিতেছি; কিন্তু ভাই বালকটীর চেহারা দেখিয়া বোধ হয়, সে যেন কোন বড় ঘরের সন্তান।

১ম স্ত্রীলোক। চেহারা সেইরূপই বটে।

২য় স্ত্রীলোক। আচ্ছা ভাই! ও কিরূপে সেই বালকটী পাইল?

১ম স্ত্রীলোক। তাহা ঠিক করিয়া সে কিছু বলে না। কখন বলে, সে রাস্তায় পড়িয়াছিল, সেইখানে উহাকে পাইয়াছে; কখন বলে, উহার মা বাপ নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া, তাহাকে প্রতিপালন করিতে অসমর্থ, তাই তাহারা উহাকে অর্পণ করিয়া উহার নিকট হইতে কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়াছে; কখন বলে, সে তাহার কোন আত্মীয়ের পুত্র, উহাকে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত সেই আত্মীয় তাহাকে প্রদান করিয়াছে। এইরূপে উহার মনে যখন যেরূপ কথার উদয় হইতেছে, তখনই সে সেইরূপ বলিতেছে। প্রকৃত কথা যে কি, তাহা কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না।

২য় স্ত্রীলোক। আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে জানি যে, উহার এরূপ কোন আত্মীয় নাই যে, সে তাহার পুত্রের প্রতিপালনের ভার উহার উপর ন্যস্ত করিতে পারে, বা উহার এরূপ সঙ্গতিও নাই যে, তাহার দ্বারা সে এই বালকটীকে ক্রয় করিয়া লইয়া নিজে উহাকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়।

১ম স্ত্রীলোক। আমারও বিশ্বাস তাহাই। আমিও ভাই ইহার কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

স্ত্রীলোকদ্বয়ের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আমার মনে জাহাজে-পরিত্যক্ত সেই বালকের কথা উদয় হইল। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ গা! তোমরা কোন্ বালকের কথা বলিতেছ?"

১ম স্ত্রীলোক। আমাদিগের গ্রামের একটী স্ত্রীলোক একটী বালক পাইয়াছে, তাহারই কথা বলিতেছি।

আমি। যে বালকটী পাইয়াছে, তাহার নাম কি গা?

১ম স্ত্রীলোক। তাহার নাম সোনা।

আমি। সোনা সেই বালকটীকে কোথায় পাইয়াছে, তাহা কিছু বলিতে পার কি?

১ম স্ত্রীলোক। না মহাশয়! আপনি সেই বালকটীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

আমি। আমার একটী বালক হারাইয়া গিয়াছে, তাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

১ম স্ত্রীলোক। আপনার বালকটী কোথা হইতে হারাইয়া গিয়াছে?

আমি। সে আমার সহিত এই স্থানেই আসিয়াছিল, সেই সময় গোলমালে যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। অনেক স্থানে আমি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। এখন তোমাদের কথা শুনিয়া মনে আশা হইতেছে। তোমাদিগের সন্ধান মতে আমি যদি সেই বালকটীকে পাইতে পারি, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে একশত টাকা পারিতোষিক দিতে প্রস্তুত আছি।

২য় স্ত্রীলোক। সেই বালকটীকে যদি আমরা দেখাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগকে একশত টাকা আপনি প্রদান করিবেন?

আমি। সেই বালকটী যদি তোমরা আমাকে দেখাইয়া দেও, তাহা হইলেই যে আমি একশত টাকা প্রদান করিব, তাহা নহে। সেই বালকটী যদি আমার হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি তোমাদিগকে একশত টাকা প্রদান করিব।

১ম স্ত্রীলোক। আর যদি সেই বালকটী আপনার না হয়, তাহা হইলে আমরা কি কিছুই পাইব না?

আমি। তোমরা যে একবারেই কিছু পাইবে না, তাহা আমি বলিতে পারি না। যদি সেই বালকটী আমার হয়, তাহা হইলে তোমাদিগকে একশত টাকা নিশ্চয়ই প্রদান করিব। আর যদি সেই বালকটী আমার না-ও হয়, তাহা হইলেও সেই বালকটীকে দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে পাঁচ টাকা করিয়া প্রদান করিতেছি।

এই বলিয়া আমি উভয় স্ত্রীলোকের হস্তে পাঁচ টাকা প্রদান করিলাম। বিনা-পরিশ্রমে পাঁচ টাকা পাইয়া তাহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল ও কহিল, "আপনি সেই বালকটীকে দেখিবার নিমিত্ত কোন্ সময় গমন করিবেন?"

আমি। যখন বলিবে, আমি সেই সময়ই গমন করিব। এখনই আমি তোমাদিগের সহিত গমন করিতে প্রস্তুত আছি।

স্ত্রীলোকদ্বয়। সে-ই উত্তম; আপনি এখনই আমাদিগের সহিত আগমন করুন। আমরা এখনই সেই বালকটীকে, এবং যে সেই বালকটীকে আনিয়াছে, তাহাকে, দেখাইয়া দিতেছি।

স্ত্রীলোকদ্বয়ের কথা শুনিয়া আমি আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি করিলাম না। কেবলমাত্র একটী লোক সমভিব্যাহারে তাহা-দিগের সহিত তখনই প্রস্থান করিলাম।

বাজার হইতে বহির্গত হইয়া একটী ময়দান দেখিলাম। সেই ময়দানের মধ্য দিয়া এক ক্রোশ পথ গমন করিবার পর, একখানি গ্রাম দেখিতে পাইলাম। সেই গ্রাম অতিক্রম করিয়া অপর আর একখানি গ্রামে উপস্থিত হইলে সেই স্ত্রীলোকদ্বয় আমাকে কহিল, "এই গ্রামেই সেই স্ত্রীলোকের বাস।" আরও কহিল, "আপনারা এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন। আমরা গিয়া দেখিয়া আসি, সেই স্ত্রীলোকটী এখন বাড়ীতে আছে কি না, এবং সেই বালকটীই বা এখন কোথায়।" তাহাদিগের প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম, উহারা উভয়েই সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। অতি অল্প-ক্ষণ পরেই উহাদিগের একজন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিল, "আসুন মহাশয়! আমার সহিত আসুন, সেই স্ত্রীলোকটী এবং বালকটী এখন বাড়ীতেই আছে। আমি তাহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, ও আমার সমভিব্যাহারী সেই স্ত্রীলোকটীকে আমি সেই স্থানে রাখিয়া আসিয়াছি।"

আমি তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাহার নির্দ্দেশমত তাহার সহিত গমন করিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া সে আমাকে একখানি সামান্য খড়ের ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিল, "ইহাই সেই স্ত্রীলোকটীর বাড়ী, এবং এই বাড়ীতে সেই বালকটীও আছে। আপনি এখন এই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেই সেই বালকটীকে দেখিতে পাইবেন। তখন আপনি জানিতে পারিবেন যে, সেই বালকটী আপনার কি না।"

সেই স্ত্রীলোকটীর কথা শুনিয়া আমি আস্তে আস্তে সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, একটী স্ত্রীলোক একটী বালককে ক্রোড়ে করিয়া তাহার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে, আমার সহিত যে স্ত্রীলোকদ্বয় গমন করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অপর স্ত্রীলোকটী বসিয়া তাহার সহিত গল্প করিতেছে।

আমি ও আমার সমভিব্যাহারী লোকটী একবারে সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলে, আমাদিগকে দেখিয়া সেই স্ত্রীলোকটী যেন একটু ভীত হইল।

আমি দেখিলাম, যে বালকটী উহার নিকট রহিয়াছে, তাহার আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই সেই জাহাজে-ভুল-ক্রমে পরিত্যক্ত বালকের সদৃশ। এক কথায় আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, এই বালকটীই কলিকাতার সেই বড়লোকটীর পুত্র।

সেই স্ত্রীলোক কোন কথা বলিতে না বলিতেই আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ বালকটীকে তুমি কোথায় পাইলে?"

স্ত্রীলোক। ইটি আমার পুত্র।

আমি। তোমার নিজের সন্তান?

স্ত্রীলোক। না, আমার নিজের সন্তান নহে; আমার ভগিনীর সন্তান। কিন্তু যখন আমি উহাকে প্রতিপালন করিতেছি, তখন আমারই সন্তান নয় ত কি?

আমি। আমি ওসকল মিথ্যা কথা শুনিতে চাহি না। তুমি জান আমি কে? তোমাকে আমি পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছি, তুমি মিথ্যা কথা কহিও না। মিথ্যা বলিলে তোমার সবিশেষরূপ অনিষ্ট ভিন্ন কখনই ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি পূর্ব্বে সকল

কথা জানিতে পারিয়াছি, তাহার পর তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। প্রকৃত কথা না বলিলে, আমি তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইব।

স্ত্রীলোক। আপনি কে?

আমি। আমি পুলিস-কর্ম্মচারী। তুমি এই বালকটীকে অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছ। তোমার নামে বালক-চুরির নালিশ হইয়াছে, তাই আমি তাহার অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি, এবং মাল, আসামী, উভয়ই পাইয়াছি। এখন তুমি আমার নিকট প্রকৃত কথা বলিবে কি?

স্ত্রীলোক। আমি প্রকৃতই বলিতেছি, আমি এই বালককে চুরি করিয়া আনি নাই।

আমি। যদি চুরি করিয়া না আনিলে, তাহা হইলে তুমি ইহাকে পাইলে কোথায়?

স্ত্রীলোক। কোন স্থানে পড়িয়াছিল, দেখিয়া আমি উহাকে উঠাইয়া আনিয়া যত্নে প্রতিপালন করিতেছি। আমি চুরি করিয়া আনিব কেন?

আমি। যদি তুমি ইহাকে অপহরণ করিয়া আন নাই, তাহা হইলে ইহার পিতামাতার নিকট তুমি ইহাকে লইয়া যাও নাই কেন?

স্ত্রীলোক। আমি জানি না উহার পিতামাতা কে?

আমি। থানায় গিয়া ইহাকে জমা দেও নাই কেন?

স্ত্রীলোক। বালক পাইলে যে থানায় গিয়া জমা দিতে হয়, তাহা আমি জানি না। আমি মনে করিয়াছিলাম, যাহার বালক, সে আসিয়া লইয়া যাইবে।

আমি। এই বালকটী পড়িয়াছিল, আর তুমি যে ইহাকে পাইয়াছ, এই কথা কাহাকেও বলিয়াছ?

স্ত্রীলোক। না।

আমি। কেন বল নাই?

স্ত্রীলোক। ভয়ে বলি নাই।

আমি। তুমি এই বালকটীকে কোথায় পাইয়াছিলে?

স্ত্রীলোক। যে স্থানে পাইয়াছিলাম, সেই স্থানের নাম আমি অবগত নহি। আমার সহিত চলুন, আমি দেখাইয়া দিব।

আমি। কোন্ স্থানে পড়িয়াছিল?

স্ত্রীলোক। একটী ময়দানের মধ্যে।

আমি। মিথ্যা কথা। তুমি ইহাকে ময়দানের মধ্যে পাইয়াছ, তাহা আর কে অবগত আছে?

স্ত্রীলোক। আর কেহই জানে না।

আমি। এখন আর মিথ্যা কথা বলিও না। কোন একখানি জাহাজের মধ্য হইতে তুমি ইহাকে উঠাইয়া আনিয়াছ, আর এখন মিথ্যা করিয়া বলিতেছ, একটী ময়দানে এ পড়িয়াছিল।

স্ত্রীলোক। না, আমি জাহাজ হইতে আনি নাই। আমি জাহাজে কি করিতে যাইব?

আমি। ইহার অঙ্গে যে সকল অলঙ্কার ছিল, সেই সকল অলঙ্কার কোথায়?

স্ত্রীলোক। ইহার অঙ্গে কোন অলঙ্কার ছিল না।

আমি। আমি তোমাকে এখনও সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তুমি এখনও প্রকৃত কথা বল। অলঙ্কারের সহিত তুমি ইহাকে জাহাজ হইতে আনিয়াছ কি না?

স্ত্রীলোক। না মহাশয়! আমি ইহাকে জাহাজ হইতে আনি নাই।

আমি। আমি এখনই তোমার ঘর উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিব। তোমার ঘর হইতে যদি কোন অলঙ্কার বাহির হয়, তাহা হইলে তুমি জানিও যে, কোনরূপেই তোমার নিষ্কৃতি নাই।

স্ত্রীলোক। অনায়াসেই আপনি আমার ঘর অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন।

স্ত্রীলোকের শেষ কথাটী শুনিয়া আমার মনে একটু সন্দেহ হইল। একবার ভাবিলাম, হয় ত প্রকৃতই এ অলঙ্কারের সহিত জাহাজ হইতে এই বালকটীকে আনয়ন করে নাই। অপর কোন ব্যক্তি জাহাজ হইতে ইহাকে আনিয়া উহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কার-গুলি অপহরণ করিয়া ইহাকে কোন স্থানে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। পরিশেষে এই স্ত্রীলোকটী ইহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া উঠাইয়া আনিয়াছে।

মনে মনে এইরূপ একবার ভাবিলাম সত্য; কিন্তু উহার কথায় আমি একবারে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। উহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া উহার ঘর অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সেই স্ত্রীলোকটী যখন দেখিল যে, আমি উহার ঘর অনু-সন্ধান করিতে কোনরূপেই নিবৃত্ত হইলাম না, তখন সে আমার দুইখানি পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমি প্রকৃত কথা বলিতেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আর মিথ্যা কথা বলিব না, আমি জাহাজ হইতে ইহাকে আনয়ন করিয়াছি।"

আমি। অলঙ্কারগুলি?

স্ত্রীলোক। আমার ঘরে আছে।

আমি। বাহির করিয়া আন।

আমার কথা শুনিয়া সেই স্ত্রীলোকটী আপন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত একটী পুরাতন হাঁড়ির মধ্য হইতে কতকগুলি মূল্যবান্ অলঙ্কার বাহির করিয়া আনিয়া আমার হস্তে প্রদান করিল। সেই বালকের অঙ্গে যে সকল অলঙ্কার ছিল, তাহার একটী তালিকা তাহার পিতা পূর্ব্বেই আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তালিকার নকল আমার পকেট বহিতে লেখা ছিল। তাহার সহিত আমি গহনাগুলি মিলাইয়া দেখিলাম। দেখিলাম, কেবলমাত্র একখানি ছোট গহনা ব্যতীত আর সমস্ত গুলিই উহাতে আছে। সেই গহনাখানির কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে কহিল, "ওই গহনাখানি উহার অঙ্গে ছিল না, আমি উহা পাই নাই। যখন আমি সমস্ত গহনাই বাহির করিয়া দিতে পারিলাম, তখন সেই সামান্য গহনাখানি লইয়া আমি কি করিব?"

সেই স্ত্রীলোকের এ কথা কিন্তু আমি বিশ্বাস করিলাম না। আমার মনে সন্দেহ হইল, সেই ছোট গহনাখানি সে কোথায় বিক্রয় করিয়া তাহার দ্বারা নিজের ও বালকের আহারের খরচের সংস্থান করিতেছে। সুতরাং সেই সামান্য একখানি গহনার নিমিত্ত আমি তাহাকে লইয়া আর সবিশেষ পীড়াপীড়ি করিলাম না। গহনা-গুলি ও বালকটীকে সঙ্গে লইয়া আমি পূর্ব্ব-কথিত সেই বাজারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যে দুইটী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে আমি এই সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, যাইবার সময় তাহাদিগকে বলিয়া গেলাম যে, তৎপরদিবস বৈকালে তাহারা যেন আমার

সহিত সেই বাজারে সাক্ষাৎ করে। সেই সময় তাহাদিগের প্রাপ্য পারিতোষিকের টাকা তাহাদিগকে প্রদান করিব। উহারা আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমিও সেই স্থান হইতে বালক, অলঙ্কার প্রভৃতি লইয়া বাজারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাজারে পৌছছিয়া সেই বালকের পিতা সেই বড় মানুষটীকে তথায় আনিবার নিমিত্ত দ্রুতগতি একটী লোক পাঠাইয়া দিলাম।

পরদিবস অতি প্রত্যুষেই বালকের পিতা লোকজনের সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বালকটীকে দেখিয়াই ক্রন্দন করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্ব-কথিত স্ত্রীলোকদ্বয়কে আমি যে পারিতোষিক প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার নিকট বলিবামাত্র তিনি সেই টাকা আমার হস্তে প্রদান করিলেন। পূর্ব্বদিনের কথামত বৈকালে সেই স্ত্রীলোকদ্বয় আগমন করিলে, আমি সেই অর্থ তাহাদিগকে প্রদান করিলাম। বালকের পিতা উভয়কে আরও পঞ্চাশ টাকা প্রদান করিলেন, এবং যে স্ত্রীলোকটীর নিকট হইতে বালকটী ও গহনাগুলি পাওয়া গিয়াছিল, তাহার পারিতোষিক স্বরূপ তিনি দুইশত টাকা আমার হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু আমি কহিলাম, এই স্ত্রীলোকটী যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত ইহার দণ্ড হইবে, কি ইহাকে পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে? উত্তরে তিনি কহিলেন, "ও যে অপরাধ করিয়াছে, আইনে তাহার দণ্ড থাকিলে, উহার দণ্ড হওয়া উচিত; কিন্তু আমার পুত্রটীকে যে জীবিত অবস্থায় রাখিয়া এ পর্য্যন্ত উহাকে খাওয়াইয়াছে, পরাইয়াছে, তাহার নিমিত্ত উহাকে দুইশত টাকা পারিতোষিক প্রদান করিতেছি।"

তাঁহার নিকট হইতে আমি সেই দুইশত টাকা গ্রহণ করিলাম সত্য; কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর আদেশ ব্যতীত আমি তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিতে সাহসী হইলাম না।

যে একখানি সামান্য অলঙ্কার পাওয়া গেল না, বালকের পিতামাতা, চাকর-চাকরাণী প্রভৃতি কেহই স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, যে সময় ভুল-ক্রমে বালকটীকে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, সেই সময় সেই অলঙ্কারখানি তাহার অঙ্গে ছিল কি না?

কিরূপে সেই স্ত্রীলোকটী বালককে পাইল, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল যে, কোন কার্য্য উপলক্ষে দুই তিনদিবস পূর্ব্বে সে উলুবেড়িয়ায় গমন করিয়াছিল। সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় যে জাহাজ হইতে বড়লোকটী সপরিবারে উলুবেড়িয়ায় অবতরণ করেন, সে উলুবেড়িয়া হইতে সেই জাহাজে উঠিয়া আপনার গ্রামে আগমন করিতেছিল। জাহাজে উঠিয়া যে কামরায় ওই বালকটী ছিল, সে সেই দিকে গমন করে, এবং দেখিতে পায়, সেই কামরায় একখানি বেঞ্চের উপর ওই বালকটী অলঙ্কার-ভূষিত হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছে। বালকটীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, কিয়ৎক্ষণ সে সেই স্থানে অপেক্ষা করে; কিন্তু সেই স্থানে উহার কোন লোকজনকে দেখিতে না পাইয়া, ভুল-ক্রমে কেহ তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহাকে আপন বাড়ীতে লইয়া যায়।

বালক, বালকের পিতা, অলঙ্কার ও সেই স্ত্রীলোকটীকে লইয়া আমি কলিকাতায় আসিলাম, এবং আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলাম। সেই স্ত্রী-

লোকের উপর মোকদ্দমা চালান যাইতে পারে, আইনে এরূপ কোন বিধান না পাওয়ায়, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, এবং বালকের পিতার ইচ্ছানুযায়ী প্রদত্ত পূর্ব্ব-কথিত দুইশত টাকাও তাহাকে প্রদান করা হইল। সে হাসিতে হাসিতে আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য যে, এই বালকের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমিও আমার সমস্ত খরচ-পত্রাদি ও উপযুক্ত পারিতোষিক যথা-সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

সম্পূর্ণ।

DETECTIVE STORIES NO. 80. দারোগার দপ্তর ৮০ম সংখ্যা।

রাণী না খুনি?

(প্রথম অংশ)

(অর্থাৎ অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস
করিবার চূড়ান্ত ফল!)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিক্‌দারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তম বর্ষ।] সন ১৩০৫ সাল। [অগ্রহায়ণ।

Printed By Shashi Bhusan Chandra, at the

GREAT TOWN PRESS,

68, Nimtola Street, Calcutta.

রাণী না খুনি ?*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিবস সন্ধ্যার সময় আমাদিগের সদর আফিস হইতে কাগজ-পত্র আসিবার পর দেখিলাম, অপরাপর কাগজ-পত্রের সহিত একখানি দরখাস্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই দরখাস্তের সত্যাসত্যের বিষয় অনুসন্ধান করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত আছে। দরখাস্তখানি আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। দেখিলাম, বড়বাজারের একজন প্রধান জহরত-ব্যবসায়ী এই দরখাস্ত করিতেছেন। সেই দরখাস্তের মর্ম্ম এইরূপ ঃ——

"আজ কয়েকদিবস অতীত হইল, কতকগুলি জহরত খরিদ করিবার নিমিত্ত, একজন রাণী আমাদিগের দোকানে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কালীবাবু নামক একজন লোক ছিল, তিনি জহরতের দালাল, কি রাণীজির লোক, তাহা আমরা

* কালীবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী, এবং রাণীজির আমূল বৃত্তান্ত যদি কেহ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ডিটেক্‌টিভ-পুলিস ৫ম কাণ্ড "পাহাড়ে মেয়ে" নামক পুস্তক পাঠ করিলে, সমস্ত বিষয় বিশদরূপে অবগত হইতে পারিবেন। দাঃ দঃ প্রঃ।

অবগত নহি। দালালি করিতে ইতিপূর্ব্বে আমরা কখন তাহাকে দেখি নাই, অথচ রাণীজির সহিত তাহাকে কথা কহিতে শুনিয়াছি। রাণীজি একখানি গাড়িতে করিয়া আমাদিগের দোকানে আগমন করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তিনি গাড়ি হইতে অবতরণ করেন নাই, বা আমাদিগের সহিত কোনরূপ কথাবার্ত্তাও কহেন নাই। তাঁহার যাহা কিছু বলিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাঁহার সমভিব্যাহারী সেই কালীবাবুর প্রমুখাৎই তিনি সমস্ত বলিয়াছিলেন। রাণীজি আমাদিগের দোকানে আসিয়া কতকগুলি জহরত খরিদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং কতকগুলি জহরতও দেখিতে চাহেন। সেই সকল জহরতের মধ্য হইতে প্রায় দশ হাজার টাকার মূল্যবান্ কয়েকখানি জহরত পসন্দ করিয়া বলিয়া যান, সেই সকল জহরত যেন তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেই স্থানে জহরত লইয়া কোন ব্যক্তি গমন করিলে, তিনি সেই সকল দ্রব্য নগদ মূল্যে গ্রহণ করিবেন, এবং আরও যদি কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, এরূপ মনে করেন, তাহাও তাহাকে বলিয়া দিবেন। এই কথা বলিয়া রাণীজি প্রস্থান করেন; কিন্তু তাঁহার সহিত কালীবাবু নামক যে লোকটী আগমন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগের লোককে রাণীজির বাড়ীতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার মানসে সেই স্থানেই অপেক্ষা করেন। আমাদিগের দোকানের অতিশয় বিশ্বাসী রামজীলাল নামক যে একজন বহু পুরাতন কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি সেই জহরত লইয়া কালীবাবুর সহিত একখানি গাড়িতে প্রস্থান করেন। সেই সময় হইতে আর রামজীলাল প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, বা জহরত কি তাহার মূল্যও এ পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দেন নাই। আমরা এ পর্য্যন্ত নানা স্থানে রামজীলালের অনুসন্ধান করিয়াছি,

তাঁহার দেশে পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ করিয়াছি; কিন্তু কোন স্থান হইতেই তাঁহার কোনরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই। এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, রামজীলালের ও তাহার নিকটস্থিত সেই বহুমূল্য জহরতগুলির অবস্থা এখন কি হইয়াছে। এই নিমিত্ত এই আবেদন-পত্রের দ্বারা সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিতেছি, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া, যাহাতে রামজীলাল ও জহরতগুলির অনুসন্ধান হয়, তাহার চেষ্টা করুন। বলা বাহুল্য, এই অনুসন্ধান করিতে যে সকল খরচ-পত্রের প্রয়োজন হইবে, তাহা আমরা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।"

এই দরখাস্তের অনুসন্ধানের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইলে, আমি কিন্তু সেই রাত্রিতে উহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম না। পরদিবস হইতে উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব, মনে মনে এইরূপ স্থির করিলাম; কিন্তু কালীবাবু ও রামজীলাল সম্বন্ধে নানাপ্রকার তর্ক আসিয়া মনে উপস্থিত হইতে লাগিল।

একবার ভাবিলাম, রামজীলাল নিশ্চয়ই একজন সামান্য বেতনের কর্ম্মচারী হইবেন, দশ হাজার টাকা মূল্যের জহরত তাঁহার হস্তে একবারে পতিত হইয়াছে, এ লোভ সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে কতদূর সম্ভব? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, রামজীলাল যে ধনীর কার্য্য করিয়া থাকেন, তিনি নিজেই বলিতেছেন যে, রামজীলাল একজন বহু পুরাতন ও অতি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী। যদি তাঁহার কথা প্রকৃত হয়, তাহা হইলে অনেক সময় তাঁহার হস্তে যে অনেক অর্থ আসিয়া পড়ে, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় এই সকল জহরত বা তাহার মূল্য গ্রহণ করিয়া পলায়ন করা রামজীলালের পক্ষে কতদূর সম্ভব, তাহা স্থির করিয়া উঠা নিতান্ত সহজ নহে।

দ্বিতীয়তঃ, যে রাণীজি জহরত খরিদ করিতে আগমন করিয়াছিলেন, তিনিই বা কে? এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে কালীবাবু নামক যে ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন, তিনিই বা কে? রাণীজি যদি প্রকৃতই রাণীজি হইবেন, তাহা হইলে তিনি নিজে বাজারে জহরত খরিদ করিতেই বা আসিবেন কেন? বাড়ীতে বসিয়া সংবাদ পাঠাইলেই ত অনেক বড় বড় জহুরী তাঁহার নিকট জহরত লইয়া যাইত। আর যদি তিনি নিজেই জহরত খরিদ করিবার মানসে বাজারে আসিলেন, তাহা হইলে কেবলমাত্র এক কালীবাবু ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত আগমন করিল না কেন? আর কালীবাবু তাঁহার নিজের লোক, কি বাজারের দালাল, তাহারই বা ঠিকানা কি? কালীবাবু যদি তাঁহার নিজের লোকই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দোকানে পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেবলমাত্র সহিস-কোচবানের সঙ্গেই বা গমন করিলেন কিরূপে? আর যদি কালীবাবু বাজারের দালালই হইবেন, তাহা হইলে রাণীজি তাহার সহিত বাজারে আসিতে কিরূপে সাহসী হইলেন? এরূপ অবস্থায় ইহার ভিতরের কথা অনুমান করা নিতান্ত সহজ ব্যাপাব নহে। তবে রাণীজি যদি কোন রাজবংশীয়া দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক হন, তাহা হইলে এইরূপ ভাবে অনায়াসেই তিনি বাজারে আসিতে সমর্থ হইবেন; কিন্তু প্রকৃত রাণী এরূপ ভাবে বাজারে আসিতে কখনই সাহসী হইতে পারেন না। আরও এক কথা, রামজীলাল যদি প্রকৃতই জহরতগুলি বিক্রয় করিয়া প্রস্থান করিয়া থাকেন, এবং কালীবাবু যদি তাঁহার সহিত এই অসৎকার্য্যে মিলিত না থাকেন, অথচ কালীবাবু যদি প্রকৃতই একজন দালাল হন, তাহা হইলে দালালী লইবার প্রত্যাশায় কালীবাবু সেই জহরতের

দোকানে এ পর্য্যন্ত আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না কেন? আবার মনে হইল, আজকাল রাজা বা রাণী সাজিয়া যে সকল ভয়ানক ভয়ানক জুয়াচুরি হইয়া থাকে, ইহা সেই প্রকারের কোন একরূপ জুয়াচুরি নয় ত? যদি তাহাই হয়, যদি সেইরূপ ভাবে কোনরূপ জুয়াচুরি হইয়া থাকে, তাহা হইলে রামজীলাল কোথায় গমন করিল? ইহার অনুসন্ধানের ভিতর বড়ই গোলযোগ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে; এক কথা ভাবিতে গেলে, অপর আর একটী কথা মনে আসিয়া সমস্ত চিন্তাকেই সন্দেহে পরিণত করিয়া দিতেছে। এ সম্বন্ধে আর কোন কথা ভাবিব না, কল্য প্রাতঃকাল হইতে ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। অনুসন্ধানে যে সকল বিষয় অবগত হইতে পারিব, তখন তাহার উপর নির্ভর করিয়া সবিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিব, এই অনুসন্ধান আমার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে কি না। যদি কৃতকার্য্য হইব মনে করি, তাহা হইলে ইহাতে সম্পূর্ণরূপে হস্তক্ষেপ করিব। নতুবা ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণকে বলিয়া, এই অনুসন্ধানের ভার অপরের হস্তে প্রদান করিব। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সেই রাত্রিতে এ সম্বন্ধে আর কোন বিষয় চিন্তা করিব না, ইহা স্থির করিলাম; কিন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারিলাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রত্যূষেই আমি এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। থানা হইতে বহির্গত হইয়া, প্রথমেই দরখাস্তকারী জহরত-ব্যবসায়ীর দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যে সময় আমি দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সেই সময় যাঁহার দোকান, তিনি দোকানে উপস্থিত ছিলেন না। কয়েকজন কর্ম্মচারী কেবলমাত্র দোকানে উপস্থিত ছিলেন। আমি কে, এবং কি নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিয়াছি, তাহা অবগত হইবার পর, দোকানের একজন কর্ম্মচারী আমাকে সঙ্গে করিয়া সেই দোকানের স্বত্বাধিকারীর নিকট লইয়া গেলেন। সেই সময় তিনি আপনার বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। আমার পরিচয় ও সেই স্থানে আমার গমনের কারণ অবগত হইয়া, সবিশেষ যত্নের সহিত তিনি আমাকে বসাইলেন, এবং তাঁহার দোকানের যে কর্ম্মচারী আমার সহিত সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার দোকানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কহিলেন। আদেশমাত্র কর্ম্মচারী সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কর্ম্মচারী প্রস্থান করিবার পর, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে কার্য্যের নিমিত্ত আমি দরখাস্ত করিয়াছিলাম, সেই কার্য্যের অনুসন্ধানের ভার কি আপনার উপর অর্পিত হইয়াছে?"

আমি। তাহারই অনুসন্ধান করিবার মানসে আমি এই স্থানে আগমন করিয়াছি।

ধনী। আমি যে সকল কথা দরখাস্তে লিখিয়াছি, তাহা আপনি উত্তমরূপে পড়িয়া দেখিয়াছেন কি ?

আমি। আমি উহা বেশ করিয়া পড়িয়া দেখিয়াছি, এবং দরখাস্তখানি আমার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।

এই বলিয়া আমার পকেট হইতে সেই দরখাস্তখানি বাহির করিয়া, আমার সম্মুখে রাখিয়া দিলাম, এবং তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি দরখাস্তে যে সকল বিষয় লিখিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আর কোন কথা আমাকে বলিতে চাহেন কি ?"

ধনী। যাহা কিছু আমার বলিবার, তাহা আমি এই দরখাস্তে ব্যক্ত করিয়াছি। তদ্ব্যতীত আর কোন বিষয় যদি আপনি অবগত হইতে চাহেন, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি যতদূর জানি, তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।

আমি। যে সময় রাণীজি জহরত খরিদ করিবার মানসে কালী বাবুর সমভিব্যাহারে আপনার দোকানে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় আপনি নিজে বোধ হয়, দোকানে উপস্থিত ছিলেন না ?

ধনী। সেই সময় আমি নিজে দোকানে উপস্থিত ছিলাম। যাহা কিছু হইয়াছিল, তাহার সমস্তই আমার সম্মুখে হইয়াছিল।

আমি। রাণীজিকে কি আপনি দেখিয়াছিলেন ?

ধনী। তাঁহাকে আমরা কেহই দর্শন করি নাই। তিনি গাড়ির ভিতরে ছিলেন, গাড়ি হইতে তিনি বহির্গত হন নাই, বা গাড়ির আবরণও উন্মুক্ত করা হয় নাই।

আমি। যে গাড়ির ভিতর রাণীজি ছিলেন বলিতেছেন, সেই গাড়ির ভিতর কোন লোক যে ছিল, তাহা আপনারা কোনরূপে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি ?

ধনী। গাড়ির ভিতর যে লোক ছিল, সে বিষয়ে আর কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই। যদিও আমরা তাঁহাকে স্পষ্ট দেখি নাই; কিন্তু তাঁহার পরিহিত বস্ত্রাদির কিয়দংশ মধ্যে মধ্যে আমরা দেখিয়াছিলাম, এবং তাঁহার বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট কথাও আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম।

আমি। আপনারা তাঁহার কথা শুনিয়া, তাঁহাকে স্ত্রীলোক বলিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন?

ধনী। তিনি যে স্ত্রীলোক, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি। তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে কোন্ দেশীয় স্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান হয়?

ধনী। তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই। কারণ, তাঁহার সমভিব্যাহারী সেই কালীবাবুর সহিত যখন তিনি কথা বলিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালা কথাই বলিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা তাঁহাকে যে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে, এবং মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে যে দুই একটী অপর কোন জহরত দেখাইতে বলিয়াছিলেন, তাহা হিন্দী ভাষায় বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে হিন্দী বেশ পরিষ্কার হিন্দী নহে, যেন বাঙ্গালার সহিত মিশ্রিত বলিয়া আমার অনুমান হইয়াছিল।

আমি। রাণীজি যে গাড়িতে ছিলেন, সেই গাড়ির ভিতর অপর আর কেহ ছিল?

ধনী। তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। সেই গাড়ির ভিতর অপর আর কাহাকেও দেখি নাই, বা অপর আর কোন ব্যক্তির কোনরূপ কথাও শুনিতে পাই নাই।

আমি। তিনি কোন্ স্থানের রাণী, তাহা কিছু আপনাকে বলিয়াছিলেন কি?

ধনী। তিনি আমাকে বলেন নাই ; কিন্তু কালীবাবু বলিয়াছিলেন। যে স্থানের নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে নাই, সেই স্থানের নাম ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শুনি নাই। সেই নামটী মনে করিবার নিমিত্ত সবিশেষরূপ চেষ্টাও করিয়াছি ; কিন্তু কিছুতেই মনে করিয়া উঠিতে পারি নাই।

আমি। রাণীজি যে গাড়িতে আগমন করিয়াছিলেন, কালীবাবুও কি সেই গাড়িতে আসিয়াছিলেন ?

ধনী। না, রাণীজি একখানি জুড়িগাড়িতে আসিয়াছিলেন। কালীবাবু আসিয়াছিলেন—একখানি কম্পাস গাড়িতে।

আমি। উহা কি ঘরের গাড়ি বলিয়া অনুমান হয় ?

ধনী। না, আমার বোধ হয়, উহা ঘরের গাড়ি নয় ; আড়গোড়ার গাড়ি।

আমি। আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন যে, উহা আড়গোড়ার গাড়ি ?

ধনী। সেই গাড়ির সহিস-কোচবানের পোষাক ও পরিচ্ছদ দেখিয়া আমার বেশ অনুমান হইতেছে যে, সেই গাড়ি নিশ্চয়ই কোন এক আড়গোড়ার।

আমি। দুইখানি গাড়িই কি আড়গোড়ার গাড়ি বলিয়া অনুমান হয় ?

ধনী। দুইখানিই এক আড়গোড়ার গাড়ি। দুইখানি গাড়ির সহিস-কোচবানদিগের পোষাক-পরিচ্ছদ একই প্রকারের।

আমি। রামজীলাল আপনার কে ?

ধনী। রামজীলাল সম্পর্কে আমার কেহই হন না ; কিন্তু তিনি আমার জহরতের দোকানের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী।

আমি। কতদিবস হইতে তিনি আপনার দোকানে কর্ম্ম করিতেছেন ?

ধনী। রামজীলাল আমার একজন বহু পুরাতন কর্ম্মচারী ; প্রায় ত্রিশ বৎসর তিনি আমার দোকানে কর্ম্ম করিতেছেন।

আমি। তাঁহার স্বভাব-চরিত্র কিরূপ ?

ধনী। তাঁহার স্বভাব-চরিত্রও যেরূপ ভাল, তিনি বিশ্বাসীও সেইরূপ। আমার বোধ হয়, আমি আমাকে যতদূর বিশ্বাস করিতে না পারি, তাহা অপেক্ষা অধিক তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারি। আমার দোকানের লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি সমস্তই তাঁহার হস্তে, তিনি মনে করিলে ইহার সমস্তই অনায়াসেই আত্মসাৎ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি এতদূর বিশ্বাসী যে, আজ পর্য্যন্ত একটী পয়সাও তাঁহা কর্ত্তৃক অপহৃত হয় নাই।

আমি। রামজীলাল যদি আপনার এতদূর বিশ্বাসী কর্ম্মচারী, তাহা হইলে সেই দশ হাজার টাকার জহরত লইয়া তিনি কিরূপে প্রস্থান করিলেন ?

ধনী। রামজীলাল যে সেই জহরত লইয়া পলায়ন করিয়াছেন, তাহা কথনই সম্ভব হইতে পারে না। এরূপ কথা আমি কোনরূপেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

আমি। তবে রামজীলাল কোথায় গমন করিলেন ?

ধনী। আমিও তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হয়, রামজীলাল কোনরূপে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না।

আমি। সে যাহা হউক, রামজীলাল যে সকল জহরত লইয়া গিয়াছেন, তাহার কোনরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন কি ?

ধনী। না, তাহা করি নাই। যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এখনই আমি উহা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।

আমি। তাহা হইলে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক একটী সবিশেষ বিবরণ-যুক্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়া এখনই আমাকে প্রদান করুন।

আমার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ জহরতগুলির সবিশেষ বিবরণ-যুক্ত একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া কর্ম্মচারী আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি সেই তালিকা আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, সেই সকল জহরত যদি অপরাপর জহরতের সহিত একত্র পুনরায় আপনাকে দেখাই, তাহা হইলে চিনিতে পারিবেন ত ?"

ধনী। জহরতগুলি যেরূপ অবস্থায় আমার এই স্থান হইতে লইয়া গিয়াছে, সেইরূপ অবস্থায় যদি উহা না থাকে, তাহা হইলে উহার প্রত্যেক পাথরের মতি প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় অপর প্রস্তর প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া আমার সম্মুখে আনিবেন, দেখিবেন, আমার দ্রব্য আমি তাহার ভিতর হইতে অনায়াসেই বাছিয়া লইতে সমর্থ হইব।

জহরত-বিক্রেতার নিকট হইতে এই সকল বিষয় অবগত হইয়া সেইদিবস আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার সময় আমার মনে হইল, দোকানদার রামজীলালের চরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে বর্ণন করিলেন, তাহাতে রামজীলালের উপর এই সকল জহরত অপহরণ করা সম্বন্ধে কিরূপে সন্দেহ করিতে পারি ? যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া আপন ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করেন, অথচ যাঁহার কার্য্যের নিমিত্ত মনিব কখনও একবারেরও নিমিত্ত দৃষ্টিপাত করেন না, সেই

ব্যক্তি কেবলমাত্র যে দশ হাজার টাকা মূল্যের জহরত লইয়া পলায়ন করিবে, তাহা কিন্তু সহজে মনে স্থান দিতে পারা যায় না।

যাহা হউক, দোকানদারের নিকট হইতে এই সকল বিষয় অবগত হইয়া আমি থানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ভাবিলাম, একটু পরেই পুনরায় এই অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া যাইব; কিন্তু কার্য্যে তাহা ঘটিল না। সেই সময় কোন একটী সবিশেষ প্রয়োজনীয় রাজ্য-সম্বন্ধীয় সরকারী কার্য্য আসিয়া আমার হস্তে উপস্থিত হইল। সুতরাং বর্ত্তমান কার্য্যের অনুসন্ধান সেই সময় আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। আমি সেই কার্য্যের অনুসন্ধান সেই সময় পরিত্যাগ করিলাম সত্য; কিন্তু সেই অনুসন্ধান একবারে বন্ধ হইল না। অপর আর একজন কর্ম্মচারীর হস্তে এই অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করিয়া, যতদূর আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহার সমস্ত বিবরণ আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম। তিনি তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত বহির্গত হইলেন, আমিও সেই সবিশেষ প্রয়োজনীয় সরকারী কার্য্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গবর্ণমেণ্টের যে কার্য্য সম্বন্ধে আমাকে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল, সেই কার্য্য শেষ করিতে আমার প্রায় দুই তিনদিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। সেই কার্য্য সমাপনান্তে আমি থানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, যে কর্ম্মচারীর হস্তে রামজীলাল সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের ভার

অর্পণ করিয়া গিয়াছিলাম, তাঁহাকে ডাকিলাম। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি যে কার্য্যের ভার আপনার হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলাম, সেই কার্য্য আপনি কতদূর সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ?"

কর্ম্মচারী। অনুসন্ধান প্রায় আমি একরূপ শেষই করিয়া রাখিয়াছি, এখন আসামীকে ধরিতে পারিলেই হইল।

আমি। আসামী কে ?

কর্ম্মচারী। রামজীলাল।

আমি। তাহার অপরাধ ?

কর্ম্মচারী। অপরাধ, তাহার মনিবের টাকা আত্মসাৎ করা।

আমি। তাহা হইলে ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছে যে, রামজীলাল সেই সকল জহরত লইয়া পলায়ন করিয়াছে ?

কর্ম্মচারী। না, সেই সকল জহরত লইয়া রামজীলাল পলায়ন করে নাই। সেই সকল জহরত বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য লইয়া রামজীলাল পলায়ন করিয়াছে।

আমি। এ সম্বন্ধে বেশ প্রমাণ পাইয়াছেন ?

কর্ম্মচারী। তাহার বিপক্ষে বেশ প্রমাণ আছে; মাজিষ্ট্রেট সাহেবও তাহার কতক প্রমাণ গ্রহণ করিয়া রামজীলালের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া দিয়াছেন।

আমি। ভালই হইয়াছে। সেই ওয়ারেণ্ট এখন কোথায় ?

কর্ম্মচারী। আমার নিকটেই আছে।

আমি। সেই ওয়ারেণ্ট আমাকে প্রদান করিবেন। তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব; আপনিও আপনার চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।

কর্ম্মচারী। সেই ওয়ারেণ্টখানি এখনই আমি আপনাকে প্রদান করিব কি ?

আমি। এখনই আমাকে প্রদান করিতে হইবে না ; কিন্তু আপনি কিরূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং রামজীলালের বিপক্ষে কিরূপ প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্বে একবার জানিতে ইচ্ছা করি।

কর্ম্মচারী। উত্তম কথা। আমি যাহা যাহা করিয়াছি, তাহা আপনাকে বলিতেছি। আমি প্রথমতঃ কালীবাবুর নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া তাহার পর অপরাপর লোকের নিকট অনুসন্ধান করি।

আমি। কালীবাবুর সন্ধান করিয়া, তাঁহাকে কিরূপে বাহির করিতে সমর্থ হইলেন ?

কর্ম্মচারী। কালীবাবুর অনুসন্ধান করিতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই। আমি প্রথমতঃ দরখাস্তকারীর দোকানে গমন করি। কালীবাবুকে দেখিলে চিনিতে পারিবে, এইরূপ একটী লোক সঙ্গে করিয়া কালীবাবুর অনুসন্ধান করিবার মানসে, সেই স্থান হইতে আসিতেছিলাম, সেই সময় পথিমধ্যে হঠাৎ কালীবাবুকে দেখিতে পাইয়া সেই ব্যক্তি আমাকে দেখাইয়া দেয়।

আমি। কালীবাবু কি কার্য্য করিয়া থাকেন ?

কর্ম্মচারী। তাহা আমি জানি না, জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি দালালী কার্য্য করিয়া থাকেন।

আমি। কালীবাবু প্রকৃতই দালালী কার্য্য করেন কি না, সে সম্বন্ধে আপনি কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি ?

কর্ম্মচারী। না।

আমি। তিনি থাকেন কোথায় ?

কর্ম্মচারী। তিনি যেখানে থাকেন, তাহা আমি জানি; আমি নিজে গিয়া তাঁহার বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি।

আমি। কিরূপ বাড়ীতে তিনি থাকেন?

কর্ম্মচারী। দোতালা পাকা বাড়ী।

আমি। তিনি সেই বাড়ীতে একাকী বাস করিয়া থাকেন কি?

কর্ম্মচারী। না, সেই বাড়ীতে অনেকগুলি স্ত্রীলোক থাকে, তাহাদিগের মধ্যে একখানি ঘরে তিনিও বাস করেন;

আমি। সেই স্ত্রীলোক কি প্রকারের, গৃহস্থ, না বেশ্যা?

কর্ম্মচারী। বেশ্যা।

আমি। তাহা হইলে যে গৃহে কালীবাবু থাকেন, সেই গৃহেও বোধ হয়, একজন বেশ্যা বাস করিয়া থাকে?

কর্ম্মচারী। হাঁ, একটী বেশ্যাকে লইয়া কালীবাবু সেই বাড়ীতেই থাকেন।

আমি। কালীবাবুর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আপনাকে কি বলিলেন?

কর্ম্মচারী। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহাকে একবারে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি রামজীলাল নামক এক ব্যক্তির মারফত যে সকল জহরত আনিয়াছিলেন, তাহা এখন আপনার নিকট আছে, কি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন?' উত্তরে তিনি কহিলেন, "যাহার নিমিত্ত সেই সকল জহরত আনা হইয়াছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সকল জহরত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই প্রেরিত লোক মারফত সমস্ত টাকাও প্রদান করিয়াছেন। টাকা লইয়া রামজীলাল তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। সেই সকল জহরত বিক্রয় করিয়া আমার ন্যায্য যে কিছু দালালী প্রাপ্য হয়, তাহার কিয়দংশ

তিনি আমাকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এবং বলিয়া গিয়াছেন, দুই একদিবসের মধ্যে আরও কতকগুলি জহরত লইয়া তিনি আসিবেন, সেই সময় আমার দালালীর অবশিষ্ট যাহা প্রাপ্য আছে, তাহা প্রদান করিয়া যাইবেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তিনি আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না, বা আমার ন্যায্য পাওনাগুলিও পাঠাইয়া দিলেন না; আমিও নানা ঝঞ্ঝাটে আর সেই দোকানে গমন করিতে পারি নাই।"

আমি। আপনি কালীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি যে, সেই সকল জহরত কালীবাবু নিজে খরিদ করিয়াছিলেন, কি অপর কোন লোক খরিদ করিয়াছিল?

কর্ম্মচারী। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে কালীবাবু আমাকে এই বলিয়াছিলেন যে, "রাজার মত কোন একজন জমিদার সেই জহরত খরিদ করিয়াছেন।"

আমি। সেই রাজা বা জমিদার কে?

কর্ম্মচারী। কালীবাবু তাহা আমাকে বলেন নাই।

আমি। তিনি যে বাড়ীতে থাকেন, সেই বাড়ী আপনাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন কি?

কর্ম্মচারী। না, তাঁহার বাড়ীও আমাকে দেখাইয়া দেন নাই।

আমি। তাহা হইলে জহরতগুলি কোন্ স্থানে তিনি গ্রহণ করেন, এবং উহার মূল্যই বা কোন্ স্থানে তিনি প্রদান করেন?

কর্ম্মচারী। কালীবাবু আমাকে কেবল ইহাই বলেন যে, যে বাড়ীতে কালীবাবু থাকেন, সেই বাড়ীর কোন একটী স্ত্রীলোকের গৃহে সেই জমিদার মহাশয় আগমন করিতেন। সেই স্থানে কালী বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, এবং কতকগুলি জহরত আনিবার নিমিত্ত সেই স্থানে বসিয়াই কালীবাবুকে আদেশ করেন। তাঁহারই

আদেশ মত কতকগুলি জহরত আনা হয়। সেই সকল জহরতের সঙ্গে রামজীলাল আগমন করেন, এবং সেই স্ত্রীলোকের গৃহে বসিয়াই তিনি সেই সকল জহরত খরিদ করেন, ও রামজীলালের হস্তে উহার মূল্য প্রদান করেন।

আমি। একজন রাণী যে জহরত খরিদ করিতে গিয়াছিলেন, তাহা হইলে সেই রাণী কে ?

কর্ম্মচারী। রাণী যে কে, তাহা কালীবাবু আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কেবল তিনি আমাকে এইমাত্র বলিয়াছিলেন, যে স্ত্রীলোকটীর গৃহে তিনি আগমন করিতেন, সেই স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে লইয়া তিনি জহরত খরিদ করিতে বাজারে গমন করেন। তিনি যে জুড়িতে ছিলেন, সেই স্ত্রীলোকটীও সেই জুড়িতে ছিলেন বলিয়া, লোক-লজ্জার ভয়ে তিনি গাড়ির "ঘেরাটোপ" ফেলিয়া সেই স্ত্রী-লোকটীর সহিত বাজারে আগমন করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি নিজে দোকানে বসিয়া জহরতগুলি দেখিয়া শুনিয়া পসন্দ করিয়া লইবেন ; কিন্তু দোকানে গমন করিয়া, গাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখিতে পান, সেই দোকানে একটী লোক বসিয়া আছেন। বোধ হয়, সেই লোকটীই সেই দোকানের মালিক। সেই লোকটীকে তিনি পূর্ব্ব হইতে চিনিতেন। কারণ, সেই ব্যক্তির সহিত তাঁহার পিতার সবিশেষরূপ পরিচয় আছে। তিনি পাছে তাঁহার চরিত্রের কথা তাঁহার পিতার নিকট বলিয়া দেন, এই ভয়ে তিনি আর গাড়ি হইতে নামিতে সাহসী হন নাই, এবং সেই স্থানে আত্ম-প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে সেই স্ত্রীলোকটীকে রাণী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কালীবাবুকে বলিয়া দেন, ও তাহাকেই জহরতগুলি দেখা-ইয়া খরিদ করিতে বলেন। কালীবাবু, নামে জহরতগুলি রাণীজিকে

দেখান; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই জমিদার-পুত্রই সেই গাড়ির ভিতর হইতে জহরতগুলি দেখিয়া পসন্দ করেন, এবং পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া উহার মূল্য প্রদান করিবেন, বিবেচনা করিয়া, জহরতগুলি কালীবাবুর বাসায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত কালীবাবুকে সেই স্থানে রাখিয়া তাঁহারা প্রস্থান করেন। কালীবাবু সেই সকল জহরত রামজীলালের মারফত তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যান। সেই স্থানে জমিদার-পুত্র পুনরায় জহরতগুলি ভাল করিয়া দেখেন, এবং পরিশেষে রামজীলালের হস্তে উহার মূল্য প্রদান করিয়া জহরতগুলি গ্রহণ করেন।

আমি। কালীবাবু যে সকল কথা বলেন, তাহাদের পোষকতায় আর কোন প্রমাণ পাইয়াছিলেন কি?

কর্ম্মচারী। পাইয়াছিলাম।

আমি। কি?

কর্ম্মচারী। যাহার গৃহে বসিয়া সেই সকল জহরত গ্রহণ করা হয়, এবং তাহার মূল্য প্রদান করা হয়, সেই স্ত্রীলোকটীও ঠিক সেই কথাই বলে।

আমি। সেই স্ত্রীলোকটী কে?

কর্ম্মচারী। কালীবাবু যে গৃহে থাকেন, সেই স্ত্রীলোকটীও সেই গৃহে থাকে।

আমি। তাহা হইলে কালীবাবু যে স্ত্রীলোকটীর গৃহে থাকেন, সেই স্ত্রীলোকটীই কালীবাবুর কথার পোষকতা করিতেছে?

কর্ম্মচারী। হাঁ।

আমি। রাণীজিও বোধ হয়, তিনিই হইয়াছিলেন?

কর্ম্মচারী। হাঁ।

আমি। সেই স্ত্রীলোকটীর নাম কি ?

কর্ম্মচারী। তাহার নাম ত্রৈলোক্য।

আমি। বাড়ীর অপরাপর ভাড়াটিয়াগণ কি বলে ?

কর্ম্মচারী। তাহারা সবিশেষ কিছুই বলিতে পারে না। তাহারা কেবল এইমাত্র বলে যে, কাহার গৃহে কে আসিতেছে, কে যাইতেছে, তাহার খবর কে রাখে ? বিশেষতঃ এরূপ সংবাদ রাখা তাহাদিগের নীতি-বিরুদ্ধ।

আমি। পশ্চিমদেশীয় একটী লোক যে সেই বাড়ীতে কতকগুলি জহরত লইয়া গমন করিয়াছিল, তাহা কেহ বলে ?

কর্ম্মচারী। সবিশেষ কিছু বলিতে পারে না, তবে এইমাত্র বলে যে, কালীবাবুর সহিত সময় সময় বঙ্গদেশীয়, পশ্চিমদেশীয় প্রভৃতি অনেক লোক প্রায়ই তাঁহার গৃহে আসিয়া থাকে, এরূপ তাহারা দেখিতে পায়।

আমি। কত টাকার জহরত খরিদ করা হয় ?

কর্ম্মচারী। কালীবাবু কহেন, দশ হাজার টাকায় সেই সকল জহরত খরিদ করা হইয়াছিল।

আমি। টাকাগুলি কিরূপ অবস্থায় রামজীলালকে প্রদান করা হয়,—নগদ টাকা দেওয়া হয়, না নোট দেওয়া হয় ?

কর্ম্মচারী। সমস্তই নোট, নয়খানি হাজার টাকার হিসাবে নয় হাজার, এবং একশতখানি দশ টাকা হিসাবে এক হাজার টাকা।

আমি। সেই হাজার টাকা হিসাবের নোটগুলির নম্বর পাইবার কোনরূপ উপায় আছে কি ?

কর্ম্মচারী। সমস্ত নম্বরই আমি পাইয়াছি।

আমি। কিরূপে সেই সকল নোটের নম্বর পাইলেন ?

কর্ম্মচারী। কালীবাবুর নিকট হইতে। যে সময় নোটগুলি রামজীলালকে দেওয়া হয়, সেই সময় কালীবাবু সেই সকল নোটের নম্বর টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি আমাকে সেই সকল নম্বর প্রদান করিয়াছেন।

আমি। সেই নোটগুলি সম্বন্ধে করেন্‌সি আফিসে একবার অনুসন্ধান করা উচিত।

কর্ম্মচারী। সে অনুসন্ধানও আমি করিয়াছি। সেই সকল নোটের টাকা দেওয়া স্থগিত (Stop) করিবার মানসে করেন্‌সি আফিসের বড় সাহেবের নামে একখানি পত্র লেখা হয়। সেই পত্রের জবাবে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই রামজীলালের উপর আরও সবিশেষরূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

আমি। পত্রের উত্তরে তিনি কি লিখিয়াছেন ?

কর্ম্মচারী। তিনি লিখিয়াছেন যে, সমস্ত নোটগুলিই রামজী-লাল নামক এক ব্যক্তি সেই স্থানে প্রদান করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে দশ টাকার হিসাবে নোট বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে।

আমি। এটী সবিশেষ সন্দেহের কথা !

কর্ম্মচারী। এই সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছি।

আমি। সেই জমিদার-পুত্রটী কে, তাহার কিছু অবগত হইতে পারিয়াছেন কি ?

কর্ম্মচারী। তাহা আমি এ পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই। কালীবাবু কোনরূপেই তাঁহার নাম বলিতে সম্মত নহেন, বা তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিতে বলায়, তিনি বলেন যে, কোথায় যে তাহার বাড়ী, তাহা তিনি অবগত নহেন। বাড়ীর ঠিকানা তিনি

কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, নামও বলেন নাই ; রাজাসাহেব বলিয়াই সকলে তাঁহাকে ডাকিয়া থাকেন।

আমি। জহরত খরিদ করিবার পর, রাজাসাহেব ত্রৈলোক্যের গৃহে আর আগমন করিয়াছিলেন কি ?

কর্ম্মচারী। তাহার পর দুই একদিবস আসিয়াছিলেন মাত্র ; কিন্তু আজ কয়েকদিবস পর্য্যন্ত আর তিনি সেই স্থানে আগমন করেন নাই।

আমি। কেন আসেন নাই, সেই সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারে না কি ?

কর্ম্মচারী। ত্রৈলোক্য ও কালীবাবু ইহাই বলেন যে, রাজা-সাহেব শেষদিবস যখন সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি বলিয়া যান যে, কোন সবিশেষ কার্য্য উপলক্ষে তাঁহাকে তাঁহার দেশে গমন করিতে হইতেছে। বোধ হয়, সেই স্থানে তাঁহাকে মাসাবধি অবস্থান করিতে হইবে। সুতরাং এক মাসের মধ্যে তিনি আর এখানে আগমন করিবেন না।

আমি। রামজীলাল সম্বন্ধে আপনি কি অনুসন্ধান করিয়াছেন ?

কর্ম্মচারী। সবিশেষ কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। কেবল কলিকাতার ভিতর যে যে স্থানে তাহার দেশের লোক বা আত্মীয়-স্বজন আছে, কেবল তাহারই কোন কোন স্থানে রামজীলালের অনুসন্ধান করিয়াছি মাত্র ; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সকল স্থানে গমন করিতে পারি নাই। আমার বোধ হয়, রামজীলাল কলিকাতায় নাই। কারণ, কোন দিক হইতে তাহার কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আমার বোধ হয়, সে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে।

আমি। নিতান্ত অসম্ভব নহে; কিন্তু রামজীলাল তাহার মনিবের এতদূর বিশ্বাসপাত্র হইয়া এরূপ অবিশ্বাসের কার্য্য করিবে? যাহা হউক, এ বিষয় একবার উত্তমরূপে দেখা আবশ্যক। অর্থের লোভে সময় সময় মনুষ্যগণ যে কি না করিতে পারে, তাহা বলা সহজ নহে। "অর্থই যে অনর্থের মূল" তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কর্ম্মচারী। এখন এ সম্বন্ধে আমাকে আর কিছু করিতে হইবে কি?

আমি। হইবে বৈকি?

কর্ম্মচারী। কি?

আমি। রামজীলালকে সবিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে ধরিতে হইবে।

কর্ম্মচারী। আর কিছু?

আমি। সেই জমিদার-পুত্র যে কে, অনুসন্ধান করিয়া তাহার ঠিকানা করিতে হইবে।

কর্ম্মচারী। এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমি এখন প্রস্তুত হইতে পারি কি?

আমি। এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আপনি এখন যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে গমন করিতে পারেন; কিন্তু আপনি বহির্গত হইয়া যাইবার পূর্ব্বে আর একটী কার্য্য আপনাকে করিতে হইবে।

কর্ম্মচারী। কি?

আমি। আমার সহিত কালীবাবুর বাড়ীতে একবার গমন করিয়া কালীবাবু ও ত্রৈলোক্যকে আমাকে দেখাইয়া দিতে হইবে।

কারণ, তাহারা যে কে, এবং কি চরিত্রের লোক, সেই সম্বন্ধে আমি সময় মত একবার উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিব; এবং সেই বাড়ীর অপর ভাড়াটিয়াগণের মধ্যে যদি কেহ সেই জমিদার-পুত্রের কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন, তাহারও সবিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া দেখিব।

আমার কথায় কর্ম্মচারী মহাশয় সম্মত হইলেন। আমার অবকাশ মত তিনি আমার সহিত গমন করিয়া, কালীবাবু ও তাঁহার উপপত্নী ত্রৈলোক্যকে আমাকে দেখাইয়া দিবেন, ইহাই স্থিরীকৃত হইল।

আমি অতিশয় ক্লান্ত ছিলাম; সুতরাং সেই দিবসেই আমি আর কালীবাবুর বাড়ীতে গমন করিতে পারিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস অতি প্রত্যূষে সেই কর্ম্মচারীকে সঙ্গে করিয়া আমি কালীবাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কালীবাবু এবং ত্রৈলোক্য উভয়েই সেই সময় তাহাদিগের গৃহে উপস্থিত ছিল। কালীবাবু আমাকে দেখিয়া, সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু আমি তাঁহাকে অতি উত্তমরূপে চিনিতে পারিলাম। কালীবাবু যে চরিত্রের লোক, ত্রৈলোক্যের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত অসৎবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সে একাল পর্য্যন্ত তাহাদের উভয়ের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল, তাহা

অতি উত্তমরূপেই অবগত ছিলাম। আমি জানিতাম, দশ হাজার টাকার মূল্যের জহরত খরিদ করিবার ক্ষমতা কালীবাবুর নাই। আরও জানিতাম, কালীবাবুকে যে জানিত, সে দশ হাজার টাকা ত দূরের কথা, দশ পয়সাও দিয়া কালীবাবুকে সহজে বিশ্বাস করিত না।

আমি কালীবাবুর বাড়ীতে গমন করিয়া কেবল রামজীলাল সম্বন্ধে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম মাত্র। সবিশেষ কোন কথা তাঁহার নিকট ভাঙ্গিলাম না, বা তাহার মনে কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে, এরূপ কোন কথাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমার কথায় কালীবাবু যে কোন উত্তর প্রদান করিলেন, তাহাতেই যেন আমি সন্তুষ্ট হইয়া, রামজীলালের অনুসন্ধান করিবার ভান করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

যে সময় কালীবাবু ও ত্রৈলোক্যের সহিত আমার দুই চারিটী কথা হইয়াছিল, সেই সময় উহারা যদি সবিশেষ মনোযোগের সহিত আমার দিকে লক্ষ্য রাখিত, তাহা হইলে উহারা সেই সময় আমার কথার উত্তর প্রদান করিতে পারিত কি না, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, সেই সময় যেরূপ সতর্কতার সহিত আমি উহাদিগের আপাদ-মস্তক দর্শন করিতেছিলাম, উহারা যদি ঘূণাক্ষরেও আমার সেই সূক্ষ্ম দর্শনের অর্থ বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সেই সময় উহারা আমার সম্মুখীন হইয়া কখনই আমার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। তাহাদিগের পাপরাশীর ভয়ানক অবস্থা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, সেই ভাবিয়া কখনই তাহারা কোন পুলিস-কর্ম্মচারীর সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না।

আমার অভিসন্ধির বিষয় যদিও তাহারা পূর্ব্বে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিয়াছিল না; কিন্তু পরিশেষে তাহারা আমার সেই সূক্ষ্ম দর্শনের অর্থ সবিশেষরূপে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল।

উহাদিগকে যে দুই চারিটী কথা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং তাহার উত্তরে উহারা আমাকে যাহা কিছু বলিয়াছিল, তাহার কোন কথাই আমি বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইলাম না। অধিকন্তু উহাদিগের উপর নানারূপ সন্দেহ আসিয়া আমার মনে উদয় হইল। বস্তুতঃ আমার সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারী যেরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া রামজীলালের উপর ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই অনুসন্ধানে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না।

এ সম্বন্ধে আরও একটু সবিশেষরূপ অনুসন্ধান করা আবশ্যক, মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিলাম। কিন্তু কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, সেইরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারিব, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, আমরা উভয়েই থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

থানায় আসিবার প্রায় দুই তিনঘণ্টা পরে হঠাৎ একটী বিষয় জানিবার ইচ্ছা আমার মনে উদয় হইল। এ সম্বন্ধে আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সেই কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া করেন্সি আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে যে কয়েকখানি নম্বরি-নোট করেন্সি আফিসে ভাঙ্গাইয়া লইয়া রামজীলাল প্রস্থান করিয়াছে—সাব্যস্ত হইয়াছিল, করেন্সি আফিসের বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সেই নোট কয়েকখানি একবার দেখিতে চাহিলাম। তিনি তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে আদেশ প্রদান করিলেন, সেই কর্ম্মচারী অনুসন্ধান-পূর্ব্বক সেই নোট কয়েকখানি

বাহির করিয়া আনিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। সেই নোট দেখিয়া আমি যে কতদূর বিস্মিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, যে সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া, আমি সেই নোটগুলি দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম, সেই সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। ইতিপূর্ব্বে অনুসন্ধানে আমি অবগত হইতে পারিয়াছিলাম যে, রামজীলাল একজন পশ্চিমদেশীয় লোক, বঙ্গদেশে থাকিয়া ব্যবসা-কার্য্য করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু বঙ্গ-ভাষার সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সংশ্রব নাই। তিনি না পারেন বাঙ্গালা কহিতে—না পারেন বাঙ্গালা লিখিতে। এখন দেখিলাম, সেই নোটগুলির উপর রামজীলালের নাম স্বাক্ষর আছে সত্য; কিন্তু উহা হিন্দীভাষায় নাই, বাঙ্গালা ভাষায়। রামজীলাল যখন বাঙ্গালা ভাষা একবারেই অবগত নহেন, তখন তিনি বাঙ্গালা ভাষায় আপনার নাম কিরূপে স্বাক্ষর করিলেন, তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আরও ভাবিলাম, রামজীলাল যখন সেই সকল অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছে, তখন সে যে আপনার নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়া তাহার বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যাইবে, তাহাই বা সহজে বিশ্বাস করি কি প্রকারে?

মনে মনে এইরূপ ভাবিলাম সত্য; কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সেই নোটগুলি করেন্‌সি আফিসে প্রত্যর্পণ-পূর্ব্বক আস্তে আস্তে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

কালীবাবুর অবস্থা আমি উত্তমরূপে জানিতাম। তাহার নিজের গাড়ি-ঘোড়া নাই, অথচ আড়গোড়া হইতে গাড়ি ভাড়া করিয়া তাহাতে চড়িবার ক্ষমতাও তাহার নাই। এরূপ অবস্থায় কাহার

গাড়িতে চড়িয়া সে বাজারে আগমন করিয়াছিল, ক্রমে তাহা জানিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। রাণীজিই বা কে? সেই জুড়িই বা কাহার? এবং কেইবা সেই জুড়ি আড়গোড়া হইতে ভাড়া করিয়া চড়িয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলেই কালীবাবুর কথা যে কতদুর সত্য, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। কালীবাবু যে জমিদার-পুত্রের কথা বলিতেছে, তিনি যে কে, তাহা কালীবাবুর জানিতে না পারার কোনরূপ অসম্ভাবনা দেখিতেছি না। যে ব্যক্তি তাহারই রক্ষিতা স্ত্রীলোকের গৃহে আসিয়া আমোদ-প্রমোদ করে, যে ব্যক্তি তাহারই গৃহে বসিয়া এত টাকা মূল্যের জহরতাদি খরিদ করে, তাঁহার পরিচয় কালীবাবু যে একবারেই জানে না, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস হইতে পারে না। অন্ততঃ তিনি যে কোথায় থাকেন, তাহা কালীবাবু বা ত্রৈলোক্য যে একবারেই অবগত নহে, তাহাও আমি কোনরূপেই বিশ্বাস করিতে সমর্থ নহি। আমার অনুমান হইতেছে, কালীবাবু যে সকল কথা আমাদিগকে বলিয়াছে, তাহার অধিকাংশই মিথ্যা কথা। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাকে আরও একটু সবিশেষরূপ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি আমার থানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। থানার মধ্যে সেই সময় যে সকল ডিটেক্‌টিভ-কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে পশ্চিমদেশীয় এরূপ এক কর্ম্মচারীকে আমি আমার সঙ্গে লইলাম যে, তাঁহাকে সহিসের বেশ পরিধান করাইলে, ঠিক সহিসের মতই বোধ হয়।

সেই কর্ম্মচারীকে আমি সামান্য সহিসের বেশে সজ্জিত হইয়া আমার সহিত আসিতে কহিলাম। তিনি আমার আদেশ মত সহিসের বেশ ধরিয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বড়বাজারের যে দোকানে রাণীজির জুড়ি এবং কালীবাবুর কম্পাস গাড়ি গমন করিয়াছিল, সেই দোকানের লোকজনদিগের নিকট হইতে সেই গাড়ির সহিস-কোচবানগণের পোষাকের বিবরণ শুনিয়া আমি সেই সময়েই স্থির করিয়াছিলাম যে, সেই দুইখানি গাড়ি কোন আড়গোড়া হইতে আনীত হইয়াছে। কারণ, কলিকাতার পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, কলিকাতার প্রত্যেক আড়গোড়ার সহিস-কোচবানদিগের পরিচ্ছদ এক এক প্রকার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সহিস-বেশধারী কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া আমি থানা হইতে বহির্গত হইলাম। সহিস-কোচবানের পোষাক পরিচ্ছদের বিবরণ শুনিয়া আমি মনে মনে যে আড়গোড়া স্থির করিয়াছিলাম, সেই আড়গোড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি সেই আড়গোড়ার ভিতর একটী ঘোড়া ক্রয় করিবার ছলে প্রবেশ করিয়া আড়গোড়ায় যে সকল ঘোড়া ছিল, তাহাই দেখিবার ভানে এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিলাম; কিন্তু সহিস-বেশধারী কর্ম্মচারীর দৃষ্টিপথের বাহির হইলাম না। অধিকন্তু অপরাপর সহিস-কোচবানদিগের সহিত সেই কর্ম্মচারীর যে সকল কথা হইতে লাগিল, তাহার দিকেও সবিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিলাম।

সহিস-বেশধারী কর্ম্মচারী আমার উপদেশ মত আড়গোড়ার ভিতর প্রবেশ করিয়া যে স্থানে কয়েকজন সহিস-কোচবান্ বসিয়াছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং আপনাকে একজন সহিস বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাদিগের নিকট উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একজন কোচবান্ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাহার অনুসন্ধান করিতেছ ?"

কর্ম্মচারী। কাহারও অনুসন্ধান করিতেছি না।

কোচবান্। তবে এখানে আসিয়াছ কেন ?

কর্ম্মচারী। আমি বরাবর সহিসী কর্ম্ম করিতাম; কিন্তু আজ কয়েকমাস হইল, আমি আমার দেশে গমন করিয়াছিলাম, এবং কিছু দিন পূর্ব্বে আমি দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। এখন কোন স্থানে কোনরূপ চাকরী যোগাড় করিতে না পারায়, সবিশেষরূপ কষ্ট পাইতেছি। তাই একটী চাকরীর অনুসন্ধানে আপনাদিগের এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

কোচবান্। এখানে তোমার চাকরী হইতে পারে, একথা তোমাকে কে বলিল ?

কর্ম্মচারী। একথা আমাকে কেহ বলে নাই। আড়গোড়ায় অনেক সহিস কার্য্য করে; সুতরাং সময় সময় অনেক চাকরী প্রায়ই খালি থাকার সম্ভাবনা। তাই আপনাদিগের এখানে আগমন করিয়াছি। এখন বলুন, কিরূপ উপায়ে আমি একটী চাকরী যোগাড় করিতে সমর্থ হই ?

কোচবান্। আমাদিগের এখানে যদি কোন কর্ম্ম খালি থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের সাহেবকে বলিয়া যাহাতে তুমি কোন একটী কর্ম্ম পাইতে পারিতে, আমি তাহার বন্দোবস্ত

করিতাম; কিন্তু আজকাল সহিসের কার্য্য খালি থাকা দূরে থাকুক, দুই একজন সহিস আমাদিগের এখানে ফাল্‌তু পড়িয়া আছে।

কর্ম্মচারী। এখানে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার সে আশা এখন কার্য্যে পরিণত হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

কোচবান্। এখানে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই সহিসী কার্য্য খালি হইয়া থাকে। তুমি দুই একদিবস অন্তর এক একবার আসিও, খালি হইলেই আমি তোমার জন্য একটী যোগাড় করিয়া দিব।

কর্ম্মচারী। তাহাই হইবে। আমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আজ কয়েকদিবস হইল, বড়বাজারে একখানি জুড়ি গাড়ি এবং একখানি কম্পাস গাড়ি আপনাদিগের এখান হইতে গিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কোন সহিস কোচবানের সহিত একবার সাক্ষাৎ হয় কি ?

কোচবান্। কেন ?

কর্ম্মচারী। তাহা হইলে বোধ হয়, আমার একটী চাকরীর যোগাড় হইতে পারে।

কোচবান্। সেই সহিস কোচবানের নাম কি ?

কর্ম্মচারী। আমি তাহাদিগের কাহারও নাম অবগত নহি।

কোচবান্। নাম না জানিলে, তুমি কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে ?

কর্ম্মচারী। দুইজন কোচবান্ এবং তিনজন সহিস দুইখানি গাড়িতে ছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজনের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমার কার্য্য শেষ হইতে পারে।

কোচবান্। প্রত্যহই গাড়ি ভাড়ায় যাইতেছে; বড়বাজারে কে গিয়াছিল, তাহা এখন কিরূপে স্থির করিব ?

কর্ম্মচারী। দুইখানি গাড়ি গিয়াছিল। একখানি জুড়ি গাড়ি, তাহাতে একজন রাণী ছিলেন। সেই রাণী বড়বাজারে একজন জহরত-বিক্রেতার দোকানে গমন করিয়া অনেকগুলি জহরত খরিদ করিয়াছিলেন। আর একখানি কম্পাস গাড়ি; বড়বাজারে গমন করিবার সময় উহাতে কেবলমাত্র একটী লোক গমন করিয়াছিল, কিন্তু আসিবার সময় তাহাতে দুইজন আগমন করেন, এবং তাঁহাদের সহিত সেই জহরতের বাক্সও আনা হয়। এরূপ অবস্থায় যদি আপনি এইখানকার সহিস-কোচবানগণকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহাদিগের সন্ধান নিশ্চয়ই অনায়াসে হইতে পারে।

কোচবান্। সে আজ কয়দিবসের কথা ?

কর্ম্মচারী। প্রায় আট দশদিবস হইবে।

কর্ম্মচারীর এই কথা শুনিয়া সেই কোচবান্ সেই স্থানে যে সকল সহিস-কোচবান্ উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিলেন। উহাদিগের মধ্যে একজন সহিস কহিল, "আজ আট দশদিবস হইল, কোন রাণীকে সোয়ারী দিবার নিমিত্ত লাল বড় জুড়িতে হোসেনী কোচবান্ যেন গমন করিয়াছিল, এইরূপ আমার মনে হইতেছে।"

কোচবান্। হোসেনী, কোন্ হোসেনী ?

সহিস। বড় লাল জুড়ি যে হোসেনী হাঁকাইয়া থাকে।

কোচবান্। দেখ দেখি, হোসেনী এখন আছে, কি সোয়ারীতে বাহির হইয়া গিয়াছে।

সহিস। সে এখন নাই। অনেকক্ষণ হইল, সে সেই জুড়ি লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

কোচবান্। তাহার সহিত যে দুইজন সহিস ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ আছে কি?

সহিস। না, তাহারাও হোসেনীর সহিত বাহির হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক, আমি গিয়া আস্তাবলের ভিতর তাহাদিগের একবার অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছি। উহা-দিগের মধ্যে যদি কেহ থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া আনিতেছি।

এই বলিয়া সেই সহিস সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল, এবং অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই আর একজন লোককে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ও কহিল, "জুড়ি গাড়ির কোচবান্ ও সহিসগণ সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছে। সেই জুড়ির সহিত যে একখানি কম্পাস গাড়ি গমন করিয়াছিল, তাহার কোচবান্ এই—আবদুল।"

কোচবান্। আবদুল! তুমিই কি কম্পাস গাড়ি লইয়া হোসেনীর জুড়ির সহিত কোন রাণীকে লইয়া বড়বাজারে গমন করিয়াছিলে?

আবদুল। আমি গাড়ি চড়াইয়া রাণীকে লইয়া যাই নাই। রাণী গিয়াছিলেন——জুড়িতে; আমি জুড়ির পিছু পিছু গিয়াছিলাম।

কর্ম্মচারী। আচ্ছা, রাণী জুড়িগাড়িতে করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তোমার গাড়ি ত খালি যায় নাই, তাহাতে একটী বাবু গমন করিয়াছিলেন না?

২য় কোচবান্‌। হাঁ।

কর্ম্মচারী। আসিবার সময় দুইজন বাবু তোমার গাড়িতে আসিয়াছিলেন?

২য় কোচবান্‌। হাঁ।

কর্ম্মচারী। যে বাবু তোমার গাড়িতে বড়বাজারে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত বড়বাজারে আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার বাড়ীতে যাইও, সেই স্থানে গেলে, আমি তোমাকে একটী চাকরীর যোগাড় করিয়া দিব।" তাঁহার নাম ও ঠিকানা পর্য্যন্ত আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু ভাই, দুঃখের কথা আর কি বলিব, আমি তাঁহার নাম ও ঠিকানা উভয়ই ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া, আর সেই স্থানে গমন করিতে পারি নাই, এবং এখন কোন স্থানে চাকরীরও যোগাড় করিয়া উঠিতে পারি নাই। তাঁহার নাম ও ঠিকানা ভুলিয়া যাইবার পরে, এই কয়দিবস পর্য্যন্ত যে কত স্থানে চাকরীর উমেদারীতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, তাহার আর তোমাকে কি বলিব?

মহিস। আমাকে এখন কি করিতে হইবে?

কর্ম্মচারী। ভাই, অনেক কষ্ট করিয়া যখন আমি তোমার অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছি, তখন আর আমি তোমাকে সহজে ছাড়িতেছি না; এখন তোমার প্রতি আমার এই অনুরোধ যে, হয় কোন স্থানে আমার একটী চাকরীর যোগাড় করিয়া দেও, না হয়, সেই বাবুর বাড়ী, যাহা তোমার দেখা আছে, একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহা আমাকে দেখাইয়া দিয়া আমাকে সবিশেষরূপে উপকৃত কর।

সহিস। আমার হাতের কার্য্য আমি এখন পর্য্যন্ত শেষ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এরূপ অবস্থায় আমি কিরূপে আপনার সঙ্গে এখন গমন করিতে পারি?

কর্ম্মচারী। আমার যতদূর সাধ্য, আমি না হয়, তোমার কার্য্যের কতক সাহায্য করিতেছি, তাহা হইলে তোমার কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন হইয়া যাইবে। তাহা হইলে ত তুমি আমার সহিত গমন করিতে পারিবে?

ছদ্মবেশী-কর্ম্মচারীর এই কথা শুনিয়া সেই কোচবান্ প্রথমতঃ তাঁহার সহিত যাইতে অস্বীকার করিল। পরিশেষে অনেক তোষামোদের পর তাঁহার সহিত যাইতে স্বীকৃত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র আপনার নিয়মিত কর্ম্ম সমাধা করিয়া লইবার মানসে সেই ছদ্ম-বেশী-কর্ম্মচারীকে নানারূপ ফরমাইস আরম্ভ করিল। কখন বা তাঁহাকে ঘোড়ার সাজ সরাইয়া দিতে কহিল, কখন বা ঘোড়ার থাকিবার স্থানে পাতিয়া দিবার খড়গুলি যাহা রৌদ্রে শুখাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সেই স্থান আনিতে কহিল। এইরূপে তাঁহাকে নানারূপ ফরমাইস আরম্ভ করিল। ছদ্মবেশী-কর্ম্মচারী কি করেন, কোন গতিতে তাঁহার কার্য্য-উদ্ধার করিতেই হইবে; সুতরাং সেই কোচবানকে তিনি সর্ব্ব প্রকার সাহায্য করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়াও তাহাকে খাওয়াইতে হইল। এইরূপে প্রায় দুইঘণ্টাকাল অতীত হইলে আবদুল সেই কর্ম্মচারীর সহিত বহির্গত হইল। আমিও ঘোড়া দেখা শেষ করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আড়গোড়া হইতে বাহির হইয়া কর্ম্মচারী আবদুলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। আমিও একটু দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

গমন করিতে করিতে কর্ম্মচারী আবদুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন ভাই, তোমার গাড়িতে যে বাবুটী বড়বাজারে গমন করিয়াছিলেন, তিনি একাকী গমন করিয়াছিলেন, কি তাঁহার সহিত অপর আর কোন ব্যক্তি ছিল?"

আবদুল। তিনি একাকীই আমার গাড়িতে গমন করিয়াছিলেন।

কর্ম্মচারী। বড়বাজার হইতে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখনও কি তিনি একাকী ছিলেন?

আবদুল। না, বড়বাজার হইতে আসিবার সময় অপর আর একটী লোক তাঁহার সহিত আগমন করিয়াছিলেন।

কর্ম্মচারী। যে ব্যক্তি তোমার গাড়িতে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কোন্ দেশীয় লোক বলিয়া তোমার অনুমান হয়?

আবদুল। তিনি বাঙ্গালি।

কর্ম্মচারী। আর যে ব্যক্তি বড়বাজার হইতে তাঁহার সহিত আগমন করিয়াছিলেন, তিনিও কি বাঙ্গালি?

আবদুল। না, তিনি বাঙ্গালি নহেন। তাঁহাকে মাড়োয়ারী বা ক্ষেত্রি বলিয়া আমার অনুমান হয়। তিনি বাঙ্গালি নহেন, ইহা আমি বেশ বলিতে পারি।

কর্ম্মচারী। যিনি তোমার গাড়িতে বড়বাজারে গমন করেন, তিনি যে বাড়ী হইতে গমন করিয়াছিলেন, বড়বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াও কি তিনি সেই বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন, কি অপর কোন বাড়ীতে গিয়াছিলেন?

আবদুল। অপর কোন বাড়ীতে তিনি গমন করেন নাই। যে বাড়ী হইতে আসিয়াছিলেন, পুনরায় সেই বাড়ীতেই গমন করিয়াছিলেন।

কর্ম্মচারী। তোমার গাড়ি ও জুড়িগাড়ি, উভয় গাড়িই কি এক সময় যাইয়া সেই বাড়ীতে উপস্থিত হয়?

আবদুল। আমাদিগের উভয় গাড়িই এক সময় সেই বাড়ীতে গিয়াছিল, এবং সেই স্থান হইতে উভয় গাড়িই একত্র বড়বাজার গমন করে।

কর্ম্মচারী। আর বড়বাজার হইতে যখন তোমরা প্রত্যাবর্ত্তন কর, সেই সময়েও বোধ হয়, তোমাদের উভয় গাড়িই একত্র ফিরিয়া আইসে?

আবদুল। না, জুড়িগাড়ি অগ্রে চলিয়া আইসে; আমার গাড়ি তাহার অনেক পশ্চাৎ আসিয়াছিল।

কর্ম্মচারী। জুড়িগাড়িতে কে ছিল?

আবদুল। কে ছিল তাহা আমি জানি না। কেবল একটী মাত্র স্ত্রীলোককে সেই গাড়িতে উঠিতে দেখিয়াছিলাম।

কর্ম্মচারী। সেই স্ত্রীলোকটীর পোষাক-পরিচ্ছদ কিরূপ ছিল?

আবদুল। পোষাক-পরিচ্ছদ খুব ভাল ছিল। শুনিয়াছি, উনি নাকি কোন স্থানের রাণী। তা রাণীর পোষাক আর ভাল হইবে না?

কর্ম্মচারী। যে বাড়ী হইতে সেই বাবুটী তোমার গাড়িতে উঠিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে বড়বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে বাড়ীতে গমন করেন, সেই রাণীও কি সেই বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া জুড়িতে আরোহণ করিয়াছিলেন?

আবদুল। হাঁ, তিনিও সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া জুড়িতে উঠিয়াছিলেন, ইহা আমি দেখিয়াছি; কিন্তু কোন্ বাড়ীতে যে তিনি নামিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি বলিতে পারি না।

কর্ম্মচারী। কয়দিবসের নিমিত্ত উঁহারা গাড়ি দুইখানি ভাড়া করিয়াছিলেন?

আবদুল। কেবলমাত্র একদিবসের জন্য। যে দিবস উঁহারা বড়বাজার গমন করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র সেই দিবসই আমরা আসিয়াছিলাম, উহার পূর্ব্বে বা পরে আর কখনও আমরা তাঁহাদিগের নিকট গাড়ি লইয়া যাই নাই।

কর্ম্মচারী। তোমরা কি সেই বাবুকে, কি রাণীকে পূর্ব্ব হইতে চিনিতে?

আবদুল। না।

কর্ম্মচারী। তাহাদিগের বাড়ী?

আবদুল। তাহাও আমরা পূর্ব্ব হইতে জানিতাম না।

কর্ম্মচারী। তাহা হইলে কিরূপে তোমরা তোমাদিগের গাড়ি লইয়া তাহাদিগের বাড়ীতে যাইতে পারিলে?

আবদুল। আমাদিগের আফিসের সাহেবগণের সহিত উঁহাদিগের কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল, তাহা আমি জানি না; কিন্তু যে দিবস আমরা গাড়ি লইয়া গিয়াছিলাম, সেই দিবস যে বাবুটী আমার গাড়িতে বড়বাজারে গমন করিয়াছিলেন, তিনিই আমাদিগের

আফিসে আসিয়াছিলেন, এবং তিনিই আমার গাড়িতে চড়িয়া আড়গোড়া হইতে আমাদিগের গাড়ি তাঁহার সেই বাড়ীতে লইয়া যান। পরিশেষে তিনিই আমার গাড়িতে বড়বাজারে গমন করেন, এবং সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কর্ম্মচারী। তোমাদিগের গাড়ির যে ভাড়া হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা তোমাদিগের নিকট প্রদান করিয়াছিলেন কি?

আবদুল। না, ভাড়া আমাদিগের হস্তে প্রদান করিবেন কেন?

কর্ম্মচারী। তবে কি গাড়ির ভাড়া পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হয়?

আবদুল। গাড়ির ভাড়া পূর্ব্বে জমা দিয়া গাড়ি ভাড়া লওয়া হয়, কি পরিশেষে তাঁহাদিগের নিকট হইতে ভাড়া আদায় করা হয়, কি একবারেই ভাড়া লওয়া হয় নাই, তাহার কিছুমাত্র আমি অবগত নহি।

আবদুলের সহিত এইরূপে কর্ম্মচারীর কথাবার্ত্তা হইতে হইতে উভয়েই গিয়া একখানি দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে গমন করিয়াই, আবদুল সেই বাড়ী দেখাইয়া দিয়া কহিল, "এই বাড়ী।"

আবদুলের এই কথা শুনিয়াই কর্ম্মচারী সেই স্থানে একটু দাঁড়াইলেন; দেখিলেন, উহা বড়গোছের একটী দ্বিতল বাটী; কিন্তু সেই বাটীর দরজা খোলা নাই। বাহির হইতে সদর দরজা তালাবদ্ধ। সেই বাটীর অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, উহা একখানি খালি বাড়ী। সেই বাড়ীর দরজায় একখানি কাগজ মারা ছিল, উহাতে লেখাছিল, "এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া

যাইবে। সম্মুখের মুদীর দোকানে অনুসন্ধান করিলে, এই বাড়ীর অবস্থা অবগত হইতে পারিবেন।"

আমাদিগের উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইল। তখন কর্ম্মচারী আবদুলকে কহিলেন, "ভাই, তুমি আমার নিমিত্ত যে এত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিলে, কিন্তু তাহার ফল কিছুই ফলিল না।"

আবদুল। কেন ?

কর্ম্মচারী। আমার আজকাল এমনই দুরদৃষ্ট হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নিজে আমাকে একটী চাকরী দিবেন বলিয়া, আমাকে তাঁহার বাড়ীতে আসিতে কহিলেন, আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি সেই বাটী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন! যাহা হউক ভাই, তোমাকে আমি আর অধিক কষ্ট দিতে চাহি না, তুমি এখন আপন স্থানে গমন কর। কিন্তু ভাই, সবিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখিও, যদি তোমাদিগের ওখানে আমার একটী কার্য্যের যোগাড় হয়। আমি মধ্যে মধ্যে গিয়া তোমার এবং কোচবানজির সহিত সাক্ষাৎ করিব।

কর্ম্মচারীর এই কথা শুনিয়া আবদুল সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। কর্ম্মচারীও অপর আর একটী গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন।

এ পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগের সন্নিকটেই ছিলাম। আবদুল সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে পর, কর্ম্মচারী আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, "এ পর্য্যন্ত সহিসের সহিত আমার যে সকল কথা হইয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত আপনি শুনিয়াছেন ত ?"

আমি। সমস্তই শুনিয়াছি।

কর্ম্মচারী। উহারা যে বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, সে বাড়ীও দেখিয়াছেন ?

আমি। তাহাও দেখিয়াছি। উহা এখন তালাবদ্ধ।

কর্ম্মচারী। এখন আর কি করিতে হইবে ?

আমি। এখন দেখিতে হইবে, এই বাড়ী ভাড়া কে লইয়াছিল। যে রাণী এই বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, তাহার যদি কোনরূপ সন্ধান করিতে পারি, তাহা হইলে অনেক কথা বাহির হইবার সম্ভাবনা।

কর্ম্মচারী। কিরূপ উপায়ে রাণীর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে ?

আমি। যাঁহার বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, তিনি যদি কোনরূপ সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন।

কর্ম্মচারী। তবে চলুন, কাহার বাড়ী, অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা যাউক।

আমি। অদ্য রাত্রি হইয়া আসিয়াছে, রাত্রিকালে এ কার্য্যের সুবিধা হইবে না; কল্য প্রাতঃকালে ইহার বন্দোবস্ত করিব। তদ্ব্যতীত আরও একটী কার্য্য আমাদিগের বাকী থাকিল, যে ব্যক্তি আড়গোড়া হইতে গাড়ি ভাড়া করিয়া এই বাড়ীতে আসিয়াছিল, সেই ব্যক্তি কালীবাবু কি না। তাহাও আবদুল প্রভৃতির নিকট হইতে আমাদিগকে জানিয়া লইতে হইবে।

এইরূপ পরামর্শ করিয়া আমরা সে দিবস আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সেই রাত্রিতে এ সম্বন্ধে আর কোনরূপ অনুসন্ধান করিলাম না। পরদিবস অতি প্রত্যূষে উঠিয়া যে বাড়ী রাণীজি ভাড়া করিয়াছিলেন, সেই বাড়ীর উদ্দেশে গমন করিলাম। দিবাভাগে সেই বাড়ীটী আর একবার দেখিয়া লইলাম, দরজার উপর যে কাগজ লাগান ছিল, তাহা হইতে বাড়ীর অধিকারীর নাম এবং তাঁহার ঠিকানা লিখিয়া লইলাম। সেই বাড়ীর সন্নিকটে যে একটী মুদীর দোকান ছিল, সেই মুদী এই বাড়ী সম্বন্ধে কোন কথা অবগত আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার নিকটেও একবার গমন করিলাম, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই বাড়ীটী কি ভাড়া দেওয়া যাইবে?"

মুদী। এই বাড়ীতে প্রায়ই ভাড়াটিয়া থাকে, যদি উহা খালি থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা ভাড়া দেওয়া হইবে।

আমি। সেই বাড়ী এখন খালি আছে, কি অপর কোন ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আপনি অবগত আছেন কি?

মুদী। আমার বোধ হয়, এই বাড়ী খালি নাই, উহা ভাড়া হইয়া গিয়াছে।

আমি। আপনি জানেন, কে উহা ভাড়া লইয়াছে?

মুদী। তাহা আমি জানি না।

আমি। তবে আপনি কিরূপে জানিলেন যে, সেই বাড়ী ভাড়া হইয়া গিয়াছে?

মুদী। আজ কয়েকদিবস হইল, আমি এই বাড়ীর দরজা খোলা দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই, সেই দরজার সম্মুখে একখানি জুড়িগাড়ি ও একখানি কম্পাস গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল। তাহাতেই আমি অনুমান করিতেছি, কোন বড়লোক এই বাড়ী ভাড়া লইয়া থাকিবে।

আমি। আমি এই বাড়ীর সম্মুখে গিয়াছিলাম, দেখিলাম, উহার দরজায় লেখা আছে, "এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে।" এবং সদর দরজা তালা দ্বারা বন্ধ করাও আছে।

মুদী। তাহা হইলে বোধ হয়, এই বাড়ী এখনও খালি আছে।

আমি। আপনি জানেন, .এই বাড়ীর ভাড়া কত?

মুদী। না মহাশয়! তাহা আমি অবগত নহি।

আমি। এই বাড়ীর চাবি কাহার নিকট থাকে, তাহা আপনি বলিতে পারেন কি?

মুদী। না মহাশয়! তাহা আমি জানি না। দরজায় যে কাগজ মারা আছে, তাহাতে লেখা নাই?

আমি। যে স্থানে এই বাড়ী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহা লেখা আছে; কিন্তু কোন্ স্থানে এই বাড়ীর চাবি আছে, তাহা লেখা নাই। তাহাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।

মুদী। তাহা হইলে মালিকের বাটীতে গমন করিলেই সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিবেন, এবং বাড়ীর চাবিও পাইবেন।

আমি। সেই ভাল, তাহা হইলে আমি সেই স্থানেই গমন করি।

এই বলিয়া আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া সেই বাটীর মালিকের উদ্দেশে চলিলাম। বাটীর দরজার উপর যে ঠিকানা লেখা ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া একটু অনুসন্ধান করাতেই সেই বাটীর মালিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহার বাটী হইতে বাহিরে আসিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি নিমিত্ত আমার অনুসন্ধান করিতেছেন ?"

আমি। আপনার যে একখানি বাটী খালি আছে, তাহা আপনি ভাড়া দিবেন কি ?

মালিক। হাঁ, আমার বাটী খালি আছে, এবং উহা ভাড়াও দেওয়া যাইবে ; কিন্তু আজকাল নহে। দিনকতক পরে আসিলেই সেই বাটী আপনি পাইতে পারিবেন।

আমি। আপনার সেই বাটীর ভাড়া কত ?

মালিক। পঞ্চাশ টাকা।

আমি। এখন সেই বাটী ভাড়া দিতে আপনার সবিশেষ কোনরূপ প্রতিবন্ধক আছে কি ?

মালিক। না থাকিলে আর আমি আপনাকে বলিব কেন ?

আমি। কি প্রতিবন্ধক আছে, তাহা আমি জানিতে পারি কি ?

মালিক। অপর কোনরূপ প্রতিবন্ধক নাই। আজ কয়েক দিবস হইল, একটী বাবু একমাসের অগ্রিম ভাড়া দিয়া একমাসের নিমিত্ত সেই বাটী ভাড়া লন, এবং আমার নিকট হইতে সেই বাটীর চাবি লইয়া যান। যখন তিনি সেই বাটী ভাড়া লন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, পশ্চিমদেশ হইতে একজন রাণী কলিকাতা দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন, এবং তিনিই সেই

বাড়ীতে দশ বারদিন থাকিবেন মাত্র। সেই বাবুটী আমাকে এই কথা বলিয়া আমার বাড়ী ভাড়া লন, এবং বাড়ীর চাবি লইয়া যান। দুই তিনদিবস পরেই সেই বাড়ীর চাবি তিনি আমাকে ফিরাইয়া দিয়া যান, ও বলিয়া যান যে, রাণীজির বোধ হয়, এখন আসা হইল না। তবে যদি ইহার মধ্যে তিনি আইসেন, তাহা হইলে আমি আসিয়া পুনরায় চাবি লইয়া যাইব। একমাসের মধ্যে যদি তিনি আসেন, তাহা হইলে সেই বাড়ী আপনি অপরকে একমাস পরে অনায়াসেই ভাড়া দিতে পারেন। এখন বলুন দেখি মহাশয়! একমাসের মধ্যে আমি সেই বাড়ী অপরকে কিরূপে ভাড়া দিতে পারি? প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে হইলে, সেই বাড়ী আমার হইলেও একমাসের মধ্যে উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

আমি। একমাস পরে সেই বাড়ী ভাড়া দিতে আপনার বোধ হয়, আর কোনরূপ আপত্তি হইবে না।

মালিক। কিছু না। একমাস কেন, একমাসের প্রায় অর্দ্ধেক গত হইয়া গেল, যে কয়দিবস বাকী আছে, তাহার পরে সেই বাড়ী ভাড়া দিতে আর কোনরূপ আপত্তি নাই।

আমি। এই কয়দিবসের মধ্যে আপনি বাড়ী ভাড়া না দিন; কিন্তু উহা একটীবার দেখিতে বোধ হয়, আপনার কোনরূপ আপত্তি নাই?

মালিক। তাহাতে আর আপত্তি কি? আপনার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই আপনি গিয়া আমার বাড়ী দেখিতে পারেন।

আমি। আপনার যদি কোনরূপ আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে এখনই গিয়া আমি আপনার বাড়ী দেখিয়া আসিতে পারি।

বাটী দেখিয়া যদি আমার মনোমত হয়, তাহা হইলে সেই বাটী ভাড়া লইয়া কথাবার্ত্তা শেষও হইয়া যাইতে পারে।

মালিক। আপনাকে বাটী দেখাইতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু আপনার সহিত গমন করিতে পারে, এরূপ কোন লোক এখন এ স্থানে উপস্থিত নাই। আমারও কোন একটী সবিশেষ প্রয়োজনে এখনই বাহির হইয়া যাইতেছি; সুতরাং আমিও এখন আপনার সহিত গমন করিতে পারিতেছি না। আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক অপর কোন সময়ে আগমন করিবেন, সেই সময় হয় আমি নিজে আপনার সহিত গমন করিব, না হয়, অপর কোন লোককে আপনার সঙ্গে পাঠাইয়া দিব। আমি এখনই সেই বাটীর চাবি আপনার হস্তে প্রদান করিতাম; কিন্তু মহাশয়! মার্জ্জনা করিবেন, আপনি আমার নিকট একবারে অপরিচিত বলিয়া, সেই বাটীর চাবি আপনার হস্তে প্রদান করিতে পারিলাম না। কলিকাতা সহর, অনেক দেখিয়া শুনিয়া চলিতে হয়।

আমি। আচ্ছা মহাশয়! তাহাই হইবে। অপর আর এক সময় আসিয়া আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং সেই সময় চাবি লইয়া গিয়া আপনার বাটী দেখিয়া লইব।

মালিক। তাহা হইলে আমি এখন আমার কার্য্যে গমন করিতে পারি?

আমি। আর একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

মালিক। আর কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন?

আমি। যে বাবুটী আপনার নিকট হইতে একমাসের জন্য বাটী ভাড়া লইয়াছিল, তাহাকে আপনি চিনেন কি?

মালিক। তিনি আমার নিকট পরিচিত নহেন।

আমি। তিনি কোথায় থাকেন, তাহা আপনি বলিতে পারেন?

মালিক। না।

আমি। আমি যদি অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে আপনার নিকট আনিতে পারি, এবং এখন হইতে আমাকে সেই বাটী ভাড়া দিতে যদি তাঁহার কোনরূপ আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে সেই বাটী আপনি আমাকে ভাড়া দিতে পারিবেন কি?

মালিক। তাহা পারিব না কেন, তাঁহার কোনরূপ আপত্তি না থাকিলেই হইল।

সেই বাটীর মালিকের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর, অপর আর কোন সময়ে পুনরায় তাঁহার নিকট আগমন করিব, এই বলিয়া আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম; তিনিও আপন কার্য্যে গমন করিলেন।

প্রথম অংশ সম্পূর্ণ।

DETECTIVE STORIES No. 81. দারোগার দপ্তর ৮১ম সংখ্যা

রাণী না খুনি ?

(শেষ অংশ)

(অর্থাৎ অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস
করিবার চূড়ান্ত ফল !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিক্‌দারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সপ্তম বর্ষ।] সন ১৩০৫ সাল। [পৌষ

Printed By Shashi Bhusan Chandra, at the

GREAT TOWN PRESS,

68, Nimtola Street, Calcutta.

রাণী না খুনি ?

(শেষ অংশ)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাড়ীওয়ালার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আমি প্রথমতঃ আমার থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থান হইতে পূর্ব্ব-কথিত কর্ম্মচারীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া পুনরায় কালীবাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যে সময় আমরা কালীবাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম, সেই সময় কালীবাবু ও ত্রৈলোক্য উভয়েই তাহাদিগের গৃহে বসিয়াছিল। আমাদিগকে দেখিয়া ত্রৈলোক্য চিনিতে পারিল, এবং সেই স্থানে উপবেশন করিতে কহিল। আমরা তিনজনেই সেই স্থানে উপবেশন করিলাম। আমাদিগকে দেখিয়া কালীবাবু কহিল, "কি মহাশয়! পুনরায় কি মনে করিয়া? আসামী ধরা পড়িয়াছে না কি?"

আমি। আসামী এখনও ধরা পড়ে নাই, ধরিবার চেষ্টাতেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যে মোকদ্দমায় রামজীলালের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে, সেই মোকদ্দমার বিষয় আমি এখনও সম্পূর্ণরূপে

বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাই পুনরায় আপনার নিকট আসিয়াছি।

কালী। বলুন, আমাকে কি সাহায্য করিতে হইবে। আমাকে যেরূপ ভাবে সাহায্য করিতে বলিবেন, আমি সেইরূপ ভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

আমি। সবিশেষ কোনরূপ সাহায্য করিবার সময় এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। যখন বুঝিতে পারিব, আপনার সাহায্যের সবিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, তখন আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিব। এখন কেবল দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি মাত্র।

কালী। আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, তাহা আপনি অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

আমি। আপনি ঠিক বলুন দেখি, সেই জহরতগুলি কাহার নিমিত্ত আপনি দোকান হইতে খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন ?

কালী। সেই সকল জহরত আমি আমার নিজের জন্য খরিদ করিয়াছিলাম না। যাঁহার নিমিত্ত খরিদ করিয়াছিলাম, সে কথা ত আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। যাঁহার নিমিত্ত, জহরত খরিদ করা হইয়াছিল, তাঁহাকে রামজীলালও স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছিল।

আমি। তাঁহাকে রামজীলাল দেখিয়াছিল, তুমি দেখিয়াছিলে, এবং ত্রৈলোক্যও দেখিয়াছিল, এ কথা ত আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। এখন ত আর রামজীলালকে পাইতেছি না যে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। সেই নিমিত্তই তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে ব্যক্তি জহরত খরিদ করিয়াছিলেন, তিনি কে ?

কালী। তিনি একজন জমিদার। একথাও পূর্ব্বে আমরা আপনাকে বলিয়াছি।

আমি। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছ, তাহাও শুনিয়াছি, এখন যাহা বলিবে তাহাও শুনিব। তিনি কোন্ দেশীয় জমিদার?

কালী। পশ্চিমদেশীয় জমিদার।

আমি। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে, তিনি বাঙ্গালি। এখন বলিতেছ, তিনি পশ্চিমদেশীয়। তোমার কোন্ কথা প্রকৃত, তাহা এখন আমাকে সবিশেষ করিয়া বলিতে হইতেছে। তুমি জানিও, আমি জানিতে পারিয়াছি, সেই জমিদার কে?

কালী। যদি আপনি জানিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি?

আমি। প্রয়োজন সবিশেষরূপ আছে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি। এখন তুমি আমার কথার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিবে কি না?

কালী। প্রকৃত কথা কেন বলিব না? আপনি আমাকে প্রতারণা করিতেছেন কেন? আমি এত চেষ্টা করিয়া পরিশেষে যাহার আর সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই, তাহাকে আপনি সন্ধান করিয়া বাহির করিবেন কি প্রকারে?

আমি। আমি কিরূপে তাহার সন্ধান করিয়াছি, তাহা তুমি জানিতে চাও?

কালী। যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন।

আমি। কালীবাবু! তুমি মনে করিতেছ যে, তোমার সদৃশ চতুর লোক আর কেহই নাই; কিন্তু তোমার মনে করা কর্ত্তব্য যে, তোমা অপেক্ষা অধিক চতুর লোক, বোধ হয়, অনেক থাকিতে

পারে। আচ্ছা আমি কিরূপে সেই জমিদারের অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলিতেছি; একটু মনোযোগ দিয়া শুনিলেই অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারিবে। তুমি রামজীলালকে যে সকল নোট প্রদান করিয়াছিলে, সেই সকল নোট তুমি সেই জমিদার অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেই সকল জহরত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছ, কেমন একথা প্রকৃত কি না?

কালী। তদ্ভিন্ন সেই সকল নোট আর আমি কোথায় পাইব?

আমি। সেই সকল নোটের মধ্যে অনেকগুলি নম্বরী-নোট আছে?

কালী। আছে, তাহার নম্বর ত আমি আপনাদিগকে দিয়াছি।

আমি। আমাদিগের দেশে যাহার হাতে নম্বরী-নোট পড়ে, তিনি সেই সকল নম্বরী-নোটের নম্বর রাখিয়া থাকেন, একথা বোধ করি তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবে?

কালী। নতুবা আমি আপনাকে সেই সকল নোটের নম্বর কিরূপে দিতে পারিলাম?

আমি। তুমি জান, যে সকল নোট সরকার বাহাদুর এদেশে চালাইতেছেন, তাহা কোথা ছাপা হয়, এবং কোথা হইতে প্রথম আমাদিগের দেশে প্রচারিত হয়?

কালী। শুনিয়াছি, সমস্ত নোট বিলাত হইতে ছাপা হইয়া এদেশে আইসে, এবং করেন্‌সি আফিস হইতে প্রথমতঃ সেই নোট বাহির হইয়া, ক্রমে এদেশীয় লোকের নিকট গিয়া উপস্থিত হয়।

আমি। করেন্‌সি আফিস হইতে যে সকল নোট বাহির হয়, তাহার নম্বর করেন্‌সি আফিসে থাকে কি না, তাহা তুমি বলিতে পার?

কালী। করেন্‌সি আফিসে নিশ্চয়ই নম্বর রাখিয়া থাকে।

আমি। আর যে সকল নম্বরী-নোট সেই স্থান হইতে যাহাকে দেওয়া হয়, তাহার নাম ও ঠিকানা সেই স্থানে লেখা থাকে; তাহাও বোধ হয়, তুমি অবগত আছ?

কালী। তাহাও রাখিবার খুব সম্ভাবনা।

আমি। তাহা হইলে এখন তুমি বুঝিতে পারিলে যে, আমি তোমার সেই জমিদারের ঠিকানা করিতে পারিয়াছি কি না?

কালী। না মহাশয়! আপনার এই কথায় আমি কিরূপে জানিতে পারিব যে, আপনি কিরূপে জমিদার মহাশয়ের ঠিকানা করিতে পারিয়াছেন?

আমি। আমি যাহা বলিলাম, তাহা অপেক্ষা আরও স্পষ্ট করিয়া না বলিলে যে তুমি বুঝিতে পারিবে না, ইহাই আশ্চর্য্য। যাহা হউক, আরও স্পষ্ট করিয়া আমি তোমাকে বলিতেছি। তোমার সেই জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে তুমি যে সকল নোট পাইয়াছ, তাহার নম্বর তুমিই আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ। ইহার পরই আমি করেন্‌সি আফিসে গিয়া জানিতে পারি, কোন্ তারিখে সেই সকল নোট সর্ব্বপ্রথমে করেন্‌সি আফিস হইতে বাহির হয়, এবং কাহাকে প্রদান করা হয়। পরে তাহার নিকট গিয়া জানিতে পারি, সেই নোট তিনি কাহাকে প্রদান করেন। এইরূপে অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই সকল নোট তুমি যাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ, তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হই, এবং তাঁহার প্রমুখাৎ জানিতে পারি, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল। তিনি আমাকে আরও বলিয়াছেন, যে সকল জহরতের পরিবর্ত্তে তোমাকে সেই সকল নোট প্রদান করা হয়, আবশ্যক হইলে সেই সকল

জহরতও তিনি আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। এখন বুঝিতে পারিলে, অনুসন্ধানের কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া এই সকল বিষয় আমি জানিয়া লইয়াছি?

কালী। তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি।

আমি। এখনও তুমি আমাদিগের নিকট মিথ্যা কথা বলিতেছ কি না, তাহাই জানিবার নিমিত্ত তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই জমিদার কে? কারণ, ইতিপূর্ব্বে তুমি আমাদিগের নিকট কয়েকটী কথা মিথ্যা বলিয়াছ।

কালী। আমি সেই জমিদার মহাশয়ের নাম জানি না।

আমি। তিনি কোন্ দেশীয় লোক?

কালী। পশ্চিমদেশীয়।

আমি। পূর্ব্বে কেন বলিয়াছিলে যে, তিনি একজন বঙ্গদেশীয় জমিদার-পুত্র?

কালী। একথা কি আমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম?

আমি। বলিয়াছিলে।

কালী। যদি বলিয়া থাকি, তাহা হইলে ভুল-ক্রমে বলিয়া থাকিব।

আমি। তুমি যে সময় তাঁহার বাসায় গিয়া জহরত সকল প্রদান কর, সেই সময় সেই স্থানে আর কে ছিল?

কালী। আর কেহ ছিল বলিয়া, আমার মনে হয় না।

আমি। রামজীলাল?

কালী। রামজীলাল ত ছিলই। কিন্তু মহাশয়! রামজীলাল ঠিক সেই সময় তাঁহার নিকট গমন করেন নাই, তিনি বাহিরে ছিলেন।

আমি। রামজীলালকে বাহিরে রাখিয়া তুমি একাকীই বাড়ীর ভিতর গমন করিয়াছিলে?

কালী। হাঁ।

আমি। জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে টাকা আনিয়া তুমিই রামজীলালের হস্তে প্রদান কর?

কালী। হাঁ।

আমি। জমিদার মহাশয় এখন সেই বাড়ীতে আছেন কি?

কালী। আজ কয়েকদিবস পর্য্যন্ত আমি সেদিকে যাই নাই। বোধ হয়, থাকিতে পারেন।

আমি। সেই বাড়ীটী তুমি এখন আমাকে দেখাইয়া দিতে পার?

কালী। পারিব না কেন? তবে জিজ্ঞাসা করি, যখন আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন আপনি ত তাঁহার সেই বাড়ী জানেন।

আমি। আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। অপর আর একজন কর্ম্মচারীকে আমি তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সেই কর্ম্মচারীকে তিনি যাহা বলিয়াছেন, কেবল তাহাই আমি অবগত আছি মাত্র। আমি নিজে সেই বাড়ী চিনি না, এই নিমিত্তই সেই বাড়ী দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে বলিতেছি। যে কর্ম্মচারী সেই বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তিনিও এখন এখানে নাই। অপর কোন কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন।

কালী। তাহা হইলে চলুন, আমি আপনার সহিত গমন করিয়া সেই বাড়ী আমি আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।

কালীবাবুর কথা শুনিয়া আমি সেই স্থানে আর কালবিলম্ব করিলাম না। তাহাকে লইয়া তখনই সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, আড়গোড়ার সহিসের সাহায্যে আমরা যে বাড়ীর অনুসন্ধান পাইয়াছিলাম, কালীবাবু সেই বাড়ীই আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন; কিন্তু পরে দেখিলাম, আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, কালীবাবু সেই বাড়ী আমাদিগকে দেখাইয়া না দিয়া, অন্য স্থানে অপর একখানি বাড়ী দেখাইয়া দিল। সেই বাড়ীর দরজায় একজন দ্বারবান্ বসিয়া আছে দেখিয়া, তাহাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার নিকট হইতে অবগত হইলাম যে, তাহার মনিব পশ্চিমদেশীয় একজন জমিদার সেই বাড়ীতে ছিলেন; কিন্তু কয়েকদিবস হইল, তাঁহার দেশে গমন করিয়াছেন। আরও জানিতে পারিলাম যে, কালীবাবু সেই দ্বারবানের নিকট পরিচিত। দ্বারবান্ তাহার মনিবের নিকট অনেকবার কালীবাবুকে দেখিয়াছে। দ্বারবান্ ইহাও বলিল যে, কালীবাবুর নিকট হইতে তাহার মনিব অনেকগুলি মূল্যবান্ কাপড় ও জহরত খরিদ করিয়াছেন।

দ্বারবানের নিকট আমি এই সকল কথা অবগত হইয়া আমি পুনরায় কালীবাবুর সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কালীবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমি পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কালীবাবু! তুমি পূর্ব্ব হইতে এ সম্বন্ধে এত মিথ্যা কথা বলিয়া আসিতেছ কেন?"

কালী। কেন মহাশয়! আমি কি মিথ্যা কথা কহিলাম?

আমি। আবার বলিতেছ, "আমি কি মিথ্যা কথা কহিলাম?" যে ব্যক্তি জহরত খরিদ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় একজন জমিদার-পুত্র ছিলেন; কিন্তু এখন দেখিতে দেখিতে তিনি একজন পশ্চিমদেশীয় জমিদার হইয়া পড়িলেন?

কালী। উনি বাঙ্গালি কি পশ্চিমদেশীয় লোক, তাহা আমি সেই সময় ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

আমি। ভাল, ইহাই যেন বুঝিতে না পারিয়াছিলে; কিন্তু যাহার বাড়ী তুমি পূর্ব্বে জানিতে না, এখন তাহার বাড়ী তুমি কিরূপে আমাকে দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইলে?

কালী। তাহার বাড়ী আমি চিনি না, একথা যদি পূর্ব্বে আমি আপনাকে বলিয়া থাকি, তাহাও ভুল-ক্রমে বলিয়া থাকিব।

আমি। ইহাও যদি তুমি ভুল-ক্রমে বলিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি পূর্ব্বে কিরূপে বলিয়াছিলে যে, জহরতগুলি সেই জমিদার মহাশয় রামজীলালের নিকট হইতে ত্রৈলোক্যের ঘরে বসিয়া খরিদ করেন, অথচ এখন দেখিতেছি, তুমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহার নিকট সেই জহরতগুলি বিক্রয় করিয়া আসিয়াছ? ইহার কোন্ কথা প্রকৃত?

কালী। ইহার উভয় কথাই প্রকৃত। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছিলাম, এখনও বলিতেছি যে, আমার কথা সমস্তই প্রকৃত। ইহার মধ্যে একটীও মিথ্যা কথা নাই। আমি জহরতগুলি সেই জমিদার মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসি সত্য; কিন্তু টাকাগুলি ত্রৈলোক্যের এই গৃহে বসিয়া আমি রামজীলালের হস্তে প্রদান করি। তিনি উহা উত্তমরূপে গণিয়া-গাথিয়া লইয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া যান।

আমি। একথা ত ঠিক নহে, তুমি প্রথমে বলিয়াছিলে, জমিদার-পুত্র ত্রৈলোক্যের গৃহে বসিয়া সেই সকল জহরত খরিদ করেন, এবং সেই স্থানেই তিনি তাহার মূল্য রামজীলালের হস্তে প্রদান করেন।

কালী। এরূপ কথা বলিয়াছি বলিয়া ত এখন আমার স্মরণ হইতেছে না।

আমি। তাহা হইলে আমাদিগের শুনিবারই ভুল হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, রাণীজির কথাটা কি?

কালী। রাণীজি আবার কে?

আমি। যে রাণীজি জুড়িগাড়ি করিয়া বড়বাজারে গমন করিয়াছিলেন?

কালী। আমার জানিত কোন রাণীজি জুড়িগাড়ি করিয়া বড়বাজারে গমন করেন নাই। জমিদার মহাশয় গিয়াছিলেন, সে কথা ত আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি।

আমি। জমিদার মহাশয় বলেন, তিনি জহরত খরিদ করিবার নিমিত্ত বড়বাজারে একবারেই গমন করেন নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে, জমিদার মহাশয় মিথ্যা কথা কহিতেছেন?

কালী। তিনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন, একথা আমি বলিতে পারি না; তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। বড় মানুষের সকল সময় সকল কথা মনে থাকে না।

আমি। জমিদার মহাশয় যে জুড়িতে করিয়া বড়বাজারে গমন করিয়াছিলেন, সেই জুড়ি তুমি আড়গোড়া হইতে ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলে কেন?

কালী। আমি জুড়িগাড়ি ভাড়া করিয়া আনিব কেন?

আমি। কেবল জুড়িগাড়ি নহে, একখানি কম্পাস গাড়িও যে তুমি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলে?

কালী। মিথ্যা কথা।

আমি। মিথ্যা কি সত্য, তাহা পরে জানিতে পারিবে। যে বাড়ীটী তুমি একমাসের নিমিত্ত ভাড়া করিয়াছিলে, তাহাতে কোন রাণীজি আসিয়া বাস করিয়াছিল?

কালী। আমি বাড়ী ভাড়া করিব কেন?

আমি। কেন বাড়ী ভাড়া করিবে, তাহা তুমিই জান। তোমার বাড়ী ভাড়া করিবার কারণ আমি জানি না বলিয়াই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

কালী। আপনারা এ সকল নূতন মিথ্যা কথা কোথা হইতে বাহির করিলেন? মহাশয়! আমি আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি; আপনি আমার কথায় রাগ করিবেন না। আপনাদিগের তদারকের গতিই কি এইরূপ? কাজের কথার দিকে আপনারা একবারের নিমিত্ত দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল বাজে বিষয় অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। কোথায় আপনারা ফেরারী আসামীর অনুসন্ধান করিবেন, তাহা না করিয়া

কেবল কতক বাজে বিষয় লইয়া মিথ্যা মিথ্যা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিলে, এতক্ষণ ত আসামী ধরা পড়িল!

আমি। আমার কথায় তুমি রাগ করিও না। এই কার্য্যে যে আমি নূতন ব্রতী, তাহা বোধ হয়, তুমি অবগত আছ। সেই কারণেই সকল কথা সহজে আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না বলিয়াই, ইহার ব্যাপার উত্তমরূপে জানিয়া লইবার নিমিত্তই তোমাকে এতগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং আরও দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছাও আছে। এই সকল বিষয় প্রথমতঃ আমি ভালরূপ অবগত হইয়া, তাহার পর, আসামীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব, ইহা আমার সম্পূর্ণরূপ ইচ্ছা। এতগুলি টাকা লইয়া রামজীলাল যে এখনও কলিকাতায় আছে, তাহা আমার বোধ হয় না। আমার বিশ্বাস, সে তাহার নিজের দেশে প্রস্থান করিয়াছে। সে যাহা হউক, আমিও তাহাকে অল্পে ছাড়িতেছি না। তাহার নিমিত্ত যদি তাহার দেশে পর্য্যন্তও আমাকে গমন করিতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি।

আমার এই কথা শুনিয়া কালীবাবু মুখে অতিশয় সন্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়া আমাকে কহিলেন, "আপনার যদি আর কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন থাকে, তাহা একটু শীঘ্র জিজ্ঞাসা করিয়া লউন। কারণ, কোন কার্য্যান্তরে এখনই গমন করিবার আমার সবিশেষ প্রয়োজন আছে।"

কালীবাবু আমাকে এই কথাগুলি বলিল সত্য; কিন্তু সেই সময় তাহার অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল যে, যেন সে কোনমতেই আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে আর সমর্থ হইতেছে না।

আমি। তোমাকে আমি এখন কেবলমাত্র একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

কালী। কি ?

আমি। যে পশ্চিমদেশীয় জমিদার তোমার নিকট হইতে জহরত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমভিব্যাহারে তুমি আর কোন বাড়ীতে গমন করিয়াছিলে কি ?

কালী। গিয়াছিলাম বৈকি। ত্রৈলোক্যের গৃহে তাঁহাকে কয়েকবার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম। ত্রৈলোক্য ত আপনার সম্মুখেই বসিয়া আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন না কেন ; তাহা হইলেই ত জানিতে পারিবেন, আমার কথা সত্য কি না।

আমি। ত্রৈলোক্যকে আমি আর কি জিজ্ঞাসা করিব ? তুমি যাহা বলিতেছ, সেও তাহাই বলিবে। তুমি যদি সেই জমিদারকে অপর কোন বাড়ীতে লইয়া না গিয়া থাক, তাহা হইলে আর এক খানি বাড়ী কাহার নিমিত্ত এবং কিসের জন্য ভাড়া করিয়াছিলে ?

আমার এই কথা শুনিবামাত্রই ত্রৈলোক্যের যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সে একবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কালীবাবুর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। দেখিলাম, ত্রৈলোক্যের সঙ্গে সঙ্গে কালীবাবুরও মুখ শুখাইয়া উঠিয়াছে। আরও তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, সে তাহার মনের ভাব গোপন করিতে বিধিমতে চেষ্টা করিতেছে ; কিন্তু কোনরূপেই যেন কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না।

আমার কথা শুনিয়া কালীবাবু যেন একটু রাগ ভাব প্রকাশ করিল ও কহিল, "কি মহাশয় ! আপনি আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছেন, না বসিয়া বসিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন ?"

আমি। একরূপ স্বপ্নই বটে; নূতন বাড়ী ভাড়া করার নাম শুনিয়া তোমরা একবারেই চমকাইয়া উঠিলে যে! কোন রাণীজি আসিয়া একমাসকাল বাস করিবেন বলিয়া, একমাসের জন্য কোন বাড়ী তুমি ভাড়া কর নাই?

কালী। না।

আমি। আমি যদি সেই বাড়ী তোমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারি?

কালী। যখন আমি বাড়ী ভাড়া করি নাই, তখন আপনি আমাকে কিরূপে দেখাইয়া দিবেন? আর অপর কোন ব্যক্তির নিমিত্ত যদি একখানি বাড়ী ভাড়াই করিতাম, তাহা হইলেই বা কি ক্ষতি হইত? অপরের নিমিত্ত আমি বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলাম, কি না করিয়াছিলাম, তাহার সহিত এ মোকদ্দমার কি সংস্রব আছে, তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আমি। এই মোকদ্দমার সহিত বাড়ী ভাড়ার কোনরূপ সংস্রব থাকুক, আর না থাকুক, তুমি অপর কোন বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলে কি না, তাহাই আমি জানিতে চাই।

কালী। না।

আমি। তাহা হইলে তুমি ও ত্রৈলোক্য, তোমরা উভয়েই আমার সহিত আগমন কর। তুমি আমাকে দেখাইয়া দেও, আর না দেও, আমি সেই বাড়ী তোমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছি।

কালী। আমার একটী সবিশেষ প্রয়োজন আছে, এখন আমি আপনার সহিত গমন করিতে পারিব না।

আমি। আমার সহিত যাইতেই হইবে। সহজে তুমি আমার সহিত না যাও, অসহজে যাইবে।

এই বলিয়া আমি কালীবাবু ও ত্রৈলোক্যকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। তাহারা উভয়েই আমার সহিত গমন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল ; কিন্তু আমি তাহা না শুনিয়া একরূপ বলপ্রয়োগ করিয়াই তাহাদিগকে লইয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। আমার সমভিব্যাহারী কেবল একজন কর্ম্মচারী সেই স্থানে রহিলেন মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যাঁহার নিকট হইতে কালীবাবু বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই বাড়ীতে আনিবার নিমিত্ত আমি পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। কালীবাবু এবং ত্রৈলোক্যকে একখানি গাড়িতে করিয়া লইয়া, যখন আমি সেই বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন আমার বেশ অনুমান হইল যে, উভয়েরই হিতাহিত জ্ঞান যেন তিরোহিত হইয়াছে, এবং উহারা আমাকে কি বলিবার নিমিত্ত যেন প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা তাহাদিগের মনের ভাব কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইল ; যাহা বলিতে যাইতেছিল, তাহা আর বলিল না।

আমাদিগের সেই স্থানে উপস্থিত হইবার একটু পরেই আর একখানি গাড়ি আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। উহার মধ্য হইতে দুইজন আরোহী বহির্গত হইলেন। একজন আমারই

অধীনস্থ কর্ম্মচারী; অপর ব্যক্তি সেই বাড়ীর অধিকারী। তিনি কালীবাবুকে দেখিয়াই কহিলেন, "এই বাবুটীই একমাসের নিমিত্ত আমার বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন।" কালীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কেমন মহাশয়! এখন আমি এই বাড়ী অপর আর কাহাকেও ভাড়া দিতে পারি?"

কালীবাবু তাঁহার কথায় কোনরূপ উত্তর প্রদান না করিয়া নিতান্ত স্থিরভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

বাড়ীর অধিকারী চাবি হস্তে সেই বাড়ীর দরজা খুলিতে গিয়া দেখেন, সেই বাড়ীর সম্মুখে দ্বারবানবেশে একটী লোক বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? আমার বাড়ীর দরজায় বসিয়া রহিয়াছ?" সেই ব্যক্তি তাঁহার কথায় কোনরূপ উত্তর প্রদান না করিয়া, আমার ইঙ্গিত অনুসারে সেই স্থান হইতে উঠিয়া একটু দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বলা বাহুল্য, সেই ব্যক্তিও আমাদিগের একজন কর্ম্মচারী। আমাদিগের অবর্ত্তমানে কেহ সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে, এই নিমিত্তই তাঁহাকে সেই স্থানে পূর্ব্ব হইতেই রাখা হইয়াছিল।

বাড়ীর অধিকারী সেই বাড়ীর চাবি খুলিয়া দিলেন। আমরা সকলেই সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

আমরা সকলে সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ উপরের, এবং পরিশেষে নীচের সমস্ত ঘরগুলি উত্তমরূপে দেখিলাম। দেখিলাম, সমস্ত ঘরগুলিই খালি, কোন ঘরে কিছুই নাই। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই সেই বাড়ী হইতে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এরূপ সময়ে নিম্নের একখানি ঘরের দিকে

আমার নয়ন আকৃষ্ট হইল। বলা বাহুল্য, সেই ঘরের ভিতর আমরা পূর্ব্বেই গমন করিয়াছিলাম। আমি পুনরায় সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, সেই গৃহের মেঝের প্রস্তরের একস্থানে কতকগুলি মক্ষিকা ঘন ঘন বসিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া সেই বাড়ীর অপরাপর গৃহগুলি পুনরায় সবিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম; কিন্তু আর কোন স্থানে মক্ষিকা বসিতে দেখিতে পাইলাম না। সেই বাড়ীটী নূতন প্রস্তুত হইয়াছিল, উহাতে যে সকল নর্দ্দমা বা ময়লা জল প্রভৃতি ফেলিবার স্থান আছে, সেই সকল স্থানও উত্তমরূপে দেখিলাম; কিন্তু আর কোন স্থানেই মক্ষিকা প্রভৃতি বসিতে দেখিতে পাইলাম না। তখন স্বভাবতই আমার মনে কেমন একরূপ সন্দেহের উদয় হইল। আমি আমার মনের ভাব অপরাপর কর্ম্মচারীগণকেও কহিলাম। সকলেই আমার মতে মত দিয়া কহিলেন, 'এই স্থানটী একবার ভাল করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে।' সুতরাং সেই স্থানের প্রস্তর কয়েকখানি একবারে উঠাইয়া ফেলিবার প্রয়োজন হইল।

সেই বাড়ীর অধিকারী মহাশয়কে সেই কথা বলাতে তিনি প্রথমতঃ আমাদিগের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া গৃহের প্রস্তরগুলি উঠাইয়া ফেলিতে নানারূপ আপত্তি করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমরা কেহই তাঁহার আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া, কোদালি ও সাবল প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিতেও আমাদিগের কোনরূপ কষ্ট হইল না। সেই বাড়ীর একটী গৃহের ভিতর কতকগুলি চুন, সুরকি, বালী এবং সাবল, কোদালি প্রভৃতি রাখা ছিল। সেই স্থান হইতে সাবল ও কোদালি প্রভৃতি আনাইয়া, সেই স্থানের প্রস্তর উঠা-

ইয়া ফেলা হইল। উঠাইবার সময় বেশ অনুমান হইল, উহা যেন একটু আল্‌গা ভাবে বসান রহিয়াছে, এবং যেন নূতন বসান বলিয়া বোধ হইল। সেই স্থানের দুই তিনখানি প্রস্তর উঠাইতে উঠাইতে সেই স্থান হইতে প্রথমে অল্প, এবং পরিশেষে অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ বাহির হইতে আরম্ভ হইল। যখন সেই স্থান হইতে ক্রমে পচাগন্ধ বাহির হইতে লাগিল, সেই সময় আমাদিগের মনে নানারূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই সময় আমরা সকলে মিলিয়া শীঘ্র শীঘ্র সেই স্থানের মাটী ক্রমে উঠাইয়া ফেলিতে লাগিলাম। সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে আমাদিগের সবিশেষ কোনরূপ কষ্ট হইল না; মাটী যতই উঠাইতে লাগিলাম, ততই যেন উহা আল্‌গা বোধ হইতে লাগিল।

কালীবাবু ও ত্রৈলোক্য আমাদিগের সহিত সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের বাক্যালাপ বন্ধ হইল, মুখ কালিমা বর্ণ ধারণ করিল, চক্ষু যেন ঈষৎ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। সেই স্থানে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া, আর তাহারা দাঁড়াইতে পারিল না; নিতান্ত চিন্তিত অন্তঃকরণে সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

সেই স্থান হইতে অধিকাংশ মাটী এইরূপে উঠাইতে উঠাইতে ক্রমে একটী গলিত মৃতদেহ বাহির হইয়া পড়িল। সেই মৃতদেহ দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হইতে লাগিল, উহা কোন পুরুষের মৃতদেহ। কিন্তু উহা এতদূর বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, উহা কাহার দেহ, তাহা চিনিতে পারা গেল না; কিন্তু আমরা সকলেই অনুমান করিয়া লইলাম, সেই দেহ রামজীলালের দেহ ভিন্ন আর কাহারও দেহ নহে।

মৃত্তিকাগর্ভ হইতে সেই মৃতদেহটী আমরা সবিশেষ সতর্কতার সহিত উঠাইলাম; দেহ হইতে গলিত মাংস স্খলিত হইতে দিলাম না। সেই দেহ গলিত অবস্থা ধারণ করিয়াছিল সত্য; কিন্তু তাহার পরিধানে যে সকল বস্ত্রাদি ছিল, তাহার একখানিও কোনরূপে নষ্ট হইয়াছিল না।

সেই স্থান হইতে মৃতদেহ বাহির করিবার পর, কালীবাবু ও ত্রৈলোক্যের অবস্থা যে কিরূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহার যথাযথ বর্ণনার ক্ষমতা আমার নাই। উহাদিগকে দেখিয়া, সেই সময় সহজে অনুমান করা কঠিন হইল যে, উহারা জীবিত কি মৃত। দশ বিশ ডাকের কম উহাদিগের মুখ হইতে প্রায়ই বাক্য উচ্চারিত হইল না, সহজে কোন কথার উত্তর আর একবারেই পাইলাম না। আমাদিগের প্রশ্নের উত্তরে কেবল উহারা বলিতে লাগিল যে, আমরা ইহার কিছুই অবগত নহি। সেই সময়ে আমাদিগের মধ্যে কোন কোন কর্ম্মচারী ত্রৈলোক্যকেই রাণীজি বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল; কিন্তু ত্রৈলোক্য সেই সকল কথায় কোনরূপ উত্তর প্রদান করিল না।

সেই মৃতদেহ বাহির করিবার পরই একজন কর্ম্মচারীকে বড়-বাজারে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি রামজীলালের মনিব এবং তাঁহার দোকানের আর কয়েকজন কর্ম্ম-চারীর সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মৃতদেহ দেখিয়া তাঁহারা রামজীলালের দেহ বলিয়া কোনরূপেই চিনিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহার পরিহিত বস্ত্রাদি দেখিয়া তাঁহাদিগের আর চিনিতে বাকী থাকিল না। সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, 'এই মৃতদেহ রামজীলালের।'

যখন সেই মৃতদেহ রামজীলালের বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, তখন যেরূপ ভাবে আমরা এ পর্য্যন্ত কালীবাবু ও ত্রৈলোক্যকে রাখিয়াছিলাম, এখন আর তাহাদিগকে সেইরূপে রাখিলাম না। এখন তাহারা খুনী মোকদ্দমার আসামীরূপে পরিগণিত হইল। এখন উভয়কেই আমরা বন্ধনাবস্থায় রাখিলাম, এবং উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু ত্রৈলোক্যের নিকট হইতে কোন কথা প্রাপ্ত হইলাম না। যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারই উত্তরে সে কহিল, "আমি ইহার কিছুই অবগত নহি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কালীবাবুকে আমরা অতিশয় চতুর বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু পরিশেষে দেখিলাম, কালীবাবু অপেক্ষা ত্রৈলোক্যই অতিশয় চতুর। তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার কোনরূপই উত্তর পাইলাম না; কিন্তু কালীবাবু পরিশেষে আমাদিগের নিকট সমস্ত কথা স্বীকার করিল। আমি তাহাকে কহিলাম, "দেখ কালীবাবু! যেরূপ অবস্থায় তোমরা এখন পতিত হইয়াছ, ইহাতে আর তোমাদিগের কোনরূপেই নিস্কৃতি নাই। তোমার বিপক্ষে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে তুমি নিশ্চয়ই বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, এ যাত্রা তোমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে। এখনও তুমি আমার পরামর্শ শুন, এখনও তুমি

প্রকৃত কথা বল। তাহা হইলে তুমি কতদূর দোষী, তাহার যথার্থ অবস্থা আমরা অবগত হইব। নতুবা নিতান্ত অন্ধকারে থাকিয়া আমাদিগকে এই মোকদ্দমা চালাইতে হইবে। দায়ে পড়িয়া এরূপ অনেক বিষয়ের প্রমাণ হয় ত আমাদিগকে করিতে হইবে যে, বাস্তবিক তুমি হয় ত তাহা কর নাই, বা জান না। এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বার বার বলিতেছি, তুমি যাহা যাহা করিয়াছ, তাহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বল।"

কালী। আচ্ছা মহাশয়! যখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, এ যাত্রা যখন কোনরূপেই আমার নিষ্কৃতি নাই, যে কোন উপায়েই হউক, আপনারা আমাদিগকে ফাঁসিতে ঝুলাইবেন, তখন আমি এই ঘটনার প্রকৃত অবস্থা প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বলিতেছি।

আমি। এ নিতান্ত ভাল কথা।

কালী। কিছু দিবস অতীত হইল, পশ্চিমদেশীয় সেই জমিদার মহাশয় কলিকাতায় আগমন করেন।

আমি। কোন্ জমিদার ?

কালী। যে জমিদার মহাশয়ের বাড়ীতে আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম।

আমি। তাহার পর ?

কালী। আমি শুনিয়াছিলাম, তাঁহার বাড়ীতে একটী বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। সেই বিবাহের নিমিত্ত কতকগুলি ভাল ভাল কাপড় এবং কিছু জহরত ক্রয় করিবার মানসে এবার তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার মানসে উপর্য্যুপরি কয়েকদিবস পর্য্যন্ত তিনি নিজেই বাজারে গমন

করেন, এবং বাজারে ঘূরিয়া ঘূরিয়া তিনি নিতান্ত ত্যক্ত হইয়া পড়েন। বাজারে গমন করিলেই, বাজারে যে সকল দালাল আছে, তাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়, ও তিনি যে দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহেন, সেই দ্রব্য ক্রয় করিয়া দেওয়াইবার মানসে তাহাদিগের পরিচিত যে সকল দোকানে সেই সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, সেই সকল দোকানে তাঁহাকে লইয়া গিয়া তাঁহাকে সেই সকল দ্রব্য দেখায়। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে তাঁহার যে কোন দ্রব্য পসন্দ হয়, তাহার মূল্য চতুর্গুণ করিয়া বলিয়া দেয়। এইরূপে কয়েকদিবস পর্য্যন্ত অনবরত তিনি দালাল-গণের সহিত বাজারে বাজারে ঘূরিয়া বেড়ান; কিন্তু কোন দ্রব্যই তিনি খরিদ করিয়া উঠিতে পারেন না।

"আমি এই সংবাদ জানিতে পারিয়া একদিবস তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিলাম। আমি বড়বাজারের একজন প্রধান দোকানদার এই কথা বলিয়া আমি তাঁহার নিকট আমার পরিচয় প্রদান করিলাম ও কহিলাম, 'আজ কয়েকদিবস পর্য্যন্ত দেখিতেছি, আপনি কতক-গুলি দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার মানসে দালালগণের সহিত দোকানে দোকানে ঘূরিয়া বেড়াইতেছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন দ্রব্যই আপনি ক্রয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমার বিশ্বাস, যে পর্য্যন্ত সেই দালালগণ আপনাকে পরিত্যাগ না করিবে, সেই পর্য্যন্ত আপনি কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবেন না। কারণ, উহারা আপনাকে সঙ্গে করিয়া যে কোন দোকানে লইয়া যাইবে, দোকানদার আপনার নিকট তাহারই চতুর্গুণ মূল্য চাহিয়া বসিবে। কারণ, সেই দ্রব্য যদি আপনার ক্রয় করা হয়, তাহা

হইলে যে সকল দালাল আপনার সহিত সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের প্রত্যেককেই পৃথক্ পৃথক্‌রূপ দালালী সেই দোকানদারকে দিতে হইবে। দোকানদার পূর্ব্বেই সেই অর্থ যদি আপনার নিকট হইতে গ্রহণ না করিবেন, তাহা হইলে তিনি দালালগণকে সন্তুষ্ট করিবেন কোথা হইতে ?'

"আমার নিজের সকল প্রকার দ্রব্যের দোকান আছে বলিয়াই, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি যেরূপ অল্প মূল্যে আপনাকে দ্রব্যাদি দিতে পারিব, বাজারের অপর কোন ব্যক্তিই তাহা পারিবে না। আমার কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে দুই একটী দ্রব্যের ফরমাইস আমাকে দিন, সেই দ্রব্য আনিয়া আমি আপনাকে প্রদান করি। আপনি বাজারে যাচাইয়া দেখুন, সেই দ্রব্যের মূল্য কত। তখন আপনি উহার মূল্য আমাকে প্রদান করিবেন। দেখিবেন, বাজার হইতেও কত কম মূল্যে আমি আমার দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকি।'

"আমার কথায় তিনি প্রথমতঃ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন না বলিয়া অনুমান হইল। কিন্তু পরিশেষে আমাকে কহিলেন, 'আচ্ছা, আপনি আমার নিমিত্ত এক থান ভাল কিংখাপ কাপড় আনিবেন।'

"জমিদার মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া আমি সেই দিবস আমার বাসায় চলিয়া আসিলাম; এবং কিছু অর্থ সহ বড়বাজারে গমন করিয়া এক থান অতি উৎকৃষ্ট কিংখাপ কাপড় ক্রয় করিয়া সেই দিবস সন্ধ্যার সময় পুনরায় সেই জমিদার মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার আনীত কিংখাপ দেখিয়া তাঁহার বেশ পসন্দ হইল, তিনি উহার দাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

"উত্তরে আমি কহিলাম, 'এ কাপড়ের দাম আমি এখন বলিব না। এই কাপড় অদ্য আপনার নিকট রহিল, আপনি ইহা একবার বাজার যাচাইয়া দেখুন, দোকানদারগণ ইহার কি দাম বলিয়া দেয়। আমি কল্য সন্ধ্যার সময় পুনরায় আপনার নিকট আসিব, সেই সময় ইহার দাম আপনাকে বলিব।'

"আমার প্রস্তাবে জমিদার মহাশয় সম্মত হইলেন, আমিও সেই কাপড় সেই স্থানে রাখিয়া আপনার বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

"পরদিবস বৈকালে আমি পুনরায় জমিদার মহাশয়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া সেই কাপড়ের দাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তাঁহার কথার উত্তরে আমি কহিলাম, 'মহারাজ! ইহার দাম আমি প্রথমে বলিব না, পশ্চাতে বলিব। এই কাপড় বাজারে যাচাইয়া ইহার কি দাম আপনি জানিয়াছেন, বা আপনিইবা ইহার কি দাম দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি ইহা মনে করিবেন না যে, আপনি ইহার দাম আমার ন্যায্য দাম অপেক্ষা অধিক প্রদান করিলে, আমি গ্রহণ করিব। সেই কাপড়ের দাম এই কাগজে লিখিয়া আমি এই স্থানে রাখিয়া দিলাম, আমার ন্যায্য দাম অপেক্ষা যদি আপনি অধিক দাম প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি অধিক গ্রহণ করিব না। আমার ন্যায্য দামই আমাকে আপনি প্রদান করিবেন।'

"এই বলিয়া যে দামে আমি সেই কিংখাপ ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহার অর্দ্ধেক দাম একখানি কাগজে লিখিয়া আমি সেই স্থানে রাখিয়া দিলাম। আমার কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহার কথার ভাবে

অনুমান হইল, কি দরে সেই কাপড় লওয়া যাইতে পারে, তাহা তিনি যাচাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি আমার কথায় আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া যে দরে তিনি সেই কাপড় ক্রয় করিতে পারেন, তাহা আমাকে বলিলেন। আমি দেখিলাম, যে দরে আমি উহা ক্রয় করিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষাও প্রায় এক-চতুর্থ অংশ কম করিয়া উহার দাম বলিলেন।

"তাঁহার কথা শুনিয়া আমি একটু কপট আনন্দ প্রকাশ করিলাম ও কহিলাম, 'আমি আজ প্রকৃতই একজন খরিদ্দার পাই-য়াছি। যে ব্যক্তি দ্রব্যের উপযুক্ত দাম না জানেন, তাঁহার সহিত কেনা-বেচা করা যে কতদূর কষ্টকর কার্য্য, তাহা যিনি করিয়া-ছেন, তিনিই বলিতে পারেন। আপনি যে দাম বলিয়াছেন, তাহা এই বস্ত্রের প্রকৃত দাম; কিন্তু এই দ্রব্য কোন কারণ বশতঃ আমার কিছু কম মূল্যে ক্রয় করা ছিল বলিয়াই, আমি আপনাকে আরও কম মূল্যে দিতে পারিতেছি।'

"এই বলিয়া যে কাগজে আমি উহার খরিদ মূল্যের অর্দ্ধেক দাম লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই কাগজখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলাম। আমার লিখিত দর দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হই-লেন, এবং আমার লিখিত মত সেই দ্রব্যের মূল্য তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে প্রদান করিলেন। তদ্ব্যতীত গাড়ি ভাড়া বলিয়া আর দুই টাকা আমাকে দিয়া, অন্য আর একটী দ্রব্যের ফরমাইস দিলেন। পরদিবস সেই দ্রব্য বাজার হইতে ক্রয় করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া গেলাম, এবং আমার খরিদ মূল্য অপেক্ষাও কিছু কম মূল্যে উহা আমি তাঁহার নিকট বিক্রয় করিলাম। ইহাতে তিনি আমার উপর আরও সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'আপনি কেবলই

কি বস্ত্রের কারবার করিয়া থাকেন, না জহরত-আদিও বিক্রয় করেন?'

"উত্তরে আমি কহিলাম, 'বস্ত্রাদি আমি অতি অল্প পরিমাণেই বিক্রয় করিয়া থাকি। আমার অধিক কারবার জহরতের। কেন মহাশয় আপনি আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?'

জমিদার। আমার কিছু জহরতের প্রয়োজন হইয়াছে; সেই নিমিত্তই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

"আমি তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার কত টাকার জহরতের প্রয়োজন হইবে?' তাহার উত্তরে তিনি কহিলেন, 'প্রায় দশ হাজার টাকার জহরতের প্রয়োজন।'

"আমি কহিলাম, 'এ অতি সামান্য কথা। আপনার কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া আপনি আমাকে প্রদান করুন, আমি সেই তালিকা অনুযায়ী জহরত আনিয়া আপনাকে প্রদান করিব। আপনি সেই সকল জহরত প্রথমে যাচাই করিয়া দেখিবেন, এবং পরিশেষে তাহার মূল্য আমাকে প্রদান করিবেন।'

"আমার এই কথা শুনিয়া কি মূল্যের কি কি জহরতের প্রয়োজন, তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া জমিদার মহাশয় আমাকে প্রদান করিলেন। আমি সেই তালিকা গ্রহণ করিয়া তাঁহার একজন কর্ম্মচারীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। সেই কর্ম্মচারী সর্ব্বদা জমিদার মহাশয়ের নিকট থাকিতেন, এবং তিনি যাহা বলিতেন, তাহা প্রায়ই তিনি শুনিতেন। আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, জমিদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার

সহিত একরূপ বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলাম। যে দিবস জমিদার মহাশয়ের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতাম, সেই দিবস তাহা হইতে তাঁহাকেও কিছু অর্থ প্রদান করিতাম। সুতরাং জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে সর্ব্বদা যাহাতে আমি কিছু প্রাপ্ত হই, তিনি তাহাই করিতেন।

"জমিদার মহাশয় আমাকে জহরতের ফরমাইস দিলে পরই, তিনি জমিদার মহাশয়কে কহিলেন, 'যে ব্যক্তি এত টাকার জহরত আপনার নিকট আনয়ন করিবেন, তাঁহাকে উহার নিমিত্ত কিছু অগ্রিম টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, অগ্রিম কিছু টাকা প্রদান করিলে যতশীঘ্র পারিবেন, জহরত লইয়া ইনি আপনার নিকট উপস্থিত হইবেন।'

"কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় একখানি হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য, সেই স্থান হইতে আসিবার সময় আমি কর্ম্মচারীকে কিছু প্রদান করিয়া আসিলাম। সেই কর্ম্মচারীকে আমি মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু প্রদান করিতাম বলিয়াই যে তিনি আমার উপর এতদূর অনুগ্রহ করিতেন, তাহা নহে। সময় সময় তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমার বাসায় আনিতাম ও তাঁহাকে লইয়া আমি ও ত্রৈলোক্য নানারূপ আমোদ-আহ্লাদ করিতাম।

"সেই টাকা লইয়া আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম, এবং আপন বাসায় আসিয়া সেই টাকা ত্রৈলোক্যের হস্তে প্রদান করিলাম। এতগুলি টাকা আমি একবারে কোথায় পাইলাম, জিজ্ঞাসা করায়, আমি ত্রৈলোক্যকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া ত্রৈলোক্য কহিল, 'তাহা হইলে

সেই জমিদার মহাশয়ের নিকট আর গমন করিবার প্রয়োজন কি? এই হাজার টাকায় এখন অনেক দিবস আমাদিগের চলিবে।'

"ত্রৈলোক্যের কথার উত্তরে আমি কহিলাম, 'তাহা কি কখনও হইতে পারে। কারণ, জমিদার মহাশয়ের কর্ম্মচারী আমাদিগের বাসা পর্য্যন্ত অবগত আছেন। বিশেষতঃ যখন তাঁহারই কথায় বিশ্বাস করিয়া জমিদার মহাশয় আমাকে এই টাকা প্রদান করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের নিকট আর গমন না করিলে, সেই কর্ম্মচারীই নিতান্ত বিপদ্গ্রস্ত হইবেন। সুতরাং তাঁহাকে অবমানিত করিয়া আমার সবিশেষ কোন ফল লাভ হইবে না। অধিকন্তু যদি তাঁহাদিগের সহিত প্রণয় রাখিয়া চলিতে পারি, তবে এক সহস্র কেন, এরূপ কত সহস্র টাকা আমি তাঁহাদিগের নিকট হইতে ক্রমে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব। তুমি যেরূপ প্রস্তাব করিতেছ, সেই প্রস্তাবে আমি কোনরূপেই সম্মত হইতে পারি না। কিন্তু আমি এক উপায় মনে মনে স্থির করিয়াছি। যাহা ভাবিতেছি, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের লাভও যথেষ্ট হইবে, এবং সেই কর্ম্মচারী প্রভৃতি কাহার কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অথচ সেই জমিদার মহাশয়ের বাড়ীতে আমার খুব পসার থাকিবে।'

"এই বলিয়া আমি মনে মনে যাহা স্থির করিয়াছিলাম, তাহা ত্রৈলোক্যকে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া ত্রৈলোক্য প্রথমতঃ একবারে হতবুদ্ধি হইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল ও কহিল, 'এরূপ কার্য্য আমার দ্বারা কখনই হইবে না।' কিন্তু সে কি

করিবে ? আমার প্রস্তাবে পরিশেষে তাহাকে সম্মত হইয়া আমাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইতে হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"পরদিবস অতি প্রত্যূষে আমি আমার বাসা হইতে বহির্গত হইয়া গেলাম। সহরের ভিতর নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া সুবিধা মত একটী বাড়ী দেখিতে পাইলাম। কোন গতিতে সেই বাড়ী ভাড়া করিতে পারিলে, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিব, এই ভাবিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই বাড়ীর মালিককে বাহির করিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কেবলমাত্র সাতদিবসের নিমিত্ত সেই বাড়ী ভাড়া লইতে চাহিলাম। কিন্তু সামান্য দিবসের নিমিত্ত সেই বাড়ী ভাড়া দিতে তিনি অসম্মত হওয়ায়, পরিশেষে একমাসের নিমিত্তই আমাকে সেই বাড়ী ভাড়া লইতে হইল। কিন্তু যাঁহার বাড়ী, তিনি যে ইহাতেও ন্যায্য ভাড়া গ্রহণ করিলেন, তাহা নহে; নিয়মিত ভাড়া অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ ভাড়া আমার নিকট হইতে অগ্রিম গ্রহণ করিয়া, তাহার পর তিনি আমার হস্তে সেই বাড়ীর চাবি অর্পণ করিলেন। চাবি আনিয়া আমি সেই বাড়ী খুলিলাম, এবং কতকগুলি আসবাব ভাড়া করিয়া সেই দিবসেই উহার বৈঠকখানা সাজাইয়া ফেলিলাম। গৃহ সাজান হইয়া গেলে, আমি আড়গোড়ায় গমন করিলাম। সেই স্থানে একখানি জুড়িগাড়ি ও একখানি কম্পাস গাড়ি

একদিবসের নিমিত্ত ভাড়া করিয়া তাহার অগ্রিম ভাড়া তাহা-দিগকে প্রদান করিলাম। তাহাদিগের সহিত আমার এইরূপ বন্দোবস্ত রহিল যে, পরদিবস আমি আড়গোড়ায় গমন করিয়া গাড়ি দুইখানি সঙ্গে করিয়া আনিব।

"এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমার সমস্ত দিবস অতীত হইয়া গেল। সমস্ত দিবসের মধ্যে আমি আমার বাসায় আর ফিরিতে পারিলাম না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, দেখিতে দেখিতে ক্রমে রাত্রি নয়টাও বাজিয়া গেল। রাত্রি নয়টার পর আমি আমার বাসায় ফিরিয়া গেলাম, এবং ত্রৈলোক্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, 'আমি যে কার্য্যের নিমিত্ত অদ্য প্রাতঃকালে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিলাম, তাহার সমস্তই ঠিক করিয়া আসিয়াছি। ঘর ভাড়া হইয়া গিয়াছে, এই দেখ তাহার চাবি। ঘর দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত করিয়াও রাখিয়াছি।' এই বলিয়া আমার পকেট হইতে সেই বাড়ীর চাবি বাহির করিয়া ত্রৈলোক্যের হস্তে প্রদান করিলাম।

"আমার কথার উত্তরে ত্রৈলোক্য কহিল, 'চাবি ত দেখিলাম; কিন্তু কিরূপ স্থান ঠিক করিয়াছেন, চলুন একবার যাইয়া দেখিয়া আসি।'

"ত্রৈলোক্যের সেই কথায় আমি তখন সম্মত হইলাম না, তাহাকে সেই রাত্রিতে আমি সেই স্থানে লইয়া গেলাম না। কহিলাম, 'আজ রাত্রি অধিক হইয়াছে। বিশেষতঃ সেই স্থান নিকটেও নহে, অনেক দূরে। সে স্থানে গিয়া ফিরিয়া আসিতে আজ রাত্রি কাটিয়া যাইবে, অতএব এখন আর সে স্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই। কল্য প্রাতঃকালে একবারে সুসজ্জিত হইয়া

আমার সহিত গমন করিও, সেই স্থানে তোমাকে রাখিয়া আমি গাড়ি প্রভৃতি আনিবার নিমিত্ত গমন করিব।'

"আমার কথায় ত্রৈলোক্য সম্মত হইল, এবং আমার পূর্ব্ব-পরামর্শ অনুসারে সে যাহাতে উত্তমরূপে সজ্জিত হইতে পারে, তাহার নিমিত্ত উত্তম উত্তম অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে তখন প্রবৃত্ত হইল।

"পরদিবস অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান আহারের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সমাধা করিয়া লইলাম। অন্য স্থান হইতে বস্ত্র-অলঙ্কার প্রভৃতি যে সকল উত্তম উত্তম দ্রব্য ত্রৈলোক্য চাহিয়া আনিয়াছিল, তাহার দ্বারা সেও উত্তমরূপে সজ্জিত হইল। তাহার পর আমি একখানি ঠিকা গাড়ি ডাকাইয়া আনিলাম, এবং আমরা উভয়েই উহাতে আরোহণ করিয়া আমাদিগের বাসা হইতে বহির্গত হইলাম। নানাপথ ও গলির ভিতর দিয়া অনেক দূর গমন করিবার পর, একটী গলির ভিতর আমি যে নূতন বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলাম, সেই বাড়ীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। দরজার সম্মুখে গাড়ি লাগিলে, আমরা সেই গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। উহার ভাড়া মিটাইয়া দিলে, গাড়িবান্ তাহার গাড়ি লইয়া প্রস্থান করিল। আমার নিকট সেই বাড়ীর যে চাবি ছিল, তাহার দ্বারা সেই বাড়ীর দরজা খুলিয়া আমরা উভয়েই তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। বাড়ীর অবস্থা এবং সুসজ্জিত গৃহের অবস্থা দেখিয়া, ত্রৈলোক্য অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। পরিশেষে ত্রৈলোক্য সেই বাড়ীর সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া সেই সুসজ্জিত গৃহের একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া রহিল। আমি গাড়ি আনিবার মানসে সেই আড়গোড়ায় গমন করিলাম।

"আড়গোড়ার গমন করিবামাত্রই একখানি প্রকাণ্ড জুড়ি ও একখানি অতিশয় দ্রুতগামী কম্পাস গাড়ি আমি প্রাপ্ত হইলাম। সেই কম্পাস গাড়িতে উপবেশন করিয়াই জুড়ির সহিত আমি পূর্ব্বোক্ত বাড়ীর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা সেই স্থানে আগমন করিবামাত্রই ত্রৈলোক্য ভিতর হইতে সেই বাড়ীর দরজা খুলিয়া দিলে আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। গাড়ি দুইখানি বাড়ীর সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিল।

"আমি বাড়ীর ভিতর গিয়া প্রথমতঃ ত্রৈলোক্যের সহিত উত্তমরূপে পরামর্শ আঁটিয়া লইলাম। কিরূপ ভাবে আমাদিগকে কি কি করিতে হইবে, তাহার সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে, আমি জুড়িগাড়ির সহিসদ্বয়কে সেই গাড়ির পরদা উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিতে কহিলাম। সহিসদ্বয় আমার কথা শুনিয়া উহার পরদা সকল এরূপ ভাবে ফেলিয়া দিল যে, উহার ভিতর বসিলে বাহিরের কোন লোক যে আরোহীকে কোনরূপে দেখিতে পাইবে তাহার আর কোনরূপ সম্ভাবনা রহিল না। ইহার পরই ত্রৈলোক্য বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া সেই জুড়িগাড়ির ভিতর গিয়া উপবেশন করিল। আমি বাড়ীর চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া সেই চাবি ত্রৈলোক্যের হস্তে প্রদান করিলাম। আমিও সেই কম্পাস গাড়িতে উঠিয়া বড়বাজার অভিমুখে উহাদিগকে গমন করিতে বলিলাম। আমার নির্দ্দেশ মত উভয় গাড়িই একত্র বড়বাজার অভিমুখে গমন করিল।

"ক্রমে গাড়ি গিয়া বড়বাজারে উপস্থিত হইল, এবং রামজীলাল যে দোকানের কর্ম্মচারী ছিল, সেই দোকানের সম্মুখে গিয়া উভয় গাড়িই থামিল। আমি গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া

দোকানের ভিতর প্রবেশ করিলাম, ত্রৈলোক্য গাড়ির ভিতরেই বসিয়া রহিল।

"আমি দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া দোকানদারকে কহিলাম, 'একজন রাণী কতকগুলি জহরত ক্রয় করিবেন, আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, তিনি দোকানের সম্মুখে গাড়ির ভিতর বসিয়া আছেন। তাঁহাকে ভাল ভাল কতকগুলি জহরত দেখাও, যদি কোন জহরত তাঁহার পসন্দ হয়, তাহা হইলে উনি তাহা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। ইঁহার নিকট কিছু বেচিতে পারিলে, আপনাদিগের বেশ দুই পয়সা লাভ হইবে, আমারও কিছু উপার্জ্জন হইবে। আমার বোধ হয়, উনি নিজে কোন দ্রব্যের মূল্য আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন না, কেবল দ্রব্য পসন্দ করিয়া দিবেন। দ্রব্য পসন্দ হইলে আমরা তাহার মূল্য যাহা বলিব, তাহাতেই উনি তাহা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আপনাকে আমি পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, যদি কোন দ্রব্যের মূল্য উনি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে উহার মূল্য সেই সময় যেন খুব অধিক করিয়া বলা হয়।'

"দোকানদারকে এইরূপ শিখাইয়া দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি দোকানের বাহিরে আসিলাম, এবং সেই জুড়িগাড়ির নিকট দাঁড়াইয়া কহিলাম, 'এই গাড়িতে রাণীজি আছেন, তিনি অনেক-গুলি জহরত ক্রয় করিবেন। আপনি এক একটী করিয়া জহরতের বাক্স তাঁহার হস্তে প্রদান করুন, ইহার মধ্যে যদি কোন দ্রব্য রাণীজির পসন্দ হয়, তাহা হইলে তাহার দর স্থির করিয়া দিয়া উহার মূল্য গ্রহণ করিবেন।' আমার প্রস্তাবে দোকানদার সম্মত হইলেন, এবং এক একটী করিয়া নানা প্রকার জহরতের বাক্স

রাণীজির হস্তে প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই সকল জহরতের মধ্যে যে সকল জহরত রাণীজি পসন্দ করিলেন, বা যে সকল জহরত আমাদিগের লইয়া যাইবার পরামর্শ ছিল, সেই সকল জহরত ত্রৈলোক্য একটী একটী করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে কতকগুলি জহরত আমার হস্তে প্রদান করিবার পর আমাদিগের পূর্ব্ব পরামর্শ অনুযায়ী ত্রৈলোক্য আমাকে কহিল, 'আমি এখন বাসায় যাইতেছি। আপনি এই সকল জহরতের উপযুক্ত দাম দোকানদারের সহিত স্থির করিয়া আমার বাসায় লইয়া আসিবেন। আর হয় দোকানদারকে, না হয় তাঁহার দোকানের অপর কোন একজন লোককে সেই সঙ্গে লইয়া যাই-বেন। আমার বাসায় গেলেই, আমি হয় ইহার নগদ মূল্য প্রদান করিব, না হয় কোন ব্যাঙ্কের উপর একখানি চেক প্রদান করিব। আমার বোধ হয়, এই সকল জহরতের মূল্য আট দশ হাজার টাকার অধিক হইবে না। সুতরাং এই সকল সামান্য দ্রব্যের মূল্য বাকী রাখিবার কোনরূপ প্রয়োজন দেখি না।' আমাদিগকে কেবল এই মাত্র বলিবার পরই রাণীজি তাহার গাড়ি চালাইতে কহিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই প্রকাণ্ড জুড়ি বড়বাজার অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

"ত্রৈলোক্য গমন করিবার পর আমি সেই দোকানদারের সহিত একত্র বসিয়া যে সকল দ্রব্য ত্রৈলোক্য পসন্দ করিয়া গিয়াছিল, তাহার মূল্যের একটী তালিকা প্রস্তুত করিলাম। তালিকা প্রস্তুত হইলে, সেই জহরতগুলি লইয়া দোকানদারকে রাণীজির বাসায় গমন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলাম; কিন্তু তিনি নিজে না আসিয়া তাঁহার একজন অতিশয় বিশ্বাসী

কর্ম্মচারী রামজীলালকে আমার সহিত পাঠাইয়া দিলেন। তিনি সেই সকল গহনার সহিত আমার গাড়িতে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

"ত্রৈলোক্য বড়বাজার হইতে প্রত্যাগমন করিলে প্রায় একঘণ্টা পরে আমি জহরতগুলির সহিত রামজীলালকে সঙ্গে করিয়া আমাদিগের সেই নূতন বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াই আমি আমার সেই গাড়ি বিদায় করিয়া দিলাম। ইতিপূর্ব্বে ত্রৈলোক্যও প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তাহার জুড়ি বিদায় করিয়া দিয়াছিল।

"রামজীলালকে সঙ্গে করিয়া আমি একবারে উপরে উঠিলাম। যে ঘরটী উত্তমরূপে সাজান ছিল, সেই গৃহে তাহাকে বসাইয়া তাহার সহিত দুই চারিটী কথা কহিতেছি, এরূপ সময় রাণীজি বা ত্রৈলোক্য অন্য ঘর হইতে আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। আমি রামজীলালের সম্মুখে ত্রৈলোক্যকে কহিলাম, 'সমস্ত জহরতের দাম প্রায় দশ হাজার টাকা হইয়াছে। দোকানদার মহাশয় নিজে আসিতে পারেন নাই, তিনি তাঁহার এই বিশ্বাসী লোককে জহরতের সহিত আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু ইঁহার মনিব ইঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, অগ্রে টাকা না পাইলে এই সকল জহরত যেন কাহারও হস্তে প্রদান করা না হয়। কারণ, কলিকাতা জুয়াচোরে পরিপূর্ণ।'

"আমার এই কথা শুনিয়া রাণীজি সেই স্থানে উপবেশন করিয়া রামজীলালের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। সেই অবকাশে আমি একবার নিম্নে গমন করিয়া বাড়ীর ভিতর দিক হইতে সদর দরজা তালাবদ্ধ করিয়া দিয়া পুনরায় উপরে উঠিলাম।

পরে যে স্থানে রামজীলাল বসিয়াছিলেন, তাহার এক পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলে পর, ত্রৈলোক্য ওরফে রাণীজি, রামজীলালের নাম জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে রামজী-লাল কহিল, "রাণীজি! আমার নাম রামজীলাল।"

ত্রৈলোক্য। আমি যে সকল জহরত পসন্দ করিয়া দিয়া-ছিলাম, তুমি সেই সকল জহরতই আনিয়াছ ত?

রামজীলাল। আমি তাহাই আনিয়াছি।

ত্রৈলোক্য। উহার দাম কত হইয়াছে?

রামজীলাল। প্রায় দশ হাজার টাকা।

ত্রৈলোক্য। তুমি কি কি দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ দেখি?

রামজীলাল। রাণীজি! আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার মনিবের আদেশ আছে যে, অগ্রে দাম না পাইলে এই সকল দ্রব্য কাহারও হস্তে প্রদান করিতে পারিব না।

ত্রৈলোক্য। এত সামান্য টাকার নিমিত্ত তোমার মনিবের এত অবিশ্বাস!

রামজীলাল। আপনাকে আমার কিছুমাত্র অবিশ্বাস নাই। আমার অপরাধ লইবেন না, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি সামান্য চাকর হইয়া কিরূপে মনিবের আদেশ লঙ্ঘন করিব?

ত্রৈলোক্য। তোমার মনিবের এত অবিশ্বাস করিবার কারণ ?

রামজীলাল। কয়েকবার জুয়াচোরের হস্তে পড়িয়া তিনি ঠকিয়াছেন, তাহাতেই আমাকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আপনি ত সবিশেষ জানেন যে, কলিকাতা সহর জুযাচোরগণের দ্বারা পরিপূর্ণ।

"আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির ভাবে সেই স্থানে বসিয়াছিলাম, রামজীলালের এই সকল কথা শুনিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। রাগের ভাব প্রকাশ করিয়া রামজীলালকে কহিলাম, 'তুমি জান না, কাহার সহিত কিরূপ ভাবে তুমি কথা কহিতেছ। তুমি জান, রাণীজি একটু রাগ করিলে তোমার মস্তক সহ এই বাটী হইতে প্রস্থান করা কঠিন হইবে ?'

"আমার এই কথা শুনিয়া রামজীলাল যেন একটু ভীত হইল ; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া মুখে একটু সাহস দেখাইয়া কহিল, 'কেন, আমি কি অন্যায় কথা বলিয়াছি যে, আমার এই বাটী হইতে মস্তক সহ বাহির হওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে ? আমি কি চোর ? ইহা কি ইংরাজের রাজত্ব নহে ? অরাজকের মুল্লুক যে, যাহার যাহা ইচ্ছা হইবে, অনায়াসেই তিনি তাহা করিবেন ? দশ হাজার টাকার জহরত বিক্রয় না হইলে আমার মনিব একবারে গরিব হইয়া যাইবেন না ! আমি জহরত বিক্রয় করিব না, চলিলাম।' এই বলিয়া রামজীলাল উঠিয়া দাঁড়াইল। ক

"রামজীলালের কথা শুনিয়া এবং তাহার অবস্থা দর্শন পুলিস আমি নিতান্ত রাগের ভাব দেখাইয়া বলিলাম, 'কি ! ছোট মু রিবে, কথা ! রাণীজিকে এইরূপ ভাবে অবমাননা ! এ অবমাননা ইবে। স্বচক্ষে দেখিয়া কোনরূপেই সহ্য করিতে পারি না।' এই বলিয়া

আমার জুতা সহিত রামজীলালের বক্ষে সবলে এক পদাঘাত করিলাম। আমার লাথি খাইয়া হতভাগ্য রামজীলাল চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল, এবং সেই স্থানেই পড়িয়া গেল। পড়িবামাত্রই আমি দ্রুতগতি তাহার বুকের উপর উঠিয়া বল-পূর্ব্বক তাহাকে ধরিলাম।

"আমি তখন কি করিলাম? আপনারা যাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই, আজ আমি তাহাই করিলাম। কেবলমাত্র একজন স্ত্রীলোকের সাহায্যে যে কার্য্য কখনও হইতে পারে বলিয়া আপনারা একবারও মনে স্থান দেন নাই, আজ আমি তাহাই করিলাম। দস্যু বা তস্করেরাও যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে মনে মনে ঘৃণা বোধ করে, আজ আমি তাহাই করিলাম। রাক্ষস বা পিশাচগণও যে কার্য্যের কথা শুনিলে আপনাপন কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে, আমি আজ তাহাই করিলাম। উঃ! যে কথা বলিতে এখন আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে, যে কথা বলিতে এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, যে কথা বলিতে কোনরূপেই এখন আমি আমার চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, সেই সময় আমি তাহাই কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলাম। যে মহাপাপের আদি নাই, অন্ত নাই, যে মহাপাপের কথা শুনিলেও মহাপাপ ...ম, আমি সেই সময় সেই মহাপাপে লিপ্ত হইতে কোনরূপেই ...মুখ হইলাম না। বিনা-কারণে ও বিনা-দোষে সেই নিরীহ, ...প, নিঃসহায় ব্যক্তির উপর সবলে পা দিয়া দাঁড়াইলাম, এত...য পর্য্যন্ত তাহার প্রাণবায়ু একবারে শেষ না হইয়া গেল, ... পর্য্যন্ত আর পা উঠাইলাম না। ত্রৈলোক্যও বল-পূর্ব্বক তাহার পা দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া আমার এই মহাপাপের

সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করিল। সামান্য টাকার লোভে দেখিতে দেখিতে এই ভয়ানক নৃশংস হত্যা-কাণ্ড সমাধা করিলাম!

"এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সমাধা হইবার পর, রামজীলালের মৃতদেহের উপর আমার দৃষ্টি একবার পতিত হইল। সেই দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার মনের ভাবও সবিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। চক্ষু দিয়া বিন্দুপাত হইল, সামান্য টাকার উপর ঘৃণা জন্মিল; পরকালের ভীষণ ভাবনা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। কিন্তু অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত এভাব আমার হৃদয়ে স্থান পাইতে দিলাম না। পরক্ষণেই আবার সে ভাব দূরে পলায়ন করিল। রামজীলালের সমভিব্যাহারে যে সকল জহরত ছিল, তাহার সমস্তগুলি তখন আমরা অপহরণ করিলাম।

"রামজীলালের মৃতদেহ লইয়া তখন আমরা কি করিব, মনে সেই ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার ভাবিলাম, রাত্রি-কালে উহার মৃতদেহ টানিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিব; কিন্তু তাহা বিপদ-জনক বলিয়া মনে হইল। পুনরায় ভাবিলাম, একমাস পর্য্যন্ত খালি-বাড়ীর ভিতর এই মৃতদেহ আবদ্ধ থাকিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে; একমাস পরে উহা দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিবে না যে, উহা কাহার মৃতদেহ। সুতরাং আমাদিগের বিপদের সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকিবে। কিন্তু পরিশেষে মনে হইল, দুই চারিদিবসের মধ্যেই এই মৃতদেহ পচিয়া যখন ভয়ানক দুর্গন্ধ চতুর্দ্দিকে বহির্গত হইতে আরম্ভ হইবে, তখন পুলিস আসিয়া নিশ্চয়ই এই বাড়ী খুলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে, এবং সম্মুখেই মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। এরূপ অবস্থায় সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবারই সম্পূর্ণরূপ

সম্ভাবনা। মনে মনে এইরূপ নানা বিষয়ের কল্পনা করিয়া পরিশেষে একটী উপায় বাহির করিলাম। আমি ও ত্রৈলোক্য উভয়ে মিলিয়া রামজীলালের মৃতদেহ উপর হইতে নীচে নামাইলাম, এবং নীচের একখানি গৃহের মেঝের উপর যে সকল পাথর বসান ছিল, অনেক কষ্টে তাহার তিন চারিখানি উঠাইয়া ফেলিলাম। পরে সেই স্থান হইতে মৃত্তিকা উঠাইয়া ক্রমে একটী প্রশস্ত গহ্বর খনন করিলাম। তখন রামজীলালের মৃতদেহ সেই গর্ত্তের ভিতর উত্তমরূপে পুতিয়া ফেলিলাম। তাহার উপর যতদূর মৃত্তিকা ধরিতে পারে, তাহা উত্তমরূপে দুরমুস করিয়া বসাইয়া দিয়া, যে প্রস্তর চারিখানি উঠাইয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহাও উত্তমরূপে তাহার উপর বসাইয়া দিলাম। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমাদিগের অতিশয় পরিশ্রম হইল সত্য; কিন্তু এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপযোগী দ্রব্যাদির নিমিত্ত আমাদিগের কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইল না। চুন, সুরকি, সাবল, কোদালী, দুরমুস প্রভৃতি আমাদিগের যে কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইল, তাহার সমস্তই আমরা সেই বাড়ীর একখানি গৃহের ভিতর প্রাপ্ত হইলাম। সেই বাড়ী প্রস্তুত করিবার সময় যে সকল যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়াছিল, এবং চুন, সুরকি, বালী প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, তাহার সমস্তই সেই গৃহের ভিতর রক্ষিত ছিল। কলেও সমস্ত দিবস জল ছিল। সুতরাং কোন দ্রব্যই আমাদিগের অপর কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হইল না। কিন্তু সেই কার্য্য সমাধা করিতে করিতে আমাদিগের সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। মৃতদেহ প্রোথিত হইবার পর, যে সকল মৃত্তিকা প্রভৃতি উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, তাহা সেই গৃহ

হইতে বাহির করিয়া স্থানান্তরে রাখিয়া দিলাম। সেই গৃহখানি এরূপ ভাবে পরিষ্কার করিয়া রাখিলাম যে, উহার অবস্থা দেখিয়া কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ না হয়।

"রামজীলালের মৃতদেহ এইরূপে মৃত্তিকার ভিতর প্রোথিত করিয়া, ঘর সাজাইবার যে সকল দ্রব্য যে স্থান হইতে ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছিল, সেই সকল দ্রব্য ভাড়া সমেত সেই স্থানে পাঠাইয়া দিলাম, এবং সেই বাড়ীর সদর দরজায় তালাবদ্ধ করিয়া একখানি ঠিকা গাড়ি আনিয়া আমরা সে দিবস সেই স্থান হইতে আপন বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বলা বহুল্য, যে সকল জহরত আমরা রামজীলালের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা আমাদিগের সঙ্গে আনিতে ভুলিলাম না।

"পরদিবস অতি প্রত্যূষে আমি সেই জহরতগুলি এবং সেই বাড়ীর চাবি লইয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেলাম। যাঁহার বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলাম, তাঁহাকে যাহা বলিয়া চাবি ফিরাইয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা আপনি পূর্ব্বেই সেই বাড়ীওয়ালার নিকট হইতে অবগত হইয়াছেন। বাড়ীর চাবি ফিরাইয়া দিয়া সেই জহরতগুলি সেই পশ্চিমদেশীয় জমিদার মহাশয়ের নিকট লইয়া গেলাম। তিনি যেরূপ ভাবের জহরত আনিবার নিমিত্ত আমাকে ফরমাইস করিয়াছিলেন, ঠিক সেই মত জহরত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সমস্ত দ্রব্যই তাঁহার পসন্দ হইল। তিনি সেই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহার দাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কথার উত্তরে আমি কহিলাম, "এই সকল দ্রব্য দশ বার হাজার টাকার কম আমরা কাহারও নিকট বিক্রয় করি না; কিন্তু আপনার নিকট আমাদিগের অনেক দ্রব্য বিক্রয় হইবার আশা

আছে, অথচ কোন্ দ্রব্যের কি মূল্য, তাহাও আপনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় এ সামান্য বিষয় লইয়া আমার আর কিছুই বলিবার আবশ্যক নাই। বিবেচনা করিয়া আপনি আমাকে যে মূল্য বলিয়া দিবেন, আমি সেই মূল্যেই উহা আপনাকে প্রদান করিব।'

"আমার কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় সেই জহরতগুলি আর একবার উত্তমরূপে দেখিলেন ও কহিলেন, 'আমার বিবেচনায় এই সকল দ্রব্যের মূল্য নয় হাজার টাকার অধিক বলিয়া অনুমান হয় না।'

"তাঁহার কথা শুনিয়া আমি কহিলাম, 'আপনি যে দাম বলিয়াছেন, তাহা প্রায় ঠিকই হইয়াছে। এই সকল দ্রব্য আমার নয় হাজার টাকায় খরিদ। সেই মূল্যেও আমি উহা আপনাকে বিক্রয় করিতে পারি। ইহাতে আমার আর এক পয়সাও লাভ হয় না।

"আমার কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় আর কোন কথা কহিলেন না। আমাকে এক হাজার টাকা পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলেন, এখন বক্রী আট হাজার টাকার নোট আনিয়া আমার হস্তে সেই দ্রব্যের মূল্য বলিয়া প্রদান করিলেন। তদ্ব্যতীত আমার লাভ ও পারিশ্রমিক বলিয়া আরও দুইশত টাকা আমাকে দিলেন।

"তিনি আমাকে যাহা প্রদান করিলেন, তাহা নগদ টাকা নহে; নম্বরী-নোট। কতকগুলি হাজার টাকা করিয়া, ও কতকগুলি একশত টাকার হিসাবে। আমি সেই নোটগুলি গ্রহণ করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম, এবং সমস্তই ত্রৈলোক্যের হস্তে প্রদান করিলাম। সে দিবস আর কোন স্থানে গমন করিতে

বা অপর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হইল না। মনে কেমন একরূপ দুর্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সকল কথা যদি কোনরূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাকে কি বলিতে হইবে, বা কোন্ উপায়ই বা অবলম্বন করিতে হইবে! এইরূপে নানা প্রকার পরামর্শ করিতে করিতে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

"পরদিবস দিবা দশটার সময় সেই নোটগুলি সঙ্গে লইয়া, পুনরায় আমি আমার বাসা হইতে বহির্গত হইলাম, এবং করেন্সি আফিসে গমন করিয়া সেই স্থানে সেই নোটগুলি প্রদান করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে কতকগুলি দশ টাকার নোট ও কতকগুলি নগদ টাকা গ্রহণ করিলাম। নোটের পৃষ্ঠে নাম লিখিয়া দিতে বলায়, আমি রামজীলালের নাম ও বড়বাজারের ঠিকানা লিখিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য, আমি আমার নাম ও ঠিকানা না দিয়া রামজীলালের নামেই সেই নোট ভাঙ্গাইয়া আনিয়াছিলাম। যাহা হউক, উক্ত সমস্ত টাকাই ত্রৈলোক্যের হস্তে প্রদান করিলাম।"

আমি। ত্রৈলোক্য সেই সকল টাকা কোথায় রাখিয়াছে ?

কালী। তাহা আমি বলিতে পারি না। সেই সকল টাকা একটী পিত্তলের কলসীর মধ্যে পুরিতে আমি দেখিয়াছি; কিন্তু পরিশেষে উহা যে কোথায় রাখিয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমি শুনিয়াছিলাম যে, ত্রৈলোক্য উহা কোন স্থানে মৃত্তিকার মধ্যে পুতিয়া রাখিয়াছে।

আমি। তাহার পর ?

কালী। ইহার পর কয়েকদিবস পর্য্যন্ত আর কোনরূপ গোলযোগ শুনিতে পাইলাম না। তাহার পর পুলিসের লোক আসিয়া

অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা আপনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। যে সকল নোট আমি জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়া, করেন্‌সি আফিস হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিয়াছিলাম, সেই সকল নোট রামজীলাল লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, এই কথাই কর্ম্মচারীগণকে বলিয়াছিলাম। তাহাও করেন্‌সি আফিসে অনুসন্ধান করিয়া আপনারা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন যে, রামজীলালই সেই নোট ভাঙ্গাইয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার পরই রামজীলালের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়।

"যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব রামজীলালের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির করিবার আদেশ প্রদান করেন, তিনি কেবলমাত্র আমার সাক্ষ্য ও করেন্‌সি আফিসের একটী বাবুর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হন, অপর কোন বিষয় অনুসন্ধান না করিয়াই ওয়ারেণ্ট প্রদান করেন। তাহার পর আর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আপনি স্বহস্তেই করিয়াছেন।"

কালীবাবুর কথা শুনিয়া এই মোকদ্দমার অবস্থা আমরা অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলাম। তখন আমরা কালীবাবু ও ত্রৈলোক্য উভয়কেই এই মোকদ্দমার আসামী করিলাম। পূর্ব্বোক্ত সেই সকল টাকা ত্রৈলোক্য কালীবাবুর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া যে কোথায় রাখিয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত ত্রৈলোক্যকে লইয়া সবিশেষরূপে পীড়াপীড়ি করিলাম, তাহার ঘর বাড়ী খুঁড়িয়া উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কোনরূপেই সেই টাকা বাহির করিতে পারিলাম না। কালীবাবুও সেই সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিতে পারিল না, বা বলিল না।

মোকদ্দমা প্রথমতঃ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরিত হইল। কেবলমাত্র কালীবাবুর কথা ব্যতীত ত্রৈলোক্যের বিপক্ষে আর কোনরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। কালীবাবু যে বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, তাহার অধিকারীকে যখন বলিলাম, "আপনি আপনার এই ভাড়াটিয়া বাটীতে এই ত্রৈলোক্যকে কখনও আসিতে দেখিয়াছিলেন?" তখন তিনি তাহার কিছুই বলিতে পারিলেন না। কেবলমাত্র ইহাই বলিলেন, "আমার নিকট হইতে কালীবাবু আমার বাটীর চাবি লইয়া আসিলে, আমার বাটীতে কেহ আসিয়া বাস করিয়াছিল কি না, তাহা জানি না, বা দেখি নাই।" জহরতের দোকানেরও কোন ব্যক্তিই রাণীজিকে দেখে নাই; সুতরাং কেহই ত্রৈলোক্যকে সেনাক্ত করিতে পারিল না। সহিস-কোচবান্ দোকানদার প্রভৃতিও কেহই ত্রৈলোক্যকে রাণীজি বলিয়া চিনিতে পারিল না। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে সে যাত্রা ত্রৈলোক্য নিষ্কৃতি লাভ করিল।

কালীবাবুর নিষ্কৃতির উপায় রহিল না। প্রথমতঃ কালী বাবু বাড়ীওয়ালার নিকট একমাসের বন্দোবস্তে বাটী ভাড়া লইয়া চাবিটী লইয়া আসিয়াছিল বটে; কিন্তু দুই তিনদিবসের মধ্যেই বাটীর প্রয়োজন হইল না বলিয়া, সেই চাবি প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। সেই দুই তিনদিবসের মধ্যেই সেই বীভৎস-কাণ্ড সকলের অজ্ঞাত-সারে কালীবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল, একথা ত দোষী নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছিল। অধিকন্তু বাড়ীওয়ালা, সহিস-কোচবান্ প্রভৃতির সাক্ষ্যে ও সেনাক্তে তাহা একরূপ প্রমাণীকৃত হইল; চাক্ষুষ প্রমাণ না থাকিলেও, ঘটনা-পরম্পরায় অবিরোধী সমবায়ত্ব প্রমাণে কালীবাবু দোষ-মুক্ত হইতে সমর্থ হইল না। আড়গোড়ায়

গিয়া যাঁহার নিকট গাড়ি ভাড়া করিয়া ভাড়ার টাকা জমা দিয়াছিল, কালীবাবু তাঁহা কর্তৃকও পরিচিত হইল; সহিস-কোচবান্ত চিনিয়াই ছিল। জহরতের দোকানের মালিক ও আমলাগণ কালীবাবুকে সবিশেষরূপেই চিনিয়াছিলেন; করেন্সি আফিসে যাঁহার নিকট হইতে নম্বরী-নোট বদ্লাইয়া কালীবাবু খুচরা নোট ও নগদ টাকা লইয়া রামজীলালের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিল, তিনিও কালীবাবুকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন যে, এই ব্যক্তিই রামজীলালের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া আট হাজার টাকার নম্বরী-নোট ভাঙ্গাইয়া লইয়াছিল। এইরূপে বিধাতার চক্রে পড়িয়া আজ কালীবাবু আর উদ্ধার পাইল না।

যথাক্রমে কালীবাবুর মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেব দায়রায় পাঠাইয়া দিলেন। সেই স্থানে জুরির বিচারে কালীবাবু হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইল, এবং তাহার কার্য্যের উপযুক্ত দণ্ডই প্রাপ্ত হইল। বিচারে তাহার ফাঁসির হুকুম হইল। *

সম্পূর্ণ।

DETECTIVE STORIES NO. 82. দারোগার দপ্তর ৮২ম সংখ্যা।

রকম রকম।

(অর্থাৎ জুয়াচুরির অদ্ভুত অদ্ভুত বৃত্তান্ত!)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তম বর্ষ।] সন ১৩০৫ সাল। [মাঘ।

Printed By Shashi Bhusan Chandra, at the

GREAT TOWN PRESS,

68, Nimtola Street, Calcutta.

রকম রকম।

সূচনা।

এই কলিকাতা সহর জুয়াচোরে পূর্ণ, একথা প্রায়ই সর্ব্বদা সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত-পক্ষে কলিকাতা একবারে জুয়াচোরে পরিপূর্ণ না হইলেও, ইহা যে অনেক জুয়াচোরের আবাস স্থল, সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখানে অনেক জুয়াচোর অনেকরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া নিত্য যে কত নিরীহ লোকগণকে প্রতারিত করিতেছে, তাহার সংখ্যা কে করে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে সকল পুরাতন জুয়াচুরির কৌশল অবলম্বন করিয়া জুয়াচোরগণ নিত্য লোকগণকে ঠকাইয়া থাকে, সেই সকল পুরাতন কৌশল-জালে এখনও নিত্য অনেক লোক পতিত হইতেছেন। আপনা হইতে সতর্ক হইতে না পারিলে, জুয়াচোরগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই নিমিত্তই আমি মধ্যে মধ্যে বিস্তর জুয়াচুরির বিবরণ এই দারোগার দপ্তরে বর্ণন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়া

থাকি। আমার লিখিত জুয়াচুরির বিষয় পাঠ করিয়া, অনেক পাঠক মধ্যে মধ্যে জুয়াচোরগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন, একথাও অনেক সময় আমি সেই সমস্ত পাঠকগণের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। তথাপি নিরীহ মফঃস্বল-বাসীগণের মধ্যে অনেকেই কলিকাতায় আসিয়া জুয়াচোরগণ কর্ত্তৃক এখনও প্রতারিত হইতেছেন! তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার অভিলাষে, যে সকল জুয়াচুরি সর্ব্বক্ষণ কলিকাতায় চলিতেছে, তাহার মধ্য হইতে কয়েকটীমাত্র এই স্থানে বর্ণনা করিলাম। এই সকল বিষয় সবিশেষরূপ সুখ-পাঠ্য না হইলেও, আশা করি, পাঠক মহাশয়গণ জুয়াচোরগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসেই অন্ততঃ একবার ইহা সবিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। কেবল এগুলিই বা কেন, এ পর্য্যন্ত আমি জুয়াচুরির যে সকল কৌশল ইতিপূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি, এবং ভবিষ্যতে আরও যে সকল বর্ণন করিব, সেই সকল বিষয় উত্তমরূপে অবগত থাকিলে জুয়াচোরগণ সহজে তাঁহাদিগের নিকট আসিতে সমর্থ হইবে না। অথচ এই সকল বিষয় পাঠ করিয়া যত লোক জুয়াচোরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন, আমি ততই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

(১) ডাকের চুরি।

ডাকঘরে আজকাল অনেক প্রকারের চুরি ও জুয়াচুরি আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই প্রবন্ধে আমি দুইটী বিষয় আজ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি। এই দুইটী বিষয় আইন অনুসারে চুরি হইলেও, ইহাকে জুয়াচুরির শ্রেণী-ভুক্ত করাই কর্ত্তব্য। উভয়কেই এক কথায় ডাকের চিঠি চুরি বলা যাইতে পারে; কিন্তু আমি উহার নাম এইরূপ প্রভেদ করিলাম যথা;——(ক) চিঠিতে জুয়াচুরি। (খ) হুণ্ডিতে জুয়াচুরি।

(ক) চিঠিতে জুয়াচুরি।

গোবিন্দচন্দ্র একজন পুরাতন জুয়াচোর। অনেক সময় অনেক জুয়াচুরি ব্যবসা অবলম্বন করিয়া সে মফঃস্বলের অনেক লোককে একাল পর্য্যন্ত ঠকাইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু নিজে কিছুমাত্র সংস্থান করিয়া উঠিতে পারে নাই। সে অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহার ব্যয়ও প্রায় সেই-রূপেই হইয়া থাকে। তবে তাহার লাভের মধ্যে কেবল এইমাত্র দেখিতে পাই যে, কোন কোন সময় দুই বেলা অন্নের সংস্থান হয়; কিন্তু কোন কোন সময় আবার তাহাও হয় না। কখন কখন

গাড়ি ঘোড়ায় চড়িয়া, কখন বা টম্‌টম্‌ হাঁকাইয়া, কলিকাতার রাস্তায় সে ছুটাছুটী করিয়া থাকে, কখন বা মলিন বস্ত্রে শরীর আবৃত করিয়া চটিজুতা পরিয়া রাস্তায় গমন করিবার কালীন, পূর্ব্ব-নিয়োজিত সহিস-কোচবানগণের বেতন বাকী থাকা প্রযুক্ত, তাহাদের নিকট "সুমধুর" বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকে, বা কখন কখন তাহাদিগের "আদরের" চড় চাপড় সহ্য করিয়া ধীরে ধীরে আপন পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইতে থাকে। কখন বা বেশ্যা-পল্লীর ভিতর গমন করিয়া সুরাদেবীর প্রকট-শিষ্য হইয়া বার-নারীদিগের "সুমধুর আদরের" প্রেম-সাগরে সন্তরণ করিয়া থাকে, কখন বা তাহা-দিগের দেনা পরিশোধ করিতে না পারিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাদিগের "আদর-মিশ্রিত" পাদুকার ধূলি সকল আপন মস্তক হইতে ঝাড়িতে ঝাড়িতে স্থানান্তরে প্রস্থান করে। গোবিন্দ চন্দ্র এইরূপে কলিকাতার ভিতর অনেক দিবস পর্য্যন্ত আপনার লীলা খেলা করিয়া আসিতেছে। তাহার এইরূপ লীলা খেলা করিতে যে সকল অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহার সমস্তই জুয়াচুরি-লব্ধ। সে অনেকরূপ জুয়াচুরির নূতন উপায় বাহির করিয়া অনেক লোককে ঠকাইয়াছে, এবং ক্রমে সেই সকল জুয়াচুরির বিষয় অনেকে অবগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপর উপায় অবলম্বন করিয়াছে। আজকাল সে যে জুয়াচুরির উপায় অবলম্বন করিয়া আপনার খরচ-পত্রের সংস্থান করিতেছে, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গোবিন্দ যে স্থানে বাস করে, সেই স্থানে পোষ্টাফিসের যে পিয়ন চিঠি-পত্র বিলি করিয়া থাকে, তাহার সহিত একটু আলাপ করিবার মানসে সে প্রথমতঃ সুযোগ অনুসন্ধান করে।

ক্রমে ক্রমে এক একজন করিয়া দুইজন পিয়নের সহিত উত্তমরূপ আলাপ করিয়া লয়। কোন স্থান হইতে তাহার পত্র আসিলে যে পিয়ন সেই পত্র তাহাকে প্রদান করিতে যাইত, তাহাকে প্রায়ই দুই চারি আনা পারিতোষিক না দিয়া গোবিন্দ ছাড়িত না। তদ্ব্যতীত পূজা-পার্ব্বণে প্রায়ই তাহাদিগকে ডাকিয়া বক্‌সিস্ বলিয়া কিছু না কিছু প্রদান করিত। এইরূপে কিছু দিবসের মধ্যেই পিয়নদ্বয়কে এরূপ ভাবে আপনার বশীভূত করিয়া লইল যে, গোবিন্দ যাহা বলিত, তাহারা তাহাই শুনিত। পিয়নদ্বয় কোন পত্রাদি তাহার নিকট বিলি করিতে আসিলে, তখন প্রায়ই তাহাদিগের নিকট অপরের যে সকল পত্র থাকিত, তাহার শিরোনামা, ও পোষ্টকার্ড হইলে তাহাতে যাহা লেখা থাকিত, গোবিন্দ তাহা পড়িয়া লইত। কেন যে সে এইরূপ ভাবে চিঠি-পত্র পড়িয়া দেখিত, ডাকপিয়নদ্বয় তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। পাঠ সমাপ্ত হইলে কিছু পারিতোষিকের সহিত সেই সকল পত্র পুনরায় ডাকপিয়নের হস্তে প্রদান করিত। তাহারা সেই সকল পত্র লইয়া, যে যে স্থানে বিলি করা আবশ্যক, পরে সেই সেই স্থানে তাহা বিলি করিত। এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইয়া গেলে, একদিবস গোবিন্দ উহাদিগের একজন পিয়নকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা যে সকল পত্র বিলি করিয়া থাক, তাহাদের মধ্যে যদি কোন পত্র তোমাদিগের হস্ত হইতে হারাইয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদিগকে কি কোনরূপ দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়?"

পিয়ন। পোষ্টকার্ড বা যে সকল পত্রে টিকিট দেওয়া আছে, তাহা হারাইয়া গেলে, আমাদিগকে কোনরূপ দণ্ড লইতে হয়

না; কারণ, সেই সকল পত্রের কোনরূপ হিসাব থাকে না। উহাদের মধ্যে কোন পত্র যদি আমরা হারাইয়া ফেলি, তাহা হইলে আমরা উহা হারাইয়া ফেলিয়াছি, কি বিলি করিয়াছি, তাহা কিরূপে জানিতে পারা যাইবে? কারণ, সে সকল বিলি হইলে, তাহার জন্য কেহ সহিও করেন না, বা কেহ পয়সাও দেন না।

গোবিন্দ। আর যে সকল পত্র বেয়ারিং?

পিয়ন। তাহা হারাইয়া গেলেও সবিশেষ কোনরূপ ক্ষতি হয় না। সেই পত্রের মাশুল চারি পয়সা ঘর হইতে দিলেই সকল গোল মিটিয়া যায়।

গোবিন্দ। এরূপ অবস্থায় একজনের পত্র অনায়াসেই তোমরা অপরকে প্রদান করিতে পার?

পিয়ন। পারি। দুই একখানা অপরকে বিলি করিলে, সবিশেষ কোনরূপ ক্ষতি হয় না। ধরা পড়িলে, এই বলিয়া বুঝাইতে পারি যে, ভুল-ক্রমে একজনের পত্র অপরের নিকট বিলি করা হইয়াছে।

গোবিন্দ। অনেক হইলে?

পিয়ন। তাহাতে আমাদিগের সবিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। এই সকল কথা যদি কোন গতিতে আমাদিগের উপরওয়াল' জানিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদিগের নাম কাটিয়া দিতে পারেন, এবং ইচ্ছা করিলে, আমাদিগকে জেলেও পাঠা-ইতে পারেন।

গোবিন্দ। যাহাতে এরূপ বিপদের সম্ভাবনা, সেইরূপ কার্য্যে কোন কোন পিয়ন হস্তক্ষেপ করিতে কিরূপে সমর্থ হয়, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

পিয়ন। কেন মহাশয়! আপনি এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

গোবিন্দ। তোমরা যে সকল চিঠি বিলি কর, সেই সকল চিঠি আমি মধ্যে মধ্যে যেরূপ দেখিয়া লই, ইতিপূর্ব্বে একজন পিয়নের নিকট হইতে আমি সেইরূপে চিঠি সকল দেখিয়া লই-তাম, এবং তাহার মধ্যে আমার আবশ্যক মত দুই একখানি পত্র গ্রহণও করিতাম। তাহার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক পত্রের নিমিত্ত আমি তাহাকে চারি আনা করিয়া প্রদান করিতাম। এইরূপে সময়ে সময়ে সে আমার নিকট হইতে প্রত্যহ এক টাকা দুই টাকার কায করিয়া যাইত।

পিয়ন। সেই সকল পত্র লইয়া আপনি কি করিতেন?

গোবিন্দ। আমি প্রথমে উহা পড়িয়া দেখিয়া পরিশেষে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতাম।

পিয়ন। সেইরূপ পত্র আপনার নিকট দুই একখানি আছে কি?

গোবিন্দ। আমার নিকট এখন আর উহা কোথা হইতে থাকিবে? উহা আমি সেই সময়েই পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি।

পিয়ন। আপনার কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, যদি আপনি উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে অনায়াসেই আপনাকে ওরূপ পত্র আমরাও প্রদান করিতে পারি। কারণ, সেই পত্র আপনি লইলে পরে যদি অপর কাহারও হস্তে পতিত না হয়, তাহা হইলে তাহা লইয়া কোন গোলযোগের সম্ভাবনা বা আমাদিগের আর কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

গোবিন্দ। সে ভাবনা আর তোমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। আমার কার্য্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিব। যে কার্য্যের নিমিত্ত আমি সেই সকল পত্র গ্রহণ করিব, সেই কার্য্য শেষ করিতে অধিক বিলম্বও হইবে না। সেই পত্রগুলি একবার উত্তমরূপে পড়িয়া লইতে বোধ হয়, অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে না। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই আমি সেই পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিব।

পিয়ন। তাহা হইলে আপনার যে সকল পত্রের প্রয়োজন হইবে, তাহা সেই পিয়নের ন্যায় আমরাও আপনাকে প্রদান করিব। কিন্তু সাবধান! সঙ্গে সঙ্গে পত্রগুলি বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন।

গোবিন্দ। তাহার আর কোনরূপ সন্দেহ আছে? আমার কার্য্য শেষ হইবামাত্রই আমি উহা নষ্ট করিয়া ফেলিব। তুমি এই বিষয় অপর পিয়নকেও বলিয়া দিও। বিলি করিবার নিমিত্ত পত্র পাইলেই প্রথমতঃ পত্রগুলি আমাকে দেখাইয়া লইয়া যাইও। উহার মধ্যে যে কোন পত্র আমি লইবার প্রয়োজন বিবেচনা করিব, তাহা লইয়া, তখন আমি প্রত্যেক পত্রের নিমিত্ত চারি আনা হিসাবে প্রদান করিব।

গোবিন্দের কথায় পিয়ন সম্মত হইল, এবং সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার পর, সমস্ত কথা অপরাপর পিয়নকেও বলিয়া দিল। সেই দিবস হইতেই বিলি করিবার নিমিত্ত উহারা যে সকল পত্র ডাকঘর হইতে প্রাপ্ত হইত, তাহার একখানিও বিলি না করিয়া, সর্ব্বপ্রথমে সেই পত্রগুলি লইয়া গোবিন্দের নিকট গিয়া উপস্থিত হইত। উহার মধ্য হইতে যদি কোন পত্র গোবিন্দ

গ্রহণ করিত, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেক পত্রের নিমিত্ত চারি আনা হিসাবে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট পত্রগুলি যে যে স্থানে বিলি করা আবশ্যক, সেই সেই স্থানে বিলি করিত।

গোবিন্দ যে কেন এইরূপ অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া অপরের পত্র গ্রহণ করিত, তাহার কিছু অর্থ পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন কি? যদি না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি।

কলিকাতা সহর আজকাল ঔষধের বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে সকলই যে নিতান্ত অসার ঔষধ, তাহা নহে; তাহার মধ্যে কতকগুলি ঔষধ ভাল বলিয়া লোকে অবগত আছে, এবং সেই সকল ঔষধ একরূপ বিক্রয়ও হইয়া থাকে। পাঠকগণ ইহাও অবগত আছেন যে, মফঃস্বলের লোকই সেই সকল ঔষধ অধিক পরিমাণে ক্রয় করিয়া থাকেন। আরও অবগত আছেন, যে নামে ও ঠিকানায় সেই সকল ঔষধের বিজ্ঞাপন বাহির হয়, সেই সকল নামে ও ঠিকানায় মফঃস্বলের গ্রাহকগণ সেই সকল ঔষধ ভেলুপেয়েবল পোষ্টে পাঠাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়া থাকেন।

যে সকল পত্রে উক্তরূপে ঔষধ পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত লেখা থাকিত, গোবিন্দচন্দ্র সেই সকল পত্র অন্যান্য পত্রের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া প্রত্যহ দুই চারিখানি গ্রহণ করিত, এবং মফঃস্বল-বাসী সেই সকল নিরীহ লোকদিগের নামে সেই ঔষধ বলিয়া অন্য কিছু ভেলুপেয়েবল ডাকে পাঠাইয়া দিয়া তাহার যথেষ্ট মূল্য আদায় করিয়া লইত। বলা বাহুল্য, যিনি প্রকৃত মূল্য দিয়া সেই ঔষধ গ্রহণ করিতেন, তাঁহার রীতিমত অর্থ ব্যয় হইত; কিন্তু ঔষধের

উপকার কিছুমাত্র প্রাপ্ত হইতেন না। সুতরাং অর্থ নষ্টই হইত মাত্র। এইরূপে গোবিন্দচন্দ্র মফঃস্বলবাসী অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, এবং এখনও সময় সময় কিছু কিছু করিতেছে।

তিন চারি বৎসর অতীত হইল, এই জুয়াচুরি-কাণ্ড আমা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং অপরের পত্র চুরি করা অপরাধে কয়েকজন পিয়নকেও শ্রীঘরে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সেই জুয়াচুরি কলিকাতা সহর হইতে যে একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠকগণ মনে করিবেন না। বিশেষতঃ যে সকল মফঃস্বলের লোক ভেলুপেয়েবল পোষ্টে ঔষধাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা একটু বিশেষ সতর্ক হইবেন, ইহাই এই প্রবন্ধ-লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য; এবং তজ্জন্যই এই ঘটনা-বর্ণনার অবতারণা।

(খ) হুণ্ডিতে জুয়াচুরি।

যেরূপ ভাবে চিঠি লইয়া পূর্ব্ব-বর্ণিত জুয়াচুরি হইয়া থাকে, হুণ্ডির জুয়াচুরি তাহা অপেক্ষা অধিক ভয়ানক। কিরূপ ভাবে হুণ্ডির জুয়াচুরি হয়, তাহা পাঠকগণকে বলিবার পূর্ব্বে হুণ্ডি যে কি, তাহা বোধ হয়, অনেক পাঠককে বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইবে। হুণ্ডি একরূপ বরাতচিঠি মাত্র। মনে করুন, আপনার এলাহাবাদে একটী ব্যবসার স্থান আছে, এবং কলিকাতাতেও একটী স্থান আছে। অপর এক ব্যক্তির এলাহাবাদ হইতে দুই হাজার টাকা

কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে। মনি-অর্ডার বা অপর কোন উপায়ে সেই টাকা কলিকাতায় পাঠাইতে হইলে, কিছু অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে; কিন্তু হুণ্ডির দ্বারা পাঠাইতে হইলে ব্যয় অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হয়। এই নিমিত্ত যে দুই হাজার টাকা তাঁহার কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার প্রয়োজন, সেই টাকা লইয়া গিয়া তিনি আপনার এলাহাবাদস্থিত গদিতে জমা করিয়া দিলেন, এবং নিয়মিত কমিশনও প্রদান করিলেন। সেই টাকা গ্রহণ করিয়া, আপনি আপনার কলিকাতার গদির নামে একখানি হুণ্ডি লিখিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। আপনি যেমন তাঁহাকে এলাহাবাদে হুণ্ডি প্রদান করিলেন, অমনি আপনি এই সংবাদ আপনার কলিকাতার গদিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। এদিকে যাঁহার নিকট টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন, তাঁহার নামীয় একখানি পত্রের ভিতর সেই হুণ্ডিখানি তিনি পূরিয়া তাঁহার নামে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। যাঁহার নামে সেই হুণ্ডিখানি আসিল, তিনি সেই হুণ্ডিসহ আপনার কলিকাতার গদিতে গমন করিবামাত্র হুণ্ডির লেখা অনুযায়ী টাকাগুলি তিনি প্রাপ্ত হইলেন। হুণ্ডি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে; কিন্তু এস্থানে মোটামুটি যাহা বলা হইল, তাহাতেই পাঠকগণ আলোচ্য ঘটনার অবস্থা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন।

যাহা হউক, কিরূপ ভাবে সেই হুণ্ডি সম্বন্ধে নিত্য জুয়াচুরি হইতেছে, তাহাই এখন পাঠকবর্গকে বলিব।

গোবিন্দচন্দ্র যেরূপ ভাবে জুয়াচুরি করিয়া ডাকপিয়নের যোগে জুয়াচুরি ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছিল, বড়বাজারের ভিতর সেই

প্রকার কয়েকজন লোক আছে, তাহারা প্রায় হুণ্ডির জুয়াচুরি ব্যবসা করিয়া, আপন আপন সংসার প্রতিপালন ও বাবুগিরি করিয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে জেলে গিয়াও বাস করিয়া থাকে।

বড়বাজার অঞ্চলে যে সকল পিয়ন পত্র বিলি করিয়া থাকে, সেই সকল পিয়নের সহিত উহাদিগের প্রণয় অধিক। কারণ, এমন দিনই নাই, যে দিবস সেই অঞ্চলে শত শত হুণ্ডি সম্বলিত পত্র বিলি না হয়। গোবিন্দচন্দ্র যেমন সামান্য চারি আনা দিয়া অপরের পত্র গ্রহণ করে, ইহারা পিয়নদিগকে সেইরূপ ভাবে সামান্য অর্থ প্রদান করে না। গোবিন্দের লভ্য অংশের সহিত তুলনায় ইহাদিগের লভ্য অংশ অনেক অধিক। সুতরাং ইহা-দিগের সহিত যে সকল পিয়ন মিলিত আছে, তাহাদিগের উপার্জ্জনও অনেক অধিক।

যে পিয়নের সহিত উহাদিগের পরামর্শ আছে, সে বিলি করিবার নিমিত্ত ডাকঘর হইতে পত্র পাইবার পরই, একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করে। সেই স্থানে তাহাদিগের দলস্থিত কোন না কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহার হস্তে সেই পিয়ন তাহার নিজের নির্ব্বাচন অনুসারে দুই একখানি পত্র দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে।

যাহার হস্ত দিয়া প্রত্যহ শত শত হুণ্ডি সম্বলিত পত্র বিলি হয়, তাহার হস্তে হুণ্ডি-পূরিত খাম আসিয়া উপস্থিত হইলেই, সে অনায়াসেই অনেকটা উপলব্ধি করিয়া লইতে পারে যে, ইহার ভিতর হুণ্ডি আছে, কি না। সুতরাং সেইরূপ ভাবের দুই তিনখানি পত্র বাছিয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত দলস্থিত কোন ব্যক্তির হস্তে প্রদান করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে। পিয়ন সেই স্থান

হইতে প্রস্থান করিলে পর, সেই ব্যক্তি সেই পত্রগুলি সবিশেষ সতর্কতার সহিত খুলিয়া দেখে যে, উহার ভিতর প্রকৃতই হুণ্ডি আছে কি না, এবং যদি হুণ্ডি থাকে, তাহা হইলে যে গদি হইতে উহার টাকা আনিতে হইবে, সেই স্থান হইতে সেই টাকা সহজেই প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা কি না। এ সকল বিষয় বিবেচনা করা, আমাদিগের পক্ষে যেরূপ দুরূহ বলিয়া অনুমান হইতেছে, উহাদিগের পক্ষে কিন্তু সেরূপ নহে। কারণ, বড় বাজারের ভিতর যত মহাজনের হুণ্ডির কারবার আছে, তাহাদের সমস্তই তাহারা অবগত আছে, এবং কাহার গদিতে তাহাদিগের পরিচিত লোক আছে, ও কাহার গদি হইতে সহজেই সেই টাকা বাহির হইবার সম্ভাবনা, তাহাও তাহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারে। পিয়ন প্রদত্ত পত্র খুলিয়া যদি তাহার ভিতর তাহাদিগের মনের মত হুণ্ডি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহা উহারা গ্রহণ করিয়া সেই পত্র নষ্ট করিয়া ফেলে। অন্যথা সেই সকল পত্র পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধ করিয়া পরিশেষে সেই পিয়নের হস্তেই প্রত্যর্পণ করে। তৎপরে পিয়নও সেই পত্রগুলি যথাস্থানে বিলি করিয়া দেয়।

পূর্ব্ব-কথিত উপায়ে একখানি হুণ্ডি বাছিয়া লইতে পারিলেই, তাহাদিগের একমাস বা সময় সময় দুই তিনমাসের কার্য্য হইয়া যায়। সুতরাং সেই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে সেইরূপ কার্য্যে আর হস্তক্ষেপ করিতে হয় না।

পূর্ব্ব-কথিত উপায়ে একখানি হুণ্ডি তাহাদিগের হস্তগত হইলে সেই হুণ্ডি যে কত টাকার, কেবল যে তাহাই তাহারা অবগত হইতে পারে, তাহা নহে। কারণ, সেই হুণ্ডির সহিত

যে পত্র থাকে, তাহা পড়িয়া উহা কে পাঠাইতেছে, কোথা হইতে আসিতেছে, কোন্ স্থানে ও কয়দিবস পরে ইহার টাকা পাওয়া যাইবে, তাহার সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া সেই দলস্থিত একটী লোক সেই হুণ্ডিসহ সেই গদিতে গিয়া উপস্থিত হয়। পরে সেই হুণ্ডি সেই স্থানে প্রদান করিলে, তথাকার নিয়ম অনুযায়ী যে টাকা পাইবার কথা, তাহা অনায়াসেই পাইয়া থাকে। এইরূপ উপায়ে একখানি হুণ্ডির টাকা প্রাপ্ত হইতে পারিলে, তাহাদিগের মনো-বাঞ্ছা উত্তমরূপে পূর্ণ হইয়া থাকে। কারণ, এক একখানি হুণ্ডিতে সময় সময় দশ হাজার পর্য্যন্ত টাকাও পাওয়া যায়। এইরূপে অসৎ উপায়ে জুয়াচোরগণ যে টাকা বাহির করিয়া লয়, তাহা তাহাদিগের মধ্যে নিয়ম অনুসারে সকলে মিলিয়া বণ্টন করিয়া লয়। ডাকঘরের পিয়নের অংশ, প্রায় অপর সকলের অংশ হইতে অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এইরূপে একখানি হুণ্ডির টাকা তাহারা হস্তগত করিলে পর, কিছু দিবস পর্য্যন্ত আর এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে হুণ্ডি পাঠা-ইয়াছেন, যখন তিনি জানিতে পারেন, তাঁহার হুণ্ডির টাকা বাহির হইয়া গিয়াছে, অথচ যাহার পাইবার কথা, তিনি পান নাই, তখন ইহার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়, এবং ক্রমে এই জুয়াচুরির বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে; কিন্তু প্রায়ই প্রকৃত দোষী ধরা পড়ে না। এইরূপে হুণ্ডির জুয়াচোর কয়েকজন, কয়েকজন পিয়নের সহিত কয়েকবার আমা কর্ত্তৃক ধৃত হয়, এবং দীর্ঘকালের নিমিত্ত কারা-বাসে প্রেরিত হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপিও এই জুয়াচুরি বন্ধ হয় নাই।

নিলামে জুয়াচুরি।

মফঃস্বলবাসী প্রায় সমস্ত লোকেরই বিশ্বাস যে, সময় সময় কলিকাতায় নিলামে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে অনেক মাল বিক্রীত হইয়া থাকে। বাস্তবিক সময়ে সময়ে কোন কোন দ্রব্য নিলামে প্রকৃতই সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়!

জুয়াচুরিই যাহাদিগের ব্যবসা, তাহারা কি উপায়ে লোক ঠকাইতে পারিবে, রাত্রিদিন কেবল সেই চিন্তাতেই ঘুরিয়া বেড়ায়। "সুলভ মূল্যে নিলামে মাল বিক্রয় হয়," ইহাই মফঃস্বলবাসীগণের বিশ্বাস। এই কথা যেমন জুয়াচোরগণ জানিতে পারিল, অমনি তাহারা সহরের মোড়ে মোড়ে এক একটী নিলামের দোকান খুলিয়া বসিল। এইরূপ নিলামের দোকান সহরের মধ্যে এক সময় অনেকগুলি স্থাপিত হইয়াছিল; আজকাল যে সে সমস্তগুলিই একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা নহে। এই সহরের স্থানে স্থানে এখনও সেইরূপ এক একটী নিলামের দোকান বর্তমান আছে, এবং প্রায়ই তাহারা মফঃস্বলবাসী কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে, তাহার নিকট হইতে কিছু না কিছু গ্রহণ করিয়া থাকে। উহাদিগের কার্য্য-প্রণালী এইরূপ;——

রাস্তার ধারে একটী দোকানের মধ্যে অনেকরূপ উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি সজ্জিত থাকে। সেই দোকানের সম্মুখে একজন বসিয়া অনবরত ঘণ্টাধ্বনি করিতেছে। দোকানের মধ্যে এক ব্যক্তি সেই সকল দ্রব্যের মধ্যস্থিত কোন একটী দ্রব্য হস্তে লইয়া অপরে

যে মূল্য বলিয়াছে, সেই মূল্য বারে বারে উচ্চারণ করিয়া উহার মূল্য-বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। অর্থাৎ একজন কহিল, "এক টাকা" যে ব্যক্তি সেই দ্রব্য বিক্রয় করিতে বসিয়াছে, সে উহার দাম "এক টাকা এক টাকা" বলিয়া, যে পর্য্যন্ত অপর কোন ব্যক্তি উহার অধিক দাম না বলিল, সেই পর্য্যন্ত অনবরত সেইরূপেই চীৎকার করিতে লাগিল। অপর কোন ব্যক্তি যেমন তাহার দাম কিছু বাড়াইয়া বলিল, বিক্রেতার স্বরও সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইল। এইরূপে যাহার দরের উপর অপর আর কেহ অধিক দাম প্রদান করিতে স্বীকৃত না হয়, সেই দ্রব্য তখন সেই ব্যক্তি তাহার কথিত মূল্যেই পাইয়া থাকে। ইহাই নিলামের পদ্ধতি। কিন্তু এ নিলাম সেই প্রকারের হইলেও, ইহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। এই স্থানে প্রকৃত ক্রেতা একজনও নাই, ক্রেতারূপে যে সকল ব্যক্তি দোকানের ভিতর দাঁড়াইয়া বিক্রেয় দ্রব্যের দাম বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা সকলেই একদল-ভুক্ত-জুয়াচোর, কেহবা জুয়াচোরের চাকর। উহারা যেমন দেখিল, একজন পল্লীগ্রাম-নিবাসী নিরীহ লোক সেই দোকানের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছে, অমনি তাহারা চীৎকারস্বরে নিলাম আরম্ভ করিয়া দিল। সেই আগন্তুক ব্যক্তি নিলামের প্রলোভনে ভুলিয়া যেমন দোকানের ভিতর প্রবেশ করিল, অমনি দেখিতে পাইল, একটী লোক প্রয়োজনীয় দ্রব্য—যাহার দাম পাঁচ টাকার কম নহে, তাহা পাঁচ পয়সায় বিক্রয় করিতে বসিয়াছে। এক ব্যক্তি ডাকিল, ছয় পয়সা, অপরে কহিল, "নয় পয়সা" আগন্তুক ডাকিল, "দশ পয়সা।" তাহার পর হয় ত আর কেহই ডাকিল না, যদি ডাকিল, কেবল উহার দাম আর এক পয়সা বাড়াইয়া দিল। সেই ব্যক্তি যেমন

বার পয়সা ডাকিল, অমনি সকলে চুপ করিল। সুতরাং সেই দ্রব্য যিনি সর্ব্বশেষে ডাকিয়াছেন, তাঁহারই হইল। আগন্তক সবিশেষ হৃষ্ট অন্তঃকরণে সেই দ্রব্যটী আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ব্যাগ হইতে বারটী পয়সা বাহির করিয়া দিল। ব্যাগ হইতে সেই পয়সা বাহির করিবার কালীন জুয়াচোরগণ দেখিয়া লইল, তাঁহার নিকট আর কতগুলি টাকা আছে। তাহার পরই উহার সহিত গোলযোগ আরম্ভ করিল, যদি উহার নিকট আর সাত টাকা থাকে, তাহা হইলে সেই দ্রব্য-বিক্রেতা বলিয়া উঠিল, "কি মহাশয়! কেবল পয়সা বারটী দিলেন, টাকা কয়েকটী দিলেন না?" আগন্তক বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কি মহাশয়! টাকা কিসের?" উত্তরে বিক্রেতা কহিল, "কেন, ওই দ্রব্য যে আট টাকা তিন আনায় বিক্রীত হইয়া গেল। আপনি কি ভাবিতেছেন যে, কেবল তিন আনায় আপনি ওই দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন?" দোকানদারের এই কথা শুনিয়া, আগন্তক একবারে বিস্মিত হইয়া পড়িল। দেখিল, ক্রেতারূপী জুয়াচোরগণও সেই দোকানদারের কথা সমর্থন করিয়া কহিল, "দোকানদার মহাশয় যাহা কহিতেছেন, তাহা প্রকৃত। ওই দ্রব্যের 'বিট' প্রথমেই আটটাকা হইতে আরম্ভ হইয়া আট টাকা তিন আনায় বিক্রীত হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া আগন্তুক চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল, এবং উহাদিগের সকলের ভাব-গতি দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া সেই দ্রব্য গ্রহণ করিতে অসম্মত হইল; কিন্তু যখন দেখিল, সেই দ্রব্য গ্রহণ না করিলে তাহার আর উপায় নাই, তখন তাহার নিকট যে সাত টাকা ছিল, তাহা প্রদান করিয়া পরিশেষে অব্যাহতি পাইল। আর যদি সে একটু উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই টাকা

প্রদান করিতে অসম্মত হইলে, তাহা হইল সেই দোকানের সমস্ত লোক একত্র হইয়া বল-পূর্ব্বক তাহার নিকট যে কিছু অর্থ পাইল, তাহা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে সেই স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। অনন্যোপায় হইয়া সে তখন আস্তে আস্তে আপন দেশ অভিমুখে প্রস্থান করিল। আর এইরূপে ঠকিয়া কোন ব্যক্তি যদি কলিকাতাবাসী কোন লোকের পরামর্শ মত থানায় গিয়া নালিশ করিলেন, তাহা হইলে পুলিস-কর্ম্মচারীও তাঁহার অভিযোগ শ্রবণ করিয়া এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন বটে; কিন্তু কার্য্যে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেই পল্লীগ্রাম-নিবাসী লোকটীর সপক্ষে একটীমাত্রও প্রমাণ সংগৃহীত হইল না। অধিকন্তু জুয়াচোরগণ একত্র মিলিত হইয়া সেই নিলাম-কার জুয়াচোরের পক্ষ-সমর্থন করিয়া, ফরিয়াদীর বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিল, ও ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে, দোকানদারের কিছুমাত্র অপরাধ নাই; সমস্ত দোষই সেই মফঃস্বল-বাসীর।

এইরূপে কত নিরীহ মফঃস্বলবাসী-লোক সুলভ মূল্যে নিলামে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে গিয়া নিত্য যে কত জুয়াচোরের হস্তে পড়িতে-ছেন, তাহার আর সংখ্যা নাই।

ইহা ব্যতীত মফঃস্বলবাসীগণকে ঠকাইয়া লইবার নিমিত্ত কোন কোন জুয়াচোর নিলামের ন্যায় আর এক প্রকার জুয়াচুরির দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে, এবং দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া নিত্য কত লোককে যে ঠকাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দোকানও নিলামের দোকান-সদৃশ; দোকানের সম্মুখে নিলামের ন্যায় ঘণ্টাও বাজিয়া থাকে। সেই দোকানে নিলাম হইতেছে ভাবিয়া, মফঃস্বলবাসীগণ প্রায়ই সেই দোকানে

প্রবেশ করিয়া থাকেন। সেই দোকানের মধ্যভাগে পাতিত একটী টেবিলের উপর বা দোকানের মধ্যস্থিত গ্লাসকেসের মধ্যে নানা প্রকারের বহুমূল্য দ্রব্য সকল সাজান আছে। উহাদিগের কোন দ্রব্যেরই দাম পঁচিশ টাকার কম নহে, বরং একশত দুইশত টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। সেই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকগুলিরই উপর কাগজের টিকিটে একটী একটী নম্বর লেখা আছে। যিনি দোকানের অধিকারী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, তাহার সম্মুখে একটী খোলা বাক্সের মধ্যে কতকগুলি সাদা "কার্ড" আছে, উহাতেও একটী একটী নম্বর লেখা আছে। তাহার সম্মুখে পূর্ব্ব-বর্ণিত নিলামের দোকানের ন্যায় সেই দলের অপর কতকগুলি জুয়াচোর ক্রেতারূপে দণ্ডায়মান হয়। ইহাদিগের মধ্যে না-আছে-এমন জাতিই নাই। সাহেব আছেন, ইহুদি আছেন, মুসলমান আছেন, বাঙ্গালি আছেন, এক কথায় অনেক জাতির অনেক লোক সেই স্থানে এরূপ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের অবস্থা বা চালচলন দেখিয়া, তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া, কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না যে, উহারা জুয়াচোর।

আগন্তুক দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই একজন নিজের পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া সেই দোকানদারের হস্তে প্রদান করিল। দোকানদার তাহার সম্মুখস্থিত সেই খোলা কার্ডের বাক্সটী দেখাইয়া দিয়া কহিল, "উহার ভিতর হইতে আপনি একখানি কার্ড বা টিকিট গ্রহণ করুন।" তিনি তাহার ভিতর হইতে একখানি টিকিট গ্রহণ করিয়া সেই দোকানদারের হস্তে প্রদান করিলেন। দোকানদার সেই টিকিটের দিকে একবার

লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনার টিকিটের নম্বর এক হাজার দুইশত দুই। এই নম্বর সংযুক্ত যে দ্রব্য এই দোকানে সাজান আছে, তাহা আপনার।" এই কথা শুনিয়া তিনি দোকানের ভিতর অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিলেন, কোন্ দ্রব্যের উপর এক হাজার দুইশত দুই নম্বর আছে। অমনি দোকানদারের আর একজন সাহায্যকারী সেই টেবিলের উপর হইতে একটী স্বুবর্ণ-নির্ম্মিত একটী ঘড়ি বাহির করিয়া দিল ও কহিল, "ইহাই এক হাজার দুইশত দুই নম্বরের দ্রব্য।" এই কথা বলিয়া সেই ঘড়িটী তাহার হস্তে প্রদান করিল ও কহিল, "আপনার অদৃষ্ট খুব ভাল, এক টাকায় আপনি দুইশত টাকা মূল্যের ঘড়িটী পাইলেন।"

ইহার পরই আর একজন আর একটী টাকা দিয়া একখানি টিকিট ক্রয় করিল। সেও একখানি বড়গোছের গেলাস বা আয়না পাইল; তাহার মূল্যও চল্লিশ টাকার কম নহে।

আগন্তুক ব্যক্তি ইহা দেখিয়া, এবং মধ্যে মধ্যে ক্রেতারূপী জুয়াচোরগণের প্রলোভন-যুক্ত বাক্য শুনিয়া তিনিও একটী টাকা বাহির করিয়া একখানি টিকিট ক্রয় করিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি মূল্যবান্ দ্রব্যের পরিবর্ত্তে এক পয়সা মূল্যের একটী পেন্‌সিল পাইলেন। জুয়াচোরগণের প্রতারণায় পড়িয়া পুনরায় আর একটী টাকা বাহির করিলেন, সে বারে—পাইলেন এক বাণ্ডিল স্থচি। তাঁহার নিকট আঠারটী টাকা ছিল, এইরূপে তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বে, অথচ জুয়াচোরগণের প্রতারণায় পড়িয়া ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁহার সেই আঠার টাকাই সেই স্থানে অর্পণ করিলেন; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তিনি আঠার পয়সা মূল্যের দ্রব্য পাইলেন কি না, সন্দেহ। যে দোকানে এইরূপ কাণ্ড

সকল অহরহ চলিতেছে, জুয়াচোরগণ সেই দোকানের নাম দিয়াছে —মনোরম্য সখের বাজার। (Fancy Bazar.)

এইরূপে মফঃস্বলের কত লোক কলিকাতায় আসিয়া যে জুয়াচোরগণের হস্তে পতিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা নিতান্ত সহজ নহে।

বিবাহে জুয়াচুরি।

আজকাল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে কন্যার বিবাহ যে কি ভয়ানক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমার সবিশেষ করিয়া বর্ণন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কারণ, পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে সবিশেষরূপে ভুক্ত-ভোগী।

একটী কন্যার বিবাহ দিতে হইলে সময় সময় কন্যা-কর্ত্তাকে তাঁহার ভদ্রাসন বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হয়। সমাজের এরূপ অবস্থা যে পূর্ব্বাপর ছিল, তাহা নহে; পাশ্চাত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে ইহা আমাদিগের দেশে প্রচারিত হইতেছে, তাহা কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যগণের কন্যার বিবাহে একটী পয়সামাত্রও ব্যয় নাই, ইহা যখন সর্ব্ব-বিদিত, তখন পাশ্চাত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কেন এরূপ প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত হইল, ইহাই আশ্চর্য্য!

যাঁহারা পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা সেইরূপ বা ততোধিক শিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে তাঁহাদিগের কন্যাগণকে প্রদান

করিতে যত্নশীল হন। সুতরাং যে সকল বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হন, সেই সকল বালকের উপরই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হয়। এইরূপে দুই চারিজনের লক্ষ্য একটী বালকের উপর পতিত হইলেই সেই বালকের পিতা মাতাও সেই সুযোগ অবলম্বন করিয়া আপনাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় অর্থের প্রতিযোগিতা ভিন্ন কেহই সেই বালককে হস্তগত করিতে পারেন না। এই সকল কারণেই যে বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের যেরূপ উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার বিবাহে সেইরূপ পরিমাণে অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা হইতেই ক্রমে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল বালকেরই প্রায় একরূপ মূল্য (?) স্থির হইয়া পড়িয়াছে, এবং সময় সময় ইহার মধ্যে অনেক প্রকার জুয়াচুরি হইতেও আরম্ভ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পাত্র ও কন্যা উভয় পক্ষেরই একটী একটী জুয়াচুরির বিষয়, পাঠকগণকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত নিম্নে বর্ণিত হইল।

(ক) কন্যাপক্ষের জুয়াচুরি।

কন্যার পিতা রামরতন, এই কলিকাতার একজন গৃহস্থ। টাকা-কড়ি অধিক নাই, কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন মাত্র। নিজের একখানি বাড়ী আছে, তাঁহার কন্যার বয়ঃক্রম প্রায় বার বৎসর হইল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহের কিছুমাত্র স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অথচ তাঁহার ইচ্ছা যে,

একটী শিক্ষিত, বা পিতামাতার কিছু সংস্থান আছে, এরূপ একটী পাত্রের হস্তে তাহাকে অর্পণ করেন। তিনি অনেক দিবস পর্য্যন্ত এইরূপ একটী পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া নিতান্ত জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, সুবিধা মত সেরূপ পাত্র তিনি জুটাইতে পারিতেছিলেন না। যদিও দুই একটীর সন্ধান পাইতেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহার পিতামাতার নিকট তিনি অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছিলেন না। সেইরূপ পাত্রের পিতা-মাতার নিকট গমন করিয়া বিবাহের কথা পাড়িতেন সত্য; কিন্তু টাকার ফর্দ্দ দেখিয়া আস্তে আস্তে তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতেন। পাত্রের পিতামাতা যে পরিমিত অর্থ প্রার্থনা করিতেন, তাহার ভদ্রাসন বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া দিলেও, তাহাতে কুলাইত না।

রামরতন যখন বুঝিতে পারিলেন, সৎপথ অবলম্বন করিয়া কোনরূপেই আপন কন্যার নিমিত্ত পাত্রের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন অসৎপথ অবলম্বন করিতেও তিনি আর কোনরূপে কুণ্ঠিত না হইয়া একটী ভাল পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এইরূপে দিন কয়েক অনুসন্ধানের পর, তিনি জানিতে পারি-লেন যে, তিনি যেরূপ একটী পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা অপেক্ষাও একটী উৎকৃষ্ট পাত্র এক স্থানে আছে; কিন্তু সেই পাত্রের পিতামাতা যেরূপ ভাবে অলঙ্কার-পত্র প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন পাত্রীরই পিতামাতা সেই অলঙ্কারাদি দিতে স্বীকৃত হইতে পারেন না। সেই জন্যই আজ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই।

রামরতন এই সংবাদ পাইয়া সেই পাত্রের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কন্যার বিবাহের কথার উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "আমি শুনিয়াছি, আপনি আপনার পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত একটী সুরূপা পাত্রীর অনুসন্ধান করিতেছেন। আমার একটী কন্যা আছে, আমার ইচ্ছা, আমি আমার সেই কন্যাটীকে আপনার পুত্রের হস্তে প্রদান করি।"

পিতা। উত্তম কথা। আপনার কন্যাটী কেমন? কারণ, আমি সুরূপা কন্যা না পাইলে, আমার পুত্রের বিবাহ দিতে অভিলাষী নহি।

রামরতন। একথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। তাই আমি সাহস করিয়া আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। পিতার নিকট তাহার কন্যামাত্রই সুশ্রী; 'আমার মেয়ে ভাল' একথা সকলেই বলিয়া থাকেন। অতএব আপনি আমার কন্যাটীকে একবার স্বচক্ষে দর্শন করুন, তাহা হইলে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, আমার কন্যা আপনার পুত্রের উপযুক্ত কি না?

পিতা। দেখুন মহাশয়! কন্যা দেখিতে দেখিতে আমি জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছি। সকলেই আসিয়া বলেন, তাঁহার কন্যা খুব সুশ্রী; কিন্তু যখন দেখিতে যাই, তখন দেখি তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। এইরূপে এ পর্য্যন্ত আমি যত কন্যা দেখিয়াছি; তাহাদের একটীও প্রায় আমার মনোমত হয় নাই। দুই একটী যাহা মনোমত হয়, তাহার পিতামাতা আমার পুত্রের উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিতে চাহেন না। এত ব্যয় করিয়া আমি আমার পুত্রের লেখা পড়া শিখাইয়াছি, সে এবার বি-এ, পাস

করিয়া এম-এ, পড়িতেছে। তদ্ব্যতীত এই কলিকাতা সহরে আমার এত বড় বাড়ী, চাকরী না করিলেও রাজার হালে তাহার দিন অতিবাহিত হইবে। এরূপ পাত্রের হস্তে কন্যা দান করা কি যাহার তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে? কন্যার যে কখনই কষ্ট হইবে না, রাণীর মত সে দিন অতিবাহিত করিতে পারিবে, ইহা কি কন্যার পিতামাতার কম আনন্দের বিষয়? এরূপ অবস্থা অবগত হইয়াও তাঁহারা কিছুমাত্র খরচ করিয়া কন্যা দান করিতে চাহেন না, ইহা কি কম দুঃখের বিষয়!

রামরতন। আপনার কথা প্রকৃত; কিন্তু সকলে কি অর্থের সংকুলান করিয়া উঠিতে পারে?

পিতা। আমি কাহারও নিকট এরূপ অধিক অর্থ চাহি নাই যে, তিনি তাহা দিতে না পারেন। মূল কথা, আজকাল সকলেই ফাকি দিয়া আপন আপন কার্য্য উদ্ধার করিতে চাহেন। তাহা কি কখন হয়? কিছু খরচ না করিলে, বড় মানুষের বাড়ীতে কি কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়?

রামরতন। আপনি কত টাকা প্রার্থনা করিয়াছিলেন?

পিতা। অতি সামান্য। আমি নগদ এক পয়সাও চাহি নাই, তবে কি না, বিবাহে আমাকে যে কিছু সামান্য খরচ করিতে হইবে, তাহা আমি আপন ঘর হইতে করিব কেন? কেবল মাত্র সেই খরচের টাকাটা প্রদান করিলেই হইতে পারিত। তবে গহনা, তাহা ত তাহার কন্যারই থাকিবে।

রামরতন। খরচের নিমিত্ত কত টাকা হইলে হইতে পারে?

পিতা। চারি হাজার টাকার অধিক নহে।

রামরতন। অলঙ্কার বলিয়া কি দিতে হইবে?

পিতা। আমি হীরামতি চাহিতেছি না। কন্যাটীর গাত্রে যাহা কিছু সোণার অলঙ্কার ধরিবে, তাহার সমস্তই দিতে হইবে।

রামরতন। কত ভরি সোণা হইলে সেই সমস্ত গহনা প্রস্তুত হইতে পারে?

পিতা। অধিক নহে। বোধ হয়, তিনশত ভরি সোণা হইলেই সকল গহনা হইয়া যাইবে।

রামরতন। মহাশয়! আমি আপনার মনোভাব কতক পরিমাণে অবগত হইলাম। এখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার আমার কন্যাটীকে অগ্রে স্বচক্ষে দর্শন করুন। কন্যাটী দেখিয়া যদি আপনার মনোনীত হয়, তাহা হইলে তখন দেনা-পাওনার বন্দোবস্ত করিব; কিন্তু আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহার মধ্যে কোন কোন বিষয় কিছু কিছু বিবেচনা করিতে হইবে।

পিতা। আপনি কি করিয়া থাকেন?

রামরতন। সামান্য চাকরী।

পিতা। সামান্য চাকরী করিয়া আপনি কিরূপে এত টাকা প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন?

রামরতন। সে ভাবনা আমার। যে ব্যক্তি সামান্য চাকরী করে, তাহার কি পৈত্রিক বা অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত কোন-রূপ অর্থ থাকিতে নাই?

পিতা। আচ্ছা মহাশয়! আপনি কল্য প্রাতঃকালে এখানে আগমন করিবেন। আপনার সহিত গমন করিয়া আমি আপ-নার কন্যাটীকে দেখিয়া আসিব।

পাত্রের পিতার কথা শুনিয়া রামরতন বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং পরদিবস প্রাতঃকালে তিনি আসিয়া তাঁহাকে

সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, এইরূপ স্থির করিয়া সেই দিবস সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

রামরতন বাবুর কন্যাটী বেশ সুরূপা। এই নিমিত্তই তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, কোন বড়লোক তাঁহার কন্যাটী পাইলে অর্থ না চাহিয়াই তাহাকে গ্রহণ করিবে। এই নিমিত্তই তিনি ভাল পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, একটী ভাল পাত্র পাইলে, তাহার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বপ্রকারে দুই তিন সহস্র পর্য্যন্ত টাকা প্রদান করিবেন। এই টাকা যে তিনি সহজে অর্পণ করিতে পারিবেন তাহা নহে, তাহার নিমিত্ত তাঁহাকে ঋণ-জালে আবদ্ধ হইতে হইবে।

পরদিবস অতি প্রত্যূষে রামরতন বাবু সেই পাত্রের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং তাহার পিতাকে সঙ্গে করিয়া আপন বাড়ীতে আনিলেন। বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ পূর্ব্ব হইতেই কন্যাটীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। পাত্রের পিতার সহিত আরও দুই তিন জন লোক আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই কন্যাটীকে উত্তম রূপে দেখিলেন, কন্যা দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন, সকলেরই মনোমত হইল। তাহার মধ্যে একজন প্রকাশ্যে পাত্রের পিতাকে বলিয়াও ফেলিলেন, "আমরা আপনার পুত্রের নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত যত পাত্রী দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে একটীও এরূপ সুশ্রী নহে। এই পাত্রীটীর সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে হইবেই হইবে। আপনি অর্থের নিমিত্ত এই পাত্রটীকে যেন কোন রূপেই হস্তান্তর করিবেন না।"

কন্যা দেখা সমাপ্ত হইলে সকলেই প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় পাত্রের পিতা বলিয়া গেলেন, "কল্য বৈকালে আপনি আমার

নিকট গমন করিবেন। সেই সময় দেনা পাওনা সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইবে। পাত্রী আমার মনোনীত হইয়াছে। ইনি খুব সুরূপা না হউন, ইহাকে আমার পুত্রবধূ করিতে আমার কোনরূপ আপত্তি নাই।”

পরদিবস কথিত সময়ে রামরতন পাত্রের পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহাকে কহিলেন, “মহাশয়ের যদি পাত্রীটী পসন্দ হইয়া থাকে এবং আমার কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিবার মতও যদি আপনার পরিবারবর্গের হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে কি কি আয়োজন করিতে হইবে, তাহা আমাকে বলিয়া দিন; যদি আমার সাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি তাহার চেষ্টায় নিযুক্ত হই।”

রামরতনের কথা শুনিয়া পাত্রের পিতা কহিলেন, “আমি আপনাকে ত একরূপ পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছি। যদি চাহেন, তাহা হইলে আমি একটী ফর্দ্দ করিয়া আপনাকে দিতেছি। আপনি যদি তাহাতে সম্মত হন, তাহা হইলে আপনি যাহা জানিতে চাহিতেছেন, তাহার সমস্তই স্থির হইয়া যাইবে।”

এই বলিয়া তিনি তাঁহার বাক্স হইতে একটী ফর্দ্দ বাহির করিয়া রামরতনের হস্তে প্রদান করিলেন। সেই ফর্দ্দখানির মর্ম্ম এইরূপ;——

বরাভরণ——

সোণার ঘড়ি একটী	৩০০৲
সোণার চেন এক ছড়া	৩০০৲
হীরার আংটী একটী	৫০০৲
গার্ডচেন এক ছড়া ২৫ ভরি	৬২৫৲
বেণারসী চেলী এক জোড়	১০০৲

কন্যাভরণ—

সুবর্ণ ৩০০ ভরি ২৫৲ হিসাবে	৭৫০০৲
রৌপ্য ১০০ ভরি	১০০৲
দানসামগ্রী পিত্তল-কাসা এক প্রস্থ	১০০৲
ঐ চাঁদির এক প্রস্থ ১০০০ ভরি	১০০০৲
খাট বিছানা	২০০৲
ফুলশয্যা, নমস্কারী ইত্যাদি	৫০০৲
নগদ	৪০০১৲
মোট	১৫২২৬৲

ফর্দ্দখানি হস্তে পাইবামাত্রই রামরতন বাবু একবারে অবাক্! যদি তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তিনি উহার অর্দ্ধেক টাকার সংগ্রহ করিতে পারেন, কি না সন্দেহ। কিন্তু এবার রামরতন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই পাত্রের সহিত তিনি তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেনই, মনে মনে তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা।

রামরতন বাবু সেই ফর্দ্দখানি হস্তে করিয়া পাত্রের পিতাকে কহিলেন, "মহাশয়! ফর্দ্দটী কিছু অধিক হইয়াছে। আমি আপনাকে যেরূপ বলিতেছি, সেইরূপ নগদ ও সুবর্ণ আদি প্রদান করিতে সম্মত আছি; ইহাতে যদি আপনি সম্মত হয়েন, দেখুন; নতুবা আমাকে আপনার আশা পরিত্যাগ করিতে হয়।

"বরাভরণের নিমিত্ত আপনি যে তিনশত টাকা মূল্যের ঘড়ি চাহিয়াছেন, তাহা আমি প্রদান করিতে সম্মত আছি।

"সোণার চেন এক ছড়া তিনশত টাকা মূল্যের, তাহাও দিব।

"হীরার আংটী পাঁচশত টাকা মূল্যের তাহাও আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

"গার্ডচেন এক ছড়া পঁচিশ ভরি ওজনের কমে যদি না হয়, তাহা হইলেও উহা আমাকে প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু বেণারসী চেলী আমি প্রদান করিতে পারিব না।

"কন্যাভরণের নিমিত্ত স্বুবর্ণ তিনশত ভরি আমি প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। উহাতে যে যে অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিবেন, আমি সেই সকল গহনা প্রস্তুত করিয়া দিব। কেবল স্বুবর্ণ বা তাহার মূল্য বলিয়া নগদ কোন অর্থ আমি আপনাকে প্রদান করিব না।

"রৌপ্য একশত ভরি আমি প্রদান করিব না। চল্লিশ ভরি দিয়া কেবলমাত্র মল প্রস্তুত করিয়া দিব।

"পিত্তল-কাসার দানসামগ্রী এক প্রস্থ আমি প্রদান করিব; কিন্তু তাহার মূল্য চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার অধিক হইবে না।

"চাঁদির বাসন এক প্রস্থ এক হাজার ভরি প্রদান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে যদি আপনি একান্তই না ছাড়েন, তাহা হইলে কাজেই আমাকে উহা প্রদান করিতে হইবে।

"খাট বিছানা আমি প্রদান করিতে পারিব না। উহা দিবার রীতি আমাদিগের নাই।

"নমস্কারী ও ফুলশয্যার নিমিত্ত পাঁচশত টাকা প্রদান করা আমার পক্ষে একবারে অসম্ভব। সেই সকল খরচের নিমিত্ত জোর আমি একশত টাকা প্রদান করিতে পারি।

"নগদ যে চারি হাজার এক টাকা চাহিয়াছেন, উহা আমাকে একবারেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। নগদ টাকা আমি একবারেই

প্রদান করিতে পারিব না। নিতান্ত না ছাড়েন, চারিশত এক টাকা প্রদান করিব।”

বরের পিতা দেখিলেন, তিনি যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, রামরতন প্রায় তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন, অপরাপর দ্রব্যের মধ্য হইতে কেবল কমাইলেন—একশত টাকা মূল্যের চেলী, রৌপ্য ষাট টাকা, পিত্তল-কাঁসা পঞ্চাশ টাকা, খাট বিছানা দুইশত টাকা ও নমস্কারী প্রভৃতি চারিশত টাকা, মোট আটশত দশ টাকা। কিন্তু নগদ টাকা প্রায় দিতে চাহিতেছেন না। অপরাপর দ্রব্যের নিমিত্ত তিনি একরূপ সম্মত হইলেন; কিন্তু নগদ টাকা একবারে পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অনেক কসা-মাজার পর চারি হাজার এক টাকার পরিবর্ত্তে এক হাজার পাঁচশত এক টাকায় তিনি সম্মত হইলেন।

দেনা-পাওনার বিষয় স্থির হইয়া গেলে, কত ওজনের কি কি অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে হইবে, রামরতন তাহার একটী তালিকা লইয়া আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল। উভয়পক্ষেই বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। রামরতন অলঙ্কার-পত্র সকলের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

যাঁহার এত টাকার সঙ্গতি নাই, তিনি কিরূপে এই সকল অলঙ্কার-পত্রের সংগ্রহ করিলেন, তাহা কি পাঠকগণ অবগত হইতে চাহেন?

সোণার ঘড়ির পরিবর্ত্তে চল্লিশ টাকা মূল্যের একটী রৌপ্য-ঘড়ি ক্রয় করিয়া তাহাতে সুবর্ণের গিল্‌টি করিয়া লইলেন। চেন, গার্ডচেন, অলঙ্কার প্রভৃতি যাহা যাহা, সুবর্ণের দ্রব্য দেওয়ার কথা ছিল, তাহার সমস্তই পিত্তলের ক্রয় করিয়া, তাহা ভাল

করিয়া সোণার গিল্‌টি করাইলেন। হীরার আংটীর পরিবর্ত্তে একটী উৎকৃষ্ট পোকরাজের বা নকল হীরার আংটী ক্রয় করিলেন। রৌপ্যের দানসামগ্রীর বন্দোবস্তও সেইরূপ করিলেন, কম মূল্যে জর্ম্মণ সিল্‌ভারের বাসন সকল প্রস্তুত করিয়া লইলেন। প্রকৃত দ্রব্যের মধ্যে কেবল প্রদান করিলেন, চল্লিশ ভরির মল, চল্লিশ টাকা মূল্যের পিত্তল-কাঁসা, এবং নগদ এক হাজার ছয়শত এক টাকা। পিত্তলের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া তাহাতে গিল্‌টি প্রভৃতি করাইতেও প্রায় তাঁহার দুইশত টাকা ব্যয়িত হইল। ইহার উপর বরযাত্রীদিগকে আহার-আদি করাইতে তাঁহার যে টাকা ব্যয়িত হইল, তাহার সর্ব্বশুদ্ধ হিসাব করিলে, একুশ শত কি বাইশ শত টাকার মধ্যেই তাঁহার সমস্ত খরচ সম্পন্ন হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পর নববধূ লইয়া বরের পিতা আপন স্থানে গমন করিলেন। ক্রমে তাঁহার সাধ্যমত পাকস্পর্শ প্রভৃতি কার্য্য সকলও শেষ হইয়া গেল। এই সকল কার্য্য শেষ হইয়া যাইবার প্রায় একমাস পরে বরের পিতা জানিতে পারিলেন যে, রামরতন বাবু তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ঠকাইয়াছেন। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়াই তিনি ক্রোধে একবারে অধীর হইয়া পড়িলেন, ও রামরতন বাবুকে ডাকাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "এরূপ ভাবে আমাকে প্রতারণা করা কি আপনার কর্ত্তব্য হইয়াছে?" উত্তরে রামরতন বাবু কহিলেন, "এরূপ প্রতারণা না করিলে, আপনার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ কি কোনরূপে সম্পন্ন হইতে পারিত? অত টাকা আমি কোথায় পাইব যে, কন্যার সহিত অত টাকা

আমি আপনাকে প্রদান করিতে পারি? আপনার সহিত এরূপ জুয়াচুরি করিয়াও, আমাকে যে টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহাতেও আমি অপরের নিকট ঋণগ্রস্ত। এখন যাহা হইবার হইয়াছে, যাহা করিবার করিয়াছি! এখন আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি যে আপনাকে আর একটীমাত্র পয়সাও এখন প্রদান করিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার নাই। এখন অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, এই আমার প্রার্থনা।"

উত্তরে পাত্রের পিতা কহিলেন, "ক্ষমা! তাহা আমার দ্বারা কখনই হইবে না। আমার প্রাপ্য টাকাগুলি এখন আপনি আমাকে প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি আপনাকে ক্ষমা করিতে পারি। নতুবা কখনই আমি আপনাকে ক্ষমা করিব না।"

রামরতন। আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আর একটী মাত্র পয়সাও আমি আপনাকে প্রদান করিতে পারিব না। ইহাতে চাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আর নাই করুন।

উত্তরে বৈবাহিক পুনরায় কহিলেন, ক্ষমা ত কিছুতেই আমা হইতে হইবে না। আমার প্রাপ্য টাকা প্রদান না করিলে আপনার উপর নালিশ করিয়া, আমি আপনাকে কারাগারে প্রেরণ করিব; এবং পরিশেষে আপনার কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিব।"

"আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা আপনি করিতে পারেন। এই বলিয়া রামরতন সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।"

বরের পিতা বড় মানুষ হইলেও, অর্থ-লালসা তাঁহার অতিশয় বলবতী। সুতরাং তিনি সেই অর্থের আশা একবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই

করিলেন। রামরতন বাবু তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছেন বলিয়া, তিনি তাঁহার নামে এক ফৌজদারী মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন। রামরতন বাবু কন্যার বিবাহের নিমিত্ত একে ত জুয়াচুরি করিয়াছিলেন; যখন দেখিলেন, তাঁহার বিপক্ষে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে, তখন তিনি মিথ্যা বলিতে আরম্ভ করিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমি আমার যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া স্বর্ণ-অলঙ্কার প্রভৃতি যাহা কিছু আমার দিবার কথা ছিল, তাহা আমি সমস্তই প্রদান করিয়াছি। বিবাহের পর দিবস আমার বাড়ী হইতে আমার কন্যাকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, আমার বৈবাহিক মহাশয় আমার প্রদত্ত সমস্ত অলঙ্কারগুলি উত্তম রূপে স্বচক্ষে দেখিয়া লন; কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পরিশেষে একজন স্বর্ণকারকে ডাকাইয়া সকলের সম্মুখে গহনাগুলি ওজন ও যাচাই করিয়া লন। সেই স্বর্ণকার এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। বিশেষতঃ যাহাদিগের সম্মুখে সেই সকল গহনা যাচান হইয়াছিল, তাহারাও এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। আবশ্যক হইলে তাহারা সকলেই আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে প্রস্তুত। মহাশয়! দুঃখের কথা বলিব কি, আমার বৈবাহিক মহাশয় আমার নিকট হইতে আরও কিছু অর্থ প্রার্থনা করেন। সেই অর্থ প্রদানে আমি অসমর্থ হওয়ায়, আমার সহিত উঁহার মনান্তর উপস্থিত হয়; এবং পরিশেষে আমি আমার মেজাজ ঠিক রাখিতে না পারিয়া, অনেকের সম্মুখে উঁহাকে গালি প্রদান করি। উহার প্রতিশোধ লইবার মানসে, আজ তিনি আপনার নিকট আমার নামে এই মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন।"

রামরতন বাবু মুখে যাহা কহিলেন, কার্য্যেও তাহাই করিলেন। আর কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া একজন স্বর্ণকার ও অপর কয়েকজন ভদ্রবেশী লোক দিয়া, সেইরূপ ভাবেই সাক্ষ্য প্রদান করাইলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবও তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। রামরতন হাসিতে হাসিতে আপন গৃহে গমন করিলেন।

রামরতন বাবুর বৈবাহিক মোকদ্দমা হারিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে আপন বাড়ীতে গমন করিলেন, এবং মনে মনে স্থির করিলেন, রামরতন বাবু যদি তাঁহাকে সেই সকল অর্থ প্রদান না করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার কন্যাকে আর আনিবেন না; এবং পুনরায় অন্য স্থানে আপনার পুত্রের বিবাহ দিবেন।

মনে মনে এই কথা স্থির করিয়া, একদিবস তিনি তাঁহার মনের ভাব তাঁহার স্ত্রীর নিকট কহিলেন। কিন্তু বালিকাটী অতিশয় সুরূপা ছিল বলিয়া, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ক্রমে সেই কথা তাঁহার পুত্রেরও কর্ণগোচর হইল; পুত্রটীও পুনরায় বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন। কাজেই তাঁহার মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া রামরতন বাবুর কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে হইল। এইরূপে কিছুদিবস অতিবাহিত হইলে পর, রামরতন বাবু আপন বৈবাহিকের সহিত কিছুদিবস পর্য্যন্ত তোষামোদ করিয়া চলিতে লাগিলেন। পরিশেষে সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। রামরতন বাবু এইরূপে জুয়াচুরি করিয়া আপন কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন।

(খ) বরপক্ষের জুয়াচুরি।

সনাতন বাবু দালালী করিয়া চিরকাল আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। এখন তাঁহার বয়স একটু অধিক হওয়া-প্রযুক্ত, আর অধিক পরিশ্রম করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার আয় পূর্ব্ব হইতে অনেক কমিয়া আসিয়াছে। তাঁহার তিন পুত্র। প্রথমটীর বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে, তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, একটী পুত্রও জন্মিয়াছে। কোন একটী সওদাগরি আফিসে মাসিক সত্তর টাকা বেতনে তিনি কর্ম্ম করিয়া থাকেন। অধিক পরিমাণে লেখাপড়া শিক্ষা করা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া কিছুদিবস এল-এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন; কিন্তু কোন কারণ বশতঃ লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে চাকরীতে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

সনাতন বাবুর দ্বিতীয় পুত্রের নাম সতীন্দ্রনাথ। তাহার বয়ঃক্রম প্রায় সাতাশ বৎসর। লেখাপড়া কিছুমাত্র শিক্ষা করে নাই। কোন কায কর্ম্মের চেষ্টা যে করিতে হয়, তাহা তাহার মনে একদিবসের নিমিত্তও কখন উদিত হয় নাই। বাড়ী হইতে কোনরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সুরাপান ও বেশ্যালয়ে গমন করাই তাহার জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার বিবাহ হয় নাই। সনাতন বাবু তাহার বিবাহের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার চরিত্র দেখিয়া, বা তাহার বিষয় লোক-মুখে শুনিয়া এ পর্য্যন্ত কেহই তাহাকে আপন কন্যা প্রদান করিতে

সম্মত হন নাই। সতীন্দ্রের গুণের মধ্যে এই ছিল যে, সে অতিশয় মিষ্টভাষী, সকলের সহিত বেশ মিলিতে পারিত, ও ভদ্র-ব্যবহারে সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিত।

সনাতনের তৃতীয় পুত্রের নাম শচীন্দ্রনাথ। সে অতিশয় বুদ্ধিমান্, এখনকার কালে লেখাপড়ায় যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে হয়, তাহা হইয়াছে। এণ্ট্রেন্স হইতে আরম্ভ করিয়া, এল-এ, বি-এ, এম-এ প্রভৃতিতে সর্ব্বোচ্চ হইয়া আসিয়াছে। এবার ষ্টুডেণ্টশিপ পরীক্ষায় পাস হওয়াতে, তাহাকে দশ হাজার * টাকা পারিতোষিক দিবার জন্য শিক্ষা-বিভাগ আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

এই সংবাদ সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইবার পরই শচীন্দ্রের সহিত নিজ নিজ কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত চারিদিক হইতে কন্যাকর্ত্তাগণ সনাতনের বাটীতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। কেহবা বংশের প্রলোভন দেখাইয়া, কেহবা অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া, এবং কেহবা সুশ্রী বালিকার প্রলোভন দেখাইয়া, সনাতন বাবুর নিকট শচীন্দ্রের বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে লাগিলেন। সনাতন বাবু পুরাতন দালাল। তিনি কাহাকেও কোনরূপে অসন্তুষ্ট না করিয়া, বা কাহাকেও কোনরূপ পরিষ্কার উত্তর না দিয়া, সকলকেই হাতে রাখিলেন।

পূর্ব্বে তিনি সতীন্দ্রনাথের বিবাহের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এখন

---

* ষ্টুডেণ্টশিপ পরীক্ষার পারিতোষিক, কোম্পানীর কাগজের সুদ কমিয়া যাওয়ার নিমিত্ত এখন আট হাজার টাকা হইয়াছে; কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় উক্ত পরীক্ষার পারিতোষিক দশ হাজার টাকা ছিল।

শচীন্দ্রনাথের বিবাহের উপলক্ষে তাঁহার মনে নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রথম চিন্তা, এই সময় পুনর্ব্বার সতীন্দ্রনাথেরও বিবাহের চেষ্টা করেন। একটী বড় বালিকার সহিত তাহার বিবাহ দিতে না পারিলে, উহার চরিত্র সংশোধনের আর কোনরূপ উপায় নাই। দ্বিতীয় চিন্তা, শচীন্দ্র-নাথের বিবাহের সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে তাহার বিবাহ দেওয়াও সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সতীন্দ্রনাথের বিবাহ অগ্রে না হইলে কনিষ্ঠের বিবাহই বা হিন্দু হইয়া কিরূপে প্রদান করিতে পারেন।

এইরূপ ও অন্যান্য নানা চিন্তায় তিনি একবারে অধীর হইয়া পড়িলেন; কিন্তু আপনার মনের ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, চারিদিক বজায় রাখিতে পারেন, কোন দিকে কোন গোলযোগ না হইয়া, সুশৃঙ্খলার সহিত তাঁহার মনের অভিলাষ সফল করিতে পারেন, কেবল সেই চিন্তাতেই আপন মন নিযুক্ত করিলেন।

সনাতন অনেকরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন যে, জুয়াচুরি ভিন্ন কোনরূপেই তিনি সতীন্দ্রনাথের বিবাহ দিতে পারেন না। সুতরাং পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত জুয়াচুরি-ব্যবসা অবলম্বন করিতেও তিনি কোন প্রকারেই কুণ্ঠিত হইলেন না। বিশেষতঃ তিনি মনে মনে যেরূপ জুয়াচুরির উপায় স্থির করিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে যে, কেবলমাত্র তিনি তাঁহার দুশ্চরিত্র পুত্র সতীন্দ্রনাথের বিবাহ দিতে পারিবেন, তাহা নহে; সেই সঙ্গে সঙ্গে কন্যাপক্ষীয় লোকের নিকট হইতে তিনি কিছু অর্থও সংগ্রহ করিতে পারিবেন। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, এখন

হইতে যে কোন ব্যক্তি শচীন্দ্রনাথের বিবাহের প্রস্তাব করিতে তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কন্যাকর্ত্তার অবস্থা ও বুদ্ধিমত্তার অভাব বিবেচনায় শচীন্দ্রনাথের পরিবর্ত্তে সতীন্দ্রনাথকে দেখাইয়া, তাহারই বিবাহের কথা ঠিক করিতে লাগিলেন।

বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক করিবার পূর্ব্বে সনাতন যে কন্যাকর্ত্তাদিগকে একটু চালাক-চতুর বিবেচনা করিলেন, বা যাঁহারা আইন-কানুন অবগত আছেন, এরূপ বুঝিলেন, এবং যে সকল ব্যক্তিকে বড়লোক বলিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহাদিগের নিকট তাঁহার স্থিরীকৃত জুয়াচুরি-সংশ্লিষ্ট বিবাহের প্রস্তাব করিতে সাহসী হইলেন না। যে মধ্যবিত্ত লোকদিগকে নিতান্ত নিরীহ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল, তাঁহাদিগের সহিতই সেই জুয়াচুরি-বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সনাতন মনে মনে যেরূপ ভাবিতেছিলেন, কার্য্যেও ঠিক সেইরূপ জুটিয়া গেল। একদিবস তিনি আপন বাড়ীতে বসিয়া আছেন, এরূপ সময় একটী লোক আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সনাতনকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "মহাশয়! আপনার একটী পুত্র এবার ষ্টুডেণ্টশিপ পরীক্ষায় পাস হইয়াছে, একথা কি প্রকৃত?"

সনাতন। হাঁ। কেন মহাশয়!

আগন্তুক। আপনি নাকি তাহার বিবাহের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন?

সনাতন। হাঁ, অনেকেই তাহার বিবাহের নিমিত্ত আমার নিকট আসিতেছেন।

আগন্তুক। আপনার সেই পুত্রের নাম কি?

সনাতন। শচীন্দ্রনাথ।

আগন্তুক। আপনি বলিলেন, শচীন্দ্রনাথের বিবাহের নিমিত্ত অনেকেই আপনার নিকট আগমন করিতেছেন; কিন্তু তাহার বিবাহের স্থির হইতেছে না কেন?

সনাতন। আমি মনোমত কন্যা পাইতেছি না বলিয়া, এ পর্য্যন্ত বিবাহের ঠিক হয় নাই।

আগন্তুক। আপনি কিরূপ কন্যা চাহেন?

সনাতন। কন্যাটী বড় চাহি, এবং বেশ সুশ্রী চাহি।

আগন্তুক। পুত্র-বধূ করিতে সুশ্রী কন্যা পিতা মাত্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন; কিন্তু বড় কন্যা চাহিতেছেন কেন?

সনাতন। আমার পুত্রটীর বয়ঃক্রম একটু অধিক হইয়াছে, তাহাতেই একটী বড়গোছের বালিকার অনুসন্ধান করিতেছি। নতুবা মানাইবে কেন?

আগন্তুক। আপনার পুত্রটীর বয়ঃক্রম কত হইয়াছে?

সনাতন। পঁচিশ বৎসর।

আগন্তুক। এ অধিক বয়স কি? আপনি কত বড় বালিকা চাহেন?

সনাতন। হিন্দুর ঘরে যত বড় সেয়ানা কন্যা থাকিতে পারে।

আগন্তুক। বার বৎসরের অধিক বয়স্কা কন্যা হিন্দুর ঘরে কখনই আপনি পাইবেন না।

সনাতন। বার বৎসর হইলেই যথেষ্ট হইল; কিন্তু কন্যাটী বেশ সুশ্রী হওয়া আবশ্যক। কেন মহাশয়! আপনি এত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

আগন্তুক। আমি কন্যাদায়-গ্রস্ত বলিয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি।

সনাতন। আপনার কন্যাটী কেমন? এবং তাহার বয়সই বা এখন কত হইয়াছে?

আগন্তুক। আপনি যেরূপ চাহিতেছেন, তাহাই। আমার কন্যা এগার বৎসর অতিক্রম করিয়া, বার বৎসরে উপনীত হইয়াছে। দেখিলে জানিতে পারিবেন, এরূপ সুশ্রী কন্যা এক হাজার কন্যার মধ্যে একটী পাওয়া যায় কি না। এই নিমিত্ত আমার প্রার্থনা, আপনি আমার সেই কন্যাটীকে একবার স্বচক্ষে দর্শন করুন।

সনাতন। আপনার নিবাস কোথায়?

আগন্তুক। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃর্গত * * গ্রামে।

সনাতন। আচ্ছা মহাশয়! আপনি কল্য আমার নিকট আগমন করিবেন, হয় আমি নিজে আপনার সহিত গমন করিব, না হয়, অপর কোন এক ব্যক্তিকে আপনার সহিত যাইতে বলিব, তিনি গিয়া দেখিয়া আসিলেই হইবে।

আগন্তুক। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, আমার কন্যা যিনি দেখিবেন, তাঁহারই মনোনীত হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে একবার দেনা-পাওনার কথাটী বলিলে হইত না? তাহা হইলে আমি জানিতে পারিতাম, সেই পরিমিত টাকার সংস্থান করিবার ক্ষমতা আমার আছে কি না।

সনাতন। কন্যা মনোনীত হইলে, দেনা-পাওনার নিমিত্ত ততটা বাধা রহিবে না। তবে কি না, যেরূপ বিদ্বান্ বালকের হস্তে আপনি কন্যাদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাতে একবারেই

যে কিছু লাগিবে না, তাহা নহে। অগ্রে কন্যা মনোনীত হউক, তাহার পর সকল বিষয় সহজেই মিটিয়া যাইবে।

আগন্তুক। আচ্ছা মহাশয়! তাহাই হইবে। আমি কল্য অতি প্রত্যূষে আপনার নিকট আগমন করিব; কিন্তু আমার ইচ্ছা, আপনি নিজে গিয়া আমার কন্যাটীকে স্বচক্ষে দর্শন করেন।

সনাতন। আচ্ছা দেখিব, পারি যদি আমি নিজেই যাইব।

আগন্তুক। মহাশয়! আমি আর একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

সনাতন। কি?

আগন্তুক। আপনার পুত্রটী এখন কোথায়?

সনাতন। বাড়ীতেই আছে।

আগন্তুক। তাহাকে একবার আমি দেখিতে পাই কি?

সনাতন। কেন পাইবেন না? আপনি যাহাকে জামাতা করিতে চাহিতেছেন, তাহাকে দেখিতে পাইবেন না, একথা কি হইতে পারে? আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি তাহাকে আপনার সম্মুখে এখনই আনিতেছি।

এই বলিয়া সনাতন বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং কিছু পরেই তাঁহার সেই মূর্খ ও বেশ্যাসক্ত পুত্র সতীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া, তাহাকে কহিলেন, "মহাশয়! ইনিই আমার পুত্র। আমি অনেক কষ্টে ইহাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছি। ইনিই এবার দশ হাজার টাকা পারিতোষিক পাইয়াছেন।"

সনাতনের এই কথা শুনিয়া আগন্তুক একবার তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, "বাবা! তোমার নাম কি?"

সতীন্দ্রনাথ অবলীলাক্রমে কহিল, "আমার নাম শচীন্দ্রনাথ।" সে যে এই মিথ্যা কথা আপনার ইচ্ছানুযায়ী কহিল, তাহা নহে। পিতার শিক্ষামতই সে তাহার মিথ্যা নাম বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিল।

আগন্তুক পাত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও কহিলেন, "বেশ ছেলে।" সনাতনকে কহিলেন, "আপনি বলিতেছিলেন, আপনার পুত্রের বয়স কিছু অধিক হইয়াছে। কৈ, আমার বিবেচনায় ইহার বয়ঃক্রম কিছুমাত্র অধিক হয় নাই; বিবাহের উপযুক্ত বয়সই এখন হইয়াছে। আমার কন্যার সহিত ইহাকে বেশ মানাইবে।" এই বলিয়া তিনি সতীন্দ্রকে কহিলেন, "যাও বাবা! তুমি এখন বাড়ীর ভিতর গমন কর।" সতীন্দ্রনাথ সেই স্থান হইতে উঠিয়া অন্য স্থানে প্রস্থান করিল।

সতীন্দ্রনাথ দেখিতে নিতান্ত মন্দ ছিল না। তাহাকে দেখিয়া আগন্তুকের বেশ পসন্দ হইল। তাহার উপর সে যেরূপ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত শুনিলেন, তাহাতে এরূপ পাত্রকে কে পসন্দ না করিয়া থাকিতে পারে?

পরদিবস সনাতন কন্যার পিতার সহিত বর্দ্ধমানে গমন করিয়া কন্যাটী দেখিয়া আসিলেন। দেখিলেন, কন্যাটী অতি সুরূপা, ও বয়ঃক্রম প্রায় তের বৎসর। কন্যাটী দেখিয়া সনাতন তাহার পিতাকে কহিলেন, "আপনার কন্যাটী সুশ্রী, ইহাকে আমি আমার পুত্রবধূ করিতে পারি; কিন্তু এখন দেনা-পাওনার বিষয়টা কি হইবে?"

কন্যার পিতা। আমার অবস্থা ত আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া গেলেন। আপনাকে এখানে আনিবার আমার প্রধান উদ্দেশ্য,

আমার অবস্থা আপনাকে দেখান। এখন বিবেচনা-মত আপনি যাহা কহিবেন, তাহাই আমি আপনাকে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। কারণ, আপনার পুত্রের সদৃশ বিদ্বান্ পাত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে কোন্ ব্যক্তি পরাঙ্মুখ হয়েন? তবে আমার প্রতি একটু অনুগ্রহ করিবেন, এই প্রার্থনা।

সনাতন। দেখুন মহাশয়। আমার পুত্র নিজেই দশ হাজার টাকা পারিতোষিক পাইয়াছে। কন্যাটী যখন আমার একরূপ পসন্দ হইয়াছে, তখন টাকার নিমিত্ত আমি তত পীড়াপীড়ি করিব না। তবে এখন বিবেচনা মত আপনি নিজেই বলিয়া দিন, আপনি অলঙ্কার-পত্র প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যের জন্য মোট আমাকে কত টাকা দিতে পারিবেন?

কন্যার পিতা। মহাশয়! সর্ব্বশুদ্ধ আমি এক হাজার পাঁচশত টাকা আপনাকে প্রদান করিব। ইহাতেই অনুগ্রহ করিয়া আমার উপর আপনাকে সদয় হইয়া, কন্যাদায় হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

সনাতন। অত কম টাকায় কিরূপে আপনি এইরূপ সুপাত্র পাইতে পারেন? আমি অধিক টাকা চাহিতেছি না, সর্ব্বশুদ্ধ আমাকে দুই হাজার পাঁচশত টাকা প্রদান করিবেন।

সনাতনের এই কথা শুনিয়া কন্যার পিতা অনেক তোষামোদ করিয়া পরিশেষে সনাতনকে দুই হাজার টাকায় সম্মত করাইলেন।

ক্রমে বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। সনাতন কন্যাকর্ত্তার জাতি-কুল সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, জাত্যাদির বিষয়ে কোনরূপ গোলযোগ নাই। কন্যার পিতাও সে সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করিলেন, তিনিও

জাতি-কুল সম্বন্ধে কোনরূপ দোষ বাহির করিতে পারিলেন না। কন্যাপক্ষীয়গণ আরও একটু অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সেই বৎসর সনাতনের পুত্র শচীন্দ্রনাথ প্রকৃতই ষ্টুডেণ্টশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ হাজার টাকা পারিতোষিক পাইয়াছে।

উভয় পক্ষের ভিতরের অনুসন্ধান শেষ হইয়া গেল। তখন উভয় পক্ষের মতানুসারে বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল। সনাতন উদ্যোগ করিয়া যাহাতে অতি শীঘ্র এই বিবাহ দেওয়াইতে পারেন, তাহাই করিয়া আসিতেছিলেন। কারণ, বিলম্ব হইলে, পাছে তাঁহার জুয়াচুরির কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে; সেই ভয়ে, তিনি যত নিকটে বিবাহের দিন পাইলেন, তত নিকটেই দিনস্থির করিলেন। দুইদিন পরেই দিন হইল। বিবাহের পূর্ব্ব-দিবসেই আয়ুর্বৃদ্ধ্যন্ন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া গেল। বিবাহের দিবস সকাল সকাল বর লইয়া গিয়া বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। দূর-পথের ভান করিয়া সনাতন নিজের নিতান্ত নিকট-আত্মীয় অর্থাৎ যাঁহাদের না পাইলে কার্য্য উদ্ধার হইবে না, তাঁহাদের দুই চারিজনমাত্রকে বরযাত্রী স্বরূপে লইয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, যথানিয়মে বিবাহ শেষ হইয়া গেল।

এখানে বলা বাহুল্য যে, সনাতনের তৃতীয় পুত্র ষ্টুডেণ্টশিপ পরীক্ষোত্তীর্ণ শচীন্দ্রনাথের সহিত এ বিবাহ হইল না; সেই দুশ্চরিত্র মধ্যম পুত্র সতীন্দ্রনাথের সহিত হইয়া গেল।

এখন পাঠক! বুঝিতে পারিলেন যে, এইরূপ জুয়াচুরি করিয়া সনাতন আপনার মূর্খ, লম্পট ও সুরাপায়ী পুত্রের বিবাহ দিয়া দুই সহস্র টাকা গ্রহণ করিলেন।

বিবাহের সময় কন্যার পিতা প্রকৃত কথা কিছুই জানিতে পারিলেন না। বিবাহের প্রায় দুই তিনমাস পরে তিনি যে কিরূপ জুয়াচোরের হস্তে পতিত হইয়া চিরদিবসের নিমিত্ত আপন কন্যার সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াছেন, তাহা অবগত হইতে পারিলেন। কিন্তু হিন্দুর বিবাহ! সুতরাং সমস্তই তাঁহাকে সহ্য করিয়া থাকিতে হইল।

সনাতনের ভাগ্যবলেই হউক, বা কন্যার পিতার মনোকষ্টের নিমিত্তই হউক, অথবা সুকুমারী বালিকার অদৃষ্টক্রমেই হউক, বিবাহের পর হইতেই সতীন্দ্রনাথের চরিত্রের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। সে সুরা পরিত্যাগ করিল, বেশ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করিয়া বৈষয়িক কার্য্যে আপনার মন নিযুক্ত করিল, এবং একটী ব্যবসা আরম্ভ করিয়া তাহা হইতেই বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

কিছুদিবস পরে প্রকৃত শচীন্দ্রনাথেরও বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহে কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে সনাতন প্রায় ছয় সাত হাজার টাকা গ্রহণ করিলেন। *

সম্পূর্ণ।

* ফাল্গুন মাসের সংখ্যা,

"দায়ে খুন।"

(অর্থাৎ যেমন জুয়াচুরি তেমনই সাজা!)

যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES No. 83. দারোগার দপ্তর ৮৩ম সংখ্যা।

দায়ে খুন।

(অর্থাৎ যেমন জুয়াচুরি তেমনই সাজা !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিক্‌দারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তম বর্ষ।] সন ১৩০৫ সাল। [ফাল্গুন।

Printed By Shashi Bhusan Chandra, at the

GREAT TOWN PRESS,

68, Nimtola Street, Calcutta.

দায়ে খুন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিবস প্রাতঃকালে কেবলমাত্র আমি আমার আফিসে আসিয়া বসিয়াছি, এরূপ সময়ে একজন মাড়োয়ারী আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অনধিক। ইহাকে দেখিয়া, বেশ একজন চালাক ব্যবসায়ী লোক বলিয়া অনুমান হয়। আমাকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার সহিত একটী সবিশেষ পরামর্শ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা অতি সামান্ত বিষয় হইলেও, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া, আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। যদি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আপনি আমার কথাগুলি শ্রবণ করেন, এবং আমার কি করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে একটু পরামর্শ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি সবিশেষরূপ বাধিত হইব।"

মাড়োয়ারীর কথা শুনিয়া আমি কহিলাম, "আপনি যাহা বলিতে চাহেন, অনায়াসেই তাহা আমাকে বলিতে পারেন। আপনার সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া, যদি বুঝিতে পারি, আমার দ্বারা কোনরূপে আপনার উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা আমি করিতে প্রস্তুত আছি।"

আমার কথা শুনিয়া সেই মাড়োয়ারী বলিতে আরম্ভ করিল, "মহাশয়! আমার নাম বালমুকুন্। আমি বাল্যকাল হইতে ব্যবসা-কার্য্য ব্যতীত অপর কোন কার্য্য শিক্ষা করি নাই। এ পর্য্যন্ত ব্যবসা-কার্য্যেই নিজের দিন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছি; কিন্তু আপন দুরদৃষ্ট বশতঃ এ পর্য্যন্ত নিজে কোনরূপ কারবার করিতে সমর্থ হই নাই, চিরকালই পরের অধীনেই কার্য্য করিয়া আসিয়াছি। এই কলিকাতা সহরে অনেক দিবস হইতে অবস্থিতি করিয়া কোন একটী প্রধান মাড়োয়ারীর সমস্ত কার্য্য আমি নিজে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলাম। আমি যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, সেই পর্য্যন্ত কোনরূপেই তাঁহার একটীমাত্র পয়সাও লোকসান হয় নাই; বরং দিন দিন আমি তাঁহার কার্য্যের উন্নতি করিয়াই আসিতেছিলাম। আমি কলিকাতায় থাকিতাম সত্য; কিন্তু ভারতবর্ষের নানাস্থানে তাঁহার এক একটী ফারম ছিল। আমি কলিকাতায় থাকিয়া, সেই সমস্ত ফারমের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলাম। এই সকল ফারম হইতে আমার মনিব যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার দেশে তিনি এখন একজন বড়মানুষের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তিনি অর্থের যথেষ্ট সংস্থান করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে সেই অর্থ ভোগ করিতে

পারিবে, তাঁহার এরূপ আর কেহই নাই। একমাত্র পুত্র ছিল, তিনি বড় হইয়া ইদানীং মধ্যে মধ্যে নিজের ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ কয়েকমাস হইল, হঠাৎ তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। এই কারণে আমার মনিব মনের দুঃখে তাঁহার যে স্থানে যে কোন কারবার ছিল, তাহার সমস্ত কার্য্য উঠাইয়া দিয়াছেন। যখন আমার মনিব তাঁহার সমস্ত ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন আর আমার চাকরী থাকিবে কি প্রকারে? পারিতোষিক বলিয়া, আমাকে নগদ দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া আমাকে তাঁহার চাকরী হইতে জবাব দিলেন।

"নগদ দুই সহস্র মুদ্রা হস্তে পাইয়া আমি একবার মনে করিলাম, এতদিবস পরের নিকট চাকরী করিয়া দিন যাপন করিয়াছি, এখন আর কাহার নিকট পুনরায় উমেদারী করিয়া বেড়াইব? এই মূলধন অবলম্বন করিয়া কোন একটী কারবার আরম্ভ করি, তাহাতেই কোনরূপে আপনার দিন অতিবাহিত করিব। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, কারবারে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এরূপ সময় জানিতে পারিলাম যে, বোম্বাই সহরের কোন একটী প্রধান মাড়োয়ারী ফারমের মনিব-গোমস্তার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায়, সেই চাকরী খালি হইয়াছে। বোম্বাই সহরের সেই ফারমের নাম আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলাম। আমার পূর্ব্বতন মনিবের ফারমের সহিত সেই ফারমের সর্ব্বদা কারবার চলিত; কিন্তু আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও চাক্ষুষ দেখা-শুনা ছিল না। আমি জানিতাম, বোম্বায়ের সেই ফারম অতিশয় পুরাতন, কারবার বহু-বিস্তৃত ও সর্ব্বজন-বিদিত।

"সেই ফারমের মনিব-গোমস্তার পদ শূন্য হইয়াছে জানিতে পারিয়া, সেই পদ-প্রার্থী হইয়া, আমি সেই স্থানে একখানি দরখাস্ত করিলাম। আমি যে ফারমে কার্য্য করিতাম, এবং যে কারণে এখন আমার কর্ম্ম নাই, দরখাস্তে তাহারও সমস্ত অবস্থা আমি বিস্তৃতরূপে লিখিয়া দিলাম। যে পদের প্রার্থী হইয়া আমি দরখাস্ত করিলাম, সেই পদ যে আমি প্রাপ্ত হইব, সে আশা আমার অতি অল্পই ছিল। কারণ, বোম্বাই-প্রদেশে সেই কার্য্যের উপযোগী অনেক লোক বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহারা একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে কেন সেই পদে নিযুক্ত করিবেন? সে যাহা হউক, আমার মনে যতদূর আশা ছিল, তাহার অধিক কার্য্যে পরিণত হইল। দরখাস্ত প্রেরণ করিবার এক সপ্তাহ পরেই আমি সেই ফারম হইতে একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানি পাঠ করিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে, বাৎসরিক ছয়শত টাকা বেতনে আমাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। উহাতে আরও লেখা আছে যে, এই পত্র পাইবার পর দশদিবসের মধ্যেই সেই স্থানে গমন করিয়া আমাকে আমার নূতন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে।

"সেই পত্র পাইয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। ইতিপূর্ব্বে যাঁহার নিকট আমি কার্য্য করিতাম, তাঁহার নিকট হইতে আমি বাৎসরিক চারিশত আশী টাকা বেতন পাইতাম। এখন তাহা অপেক্ষা আমার একশত কুড়ি টাকা অধিক বেতন হইল। সুতরাং নূতন চাকরী সম্বন্ধে আমি আর কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া ব্যবসা করিবার যে ইচ্ছা করিতেছিলাম, তাহা পরিত্যাগ করিয়া বোম্বাই সহরে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

"যে দিবস আমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বোম্বাইয়ে গমন করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহার তিন চারিদিবস পূর্ব্বে একটী লোক আসিয়া হঠাৎ আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি যে কি করিয়া আমার বাসা চিনিলেন, তাহা আমি বলিতে পারিলাম না, বা বুঝিতেও পারিলাম না। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও যে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাহাও আমার বোধ হইল না। তিনি হঠাৎ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াই কহিলেন, 'মহাশয়ের নামই কি বালমুকুন্?'

আমি। হাঁ মহাশয়! আমারই নাম বালমুকুন্।

আগন্তুক। আপনি যে ফারমে কার্য্য করিতেন, সেই ফারম এখন উঠিয়া গিয়াছে?

আমি। ধনী ইচ্ছা করিয়া তাঁহার দেনা-পাওনা মিটাইয়া দিয়া তাঁহার কারবার উঠাইয়া দিয়াছেন।

আগন্তুক। তাহা হইলে বোধ হয়, আপনি এখন বেকার বসিয়া আছেন?

আমি। বেকার বসিয়াছিলাম বটে; কিন্তু এখন বেকার বসিয়া আছি, তাহা আর বলিতে পারি না।

আগন্তুক। আপনার একথার অর্থ আমি বেশ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আমি। চাকরী যাওয়ার পর, আমি কিছুদিবস বসিয়াছিলাম বটে; কিন্তু সম্প্রতি একটী চাকরীর যোগাড় হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমি বলিতেছি, এখন আর আমি বেকার অবস্থায় বসিয়া নাই। কেন মহাশয়! আপনি আমাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

আগন্তুক। জিজ্ঞাসা করিবার সবিশেষ কারণ আছে বলিয়াই, জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনাকে একটী চাকরীতে নিযুক্ত করিবার মানসেই আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছিলাম।

আমি। আমাকে একটী চাকরী প্রদান করিবার মানসেই আপনি আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, একথার অর্থ আমি সবিশেষরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আগন্তুক। ইহার অর্থ এমন সবিশেষ কিছু নহে যে, আপনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমি যে মহাজনের অধীনে কর্ম্ম করি, তিনি একজন প্রসিদ্ধ ধনী। তিনি জাতিতে মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণ; কিন্তু কেবল বঙ্গদেশ ব্যতীত এমন কোন স্থান নাই যে, সেই সকল স্থানে তাঁহার ফারম বা কারবার নাই। মান্দ্রাজ হইতে হিমালয়, বোম্বাই, এবং গুজরাট হইতে বেনারস প্রভৃতি স্থানের মধ্যে যে যে স্থানে প্রধান প্রধান নগর আছে, সেই সেই স্থানেই তাঁহার একটী একটী শাখা ফারম আছে। আমার বোধ হয়, বঙ্গদেশ ব্যতীত এক ভারতবর্ষের মধ্যে অল্প-বিস্তর তিনশত স্থানে তাঁহার কারবার হইয়া থাকে। এখন তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা যে, তিনি বঙ্গদেশের মধ্যেও আপনার কারবার বিস্তৃত ভাবে স্থাপন করেন, এই নিমিত্তই আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। কলিকাতার মধ্যে একটী প্রধান ফারম স্থাপন করিয়া, ক্রমে বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান সমস্ত নগরীতে তাহার এক একটী শাখা ফারম স্থাপন করিয়া আমি আমার স্থানে অর্থাৎ মান্দ্রাজ সহরে গমন করিব। কলিকাতার ফারমের অধীনে অনেকগুলি শাখা ফারম থাকিবে; সুতরাং কলিকাতার নিমিত্ত একজন অতি উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন। আমি আমার একজন বন্ধুর পত্রে অবগত হইতে

পারিয়াছি যে, যেরূপ কার্য্যের নিমিত্ত আমি উপযুক্ত লোকের অনুসন্ধান করিতেছি, আপনি সেই কার্য্যের ঠিক উপযুক্ত লোক।

"তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমার সম্বন্ধে আপনাকে কে বলিয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারি কি ?'

"উত্তরে তিনি আমাদিগের দেশস্থ এক ব্যক্তির নাম করিলেন। দেখিলাম, তাঁহার সহিত আমার সবিশেষরূপ আলাপ-পরিচয় না থাকিলেও, তিনি যে একবারে আমার নিকট অপরিচিত, তাহা নহে। সুতরাং আমি মনে ভাবিয়াছিলাম, তাহা হইলে হয় ত প্রকৃতই তিনি আমার কথা বলিয়া থাকিবেন।

"তাহার পর তিনি কহিলেন, 'মহাশয়! এখন আমি আপনার নিকট কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, তাহা এখন বোধ হয়, বেশ বুঝিতে পারিলেন ?'

আমি। তাহা ত বুঝিয়াছি, কিন্তু আপনি যে প্রকার কার্য্যের কথা আমাকে কহিলেন, সেই সকল কার্য্য আমার দ্বারা কোন প্রকারেই সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। সমস্ত বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নগরীতে এক একটী কার্য্যস্থান স্থাপন করিয়া, সেই সকল কার্য্যের উত্তমরূপে তত্ত্বাবধান করিতে হইলে, আমা-দিগের সদৃশ বুদ্ধি-জীবি লোকের দ্বারা সে কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। আপনি যদি আমার পরামর্শ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আমা-অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যক্ষম অপর কোন ব্যক্তির অনুসন্ধান করুন।

আগন্তুক। সে অনুসন্ধান করিবার আমার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যদি আমার বিশ্বাস না হইত, বা অপরের নিকট

হইতে আমি উত্তমরূপে অবগত হইতে না পারিতাম যে, আপনার দ্বারা আমাদিগের প্রস্তাবিত কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে বোধ হয়, আমি কখনই আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতাম না। সেই কার্য্য আপনার দ্বারা নির্ব্বাহ হইবে না, একথা আপনি ত বলিবেনই। কারণ, যে ব্যক্তির কোন কার্য্যে উত্তমরূপে পারদর্শিতা থাকে, তিনি কখনই আপনার গুণ আপন মুখে স্বীকার করেন না; অধিকাংশ সময়ে বরং তিনি তাহার বিপরীতই বলিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, সেই কার্য্য আপনার দ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারুক আর না পারুক, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। আপনি কোন্ সময় হইতে আমাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তাহা এখন আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিউন।

আমি। আমি যদি আপনাদিগের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে না পারি, তাহা হইলেও কি আপনি সেই কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিতে চাহেন?

আগন্তুক। তাহা হইলেও চাহি।

আমি। এরূপ অবস্থাতেও যদি আপনি আপনাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাকে সবিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এখন আমি অপর কোন স্থানে চাকরী গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

আগন্তুক। কেন?

আমি। আমি ইতিপূর্ব্বে অপর আর এক স্থানে চাকরী স্বীকার করিয়াছি, এবং সেই স্থানে শীঘ্রই গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছি।

আগন্তুক। সে কোথায় ?

আমি। বোম্বাই সহরে। এরূপ অবস্থায় বলুন দেখি মহাশয়! আমি কিরূপে আপনার চাকরী করিতে সম্মত হইতে পারি ?

আগন্তুক। আপনি একটী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন মাত্র; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই স্থানে গমন বা সেই কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন নাই। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরের নিকট চাকরী করিতে করিতে আপনি এখন এত বড় হইয়াছেন। বলুন দেখি, কোন লোক কোন স্থানে কর্ম্ম করিতে করিতে যদি অপর কোন স্থানে কিছু সুবিধা বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন কার্য্যে গমন করেন কি না ? আমার বোধ হয়, আপনার পরিচিত যত লোক এইরূপ ভাবে এক স্থান হইতে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানে গমন করিয়াছেন, তাহার একটী দুইটী তালিকা আপনি এখন হঠাৎ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। মূল কথা, এরূপ লোকের সংখ্যা জগতে এত অধিক যে, তাহা ঠিক করা সহজ নহে। আপনি যখন অপর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন্ নাই, তখন সেই কার্য্যে আপনাকে যে গমন করিতেই হইবে, তাহার অর্থ নাই। যে স্থানে আপনি আপনার নূতন চাকরী প্রাপ্ত হইতেছেন, সেখানে তাঁহারা আপনাকে কিরূপ বেতন দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমি জানিতে পারি কি ?

আমি। তাহা বলিতে আমার কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক নাই। তাঁহারা আমাকে যে বেতন দিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহা কিছু অধিক নহে; বরং একরূপ সামান্য। বাৎসরিক তাঁহারা আমাকে ছয়শত টাকা প্রদান করিবেন।

আগন্তুক। একথা আপনাকে আমার পূর্ব্বে বলা উচিত ছিল। কারণ, তাহা হইলে এতগুলি বাজে কথা লইয়া আমাদিগের সময় নষ্ট করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইত না। যখন চাকরীই আপনার উপজীবিকা, তখন আপনাকে চাকরী করিতেই হইবে। যখন চাকরীই করিতে হইল, তখন ভাল ঘরে অধিক বেতন পাইলে সে সুযোগ কে পরিত্যাগ করিতে চাহে?

আমি। আপনারা আপনাদিগের প্রস্তাবিত কর্ম্মের নিমিত্ত যে লোক নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিতে চাহিতেছেন, তাহার নিমিত্ত তাহাকে কিরূপ বেতন দিতে ইচ্ছা করিতেছেন?

আগন্তুক। আমি নিজে ধনী নহি, বা আমার নিজের কারবার নহে। আমার মনিব আছে, আমিও আমার মনিবের একজন বেতন-ভোগী চাকর। আমাদিগের মনিবের নিয়ম আছে, তিনি তাঁহার কোন লোকজনকে বাৎসরিক হিসাবে বেতন প্রদান করেন না। কারণ, তিনি বেশ জানেন, যিনি যেরূপ বেতনের চাকরই হউন না কেন, সেই বেতন হইতে তাঁহাকে তাঁহার পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। সুতরাং বৎসরান্তে বেতন পাইলে, কোন ব্যক্তিই তাঁহার পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন্ না। এই নিমিত্ত আমার মনিবের আদেশ যে, তাঁহার চাকরমাত্রেই মাসিক হিসাবে বেতন প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহের ভিতরেই পাইবে। আপনার নিমিত্ত প্রথমেই আমার মনিবের সহিত কথা হইয়াছিল। তিনি আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, সেই কার্য্যের নিমিত্ত যদি তিনি কোন একজন ভাল লোক প্রাপ্ত হন্, তাহা হইলে তাঁহার মাসিক বেতন তিনি তিনশত টাকা পর্য্যন্ত ক্রমে প্রদান করিবেন। এখন কিন্তু একশত

টাকার অধিক দিবেন না। ভাল করিয়া তাঁহার মনোমত কার্য্য করিতে পারিলে, প্রত্যেক বৎসরে পঁচিশ টাকা হিসাবে বাড়াইয়া দিবেন। এইরূপে ক্রমে তাঁহার বেতন মাসিক তিনশত টাকায় আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহার পর তাঁহার বেতন আর অধিক বাড়িবে না। এখন মহাশয়! দেখুন দেখি, মাসিক একশত টাকা হিসাবে বেতন হইলেও, বাৎসরিক হিসাবে আপনার বেতন হইল—বারশত টাকা, অর্থাৎ যাহা এখন আপনি পাইবেন বলিয়া ঠিক হইয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ। এরূপ অবস্থায়ও আপনি আমার প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইতে পারিবেন কি না, সেই বিষয়ে একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি মনে করিলাম, এই ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, তাহা ত প্রকৃতই। যখন পরাধীনতা স্বীকার করিয়া চাকরী করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন যে স্থানে অধিক অর্থ পাওয়া যাইতেছে, সেই স্থান পরিত্যাগ করি কেন? বিশেষতঃ যে ব্যক্তি আমার বাড়ীতে আসিয়া আমাকে তোষামোদ করিয়া, অধিক বেতনে আমাকে একটী চাকরী প্রদান করিতেছে, তখন সেই চাকরীই বা আমি হেলায় পরিত্যাগ করি কেন? মাসিক পঞ্চাশ টাকার পরিবর্ত্তে একশত টাকাই বা গ্রহণ না করি কেন? আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, এরূপ অবস্থায় এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করা, কোন ক্রমেই যুক্তি-সঙ্গত নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমি সেই ব্যক্তিকে কহিলাম, "মনে করুন, আমি যদি আমার চাকরী পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের কার্য্য করিতেই প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে কোন্ তারিখ হইতে আমাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে?"

আগন্তুক। এখন হইতেই আমি আপনাকে নিযুক্ত করিব, আজ হইতেই আপনি আমাদিগের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবেন।

আমি। দেখুন মহাশয়! আমি যে ফারমে চাকরী স্বীকার করিয়াছি, সেই ফারম জগদ্বিখ্যাত ও বহুদিবসের পুরাতন ফারম। আপনার পরামর্শে সেই স্থান হইতে চাকরী পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গমন করা কি যুক্তি-সঙ্গত?

আগন্তুক। আমাদিগের ফারম যদি সামান্য ফারম হইত, তাহা হইলে আপনার চাকরী পরিত্যাগ করিতে আমি কখনই পরামর্শ প্রদান করিতাম না। আপনি যে ফারমের কথা বলিতেছেন, সেই ফারম অপেক্ষা ধনবান্ ও উৎকৃষ্ট ফারম এ দেশে যদি কাহারও থাকে, তাহা আমাদিগের। যে ফারমের শাখা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান প্রধান নগরীতে আছে, সেই স্থানে চাকরী করা শ্লাঘার বিষয়। বিশেষতঃ আপনি আমাদিগের ফারমের নিয়ম প্রভৃতি অবগত নহেন বলিয়াই, এইরূপ কথা বলিতেছেন। আমাদিগের ফারমের কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের কার্য্য-

দক্ষতা দেখাইয়া আপনাদের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলে, মূল ফারমের লভ্য অংশ হইতে কমিশন বলিয়া বাৎসরিক একটী অংশও পাইয়া থাকেন। সে অংশ শুনিতে অতি সামান্য হইলেও, কার্য্যে কিন্তু সামান্য নহে। এমন কি, এক একজন কর্ম্মচারী বৎসর বৎসর তাঁহার বেতনাদি বাদে পাঁচ ছয় সহস্র পর্য্যন্ত টাকা পাইয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত আমাদিগের কার্য্যের আর একটী প্রধান সুবিধা আছে, যে সুবিধা কেবলমাত্র আমাদিগের ফারম ব্যতীত এ পর্য্যন্ত অপর কোন স্থানেই পরিলক্ষিত হয় নাই। যিনি যে স্থানেই চাকরী করুন না কেন, একমাস চাকরী পূর্ণ না হইলে সেই মাসের বেতন কেহই প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাদিগের নিয়ম সেরূপ নহে। আমরা সকলেই অগ্রিম বেতন পাইয়া থাকি, অর্থাৎ যেমন মাস পড়িবে, অমনি আমরা সেই মাসের বেতন অগ্রিম প্রাপ্ত হইব। এরূপ অবস্থায় আপনি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, আপনি আমাদিগের সরকারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? যদি আপনি আমাদিগের প্রস্তাবিত চাকরী গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আপনি কল্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এখন আমি আপন স্থানে প্রস্থান করিতেছি।

এই বলিয়া তিনি প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! আমি কল্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, কাহার অনুসন্ধান করিব? মহাশয়ের নাম ত আমি এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই।"

আগন্তুক। আমার নাম মাণিক চাঁদ। আপনি আমার নাম করিয়া অনুসন্ধান করিলেই আমাকে দেখিতে পাইবেন।

আমি। কোন্ স্থানে গমন করিলে, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইব?

মাণিক। আমার বাসায়।——না, আমার বাসায় যাইবার প্রয়োজন নাই, বেলা দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত আমি আমার বাসায় থাকিব না। নির্জ্জনে একটী ঘর লইয়াছি, সেই স্থানে বসিয়া আমি কি প্রণালীতে কার্য্যের বন্দোবস্ত করিব, তাহাই ঠিক করিতেছি। আপনি সেই স্থানে গমন করিবেন, সেই স্থানেই আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে।

আমি। সে স্থান কোথায়?

মাণিক। বড়বাজার রাজার কাট্‌রা। রাজার কাট্‌রায় দোতালার উপর পঁচিশ ছাব্বিশ নম্বরের ঘর।

আমি। আচ্ছা মহাশয়! অদ্য আমি এ বিষয় একটু সবিশেষ-রূপে বিবেচনা করিয়া দেখি, এবং আমার দুই একজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখি। পরামর্শ করিয়া আমি যেরূপ সাব্যস্ত করিব, তাহা আমি আপনার নিকট গমন করিয়া বলিয়া আসিব। যদি আপনাদিগের নিকট চাকরী করি, তাহাও গিয়া বলিয়া আসিব, আর না করি, তাহাও আপনাকে জানাইব।

আমার সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর, মাণিকবাবু আমার বাড়ী হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই চাকরী গ্রহণ করা আমি একরূপ স্থিরই করিয়াছিলাম। তথাপি দুই একজন বন্ধু-বান্ধবকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য মনে করিলাম।

সেই দিবস রাত্রিতেই আমি আমার দুই একজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত পরামর্শ করিলাম, সকলেই আমাকে মাণিকচাঁদের প্রস্তাবিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন।

আমিও তাহাই স্থির করিয়া পরদিবস মাণিকবাবুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগের ফারমেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব, মনে মনে এইরূপ স্থির করিলাম।

পরদিবস বেলা আন্দাজ এগারটার সময় আমি রাজার কাট্‌রায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাজার কাট্‌রার প্রত্যেক ঘরই আমি পূর্ব্বে হইতে জানিতাম। দোতালার উপর গমন করিয়া পঁচিশ ছাব্বিশ নম্বরের গৃহের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই দুইটী ঘর অনেকদিবস হইতে খালি ছিল। সেখানকার প্রত্যেক ঘরেরই বারান্দার দিকে দুইটী করিয়া দরজা আছে মাত্র। কোন কোন ঘরের মধ্যে এক ঘর হইতে অপর ঘরে যাতায়াত করিবার নিমিত্ত একটী একটী দরজা আছে। কোন ব্যক্তি দুইটী ঘর একত্র গ্রহণ করিলে উভয় ঘরের মধ্য দিয়া যাতায়াতের নিমিত্ত প্রায়ই সেই দরজা খুলিয়া রাখেন। আর যদি কেবলমাত্র একটী ঘর গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই দরজা বন্ধ থাকে।

আমি পঁচিশ নম্বরের ঘরের সম্মুখে গিয়া দেখিলাম, উহার বাহিরের দুইটী দরজাই ভিতর হইতে বন্ধ। ছাব্বিশ নম্বরের ঘরেরও একটী দরজা ভিতর হইতে বন্ধ; কিন্তু একটী দরজা খোলা। সেই দরজার উপর একখানি পরদা ঝোলান আছে। সেই পরদার বাহিরে দ্বারবান্ সদৃশ একটী লোক বসিয়া আছে। আমি সেই স্থানে গমন করিয়া প্রথমেই সেই দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মাণিকচাঁদ বাবু নামে কোন ব্যক্তি এই স্থানে আছেন কি?' তখন সেই দ্বারবান্ সেই ঘর দেখাইয়া দিয়া উত্তরে আমাকে কহিল, 'হাঁ মহাশয়! বাবুসাহেব এই ঘরেই থাকেন, তিনি এখন ইহার ভিতরেই আছেন।'

দ্বারবানের এই কথা শুনিয়া সেই পরদা ঠেলিয়া আমি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, মাড়োয়ারীগণ সর্ব্বদা যেরূপ স্থানে বা যেরূপ ভাবে বসিয়া আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, ইনি কিন্তু সেরূপ ভাবে বসিয়া আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত নহেন। ঘরের মেঝের উপর কোনরূপ বিছানা বা যেরূপ ভাবে মাড়োয়ারীগণ গদি বিছাইয়া তাহার উপর উপবেশন করেন, সেই ঘরের ভিতর সেইরূপ ভাবের কোন দ্রব্যই নাই। যাহা আছে, তাহা মাড়োয়ার-পদ্ধতির সম্পূর্ণরূপ বিপরীত। সেই ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে একখানি টেবিল রহিয়াছে, একখানি চেয়ারে বসিয়া মাণিকচাঁদ সেই টেবিলের উপর কাগজ-পত্র বিছাইয়া লেখাপড়া করিতেছেন, এবং তাঁহার বাম ও দক্ষিণ দুই পার্শ্বে দুইখানি খালি চেয়ার রাখা আছে।

টেবিলের উপর যে সকল কাগজ-পত্র ছড়ান রহিয়াছে, তাহার মধ্যে মাড়োয়ারীদিগের ব্যবহার-উপযোগী কোনরূপ খাতা-পত্র নাই, কতকগুলি সাদা ও লেখা ফুলিস্‌কেপ কাগজ।

আমি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই মাণিকচাঁদ বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তখন তিনি সবিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে তাঁহার বামপার্শ্বের চেয়ারের উপর বসাইলেন। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলে পর, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কতক্ষণ এখানে আগমন করিয়াছেন?"

আমি। এখনই আসিতেছি।

মাণিক। আমার এই স্থান অনুসন্ধান করিয়া লইতে আপনার সবিশেষ কোনরূপ কষ্ট হয় নাই ত?

আমি। কোন কষ্ট হয় নাই; কারণ, এই স্থান আমি উত্তমরূপে চিনি। সুতরাং আপনার এই স্থান অনুসন্ধান করিয়া লইতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই।

মাণিক। আপনি এ পর্য্যন্ত কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন কি?

আমি। আমার চাকরী করা সম্বন্ধে?

মাণিক। হাঁ।

আমি। স্থির না করিলে আর আমি এ স্থানে আসিব কেন?

মাণিক। কি স্থির করিলেন, আমাদিগের নিকট চাকরী করা স্থির করিলেন, কি পূর্ব্ব হইতে যে স্থানে চাকরী পাইয়াছেন, সেই স্থানেই গমন করাই স্থির হইল?

আমি। না মহাশয়! আমি আর সেই স্থানে গমন করিতেছি না। আপনাদিগের অধীনেই চাকরী করাই আমি স্থির করিয়াছি। এখন কোন্ সময় হইতে এবং কোথায় আমাকে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে, তাহা আপনি আমাকে বলিয়া দিন, আমি সেই স্থানে গমন করিয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হই।

মাণিক। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া আপাততঃ আপনাকে কোন স্থানেই গমন করিতে হইবে না। এই স্থান হইতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে; কেবলমাত্র মফঃস্বলের যখন যে স্থানে আমাদিগের মনিব একটী করিয়া শাখা-ব্যবসায় স্থাপন করিবেন, সেই সময় কেবলমাত্র একবার সেই স্থানে গমন করিলেই চলিবে। তৎপরে সেই স্থানের কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, পুনরায় আপনি এই কলিকাতায় আগমন করিবেন।

আমি। কোন্ তারিখ হইতে আমি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইব?

মাণিক। অদ্য হইতেই আপনি আমাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বেতন অদ্য হইতে আপনি পাইবেন; কিন্তু নিয়োগ-পত্র আজ আমি আপনাকে প্রদান করিতেছি না। আপনি কল্য এই সময় একবার এখানে আগমন করিবেন, সেই সময়ে আমা-দিগের কার্য্যের নিয়ম অনুসারে আমি আপনাকে একমাসের অগ্রিম বেতন সহ আপনার নিয়োগ-পত্র আপনাকে প্রদান করিব, এবং আপাততঃ আপনাকে কি কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহাও আপনাকে বলিয়া দিব। বোম্বাই সহরের যে মহাজনের নিকট আপনি চাকরী পাইয়াছিলেন, তাঁহার লিখিত যে সকল চিঠিপত্র আপনার নিকট আছে, এবং নূতন কার্য্যে নিযুক্ত হইবার যে নিয়োগ-পত্র আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কল্য যে সময় আপনি আমার নিকট আগমন করিবেন, সেই সময় সেই সকল আপনার সঙ্গে করিয়া আনিবেন।

আমি। সেগুলিতে আপনার প্রয়োজন?

মাণিক। প্রয়োজন আছে বলিয়াই বলিতেছি। আনিলেই দেখিতে পাইবেন।

আমি। আচ্ছা, তাহাই হইবে।

এই বলিয়া আমি সে দিবস সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া, আপন স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। একবার মনে করিলাম, আমার নিয়োগ-পত্র বা চিঠিপত্রে উঁহার প্রয়োজন কি? কেন আমি সেই সকল দ্রব্য তাঁহার নিকট লইয়া যাইব। আবার ভাবিলাম, আমি যে অপর স্থানে চাকরী সংগ্রহ করিতে পারি-য়াছি, তাহা হয় ত তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করেন নাই,

এই নিমিত্তই সেই কাগজ দেখিতে চাহিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা প্রকৃত, কি মিথ্যা, তাহাই মাণিকচাঁদ বাবু, বোধ হয়, জানিতে চাহেন। সে যাহাই হউক, সেই সকল কাগজ-পত্র তাঁহাকে দেখাইতে আমি কোনরূপ অনিষ্ট-জনক বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া পরদিবস আমি আমার নিয়োগ-পত্রের সহিত পুনরায় সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, দ্বারবান্ সেইরূপ ভাবেই বসিয়া আছে, মাণিকচাঁদ বাবু সেই স্থানে সেইরূপ ভাবে বসিয়া সবিশেষ মনোযোগের সহিত আপন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় আমি মাণিকচাঁদ বাবুর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে, তিনি আমাকে সেই চেয়ারের উপর উপবেশন করিতে কহিলেন। আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলে, তিনি তাঁহার হস্তস্থিত লেখনী সেই টেবিলের উপর রাখিয়া আমার দিকে একটু ঘুরিয়া বসিলেন ও আমাকে কহিলেন, "কেমন মহাশয়! আপনি আমাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন ত?"

আমি। হাঁ মহাশয়! সে কথা আমি গত কল্যই ত আপনাকে বলিয়াছি।

মাণিক। আমি যে সকল কাগজ-পত্র আনিতে বলিয়াছিলাম, তাহা আপনি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, না ভুল-ক্রমে আপনার বাসায় রাখিয়া আসিয়াছেন?

আমি। না মহাশয়! আমি ভুল-ক্রমে উহা রাখিয়া আসি নাই, সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছি। উহা আমি আপনার হস্তে এখনই প্রদান করিব কি?

মাণিক। না, এখন নয়, একটু অপেক্ষা করুন। যখন আমার প্রয়োজন হইবে, তখনই আপনি উহা আমাকে প্রদান করিবেন। এখন আপনি আপনার অগ্রিম বেতন গ্রহণ করিয়া আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হউন।

এই কথা শুনিয়া মাণিকচাঁদ তাঁহার টেবিলের দেরাজ হইতে দশখানি দশ টাকা হিসাবের নোট বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন ও কহিলেন, "এই নিন্ মহাশয়! আপনার অগ্রিম বেতন।"

আমি নোট দশখানি আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া কহিলাম, "ইহার নিমিত্ত আমার কোনরূপ রসিদ দিতে হইবে কি?"

মাণিক। না, বেতনের টাকা পাইলেন, তাহার আর রসিদ কি? দেখি, আপনি কি কাগজ-পত্র আনিয়াছেন।

মাণিকচাঁদের এই কথা শুনিয়া আমার নিয়োগ-পত্রখানি ও একখানি চিঠি যাহা আমি বোম্বাই হইতে কয়েকদিবসমাত্র অগ্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা তাঁহার হস্তে প্রদান করিলাম।

মাণিকচাঁদ নিয়োগ-পত্রখানি ও চিঠিখানি একবার পড়িয়া দেখিলেন ও পরিশেষে কহিলেন, "আপনি এই পত্রের উত্তর লিখিয়াছেন কি?"

আমি। না।

মাণিক। নিয়োগ-পত্রখানি পাইবার পর, কোন পত্র লিখিয়াছেন?

আমি। না, সর্ব্বপ্রথমে আমি যে একখানি দরখাস্ত করিয়াছিলাম, তদ্ব্যতীত আমি আর কোন পত্রাদি সেই স্থানে লিখি নাই।

মাণিক। এখন এই পত্রের উত্তর আপনাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

আমি। উত্তর আর কি লিখিব?

মাণিক। কেন, আপনি সেই চাকরী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন, একথা লিখিয়া দেওয়া উচিত নয় কি?

আমি। না লিখিলেই বা ক্ষতি কি? আমি সেই স্থানে গমন না করিলেই, তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, আমি সেই কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহি। তখন তাঁহারা অপর লোকের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিবেন।

মাণিক। না, উহা কর্ত্তব্য বা ভদ্রোচিত ব্যবহার নহে। কাগজ, কলম প্রভৃতি সমস্তই আপনার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, এখনই একখানি পত্র লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া দিন। আপনার পত্র পাইয়া যখন তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, আপনি তাঁহাদিগের চাকরী করিতে অভিলাষী নহেন, তখন তাঁহারা অপর লোকের বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হইবেন। নতুবা তাঁহাদিগের কার্য্যের সবিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

মাণিকচাঁদের কথা শুনিয়া ভাবিলাম, তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা নিতান্ত যুক্তি-সঙ্গত। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া, তাঁহারই টেবিলের উপর হইতে একখানি কাগজ লইয়া, সেই স্থানেই বসিয়া আমি একখানি পত্র লিখিলাম। সেই পত্রে অধিক কোন কথা লিখিলাম না, কেবল এইমাত্র লিখিলাম, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আপনাদিগের ফারমে যে একটী চাকরী প্রদান করিয়াছিলেন, আমি আপাততঃ সেই চাকরীতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। আপনারা আমাকে

যে বেতন প্রদানে সম্মত আছেন, তাহার দ্বিগুণ বেতনে আমি এই স্থানেই একটী চাকরী প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং আপনা-দিগের প্রদত্ত চাকরী গ্রহণ করিতে পারিলাম না বলিয়া, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।”

পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে মাণিকচাঁদ একখানি অর্দ্ধ আনা মূল্যের থাম আমার হস্তে প্রদান করিলেন। সেই খামের ভিতর আমার লিখিত পত্রখানি পূরিয়া উহাতে শিরোনাম লিখিয়া সেই টেবিলের উপর রাখিলাম। টেবিলের উপর একটী পাত্রে একটু জল রাখাছিল, মাণিকচাঁদ নিজে তাঁহার অঙ্গুলিতে একটু জল লইয়া আমার সম্মুখে উহা বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং আমাকে কিছু না বলিয়া তাঁহার দ্বারবান্‌কে ডাকিলেন। সে পূর্ব্বে হইতে সেই ঘরের বাহিরে বসিয়াছিল, ডাকিবামাত্র সে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। মাণিকচাঁদ বাবু আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই পত্রখানি সেই দ্বারবানের হস্তে প্রদান করিলেন ও কহিলেন, “এই পত্রখানি এখনই তুমি ডাকঘরে দিয়া আইস।”

দ্বারবান্ দ্বিরুক্তি না করিয়া, সেই পত্র হস্তে দ্রুতপদে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে দিবস আর যতক্ষণ আমি সেই স্থানে ছিলাম, তাহার মধ্যে সেই দ্বারবানকে আমি আর দেখিতে পাইলাম না।

দ্বারবান্ প্রস্থান করিলে পর, মাণিকচাঁদ বাবু আমার প্রদত্ত সেই নিয়োগ-পত্র ও বোম্বাইয়ের যে পত্রখানি আমি তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা তিনি তাঁহার টেবিলের দেরাজের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং আমাকে কহিলেন, “এগুলি এখন আমার নিকট রহিল।”

মাণিকচাঁদ বাবুর এই কথার কোনরূপ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি কহিলেন, "এখন আমি অতিশয় ব্যস্ত ; আপনি এখন আপনার বাসায় গমন করিতে পারেন। আপনাকে আমি একটী কার্য্য প্রদান করিতেছি, যে কয়দিবসে পারেন, সেই কার্য্যটী আপনি সম্পন্ন করুন। চারিদিবস পরে একবার আপনি এই স্থানে আসিয়া আমাকে বলিয়া যাইবেন যে, সেই কার্য্য কতদূর পর্য্যন্ত আপনি সম্পন্ন করিতে পারগ হইয়াছেন। সবিশেষ তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই।

আমি। কি কার্য্য করিতে হইবে?

মাণিক। বঙ্গদেশের মধ্যে কোন্ কোন্ নগরে আমাদিগের শাখা-কার্য্যস্থান করিবার প্রয়োজন, তাহারই একটী তালিকা প্রস্তুত করুন। তাহার পর আর যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা আমি পরে বলিব।

আমি। আমি কিরূপে সেইরূপ তালিকা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইব?

মাণিক। কেন, আপনি বহুদিবস পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিয়া একটী ভাল ফারমেই কর্ম্ম করিয়া আসিতেছিলেন। সেই ফারমের সহিত বঙ্গদেশের যে যে স্থানের ফারমের কার্য্য ছিল, তাহা আপনি উত্তমরূপেই অবগত আছেন। সুতরাং একটু চিন্তা করিয়া, আপনি সেই সকল স্থানের একটী তালিকা অনায়াসেই প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন। তদ্ব্যতীত এই কলিকাতায় আরও অনেক ফারমের কর্ম্মচারীগণের সহিত যে আপনার সবিশেষরূপ আলাপ-পরিচয় আছে, সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আবশ্যক হইলে আপনি তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারেন।

আমি। আচ্ছা তাহাই হইবে। আপনার আদেশানুযায়ী একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া, চারিদিবস পরে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

মাণিক। আমি আপনার উপর যে কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিলাম, তাহা শুনিতে যেরূপ সহজ বোধ হইতেছে, কার্য্যে কিন্তু ততদূর সহজ নহে। চারিদিবসের মধ্যেই যে আপনি সেই কার্য্য শেষ করিতে পারিবেন, তাহা আমার বোধ হয় না। তথাপি যতদূর সম্ভব, সেই কার্য্য করিয়া, চারিদিবস পরে পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অপর আর কোন্ কোন্ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার আপাততঃ প্রয়োজন হইবে, তাহাও আমি সেইদিবস আপনাকে বলিয়া দিব।

এই বলিয়া মাণিকচাঁদ আপন কার্য্যে তাঁহার মন নিযুক্ত করিলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, এ সম্বন্ধে তিনি এখন আর অধিক সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া, আমি আস্তে আস্তে সেইদিবস সেই স্থান পরিত্যাগ করিলাম, এবং ক্রমে আপন বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চারিদিবসকাল অনবরত ভাবিয়া-চিন্তিয়া এবং অপর ফারমের আমার পরিচিত অপরাপর কর্ম্মচারীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বঙ্গদেশের যতগুলি প্রধান প্রধান নগরের নাম সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাহা সংগ্রহ করিয়া, তাহার একটী তালিকা প্রস্তত করিলাম। চারিদিবস পরে, অর্থাৎ পঞ্চমদিবসে আমি সেই তালিকা সহ পুনরায় রাজার কাট্‌রায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে ইতিপূর্ব্বে মাণিকচাঁদকে আমি যেরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলাম, আজও দেখিলাম, তিনি সেই স্থানে সেইরূপ অবস্থায় বসিয়া কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার দ্বারবানও সেইরূপে ঘরের বাহিরে বসিয়া রহিয়াছে।

আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই তিনি আমাকে সেই স্থানে বসিতে বলিলেন। আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলে পর, তিনি কহিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমার হাতের কার্য্যটী শেষ করিয়া, আপনার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইতেছি।" এই বলিয়া তিনি আপনার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন, আমি সেই স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া রহিলাম। এইরূপে প্রায় একঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইলে পর, তিনি আপনার হস্তস্থিত কলম সেই স্থানে রাখিয়া আমার দিকে চাহিলেন ও কহিলেন, "এখন আমি আপনার কথায় মনোনিবেশ করিতে প্রস্তত; বলুন, এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

আমি। আপনাকে এখন কিছুই করিতে হইবে না। আপনি আমাকে একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন, তাই আমি অদ্য আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

মাণিক। বঙ্গদেশের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে আমাদিগের শাখা-কার্য্যালয় খুলিতে হইবে, তাহারই তালিকা?

আমি। হাঁ।

মাণিক। প্রস্তুত হইয়াছে?

আমি। একরূপ প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি।

মাণিক। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ একটী কার্য্য আপনি সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া না দেখিলে, এরূপ তালিকা সহজে কোনরূপে প্রস্তুত হইতে পারে না। সেই তালিকা প্রস্তুত করিতে আমি আপনাকে দশদিবস সময় প্রদান করিয়াছিলাম না?

আমি। না মহাশয়! আপনি আমাকে চারিদিবসমাত্র সময় প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারই মধ্যে যতদূর সম্ভব, আমি একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি। আপনি একবার দেখিলেই জানিতে পারিবেন যে, সেই তালিকা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইতে পারিয়াছি কি না?

এই বলিয়া আমার আনীত তালিকাখানি মাণিকচাঁদের হস্তে প্রদান করিলাম।

মাণিকচাঁদ সেই তালিকাখানি একবার আদ্যোপান্ত দেখিয়া কহিলেন, "এই তালিকায় আপনি অনেকগুলি নাম লিখিয়াছেন সত্য; কিন্তু আমার বিশ্বাস, বঙ্গদেশের মধ্যে ইহা অপেক্ষাও কারবারের অনেক ভাল ভাল স্থান আছে, সেই স্থানগুলিও

আপনি যদি সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলেই ভাল হয়। আমি আপনাকে আরও দশদিবসের সময় প্রদান করিতেছি, একটু সবিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই দশদিবসের মধ্যে যাহাতে আপনি এই কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন। আর অদ্য হইতে একাদশ দিবসের দিন আপনি পুনরায় আমার নিকট আগমন করিয়া, আপনার প্রস্তুত করা তালিকাখানি আমাকে প্রদান করিবেন। সেইদিবস হইতেই সেই সকল স্থানে শাখা-কার্য্যালয় সকল স্থাপন করিতে যেরূপ বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন হইবে, তাহা আমি করিব। কোন্ কোন্ স্থানে শাখা কার্য্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত আর যেন অধিক সময় ব্যয় না হয়। এই দশদিবসের মধ্যেই যেন সমস্ত কার্য্য শেষ হয়।"

আমি। কোন্ কোন্ স্থানে শাখা-কার্য্যালয় স্থাপন করিলে চলিতে পারে, অনেক ভাবিয়া এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়া, তাহা ত আমি একরূপ স্থিরই করিয়াছি। তদ্ব্যতীত আর যে সকল কারবার-উপযোগী স্থান আছে, তাহা জানিয়া লইতে দশদিবসের প্রয়োজন হইবে না, দুই চারিদিবসের মধ্যেই আমি উহা স্থির করিয়া লইতে পারিব।

মাণিক। সে উত্তম কথা। যে কার্য্য আপনি আর চারিদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারিবেন বলিয়া আপনার বিশ্বাস, সেই কার্য্য দশদিবসের মধ্যে যে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি এত কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, দশদিবসের মধ্যে আমি কোনরূপেই অপর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইব না। একাদশ দিবসে ঠিক

এই সময় আপনি এখানে আগমন করিবেন, সেইদিবস আমি সমস্ত স্থির করিয়া লইব।

যেরূপ আদেশ পাইলাম, কার্য্যেও আমি সেইরূপ করিলাম। দেখিয়া শুনিয়া আরও কতকগুলি ভাল ভাল স্থানের নাম বাহির করিয়া দুই তিনদিবসের মধ্যে একটী তালিকা প্রস্তুত করিলাম। তালিকাখানি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া গেলে, আমি ভাবিলাম, একবার রাজার কাট্‌রায় গিয়া মাণিকচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি। দেখি, তিনি সেই তালিকা সম্বন্ধে আর কোনরূপ নূতন কথা বলেন কি না?

এই ভাবিয়া আমি পঞ্চমদিবসের দিন পুনরায় সেই রাজার কাট্‌রায় গমন করিলাম; কিন্তু সে দিবস মাণিকচাঁদ বা তাঁহার দ্বারবানকে দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম, ঘর তালাবদ্ধ। পুনরায় তাহার পরদিবস গমন করিলাম, সে দিবসেও সেইরূপ তালাবদ্ধ দেখিলাম। এইরূপে দশমদিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার করিয়া সেই স্থানে গমন করিতে লাগিলাম; কিন্তু একদিবসের নিমিত্তও মাণিকচাঁদ বা তাঁহার দ্বারবানের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া মনে করিলাম, কোন কার্য্যবশতঃ হয় ত মাণিকচাঁদ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, অথবা তাঁহার কোনরূপ শারীরিক অসুস্থতা উপস্থিত হইয়াছে।

একাদশ দিবসের দিন পুনরায় সেই স্থানে গমন করিলাম। পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে মাণিকচাঁদ এবং তাঁহার দ্বারবানকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, আজ উভয়কেই সেইরূপ ভাবে দেখিলাম। দেখিলাম, দ্বারবান্ সেই ঘরের দরজায় বসিয়া আছে, আর মাণিকচাঁদ ঘরের ভিতর বসিয়া লেখাপড়ায় নিযুক্ত আছেন।

আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই মাণিকচাঁদ পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে বসিবার স্থান প্রদান করিলেন। আমি সেই স্থানে উপ-বেশন করিলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মহাশয়! আপনার উপর আমি যে কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলাম, তাহা শেষ করিতে পারিয়াছেন কি?"

উত্তরে আমি কহিলাম, "সে কার্য্য আমার অনেকদিবস শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি তাহার একটী সম্পূর্ণ তালিকাও প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া আমি যে তালিকাখানি প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি উহা আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া একবার আদ্যোপান্ত উত্তমরূপে দেখিলেন ও পরিশেষে কহিলেন, "আমার বোধ হইতেছে, আপনি যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতেই আপাততঃ আমা-দিগের কার্য্য চলিতে পারিবে। অদ্য এই তালিকাখানি আমার নিকট থাকুক, সময়মত আমি উহা একবার আদ্যোপান্ত দেখিয়া রাখিব। আপনি কল্য পুনরায় আগমন করিবেন, সেই সময় উভয়ে পরামর্শ করিয়া, যে যে স্থানে শাখা-কার্য্যালয় স্থাপন করা বিবেচনা-সিদ্ধ হয়, সেই সেই স্থানে কার্য্যালয় স্থাপন করিবার বন্দোবস্ত করা যাইবে।" এই বলিয়া, সেই তালিকাখানি মাণিকচাঁদ আপনার নিকট রাখিয়া দিলেন। আমিও আপন স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পরদিবস পুনরায় রাজার কাট্‌রায় গমন করিয়া দেখিলাম, মাণিকচাঁদ পূর্ব্বের ন্যায় আপন আফিসে বসিয়া কর্ম্ম-কার্য্য করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি নিতান্ত দুঃখভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমি বড়ই দুঃখের সহিত আপনাকে বলিতেছি

যে, আপনি এত পরিশ্রম ও এত সময় নষ্ট করিয়া যে তালিকাখানি প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং যাহা গত কল্য আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা যে আমি কোথায় ফেলিয়াছি, আমি তাহার কিছুই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হইতেছে, আপনাকে পুনরায় সেইরূপ আর একখানি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।"

মাণিকচাঁদের কথা শুনিয়া আমি কহিলাম, "তালিকাখানি দৈবাৎ হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া আপনাকে সবিশেষ চিন্তিত হইতে হইবে না। আমি যে তালিকাখানি আপনাকে প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার একখানি নকল আমার নিকট আছে; যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে এখনই আনিয়া আমি উহা আপনাকে প্রদান করিতে পারি।"

আমার কথার উত্তরে মাণিকচাঁদ কহিলেন, "আপনি যে সেই তালিকার একটী নকল রাখিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমি সবিশেষ রূপে সন্তুষ্ট হইলাম। আপনাকে পরিশ্রম করিয়া উহা এখনই আনিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কল্য আপনি উহা লইয়া আমার নিকট এই সময় আসিবেন।" এই বলিয়া মাণিকচাঁদ, সেই দিবসও আমাকে সেই স্থান হইতে বিদায় করিলেন।

আমার নিকটে যে তালিকাখানি ছিল, তাহার একটী নকল প্রস্তুত করিয়া মাণিকচাঁদের আদেশ-অনুযায়ী সেই তালিকাখানি সঙ্গে লইয়া পরদিবস পুনরায় তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই দিবস তিনি আমার সহিত উত্তমরূপে কোন কথা কহিলেন না, কেবলমাত্র আমার নিকট হইতে তালিকাখানি গ্রহণ করিলেন, এবং এইমাত্র কহিলেন, "অদ্য আমার শরীর একটু

অসুস্থ বোধ হইতেছে। তালিকাখানি এখন আমার নিকট থাকিল, আমি সময়মত উহা দেখিয়া রাখিব। আপনি চারিদিবস পরে পুনরায় আসিবেন, সেই দিবস সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিব।"

আমি তাঁহারই আদেশ-অনুযায়ী চারিদিবস পরে, অর্থাৎ গত কল্য তাঁহার নিকট পুনরায় গমন করিয়াছিলাম। কল্যও তিনি আমাকে এই বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছেন, "আমি সেই তালিকাখানি এখন পর্য্যন্তও উত্তমরূপে দেখিয়া উঠিতে পারি নাই। আপনি পরশ্ব তারিখে পুনরায় আগমন করিবেন, সেই দিবস উল্লিখিত কার্য্যের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া ফেলিব।"

মহাশয়! আমি আমার এই চাকরীর অবস্থা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি প্রতিদিন মাণিকচাঁদ কর্ত্তৃক কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছি, বা কোনরূপ জুয়াচোরের হস্তে পতিত হইয়া কোনরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার পথ প্রসারিত করিতেছি; তাহার কিছুই আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই নিমিত্ত আমি আপনার পরামর্শ লইবার মানসে আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এবং এ পর্য্যন্ত যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা যতদূর সম্ভব আমি মনে করিতে পারিয়াছি, তাহা আপনার নিকট আমি বিবৃত করিলাম। এখন মাণিকচাঁদের আদেশ আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে, অর্থাৎ আগামী কল্য পুনরায় আমাকে সেই স্থানে যাইতে হইবে। এরূপ অবস্থায় আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, সেই উপদেশই আমি শিরোধার্য্য করিয়া, আপনার আদেশমত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বালমুকুনের কথাগুলি আমি সবিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলাম। তাহার কথাগুলি শেষ হইয়া গেলে, আমি সমস্ত অবস্থাগুলি একবার উত্তমরূপে ভাবিয়া দেখিলাম; কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। একবার ভাবিলাম, যে ব্যক্তি অগ্রিম বেতন একশত টাকা প্রদান করিয়াছে, অথচ বালমুকুনের নিকট হইতে একটীমাত্র পয়সাও গ্রহণ করে নাই, সে যে উহার সহিত জুয়াচুরি করিতেছে, একথা কিরূপেই বা বিশ্বাস করিতে পারি? অথচ যে ব্যক্তি নিজ হইতে অগ্রিম বেতন দিয়া বালমুকুন্‌কে তাহার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া সামান্য সামান্য কার্য্যের ভান করিয়া কেবলমাত্র সময় অতিবাহিত করিতেছেন, তাঁহার মনে একবারেই যে কোনরূপ দুরভিসন্ধি নাই, তাহাও সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না। অথচ ইহার ভিতর একটী নূতন কথাও শুনিতেছি। এ পর্য্যন্ত আমি কখন শুনি নাই যে, সরকারী বা ব্যবসাদারী কোন আফিসে কি কোন ফারমে প্রত্যেকমাসে অগ্রিম বেতন দেওয়ার নিয়ম আছে। এরূপ অগ্রিম বেতন প্রদান করার অর্থই বা কি, তাহাও বুঝিয়া উঠা নিতান্ত সহজ নহে। যে ব্যক্তি মাণিকচাঁদ নামে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছে, সে লোকটাই বা কে, তাহা একবার দেখিলে কোন ক্ষতি নাই। তাহাকে স্বচক্ষে দেখিলে ও তাহার সহিত

দুই চারিটী কথা কহিলেও, সে যে কি চরিত্রের লোক, অথবা ইহার মধ্যে তাহার কোন দুরভিসন্ধি আছে কি না, তাহাও বোধ হয়, অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমি বালমুকুন্‌কে কহিলাম, "আপনি যাহা যাহা কহিলেন, তাহার সমস্ত আমি শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু কি নিমিত্ত যে, এইরূপ বন্দোবস্ত হইতেছে, তাহার কিছুই আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হয়, আমি যদি স্বচক্ষে তাহাকে একবার দেখিতে পাই, এবং তাহার সহিত দুই চারিটী কথাবার্ত্তা কহিতে পাই, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে আমি অনেকটা মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব।"

বালমুকুন্। আমি ত কল্য পুনরায় সেই স্থানে গমন করিব। আপনি কেন একবার সেই সময় আমার সহিত চলুন না? তাহা হইলে ত তাহার সহিত আপনার অনায়াসেই সাক্ষাৎ হইতে পারিবে?

আমি। আমি কি বলিয়া সেই স্থানে গমন করিব? আর যদি আমাকে তাহার সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে না দেয়?

বালমুকুন্। প্রবেশ করিতে না দিবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না। আজকাল আমি বিনা-সংবাদে যেমন একবারে তাহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করি, কল্যও সেইরূপ ভাবে একবারে তাহার সেই ঘরের ভিতর চলিয়া যাইব। আপনিও কাহাকেও কিছু না বলিয়া, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবেন। তাহা হইলেই তাহার সেই ঘরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত নিষেধ করিতে সে আর কোনরূপে সময় পাইবে না। সুতরাং অনায়াসেই আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

আমি। আচ্ছা, যেন তাহাই হইল, আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মাণিকচাঁদের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। তাহার পর, যখন সে জিজ্ঞাসা করিবে, আমি কে, এবং কি নিমিত্তই সেই স্থানে গমন করিয়াছি, তথন আমি তাহাকে কি উত্তর প্রদান করিব?

বালমুকুন্। উত্তর করিবার আর ভাবনা কি? আপনাকে কোন কথা কহিতে হইবে না, আমিই তাহার কথার উত্তর প্রদান করিব। আমি কহিব, "ইনি আমার একজন বিশ্বাসী বন্ধু। তাই ইনি আমার নূতন মনিবের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার মানসে আমার সহিত আগমন করিয়াছেন।"

আমি। এরূপ পরিচয় প্রদান করিলে চলিবে না। কারণ, তাহার মনে যদি প্রকৃতই কোনরূপ দুরভিসন্ধি থাকে, এবং আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে তাহার আন্তরিক ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে এক কথাতেই তিনি আমাকে বিদায় করিয়া দিতে পারেন। তাহা হইলে আমরা কিরূপে আমাদিগের অভিসন্ধি পূর্ণ করিতে সমর্থ হইব?

বালমুকুন্। এক কথায় তিনি আমাদিগকে কিরূপে বিদায় করিবেন?

আমি। তিনি অনায়াসেই বলিতে পারেন, 'এখন আমি নানারূপ কার্য্যগতিতে অতিশয় ব্যস্ত; সুতরাং এই সময় আপনার বন্ধুর সহিত যে দুইদণ্ডকাল কথাবার্ত্তা কহিব, বা তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিব, সে সময় ত এখন আমার নাই। আমার অবকাশমত সংবাদ পাঠাইয়া দিলে, তিনি যেন অনুগ্রহ-পূর্ব্বক একবার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই

সময় আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে সমর্থ হইব।' এরূপ প্রথমেই যদি তিনি বলিয়া ফেলেন, তাহা হইলে বলুন দেখি, আমি আর কতক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইতে পারিব? তখনই আমাকে তাহার সেই ঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

বালমুকুন্। তাহা ত প্রকৃত। তাহা হইলে এখন অন্য কি উপায় অবলম্বন করিলে, আপনাকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে পারি? আপনি সে বিষয়ে কিরূপ পরামর্শ দেন?

আমি। আমার বোধ হয়, এক উপায় অবলম্বন করিলে, তাহার সহিত দুই চারিটী কথা হইলেও হইতে পারে।

বালমুকুন্। কি উপায়?

আমি। আপনি যেরূপ কহিলেন, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া, আমি আপনার সহিত তাহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিব। আমি কে, জিজ্ঞাসা করিলে, আপনি তাহাকে এই বলিতে পারেন, 'ইনি আমার একজন বন্ধু, এবং ব্যবসা-কার্য্যে ইনি অতিশয় পারদর্শী; কিন্তু আজকাল ইনিও বেকার অবস্থায় বসিয়া আছেন। বঙ্গদেশের নানাস্থানে যে সকল শাখা-কার্য্যালয় স্থাপন করিতে হইবে,' তাহার নিমিত্ত যে অনেক লোকের প্রয়োজন হইবে, সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারই নিমিত্ত আমি ইঁহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি, ইঁহাকে আপনি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এবং ইঁহার দ্বারা কার্য্য-নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, এরূপ যদি আপনি বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ইঁহাকে আপনি অনায়াসেই নিযুক্ত করিতে পারেন। ইঁহাকে বিশ্বাস করা, বা ইঁহার হস্তে অর্থাদি প্রদান করা সম্বন্ধে কোনরূপ

চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, সে সম্বন্ধে আমি নিজেই উঁহার জামিন থাকিতে প্রস্তুত আছি।'

"আমার বিবেচনায় যদি আপনি তাহাকে এইরূপে আমার পরিচয় প্রদান করেন, তাহা হইলে হয় ত তিনি আমার সহিত দুই চারিটী কথা কহিলেও কহিতে পারেন। আর যদি ইহাতেও তিনি আমার সহিত কোনরূপ আলাপ-পরিচয় না করেন, তাহা হইলে তখন উপস্থিত মত যেরূপ বিবেচনা হয়, সেইরূপই করা যাইতে পারিবে।"

আমার কথা শুনিয়া বালমুকুন্ কহিল, "আচ্ছা মহাশয়! তাহাই হইবে; আপনি যেরূপ বলিলেন, আমি সেইরূপই করিব। এখন অনুগ্রহ করিয়া আপনাকে কল্য আমার সহিত গমন করিতেই হইবে। কল্য যে সময় আমি তাঁহার নিকট গমন করিব, তাহার পূর্ব্বে আমি আপনার নিকট আসিয়া, আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। আপনার ন্যায় কোন ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে ইহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া লওয়া আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তির কার্য্য নহে।"

এরূপ কার্য্য যদিও আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত নহে; তথাপি ইহার ভিতর কোন দুরভিসন্ধি আছে কি না, তাহা জানিয়া লইবার নিমিত্ত আমারও ইচ্ছা হইল। যাহা হউক, পরদিবস তাহার সহিত গমন করিয়া, তাহাকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিবস সময় মত বালমুকুন্‌ আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, আমিও তাঁহার সহিত রাজার কাট্‌রায় গমন করিলাম। বালমুকুন্‌ পূর্ব্বে আমার নিকট যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গমন করিয়া আমিও সেইরূপ দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, বাস্তবিকই তাহার ঘরের সম্মুখে পরদার বাহিরে দ্বারবান্‌-বেশী একটী লোক বসিয়া রহিয়াছে। বালমুকুন্‌ পূর্ব্বের পরামর্শানুযায়ী সেই দ্বারবানকে কিছু না বলিয়া, সেই পরদা উঠাইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই ঘরের ভিতর গমন করিলাম। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, যে ব্যক্তি মাণিকচাঁদ বলিয়া পূর্ব্বে বালমুকুন্‌কে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি সেই গৃহের মধ্যে পূর্ব্ব-বর্ণিত অবস্থায় আপন কার্য্যে অতি মনোযোগের সহিত রত রহিয়াছেন। টেবিলের উপর কতকগুলি কাগজ-পত্র ছড়ান রহিয়াছে; কিন্তু তিনি সেই সকল কাগজ-পত্র লইয়া যে কোনরূপ কার্য্য করিতেছেন, তাহা আমার বোধ হইল না। আমার বোধ হইল, তিনি একখানি পত্র লিখিতেছেনমাত্র। পত্র লিখিতেছেন সত্য; কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহার সম্মুখস্থিত একখানি সংবাদ-পত্রের দিকে এক একবার লক্ষ্য করিতেছেন। সংবাদ-পত্রখানি দেখিয়া বোধ হইল, উহা এদেশীয় সংবাদ-পত্র নহে, বোম্বাই প্রদেশের কোন একখানি সংবাদ-পত্র; কিন্তু ইংরাজীতে লেখা।

আমরা সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই, যে পত্রখানি তিনি লিখিতেছিলেন, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ছিঁড়িয়া সেই স্থানে ফেলিয়া দিলেন, এবং সংবাদ-পত্রখানির উপর অপর কতক-গুলি কাগজ-পত্র স্থাপিত করিয়া আমাদিগের দিকে একবার লক্ষ্য করিলেন ও কহিলেন, "কে? বালমুকুন্ আসিয়াছ? তোমার সঙ্গে এই যে বাবুটী আসিয়াছেন, ইনি কে?"

মাণিকচাঁদের কথার উত্তর করিবার পূর্ব্বেই বালমুকুন্ সেই স্থানে একখানি চৌকির উপর উপবেশন করিলেন, এবং আমাকে আর একখানি চৌকি দেখাইয়া দিয়া, সেই স্থানে আমাকে বসিতে কহিলেন। আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলে পর, বালমুকুন্ মাণিকচাঁদের কথার উত্তরে কহিলেন, "আমি ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, ইনি আমার একজন বিশ্বাসী বন্ধু, এবং ব্যবসা-কার্য্যে ইনি সবিশেষ নিপুণ; কিন্তু আজকাল ইনিও বেকার অবস্থায় বসিয়া আছেন, ইঁহার হস্তে কোন কর্ম্ম-কার্য্য নাই। বঙ্গদেশের নানাস্থানে আমাদিগের শাখা-কার্য্যালয় খুলিতে হইলে, অনেক লোকের প্রয়োজন হইবে, তাই আমি ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। আমি ত ইঁহাকে সবিশেষ উপযুক্ত লোক বলিয়া জানি। এখন আপনি ইঁহার সহিত প্রয়োজন মত কথাবার্ত্তা কহিয়া দেখুন, আপনার বিবেচনায় যদি ইনি আমাদিগের কার্য্যোপযোগী মনে করেন, তাহা হইলে ইঁহাকেও আপনাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন।"

বালমুকুনের এই কথা শুনিয়া মাণিকচাঁদ আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কেমন মহাশয়! আপনি আমাদিগের ব্যবসা-কার্য্যে আমাদিগের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন কি?"

মাণিকচাঁদ আমাকে এই কয়েকটী কথা কহিলেন সত্য; কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি তাঁহার অন্তরের ভাব আমার নিকট প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার মুখ দিয়া তাঁহার কথা বেশ স্পষ্টরূপে বাহির হইতেছে না, মুখশ্রী যেন বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছে, চক্ষুতে যেন স্বাভাবিক জ্যোতিঃ নাই, হস্তপদ যেন অল্প অল্প কাঁপিতেছে। মাণিকচাঁদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার বেশ প্রতীয়মান হইল, তাঁহার অন্তরে যেন কোন একটী ভয়ানক ভাবের উদয় হইয়াছে। তিনি মনের সেই ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোনরূপে পারিয়া উঠিতেছেন না।

মাণিকচাঁদের কথার উত্তরে আমি কহিলাম, "যখন অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তখন আপনাদিগের নিকট কার্য্য না করিব কেন? আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে আদেশ করুন, অদ্য হইতেই আমি আপনাদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত হই।"

আমার কথা শুনিয়া মাণিকচাঁদ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বোধ হইল, যেন তিনি আমাকে কিছু বলিতে চাহিতেছেন, অথচ বলিতে পারিতেছেন না; তাঁহার মুখ দিয়া তাঁহার মনের এরূপ ভাব বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

একটু চিন্তা করিয়া পরিশেষে তিনি আমাকে কহিলেন, "আচ্ছা, আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এখন আপনি গমন করিতে পারেন। কোন্ কোন্ স্থানে আমাদিগের কার্য্যালয় স্থাপিত করিতে হইবে, তাহা স্থির হইবামাত্রই আমি বালমুকুন্দের দ্বারা আপনাকে সংবাদ প্রদান করিব। সেই সময়

আপনি আসিয়া আমাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। কেমন বালমুকুন্! ইহাই উত্তম পরামর্শ নহে ?”

বালমুকুন্। আপনি যেমন বিবেচনা করেন।

মাণিক। অদ্য আমি আপনাকে গোপনে দুই চারিটী কথা কহি।

বালমুকুন্। তাহা বলিতে পারেন। ইঁহার নিকট আমার কোন কথা গোপনীয় নাই, ইনি আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু। ইঁহার সম্মুখেই আমাকে সমস্ত কথা বলিতে পারেন।

মাণিক। ইনি আপনার অতিশয় বিশ্বাসী সত্য ; কিন্তু আমার সহিত ইঁহার সবিশেষরূপ পরিচয় নাই। সুতরাং অদ্য প্রথম দিবসের আলাপের পরই, আমি ইঁহার সম্মুখে আমাদিগের ব্যবসার সকল কথা বলিতে পারি না।

বালমুকুন্। ইঁহার সম্মুখে যদি আপনি একান্তই কোন কথা বলিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে ইনি একটু এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমি আপনার সহিত কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করিতেছি, সেই স্থানে সকল কথা হইতে পারিবে। আপনার পার্শ্বের এই ঘরের ভিতর চলুন না কেন ?

এই বলিয়া বালমুকুন্ তাঁহার কথার উত্তর পাইবার অগ্রেই সেই ঘরের ভিতর গমন করিলেন। মাণিকচাঁদ আমাকে সেই স্থানে বসিতে বলিয়াই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

মাণিকচাঁদকে দেখিয়াই তাহার উপর অনেক বিষয়ে আমার পূর্ব্বেই সন্দেহ হইয়াছিল ; আমরা সেই ঘরের ভিতর প্রথম প্রবেশ করিবার সময় সংবাদ-পত্রখানি লুকাইয়া রাখায় আমার মনে আরও সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি বালমুকুনের সহিত অপর

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্রই, আমি তাঁহার টেবিলের উপর হইতে তাঁহার সেই লুক্কায়িত সংবাদ-পত্রখানি বাহির করিলাম, এবং উহার দুই একস্থানে লক্ষ্য করিবামাত্রই একটী বিষয়ের উপর আমার নয়ন আকৃষ্ট হইল।

সংবাদ-পত্রের এই স্থানটী পাঠ করিয়াই আমার মস্তক ঘুরিয়া গেল, আমি যেন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম। মনে হইল—আমি যাহার সহিত এই স্থানে আসিয়াছি, তাহার নামই ত বালমুকুন্, তিনিই বোম্বাই সহরে সেই প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর কর্ম্মে প্রথমে নিযুক্ত হন। কিন্তু মাণিকচাঁদের কথায় ভুলিয়া তিনি সেই কার্য্য পরিত্যাগ করেন। আমার আরও মনে হইল, বোম্বাই সহরের এই ভয়ানক চুরি ও হত্যাকাণ্ডের সহিত মাণিক-চাঁদের কোনরূপ সংস্রব নাই ত?

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমি যেস্থানে বসিয়াছিলাম, সেই স্থান হইতে নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিলাম, এবং যে ঘরের ভিতর মাণিকচাঁদ ও বালমুকুন্ প্রবেশ করিয়াছিলেন, যতদূর সম্ভব সেই ঘরের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কিরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তাহা শুনিবার মানসে তাঁহাদিগের অলক্ষিতে দ্বারের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলাম।

আমি যেস্থানে দাঁড়াইলাম, সেই স্থান হইতে উহাদের কথোপ-কথন উত্তমরূপে শুনা যাইতে লাগিল। উভয়ের কথোপকথন আমি যতদূর শুনিতে পাইলাম, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ;—

মাণিক। তুমি আমাকে কেন মিথ্যা বলিতেছ? উনি আমাকে চিনুন বা না চিনুন, আমি উঁহাকে চিনি; উনি ডিটেক্‌টিভ-পুলিসের একজন কর্ম্মচারী।

বালমুকুন্। না মহাশয়! আমি মিথ্যা বলিব কেন, উনি ডিটেক্‌টিভ-পুলিসের কর্ম্মচারী নহেন; কিন্তু অনেক পুলিস-কর্ম্মচারীর সহিত উঁহার আলাপ-পরিচয় আছে, এবং অনেক সময় উনি তাহাদিগের নিকট গমন করিয়াও থাকেন। কোন সময় তাহা দেখিয়া বোধ হয়, আপনার এইরূপ ধারণা হইয়াছে।

মাণিক। আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি প্রকৃত কথা বলিবে না, এবং তোমাদিগের মনে যে কি দুরভিসন্ধি আছে, তাহাও প্রকাশ করিবে না। দেখ বালমুকুন্! আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি, আমার সাধ্যমত কিছু উপকারও করিয়াছি, এবং যাহাতে তোমার ভাল হয়, সে বিষয়ও চেষ্টা করিতেছি। এরূপ অবস্থায় ইহা তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য যে, আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবে না।

বালমুকুন্। আমি আপনার নিকট কি কথা গোপন করিব? আমি আপনার কোন কথাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনি আমার অন্নদাতা, আপনি আমাকে আপনাদিগের অধীনে একটী কর্ম্ম করিয়া দিয়া আমাকে যেরূপ উপকৃত করিয়াছেন, তাহা কি আমি সহজে ভুলিয়া গিয়া আপনার অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইব? আর যাহাতে আপনার কোনরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার নিমিত্তই বা আমি কিরূপে চেষ্টা করিতেছি? যে ব্যক্তি কর্ম্ম-প্রার্থী, তাহাকে আমি সঙ্গে করিয়া আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি। বিশেষতঃ আপনি অনেক লোকও নিযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আপনার মনে যদি কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয়, তাহা হইলে আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন, এখনই আমি উঁহাকে এই স্থান হইতে বিদায় করিয়া দিতেছি,

এবং উঁহাকে বলিয়া দিতেছি, 'এই স্থানে আপনার চাকরী হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।'

মাণিক। তুমি এখনও আমাকে এই বলিয়া বুঝাইতে চাহ যে, উনি ডিটেক্‌টিভ-পুলিসের একজন কর্ম্মচারী নহেন, এবং আমার কোনরূপ অনিষ্ট করিবার মানসে এখানে আগমন করেন নাই? আমি কিন্তু তাহা বুঝিতে পারি না।

বালমুকুন। ডিটেক্‌টিভ-পুলিস-কর্ম্মচারীগণের সহিত উঁহার আলাপ-পরিচয় আছে, তাহা আমি জানি; কিন্তু উনি স্বয়ং কর্ম্মচারী কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আপনার কোনরূপ অনিষ্ট-সাধন করিবার মানসে উনি এখানে আগমন করেন নাই। আর যদিই উনি ডিটেক্‌টিভ-কর্ম্মচারী হয়েন, তাহা হইলে আপনি এমন কি দুষ্কার্য্য করিয়াছেন যে, উঁহার দ্বারা আপনার কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা?

মাণিক। আচ্ছা, আপনি আপনার বন্ধুর সহিত ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসিতেছি।

মাণিকচাঁদের এই শেষ কথা শুনিয়া, আমি নিঃশব্দে আসিয়া আপন স্থানে উপবেশন করিলাম। বসিবামাত্রই বালমুকুন সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া যেমন আমার নিকট আগমন করিলেন, অমনি আমি তাঁহাকে কহিলাম, "ইহারা হত্যাকারী। আমি মাণিকচাঁদকে যেমন ধৃত করিব, অমনি আপনি দ্বারবানকে ধরিবেন, কোনরূপে যেন আপনার হাত ছাড়াইয়া সে পলায়ন করিতে না পারে। ইহার সমস্ত ব্যাপার পরে আমি আপনাকে বলিতেছি।"

বালমুকুনকে এই কথা বলিয়াই আমি সেই গৃহ হইতে দ্রুতপদে বাহির হইলাম। দেখিলাম, আমি মনে যাহা ভাবিয়াছিলাম, মাণিকচাঁদ ঠিক তাহাই করিতেছে। পূর্ব্ব-কথিত ঘর, যাহার দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, তাহার একটী দরজা খুলিয়া মাণিকচাঁদ সেই স্থান হইতে সবেগে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ইহা দেখিয়াই ক্রতবেগে আমি গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম, এবং আমার অঙ্গস্থিত উড়ানিদ্বারা তাহাকে উত্তমরূপে বাঁধিয়া তাহারই আফিস-ঘরের ভিতর তাহাকে আনিলাম। বালমুকুনের সাহায্যে দ্বারবানও ধৃত হইল, তাহাকেও উত্তমরূপে বাঁধিয়া তাহার মনিবের নিকট রাখিলাম।

তখন উভয়কেই উত্তমরূপে বাঁধিয়া আমি মাণিকচাঁদকে কহিলাম, "দেখ মাণিকচাঁদ! তুমি যাহা অনুমান করিয়াছিলে, তাহা প্রকৃত; আমি তোমাকে প্রকৃতই ধৃত করিতে আসিয়াছি। সুতরাং এখন যে কেন তোমাকে ধৃত করিলাম, তাহা তুমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। এখন তুমি আমাকে সমস্ত প্রকৃত কথা বলিতে প্রস্তুত আছ কি না?

মাণিক। আমি আপনার কথা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, এবং কেনইবা আপনি আমাদিগকে এরূপে ধৃত করিলেন, তাহারও কিছু অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আমি। যে ব্যক্তি হত্যা করিবার সহায়তা করিতে পারে, ও চুরি করিবার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া অপরের দ্বারা সেই কার্য্য সমাধা করিয়া লইতে পারে, সে যে কেন ধৃত হইল, তাহা তাহার বুঝিতে না পারিবারই কথা। সে যাহা হউক, তুমি এখন প্রকৃত কথা বলিবে, কি না?

আমার এই প্রকার কথা শুনিয়া বালমুকুন কেবল আমার মুখের দিকেই একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার ভাবগতি দেখিয়া অনুমান হইতে লাগিল, আমার এই অবস্থা দেখিয়া বালমুকুন যেন একবারে বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন, ভালমন্দ কিছুই যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বালমুকুনের এই অবস্থা দেখিয়া আমি তাঁহাকে কহিলাম, "আপনি এরূপ বিস্মিত হইতেছেন কেন? ইহারা আপনাকে মধ্যে রাখিয়া একটী ভয়ানক চুরি করিয়াছে, এবং আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবার মানসে একটী হত্যা করিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই।"

মাণিক। এ মিথ্যা কথা। ইহা আপনাকে কে বলিল?

আমি। আমাকে অপরে যাহা কিছু বলুক, বা অপর কোন স্থান হইতে আমি যেরূপে সংবাদ পাই, আর না পাই, তোমারই সংবাদ-পত্রে কি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই কেন একবার পড়িয়া দেখ না। তাহা হইলেই ত আমাকে তোমার আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইবে না। এই বলিয়া মাণিক-চাঁদের টেবিলের উপর যে সংবাদ-পত্রখানি আমি প্রাপ্ত হইয়া পাঠ করিয়াছিলাম, সেই সংবাদ-পত্র হইতে সেই বিষয়টী আমি পাঠ করিলাম। উহার সারমর্ম্ম এইরূপ ঃ——

"ভয়ানক হত্যা ও অদ্ভুত চুরি।"

"অপরাধী ধৃত হইয়াছে; কিন্তু কে যে তাহার এই বিষয়ে সবিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছে, তাহার সন্ধান এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই।"

"বালমুকুন্ নামক এক ব্যক্তি কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া, বোম্বাই সহরের একজন প্রধান ধনীর অধীনে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হয়। চাকরী করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না, তাহার ইচ্ছা, চাকরের ভানে কিছুদিবস সেই স্থানে কার্য্য করিয়া, ধনীর ধনভাণ্ডার প্রভৃতির উত্তমরূপ অনুসন্ধান লয়। এইরূপে সেই মহাজনের কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ অর্থ আছে, তাহা যেমন জানিতে পারিল, অমনি সুযোগমত ক্রমে ক্রমে সেই সকল স্থান যে সকল তালার দ্বারা বন্ধ থাকে, একে একে তাহার সমস্ত চাবি প্রস্তুত করিয়া লয়, এবং সুযোগমত একদিবস রাত্রিকালে সেই সমস্ত তালা খুলিয়া নোট, টাকা, স্বর্ণ-অলঙ্কার ও জহরত-আদিতে প্রায় লক্ষাধিক টাকা অপহরণ করিয়া সমস্ত তালা পুনরায় আবদ্ধ-পূর্ব্বক যেমন বাহির হইবার চেষ্টা করে, সেই সময় একজন দ্বারবান্ উহা জানিতে পারিয়া বালমুকুন্‌কে ধরিবার চেষ্টা করে, এবং চোর চোর বলিয়া ভয়ানক গোলযোগ করে। বালমুকুন্ সেই সময় অনন্যোপায় হইয়া আপনার প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবার মানসে সেই দ্বারবানের উপর সবিশেষরূপ বলপ্রয়োগ করে; কিন্তু যখন কোনরূপেই তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পায়, সেই সময় একখানি অস্ত্র দ্বারা বালমুকুন্ তাঁহাকে সাংঘাতিকরূপ আঘাত করিয়া পলায়নের চেষ্টা করে। সেই অস্ত্রখানি বোধ হয়, বালমুকুন্ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। দ্বারবান সেই অস্ত্রাঘাতেই হতজ্ঞান হইয়া সেই স্থানে পতিত হয়, এবং পরিশেষে ইহজীবন সম্বরণ করে। দ্বারবানকে হত্যা করিয়াও বালমুকুন্ সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হয় নাই, অপরাপর কতকগুলি লোক সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত

হইয়াছিল, পরিশেষে বালমুকুন তাহাদিগের দ্বারা ধৃত হইয়াছে। বালমুকুন যে কে, তাহা এ পর্য্যন্ত সবিশেষরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। পুলিস সবিশেষরূপ যত্নসহকারে এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, বালমুকুন অপর আর কেহই নহে; বোধ হয়, মধ্য-প্রদেশীয় সেই ভয়ানক দস্যু "হীরালাল।" যাহা হউক, এ বিষয়ের সমস্ত রহস্য বাহির হইয়া পড়িলে, ইহার আনুপূর্ব্বিক সংবাদ আমরা পাঠকগণকে প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।"

সংবাদ-পত্রখানি পাঠ করা সমাপ্ত হইলে আমি মাণিকচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন মাণিকচাঁদ! তোমার এখন আর কোন কথা জিজ্ঞাস্য আছে?"

তখন মাণিকচাঁদ আমার কথার আর কোনরূপ উত্তর প্রদান করিতে পারিল না; মস্তক নত করিয়া কেবলমাত্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

বালমুকুন কহিলেন, "কি মহাশয়! আমি এই হত্যা করিয়াছি? দোহাই মহাশয়! আমি সেই স্থানে গমন করি নাই, এই কলিকাতা আমি পরিত্যাগ করি নাই। সেই ফারমে আমার কর্ম্ম হইয়াছিল সত্য; কিন্তু সেই কর্ম্ম আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। যখন আমি সেই স্থানে গমন করি নাই, তখন সেই চুরি ও হত্যা আমার দ্বারা সম্পন্ন হইবে কি প্রকারে?"

আমি। বালমুকুন্! ইহাতে তোমার ভীত হইবার কোন কারণ নাই। যে ব্যক্তি তোমার নাম গ্রহণ করিয়া, সেই স্থানে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত নাম বোধ হইতেছে "হীরালাল।" মাণিকচাঁদ এখন সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া

আমাদিগকে বলিবে, এবং তাহারই বা প্রকৃত নাম কি, তাহাও বোধ হয়, এখন আর সে গোপন করিবে না।

আমার কথা শুনিয়া মাণিকচাঁদ কহিল, "মিথ্যা আপনি আমাকে লইয়া পীড়াপীড়ি করিতেছেন। হীরালাল যে কে, তাহা আমি জানি না, বা এই সংবাদ-পত্রে বর্ণিত চুরি বা হত্যার বিষয় আমি কিছুমাত্র অবগত নহি।"

"অবগত আছ কি না, তাহা পরে জানিতে পারিবে।" এই বলিয়া আমি সেই গৃহের দরজা তালাবদ্ধ করিয়া দিলাম, এবং মাণিকচাঁদ ও দ্বারবানকে লইয়া আমি আমার থানায় গমন করিলাম। থানা হইতে একটী পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলাম। যে পর্য্যন্ত সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া না গেল, সেই পর্য্যন্ত সেই গৃহের উপর পাহারা রহিল।

থানায় গিয়া মাণিকচাঁদ ও সেই দ্বারবানকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখিলাম, এবং সমস্ত বিষয় সবিশেষরূপে বিবৃত করিয়া বোম্বাই-পুলিসের নিকট একখানি জরুরি টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলাম। পরদিবস সেই টেলিগ্রামের উত্তর আসিল; তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ ঃ——

"আপনার টেলিগ্রাম পাইয়াছি। যে বিষয়ের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমরা এখানে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, এবং কিরূপ উপায়ে হীরালাল বালমুকুন পরিচয়ে এই স্থানে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার কিছুই এ পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতে-ছিলাম না। আপনা-কর্ত্তৃক তাহার সমস্তই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং আপনি হীরালালের সহায়তা-কারীগণকে ধৃত করিয়া আমাদিগের যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহা বলিতে

পারি না। আপনি তাহাদিগকে যেন কোনরূপেই ছাড়িয়া দিবেন না। আমরা আপনার নিকট গমন করিতেছি, সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিবেন। আমরা অদ্যই মেল ট্রেণে রওনা হইব।”

এই সংবাদ পাইয়া মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইলাম। কেবলমাত্র সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, দেখিলাম, তাহার সুফলই ফলিয়াছে।

সময় মত দুইজন পুলিস-কর্ম্মচারী বোম্বাই হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই চোর ও হত্যাকারী হীরালালকেও তাঁহাদিগের সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিলেন। হীরালাল প্রথমতঃ কোন কথাই বলিয়াছিল না; কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া মাণিকচাঁদ ও দ্বারবানকে বন্ধনাবস্থায় দেখিতে পাইবার পরই সমস্ত কথা স্বীকার করিল। সে যাহা কহিল, বোম্বাই-পুলিস-কর্ম্মচারীদ্বয় তাহা লিখিয়া লইলেন। উহা আমার লিখিবার প্রয়োজন না থাকিলেও, আমার অভ্যাসের দোষে আমি তাহা লিখিয়া লইলাম। হীরালাল যাহা বলিয়াছিল, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ :—

“আমার নাম হীরালাল। আমার জন্মস্থান মধ্য ভারতে; কিন্তু আমার থাকিবার নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান নাই। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরমাত্রেই আমার একটী না একটী আড্ডা আছে। যখন যে স্থানে গমন করি, তখন সেই স্থানেই দুই চারিদিবস অতিবাহিত করিয়া থাকি। আমি বাল্যকালেই আমাদিগের ভাষায় একরূপ শিক্ষিত হইয়াছিলাম, এবং সকল প্রকার কর্ম্ম-কার্য্যই আমি করিতে জানি। কিন্তু চুরি ভিন্ন কখনও অপর

কোন কার্য্য করি নাই। চুরি করিয়াই এতকাল কাটাইয়া আসিয়াছি, ও অনেকবার ধরা পড়িয়া জেলেও গিয়াছি সত্য; কিন্তু কখনও কোন গরিবের দ্রব্য অপহরণ করি নাই, বা অল্প মূল্যের দ্রব্যে কখনও হস্তার্পণ করি নাই। যখন যে স্থানে যে কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছি, তখন সেই কার্য্যে দশ বিশ হাজারের কম লইয়া সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করি নাই; কিন্তু একটীমাত্র পয়সাও কখনও রাখিতে পারি নাই। যেরূপ ভাবে আয় করিয়াছি, ব্যয় করিয়াছিও সেইরূপে।

"বোম্বাইয়ের যে মহাজনের গদিতে আমি চুরি করিয়া ধৃত হইয়াছি, অনেকদিবস হইতে সেই গদিতে চুরি করিবার আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনরূপেই সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। কিরূপ অবস্থায় ও কোথায় যে উঁহার ধনভাণ্ডার স্থাপিত, তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছিলাম না বলিয়াই, এতদিবস আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। যে সময় উঁহার গদিতে একজন গোমস্তার প্রয়োজন হইল, সেই সময় আমি অন্তরালে থাকিয়া, যাহাকে আপনারা এখন মাণিকচাঁদ বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত অনেকরূপ চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু কোনরূপেই কৃত-কার্য্য হইতে পারি নাই। লাভের মধ্যে মাণিকচাঁদ সেই স্থানে দুই চারিবার যাতায়াত করাতে তাঁহারা উহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। নতুবা আমি নিজে প্রকাশ্যরূপে এই কার্য্যে কখনই থাকিতাম না। মাণিকচাঁদ যে কার্য্য করিয়াছিল, আমি তাহাই করিতাম, আমার কার্য্য মাণিকচাঁদের দ্বারা সম্পন্ন হইত।

"যখন মাণিকচাঁদকে কোনরূপেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করাইতে পারিলাম না, তখন সেই কার্য্যে যে নিযুক্ত হইতেছে, তাহারই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং পরিশেষে জানিতে পারিলাম যে, কলিকাতা হইতে বালমুকুন নামক এক ব্যক্তি সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, ও শীঘ্রই তিনি কলিকাতা হইতে আগমন করিয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। কর্ম্মচারী হইয়া উহাদিগের কার্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে, কোন্ স্থানে উঁহাদিগের অর্থাদি রক্ষিত হয়, তাহা জানিতে পারিবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, সেই দিবসেই মাণিকচাঁদকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম। কলিকাতায় আসিয়া তাহার প্রধান কার্য্য এই হইল যে, যেরূপ উপায়েই হউক, বালমুকুনের সন্ধান করিয়া তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে, এবং যাহাতে বালমুকুন সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে না পারে, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অথচ এদিকে যে পর্য্যন্ত আমি আপন কার্য্য উদ্ধার করিয়া না লইতে পারি, সেই পর্য্যন্ত বালমুকুনকে আপন হস্তে রাখিয়া যাহাতে সে বোম্বাই সহরে না আসিতে পারে, তাহার বন্দোবস্তও করিতে হইবে। মাণিকচাঁদকে এইরূপ উপদেশ দিয়া, তাহাকে দ্রুতগতি কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম। মাণিকচাঁদ বড় বুদ্ধিমান্ ও সবিশেষ কৌশলী। তিনি কলিকাতায় আসিয়া অনায়াসেই বালমুকুনকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন, এবং তাঁহাকে অধিক বেতন প্রদানপূর্ব্বক প্রলোভিত করিয়া যে কার্য্যে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহাকে স্থগিত করিলেন। তিনি সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিতেছেন, এই মর্ম্মে একখানি পত্র

তাঁহার নিকট হইতে লিখাইয়া লইয়া মাণিকচাঁদ সেই ফারমে পাঠাইয়া দিবার ভানে কোনরূপে হস্তগত করিয়া পরিশেষে উহা আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। যে টেলিগ্রামে বালমুকুন তাঁহার কার্য্যে নিয়োজিত হইবার আদেশ পাইয়াছিলেন, সেই টেলিগ্রাম খানি পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন, এবং কোন না কোন কৌশল অবলম্বন করিয়া বালমুকুন যাহাতে বোম্বাই সহরে আসিয়া উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে আমি সেই টেলিগ্রাম দেখাইয়া, আমাকে বালমুকুন নামে পরিচয় দিয়া, অনায়াসেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সবিশেষ মনোযোগের সহিত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে লাগিলাম। এইরূপে ক্রমে দশ বারদিবস অতিবাহিত হইতে না হইতেই যে যে স্থানে অর্থাদি বা বহুমূল্য অলঙ্কারাদি রক্ষিত থাকে, তাহা জানিতে পারিলাম, এবং সুযোগ মত ক্রমে ক্রমে সেই সকল স্থান যে সকল তালা দ্বারা আবদ্ধ ছিল, তাহার চাবি প্রস্তুত করাইয়া লইলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, সুযোগমত একদিবস রাত্রিতে চাবি খুলিয়া সমস্ত অর্থাদি অপহরণ করিব, এবং পূর্ব্বের ন্যায় তালাবদ্ধ করিয়া দিয়া সেই স্থানেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত থাকিব। চুরির বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে, এবং পুলিসের অনুসন্ধান ক্রমে শেষ হইয়া গেলে, চাকরী পরিত্যাগ করিয়া আপন ইচ্ছানুযায়ী স্থানে গমন করিব ও সেই স্থানে সেই সকল অর্থ ব্যয় করিয়া কিছুদিবস বাবুগিরি করিয়া কাটাইব। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, ঈশ্বর কিন্তু তাহা হইতে দিলেন না। চুরি করিয়া বহির্গত হইবার কালীনই সমস্ত অপহৃত দ্রব্যের সহিত ধৃত হইলাম, এবং পরিশেষে আত্মরক্ষা

করিবার মানসে নরহত্যা পর্য্যন্ত করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলাম না! এখন আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা হইবেই হইবে। তাহার নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, বা আমার প্রধান সঙ্গী, যিনি এখন আপনাদিগের নিকট মাণিকচাঁদ নামে পরিচিত, তাঁহার নিমিত্তও আমি দুঃখিত নহি। কারণ, আমরা উভয়ে পরামর্শ করিয়া যেরূপ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছি, তাহার ফল ভোগ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। কিন্তু এই দ্বারবানের নিমিত্ত আমি আন্তরিক দুঃখিত। কারণ, এ ব্যক্তি আমাদিগের সহিত কখনও কোন অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই, বা এ আমাদিগের নিকট পরিচিতও নহে। সামান্য অর্থের লোভে যে এইবার এই ব্যক্তি মাণিকচাঁদকে কিছু সাহায্য করিয়াছে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু সে যে ইহার ভিতরের বিষয় অবগত আছে, তাহা আমার বোধ হয় না।”

দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, “মহাশয়! আমি পূর্ব্ব হইতে মাণিকচাঁদকে বা এখন যিনি বোম্বাই সহর হইতে ধৃত হইয়া আসিয়াছেন, উঁহাদিগের কাহাকেও চিনিতাম না। মধ্যভারতে বা বোম্বাই সহরে আমি কখনও গমন করি নাই। আমার বাসস্থান আরা জেলার অন্তর্গত কোন একখানি ক্ষুদ্র পল্লীতে। আমি কয়েকবার আরায় গিয়াছিলাম, এবং পরিশেষে পেটের দায়ে কলিকাতায় আসিয়াছি। এই দুইটী স্থান ব্যতীত অপর কোন সহরে আমি আর গমন করি নাই। মাণিকচাঁদের সহিত এই কলিকাতা সহরেই আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি আট টাকা বেতনে আমাকে চাকরী প্রদান করেন, এবং আমাকে এক মাসের বেতনও অগ্রিম দেন। তিনি যে জুয়াচোর, তাহা আমি

জানিতাম না। আমাকে যখন যেরূপ কার্য্য করিতে তিনি আদেশ প্রদান করিতেন, আমি সেই আদেশ-অনুযায়ী সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যাহাতে আপন মনিবকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে পারি, কেবল তাহারই চেষ্টা করিতাম। আমি ইহার কিছুই অবগত নহি।"

দ্বারবান্ এবং হীরালালের এই কথা শুনিয়া মাণিকচাঁদও পরিশেষে সমস্ত কথা স্বীকার করিল। বোম্বাইয়ের কর্ম্মচারীদ্বয়, এখানকার আর যে সকল অনুসন্ধান করিবার বাকী ছিল, তাহা সম্পন্ন করিয়া, সেই তিনজনকেই সঙ্গে লইয়া বোম্বাই সহরে প্রস্থান করিলেন।

সেই স্থানে বিচারে হীরালালের যাবজ্জীবন, এবং মাণিক-চাঁদের দশ বৎসরের নিমিত্ত কারাবাসের আজ্ঞা হয়; দ্বারবান্ পরিত্রাণ পায়। *

সম্পূর্ণ।

DETECTIVE STORIES No. 84. দারোগার দপ্তর ৮৪ম সংখ্যা।

চেনা দায়।

(অর্থাৎ কলিকাতার জুয়াচোরগণকে চেনা ভার !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সপ্তম বর্ষ।] সন ১৩০৫ সাল। [চৈত্র।

Printed By Shashi Bhusan Chandra, at the
GREAT TOWN PRESS,
68, Nimtola Street, Calcutta.

চেনা দায়।

সূচনা।

এই কলিকাতা সহরের ভিতর জুয়াচোরগণ সোণা বলিয়া পিত্তল দিয়া যে কতরূপ জুয়াচুরি করিতেছে, এবং নিত্য নিত্য নূতন নূতন উপায় বাহির করিয়া, নবাগত নিরীহ পল্লীগ্রাম-বাসীগণকে যে কতরূপে ঠকাইতেছে, তাহার সবিশেষ বর্ণনা করা একবারেই অসম্ভব। যতদূর সম্ভব, তাহার কয়েকটী বিবরণ আমি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি, কি সহর, কি পল্লীগ্রামবাসীগণ, যাঁহাদিগের সহিত এই কলিকাতার কিছু না কিছু সংশ্রব আছে, তাঁহারা সবিশেষ মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইবেন। জুয়াচোরগণ সুবর্ণ পরিচয়ে পিত্তল দিয়া যত প্রকারে লোক ঠকাইয়া থাকে, বা উহাদিগের যতরূপ কৌশল আমরা অবগত আছি, তাহার সমস্তই যে আমি এই স্থানে বর্ণন করিতেছি, তাহা নহে। উহার মধ্যে যে সকল মোকদ্দমায় আমি হস্তক্ষেপ করিয়াছি, বা যে সকল জুয়াচোর আমা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, কেবল তাহাদিগের কৃত জুয়াচুরি সকল এই স্থানে প্রকাশিত হইল।

(১) বন্ধকে জুয়াচোর।

কামিনীর বয়ঃক্রম এখন পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইয়াছে। কায়স্থবংশ-সম্ভূতা বলিয়া সে সকলের নিকট পরিচয় দিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে যে কোন্ কুল উজ্জ্বল করিয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি। তাহার বাল্য পরিচয় আমরা পাই নাই, যৌবনের পরিচয় যতদুর অবগত হইতে পারিয়াছি, বা তাহার যৌবনের কার্য্য-কলাপের কথা যতদুর আমাদিগের কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহার যথাযথ পরিচয় আমি কোন ক্রমেই এই দপ্তরের ভদ্রবংশীয়া পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি না। কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, কামিনীর বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পর, তাহার যৌবনের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া নিজ উদরান্নের সংস্থানের নিমিত্ত তাহাকে অপর ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

কামিনী যদি কোনরূপ সদ্‌ব্যবসা অবলম্বন করিয়া তাহার উদরান্নের চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার কার্য্য-বিবরণী আজ আমাকে লোক-সমাজে প্রকাশ করিতে হইত না। কামিনী যখন প্রথম তাহার এই নূতন ব্যবসা আরম্ভ করে, তখন কেহই মনে করিয়াছিলেন না যে, কামিনী অসদ্‌উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে। বস্তুতঃ তাহার কার্য্যের গতিতে, প্রথম প্রথম তাহার জুয়াচুরির কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই, বরং সকলেই তাহার কথায় বিশ্বাস করিত।

বিশেষতঃ ভদ্রমহিলাগণের নিকট তাহার একটু সবিশেষরূপ প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল।

কামিনী অতিশয় চতুরা, তাহার মুখ অতিশয় মিষ্ট, গৃহস্থগণের অন্দরে প্রবেশ করিয়া মহিলাগণের সহিত মিলিত হইবার ক্ষমতা তাহার অদ্বিতীয়। কোন কাষ না থাকিলেও, সে স্থিরভাবে আপন বাড়ীতে কখনও বসিয়া থাকিত না, বিনা-কাযে এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া বেড়াইত, ও গৃহস্থ-মহিলাগণের সহিত গল্প করিয়া দিন কাটাইত। পাঠকপাঠিকাগণ সকলেই জানেন যে, ভদ্র-গৃহস্থের অনেকের অনেক সময়ে হঠাৎ কিছু না কিছু অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, অথচ বিশেষ কষ্ট হইলেও লোক-লজ্জা ও অপমানের ভয়ে আপন আপন অলঙ্কারাদি বন্ধক দিয়া অপরের নিকট কর্জ্জ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে কেহই সহজে সম্মত হন না। কামিনী ভদ্রমহিলাগণের এই অভাব পূরণে প্রথমতঃ প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ কাহারও কোনরূপ সামান্য অর্থের প্রয়োজন হইলে, কামিনী তাঁহার অলঙ্কারাদি অপর স্থানে কম সুদে বন্ধক দিয়া টাকা আনিয়া দিত। পরিশেষে টাকার সংস্থান হইলে, সুদসমেত টাকা মিটাইয়া দিয়া সেই সকল অলঙ্কার ফিরাইয়া আনিত। ইহাতে বন্ধক-দাতা ও গৃহীতার পরস্পরের কেহই জানিতে পারিত না যে, সেই অলঙ্কার কাহার, কেইবা বন্ধক দিতেছে, এবং কাহার নিকটেই বা বন্ধক দেওয়া হইতেছে। এই কার্য্য করিয়া কামিনী যে কিছুই পাইত না, তাহা নহে। পারিতোষিক বলিয়া হউক, গাড়িভাড়া প্রভৃতি বলিয়া হউক, বা সুদের অল্প-বিস্তর করিয়াই হউক, সে এই উপায়ে নিজের অন্নের সংস্থান করিতে সমর্থ হইত। এইরূপে কিছুদিবস অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে

মহিলামহলে ক্রমে তাহার পরিচয় হইতে লাগিল, অনেকেই তাহাকে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন, অনেকে তাহার সাহায্যে অর্থাদি কৰ্জ্জ লইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অলঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয়ের প্রয়োজন হইলে অনেকে তাহারই সাহায্যে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যতদিবস অতিবাহিত হইতে লাগিল, কামিনীর পশার ততই বাড়িতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপার্জ্জনও বাড়িয়া গেল। আয় বাড়িলেই ব্যয় বাড়ে, ইহা এই জগতের নিয়ম। সুতরাং কামিনীর কার্য্যও সেই নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারিল না। কেন যে তাহার ব্যয় বাড়িয়া গেল, তাহার কারণ আমি পাঠিকাগণের নিকট বর্ণনা করিতে অসমর্থ। কিন্তু আয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিক তাহার ব্যয় অধিক হইতে লাগিল; ব্যয় বাড়িলেই অর্থেরও অধিক প্রয়োজন হইয়া পড়িল। সদুপায় অবলম্বনে এ পর্য্যন্ত কামিনী যত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিল, তাহাতে আর তাহার ব্যয় সঙ্কুলান হইল না। সদুপায়ের পরিবর্ত্তে অসদুপায় অবলম্বন করিয়া কামিনী এখন অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে সকলেই অবগত আছেন যে, পিত্তলের গহনা এই কলিকাতা সহরের মধ্যে কিরূপ ভাবে দিন দিন প্রচলিত হইতেছে। পিত্তলের অলঙ্কার, গিল্‌টির গহনা, কেমিকেল স্বর্ণের অলঙ্কার প্রভৃতি নানাপ্রকার নামে পিত্তলের গহনা এই কলিকাতার বাজারে অহরহঃ বিক্রীত হইতেছে। মহিলাগণ সর্ব্বদা যে প্রকার সুবর্ণ অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই প্রকারের সমস্ত পিত্তলের গহনা আজকাল কলিকাতার বাজারে পাওয়া যায়। সেই সকল গহনা দেখিতে এতই পরিষ্কার, এবং এরূপ কৌশলের

সহিত গিল্‌টি করা যে, উহা দেখিয়া সহজে কেহই অনুমান করিতে পারেন না যে, উহা সুবর্ণের অলঙ্কার নহে, পিত্তলের। সুবর্ণ-ব্যবসায়ীগণও সময় সময় উহা সহজে চিনিয়া উঠিতে পারেন না। কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখিয়াও সময় সময় তাহারাও মহাভ্রমে পতিত হন। সেই সকল অলঙ্কারের মধ্যে কোন কোনটী এরূপ কৌশলের সহিত গিল্‌টি করা যে, সেই সকল গহনা একবার পুড়াইয়া লইলেও পিত্তল বলিয়া সহজে অনুমান করা যায় না।

কামিনী অল্পে অল্পে এইরূপ কতকগুলি গিল্‌টির গহনা ক্রয় করিয়া আপনার নিকট রাখিয়া দিল। কোন মহিলা কোন সুবর্ণ-অলঙ্কার বন্ধক দিবার নিমিত্ত তাহাকে প্রদান করিলে, তাহার পরিবর্ত্তে সেইরূপের একখানি গিল্‌টির গহনা অপরের নিকট সুবর্ণ অলঙ্কার পরিচয়ে বন্ধক দিয়া প্রয়োজনমত টাকার সংস্থান করিত; কিন্তু সুবর্ণ অলঙ্কারখানি বিক্রয় করিয়া আপন কার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলিত। যাঁহার অলঙ্কার, তিনি সুদসমেত টাকা প্রদান করিলে, তাহার পরিবর্ত্তে কামিনী সেই পিত্তলের গহনাখানি আনিয়া তাহাকে অর্পণ করিত। সেই অলঙ্কারের অধিকারিণী যদি টাকার সংগ্রহ করিয়া দিতে না পারিতেন, তাহা হইলে সেই পিত্তলের গহনা যাহার নিকট বন্ধক রাখিত, তাহারই নিকট থাকিয়া যাইত। কামিনীর উপর সকলেরই সবিশেষ বিশ্বাস ছিল বলিয়া, তাঁহারা যে তাহা কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতেছেন, একথা তাঁহারা স্বপ্নেও মনে করিতেন না।

এইরূপে কামিনী যে কত ভদ্রমহিলার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে এই অসদুপায় অবলম্বন করিয়া কিছুদিবস পর্য্যন্ত তাহার ব্যবসা চলিল সত্য; কিন্তু শীঘ্রই তাহা

প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহার এই জুয়াচুরির বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িবার পরও কিছুদিবস পর্য্যন্ত কামিনী শ্রীঘরে গমন করিল না। কারণ, কুলবধূগণকে পাছে আদালতে গিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে হয়, এই ভয়ে কেহই তাহার বিপক্ষে নালিশ করিতে সাহসী হইলেন না। অনেকেই কামিনীর উপর নালিশ করিলেন না বলিয়াই যে কামিনী একবারেই নিষ্কৃতি লাভ করিল, তাহা নহে। এইরূপ উপায়ে সে একবার একস্থান হইতে প্রায় তিন সহস্র মুদ্রার মূল্যের অলঙ্কার আত্মসাৎ করায়, সে আমা-কর্ত্তৃক ধৃত হয়। বিচারে তাহার দুই বৎসরের নিমিত্ত কারাবাসের আজ্ঞা হয়। জেল হইতে খালাস হইয়া আসিয়াও সে তাহার সেই জুয়াচুরি ব্যবসা একবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। যদিও মহিলামহলে তাহার এখন সে পশার বা সেইরূপ প্রতিপত্তি নাই, তথাপি সে তাহার সেই পুরাতন ব্যবসা এখনও একবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সুযোগ পাইলে এখনও সে অপরকে প্রতারণা করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার অবস্থা এখন অতি শোচনীয়।

পাঠকপাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে, কেবল একমাত্র কামিনীই এইরূপে ভদ্রমহিলাগণকে ঠকাইয়া আপন জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। এই কলিকাতা সহরের মধ্যে ঐরূপ কামিনী এখন শত শত বিদ্যমান।

(২) বিক্রয়ে জুয়াচোর।

আজ কয়েক বৎসর অতীত হইল, এই সহরতলীর কোন একটী প্রসিদ্ধ পোদ্দারের দোকানে সিঁদ হওয়াতে অনেকগুলি স্বুবর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার অপহৃত হয়। অপরাপর কর্ম্মচারীগণের সহিত আমিও সেই অনুসন্ধানে লিপ্ত হই। ঘটনাস্থলে গমন করিয়া দেখিতে পাই যে, যে অলঙ্কার-ব্যবসায়ীর দোকান হইতে অলঙ্কার প্রভৃতি অপহৃত হইয়াছে, তিনি সেই স্থানের একজন সর্ব্বপ্রধান পোদ্দার। দোকান ঘরটী ইষ্টক নির্ম্মিত। সেই দোকানের পশ্চাদ্ভাগে একটু সামান্য পতিত জমি আছে, দস্যুগণ সেই স্থানে বসিয়া দোকানের পাকা ভিত্তিতে সিঁদ দেয়, এবং সিঁদের মধ্য দিয়া দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যস্থিত কাষ্ঠনির্ম্মিত সিন্ধুক, বাক্স প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলে। পরে উহার ভিতর হইতে মূল্যবান্ যে সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, তাহার সমস্তই অপহরণ করে। দস্যুগণ যে সকল বাক্স ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার একটীর মধ্যে সেই দোকানের প্রকাণ্ড লোহার সিন্ধুকের চাবি থাকিত। সুতরাং অনায়াসেই সেই চাবি দস্যুগণের হস্তগত হয়। তাহারা উহার দ্বারা সেই লোহার সিন্ধুকটী খুলিয়া তাহার মধ্যস্থিত বিক্রয়োপযোগী যে সকল মূল্যবান্ অলঙ্কার ছিল, তাহার সমস্তই অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। আমরা সকলে মিলিয়া, কয়েক-দিবস পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করি; কিন্তু কোনরূপে সেই অপহৃত দ্রব্যের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি না। যে সকল

অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছিল, তাহার একখানি বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করান হয়, এবং উহা মুদ্রিত করিয়া সহর ও সহরতলির মধ্যস্থিত সমস্ত পোদ্দার ও স্বুবর্ণ-ব্যবসায়ীগণের দোকানে তাহার এক একখানি প্রেরণ করা হয়। সেই সকল তালিকা সকলের মধ্যে বিতরণ করার আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি সেই সকল অপহৃত দ্রব্য কাহারও নিকট কোন ব্যক্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত লইয়া যায়, তাহা হইলে তিনি পুলিসে সংবাদ দিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিতে পারেন।

এই চুরি হইবার পর, ক্রমে দুই তিনমাস অতিবাহিত হইয়া গেল; কিন্তু অপহৃত দ্রব্যের কোনরূপ অনুসন্ধান হইল না, বা চোরও কোনরূপে ধৃত হইল না। একদিবস সন্ধ্যার পর আমি বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার সবিশেষ পরিচিত একটী লোক আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত অপর আর একটী লোককে দেখিতে পাইলাম।

সেই পরিচিত লোকটী আমাকে কহিলেন, "আমি কোন একটী সবিশেষ গোপনীয় কার্য্যের পরামর্শ লইবার নিমিত্ত আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য, তাহা যদি আমাকে বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমার সমভিব্যাহারী এই লোকটী সবিশেষরূপ উপকৃত হন। আপনি যেমন আমার বন্ধু, ইনিও আমার সেইরূপ।"

আমি। ইঁহার কি হইয়াছে?

পরিচিত। ইঁহার যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে। ইঁহার মত অবস্থার লোকের একবারে পাঁচ হাজার টাকা লোক্‌সান হইলে যে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা আপনি অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারেন।

আমি। কি হইয়াছে? কিরূপে ইঁহার পাঁচ সহস্র মুদ্রা লোক্‌সান হইয়াছে?

পরিচিত। যেরূপ উপায়ে পাঁচ সহস্র মুদ্রা লোক্‌সান হইয়াছে, তাহা সবিশেষরূপে বর্ণনা করাও সহজ ব্যাপার নহে। কারণ, সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে, সেই ভয়ানক লোক্‌সানের উপর হয় ত ইনি সবিশেষরূপে বিপদ্‌গ্রস্তও হইতে পারেন।

আমি। ইনি যখন আপনার বন্ধু, এবং আপনি যখন ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমার নিকট আনিয়াছেন, তখন আমার নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিলে, ইঁহার কোনরূপে আর অধিক বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

পরিচিত। আমি তাহা অবগত আছি, এবং আপনার উপর আমার বিশ্বাস আছে বলিয়াই, আমি ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার নিকট আনিয়াছি। আপনি ইহার আমূল বৃত্তান্ত ইঁহারই নিকট হইতে অবগত হউন।

এই বলিয়া তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকটীকে কহিলেন, "আপনার যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার কোন কথা গুপ্তভাবে রাখিবার আপনার প্রয়োজন নাই। আপনি মন খুলিয়া সমস্ত কথা ইঁহাকে বলিতে পারেন! বিশেষতঃ সমস্ত কথা অবগত হইতে না পারিলেই বা কিরূপে সৎপরামর্শ পাওয়া যাইতে পারে?"

আমার পরিচিত ব্যক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধু কহিতে লাগিলেন——

"মহাশয়! আমার বাসস্থান নিচুবাগান। সামান্য দালালীই আমার ব্যবসা, বাড়ী ও জমি বন্ধক বা বিক্রয়ের দালালী করিয়া আমি এ পর্য্যন্ত আমার জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছি।

তাহা হইতেই কষ্টে-স্বষ্টে সংসার প্রতিপালন করিয়া, আমার জীবনে আমি পাঁচ হাজার টাকার সংস্থান করিয়াছিলাম; কিন্তু মহাশয়! লোভে পড়িয়া আমি আমার চিরোপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ নষ্ট করিয়াছি!"

আমি। কিরূপ লোভে পড়িয়া আপনি আপনার সমস্ত অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন?

বন্ধু। যেরূপ লোভে পড়িয়া আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছি, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক আমি বলিতেছি।

"আমি যেরূপ কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কিছু অর্থের সংস্থান করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা অপর কেহ জানিত বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না। এমন কি, একথা আমি কখনও আমার স্ত্রী-পুত্রগণের নিকটেও ঘূণাক্ষরে উহা প্রকাশ করি নাই; কিন্তু জুয়াচোরগণ যে কিরূপে তাহা জানিতে পারিয়াছিল, তাহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়!

"সেখ বছিরুদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে আমি পূর্ব্ব হইতে চিনিতাম। ইতিপূর্ব্বে তাহার বাসস্থান আমি না জানিলেও, অনেকদিবস হইতে সে আমার নিকট পরিচিত ছিল। সে প্রায়ই আমার নিকট আগমন করিত," এবং মধ্যে মধ্যে দুই, একটী দালালী কার্য্যে আমার সহায়তা করিয়া আমার কিছু উপকার করিত। তাহাতে নিজেও সে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিত।

"প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইল, একদিবস সন্ধ্যার পর আমি আমার বাড়ীতে বসিয়া আছি, এমন সময়ে সে আসিয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে বসিতে বলিলাম, সে সেই স্থানেই উপবেশন করিল। এরূপ ভাবে বছিরুদ্দিন মধ্যে

মধ্যে কখন কখন আমার নিকট আসিত, এবং এক-আধঘণ্টাকাল গল্প-গুজব করিয়া চলিয়া যাইত। আমি যে দিবসের কথা বলিতেছি, সেইদিবসও বছিরুদ্দিন পূর্ব্বের ন্যায় আসিয়া উপবেশন করিল। পরে একথা ওকথা প্রভৃতি নানা কথা বলিয়া প্রায় এক-ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিল। পরিশেষে আপন স্থানে গমন করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিল, এবং সেই সময় আমাকে কহিল, "মহাশয়! দশ টাকা উপার্জ্জনের একটী সবিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু আপনার সহিত পরামর্শ না করিয়া, আমি কোন প্রকারেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছি না। যদি আপনার মত হয়, বা আপনি যদি এ বিষয়ে পরামর্শ দেন, তাহা হইলে এবার আমি অনায়াসেই কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইতে পারি।"

আমি। হঠাৎ কিরূপ সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল?

বছিরুদ্দিন। কিছুদিবস অতীত হইল, সহরতলীর কোন্ এক পোদ্দারের দোকান হইতে বিস্তর টাকার সোণার অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে; ইহা বোধ হয়, আপনি অবগত আছেন।

আমি। এরূপ যে কোন চুরি হইয়াছে, আমি তাহার কিছুই অবগত নহি।

বছিরুদ্দিন। উহা আপনি শ্রবণ করেন নাই? যে চুরি লইয়া সহরময় গোলযোগ হইয়াছে, পুলিস-কর্ম্মচারীগণ যে মোকদ্দমা সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এবং এখন পর্য্যন্ত করিতেছেন, সেই মোকদ্দমার কথা আপনি অবগত হন নাই! আমি শুনিয়াছি, এই চুরির বিষয় সংবাদ-পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমি। না, আমি ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই।

বছিরুদ্দিন। আপনি যদি ইহার কিছুই না শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে আমি আপনাকে কিছু দেখাইতেছি, তাহা হইলেই আপনি ইহার বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবেন। যে সময়ে পুলিস-কর্ম্মচারীগণ সেই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই সময় তাহার অপহৃত দ্রব্যের একখানি বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে তাহা প্রচারিত করা হয়। সেই তালিকার একখানি আমার হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উহা আমি আমার নিকটেই রাখিয়াছিলাম, এবং এখন উহা আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। উহা দেখিলেই আপনি তাহার সমস্ত ব্যাপার অবগত হইতে পারিবেন।

"এই বলিয়া বছিরুদ্দিন একখানি মুদ্রিত তালিকা আমার হস্তে প্রদান করিল। উহা পাঠ করিয়া আমি অবগত হইতে পারিলাম যে, পূর্ব্ব-কথিত পোদ্দারের দোকান হইতে কোন্ কোন্ দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে।

তালিকাখানি পাঠান্তে আমি বছিরুদ্দিনকে কহিলাম, "চুরি গিয়াছে অপরের, এবং চুরি করিয়াছে চোরে, ইহাতে আমাদিগের লাভ-লোক্সান কি ?"

বছিরুদ্দিন। লোক্সান না হউক, যদি কিছু লাভের আশা না থাকিবে, তাহা হইলে আপনাকে একথা বলিব কেন ?

আমি। ইহাতে আমাদিগের আর কি লাভ হইবে ?

বছিরুদ্দিন। আমার সমস্ত কথা শুনিলেই অবগত হইতে পারিবেন যে, ইহাতে আমাদিগের কোনরূপ লাভ হইতে পারে কি না ?

আমি। আচ্ছা, কি বলিতে চাহ, বল; আমি সমস্ত কথাই সবিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছি।

বছিরুদ্দিন। এই চুরি যে কাহার দ্বারা হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই; কিন্তু অপহৃত অলঙ্কারগুলি কাহার নিকট আছে, তাহা আমি অবগত হইতে পারিয়াছি।

আমি। তাহা হইলে কিছু লাভের সম্ভাবনা আছে সত্য। সেই গহনাগুলি যাহার নিকট আছে, তাহাকে অপহৃত অলঙ্কার-গুলির সহিত পুলিসের হস্তে ধরাইয়া দিতে পারিলে, বোধ হয়, সরকার হইতে ও ফরিয়াদীর নিকট হইতে পারিতোষিক পাওয়ার বেশ সম্ভাবনা আছে।

বছিরুদ্দিন। আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য। আপনার প্রস্তাবিতরূপ কার্য্য করিয়া, সময় সময় অনেকেই পারিতোষিক পাইয়া থাকেন সত্য; কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প। আমি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছি, তাহা যদি আমরা সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের লাভের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক।

আমি। তুমি কিরূপ প্রস্তাব করিতেছ?

বছিরুদ্দিন। আমি যে ঠিক প্রস্তাব করিতেছি, তাহা নহে। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি বলিয়া, আমি যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। আমার সমস্ত কথা শুনিয়া, আপনি যেরূপ কহিবেন, আমি সেইরূপ কার্য্য করিব।

আমি। আচ্ছা, বল; তোমার সমস্ত কথা অগ্রেই শোনা যাউক।

বছিরুদ্দিন। সেই সকল অপহৃত সুবর্ণ-অলঙ্কার যাহার নিকট এখন আছে, তিনি আমার নিকট পরিচিত, এবং আপনি আমাকে যেরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তিনিও আমাকে সেইরূপ ভাবে বিশ্বাস করেন।

আমি। তিনি কি বলেন?

বছিরুদ্দিন। তিনি বলেন যে, তাঁহার পরিচিত এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট সেই সকল অলঙ্কার রাখিয়া গিয়াছেন। আর উহা উচিত-মূল্যে যাহাতে বিক্রীত হয়, সেই বিষয়ে বন্দোবস্ত করিতে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন।

আমি। উচিত-মূল্য কিরূপ?

বছিরুদ্দিন। চোরা-দ্রব্যের যেরূপ উপযুক্ত মূল্য আছে।

আমি। সে কিরূপ?

বছিরুদ্দিন। অৰ্দ্ধ মূল্য।

আমি। কিরূপ অর্দ্ধ মূল্য? যাচাই করিয়া যে মূল্যের সুবর্ণ আছে, তাহার অর্দ্ধ মূল্য? না, অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতে সুবর্ণের মূল্য, প্রস্তুত করিবার মজুরি প্রভৃতি যাহা কিছু ব্যয় হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধ মূল্য?

বছিরুদ্দিন। চোরা-দ্রব্যের অর্দ্ধ মূল্য সেরূপ নহে। সমস্ত সুবর্ণ গলাইলে, বা কোন পোদ্দারের নিকট হইতে যাচাই করিয়া, যখন জানিতে পারা যাইবে, সেই অলঙ্কার গলাইলে, উহা কি মূল্যের সুবর্ণে পরিণত হইবে, তাহারই অর্দ্ধ মূল্য।

আমি। এরূপ অবস্থায় উহা ক্রয় করিতে পারিলে, সবিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে সত্য; কিন্তু বিপদও যথেষ্ট আছে। ধরা পড়িলে জেল হইতে কোনরূপেই নিষ্কৃতি পাইবার আশা নাই।

বছিরুদ্দিন। ধরা পড়িলে জেল হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে ধরা না পড়া যায়, এরূপ বিবেচনার সহিত কার্য্য করিতে পারিলে, একবারে চিরদিবসের জন্য দুঃখ ঘুচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আর এত টাকা একবারে লাভ করিতে গেলে, একটু দায়িত্ব স্বীকার করিতে না পারিলেই বা চলিবে কি প্রকারে?

আমি। সেই অলঙ্কারগুলি এখন সেই ব্যক্তি কাহার নিকট বিক্রয় করিতে চাহে?

বছিরুদ্দিন। সেই সকল অলঙ্কার বিক্রয়ের ভার তিনি এখন আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। আমি যাহাকে লইয়া যাইব, তিনি তাহারই নিকট উহা বিক্রয় করিতে পারেন।

আমি। তুমি কোন লোক ঠিক করিতে পারিয়াছ?

বছিরুদ্দিন। না, আমি অনেক চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন লোক ঠিক করিতে পারি নাই।

আমি। যে কার্য্যে এরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা, তাহা বিক্রয় করিতে আর ভাবনা কি?

বছিরুদ্দিন। ভাবনা খুব অধিক। কারণ, মনের মত গ্রাহক এরূপ কার্য্যের নিমিত্ত কয়জন পাওয়া যাইতে পারে?

আমি। তাহার কারণ?

বছিরুদ্দিন। তাহার কারণ বিস্তর। প্রথমতঃ সবিশেষ বিশ্বাসী লোক ভিন্ন একথা যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বলা যায় না। কারণ, কি জানি কাহার মনে কি আছে, কি করিতে কি হইবে; যাহাকে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া হঠাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত হইব? দ্বিতীয়তঃ সবিশেষ বিশ্বাসী লোকও পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহাদিগের হয় ত টাকার

অভাব, অধিক টাকা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদিগের নাই। সুতরাং কেবল বিশ্বাসী লোক পাইলেও তাহাতে আমাদিগের কিছুমাত্র উপকার হয় না। যে ব্যক্তির পয়সা আছে, অথচ বিশ্বাসী, এরূপ কয়জন লোক কয়জনের পরিচিত আছে? এইরূপ নানাকারণে এ কার্য্যে সবিশেষ লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও, উপযুক্তরূপ লোক পাওয়া যায় না বলিয়াই, চোরা-দ্রব্য সকল এত অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কেন, আপনি কি অবগত নহেন যে, এক একজন এইরূপে চোরা-দ্রব্য ক্রয় করিয়া পূর্ব্বে কিরূপ বড়লোক হইয়া পড়িয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রগণ এখনও জমিদার নামে অভিহিত? আমি যে সকল জমিদারের কথা বলিতেছি, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণের মধ্যে অনেকেই যে কেবল চোরা-দ্রব্য আহরণ করিয়াই বড়লোক হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে চোর প্রতিপালিত করিয়া, অপরের গৃহে চুরি পর্য্যন্ত করাইয়া সেই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতেন। তাহাতেই তাঁহারা বড়লোক হইয়াছিলেন।

আমি। তাঁহার নিকট কতগুলি সুবর্ণের অলঙ্কার আছে?

বছিরুদ্দিন। অনেক টাকার অলঙ্কার আছে। আমার বোধ হয়, বিশ হাজার টাকা মূল্যের কম হইবে না। দেখুন না কেন, এই তালিকাতেই ত সমস্ত অলঙ্কারের মূল্য লেখা আছে। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, তালিকায় যে মূল্য লেখা আছে, তাহাতে জানা যায়, সেই সকল অলঙ্কারের মূল্য পঁচিশ হাজার টাকা। কিন্তু আমরা উহা ধরিব কেন, উহার "পান" মজুরি প্রভৃতি মোটামুটি বাদ দিয়া, আমি বিশ হাজার টাকা মূল্য ধরিয়া লইতেছি।

আমি। আচ্ছা বছিরুদ্দিন! আমরা যদি সেই সকল অলঙ্কার গ্রহণ করি, তাহা হইলে উহা আমরা বিক্রয় করিব কি প্রকারে?

বছিরুদ্দিন। তাহা অতি সহজ। একজন বিশ্বাসী স্বর্ণকারকে কিছু দিয়া, যদি তাহার দ্বারা সেই সকল অলঙ্কার গলাইয়া ফেলিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের আর কোনরূপ চিন্তাই থাকিবে না। যেস্থানে ইচ্ছা, সেই স্থানে লইয়া গিয়া, যাহার নিকট ইচ্ছা হইবে, তাহার নিকটে অনায়াসেই বিক্রয় করিতে পারিব। কিন্তু সেই সকল অলঙ্কার গলাইয়া ফেলিতে পারে, যদি এরূপ কোন বিশ্বাসী লোক প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে রহিয়া বসিয়া সেই সকল অলঙ্কার বিক্রয় করিতে হইবে, অর্থাৎ নিজের পরিবারের গহনা পরিচয়ে দুই একখানি করিয়া, ক্রমে ক্রমে উহা বিক্রয় করিতে হইবে।

আমি। দেখ বছিরুদ্দিন! আমি তোমার নিকট হইতে সমস্ত অবগত হইলাম। মনে হইতেছে, সেই সকল গহনা আমরা উভয়ে মিলিয়া ক্রয় করি; কিন্তু এত টাকা কোথায় পাইব? দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা, আমাদিগের ন্যায় মনুষ্যের পক্ষে কি সহজ কথা?

বছিরুদ্দিন। দশ হাজার টাকাই যে আপনাকে সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা নহে। আমার বোধ হয়, সবিশেষ চেষ্টা করিলে, উহার মূল্য আরও দুই এক হাজার কম করিতে সমর্থ হইব। তদ্ব্যতীত আমার নিকটেও সামান্য কিছু আছে, তাহা দিয়াও আমি কিছু সাহায্য করিতে পারিব।

আমি। তুমি কত টাকা দিয়া আমাকে সাহায্য করিতে পারিবে?

বছিরুদ্দিন। আমি আপনাকে এক পয়সা দিয়া সাহায্য করিব না। আমি যে পরিমিত টাকা প্রদান করিব, সেই পরিমিত অংশ আমাকে প্রদান করিতে হইবে।

আমি। তাহা ত নিশ্চয়। তুমি কত টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে?

বছিরুদ্দিন। আমার নিকট এক সহস্র টাকা আছে, তাহা দিয়া আমি আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

আমি। মনে কর, সেই সকল অলঙ্কারের মূল্য যদি আট হাজার টাকা হয়, তাহা হইলে তুমি না হয়, সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলে, অবশিষ্ট সাত হাজার টাকা আমি কোথায় পাইব? অত টাকা ত আমার নাই।

বছিরুদ্দিন। আপনার কত টাকা আছে?

আমি। আমার নিকট যে কত টাকা আছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহই অবগত নহে; আমি উহা কাহাকেও কখন বলি নাই। এমন কি, আমার স্ত্রী পর্য্যন্তও অবগত নহেন যে, আমার নিকট কি আছে; কিন্তু আজ আমি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি। তুমি কিন্তু একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, আমি আজীবনকাল খাটিয়া অনেক কষ্টে পাঁচ হাজার টাকার সংস্থান করিয়া রাখিয়াছি।

বছিরুদ্দিন। আপনার নিকট পাঁচ হাজার ও আমার নিকট এক হাজার, মোট ছয় হাজার টাকা হইল। অভাব পক্ষে আর দুই হাজার টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে?

আমি। আমার নিকট পাঁচ হাজার টাকা আছে বটে; কিন্তু আমি তাহার সমস্ত এই কার্য্যের নিমিত্ত প্রদান করিতে

পারিব না। অভাব পক্ষে এক সহস্র টাকা আমি আমার হস্তে রাখিব। চারি হাজার টাকা আমি প্রদান করিতে সম্মত আছি।

বছিরুদ্দিন। তাহা হইলে কোন প্রকারেই হইবে না।

আমি। আচ্ছা, আর এক কাজ করিলে হয় না,—প্রত্যেক অলঙ্কারের মোটামুটি একটা একটা পৃথক্ পৃথক্ দাম স্থির করিয়া লইয়া আমরা যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করিব, সেই পরিমাণ অলঙ্কার ক্রয় করিলে চলিবে না? উহা বিক্রয় করিয়া বা অপর কোন উপায়ে যখন যেরূপ অর্থের সংস্থান করিতে পারিব, তখন পুনরায় সেই পরিমিত অলঙ্কার লইলে চলিবে না?

বছিরুদ্দিন। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে আমি সেই কার্য্যের নিমিত্ত কি আপনার নিকট আসিতাম? আমার নিকট যে সহস্র মুদ্রা আছে, তাহার দ্বারাই আমি এতদিবস ক্রমে ক্রমে সেই অলঙ্কারগুলি গ্রহণ করিয়া, বিক্রয় করিয়া ফেলিতাম। উহারা অল্পে অল্পে বিক্রয় করিতে চাহে না, সমস্তগুলি একবারে ক্রয় না করিলে উহারা বিক্রয় করিবে না।

আমি। তাহা হইলে আমি আর কি করিব? যাহা আমার ক্ষমতার অতীত, তাহা আমি কিরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব?

বছিরুদ্দিন। এরূপ সুযোগ আমরা সহজে পরিত্যাগ করিব না; সবিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া দেখিতেই হইবে, যাহাতে সেই সকল অলঙ্কার আমাদিগের হস্তগত হয়। আপনি এক কাজ করুন, একটী সময় অবধারিত করুন, সেই সময় আপনি ও আমি উভয়ে একত্র গমন করিয়া প্রথমতঃ অলঙ্কারগুলি দেখিয়া আসি। পরিশেষে যেরূপ বিবেচনা হয়, করা যাইবে। যাঁহার নিকট অলঙ্কারগুলি আছে, তিনি একজন অতিশয় বিশ্বাসী লোক, এবং

কখনও মিথ্যা কথা কহেন না সত্য ; কিন্তু আমি নিজ চক্ষে সেই অলঙ্কারগুলি এখন পর্য্যন্ত আপন চক্ষে দেখি নাই। হাজার বিশ্বাসী লোকেরও সহিত কার্য্য করিতে হইলে সেই কার্য্য একবার নিজ চক্ষে দেখিয়া লওয়া মানবমাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমি। তাহাতে ক্ষতি কি? আপনি যে সময় বলিবেন, আমি সেই সময়েই আপনার সহিত গমন করিতে প্রস্তুত আছি। আজকাল আমার হস্তে কোন কায-কর্ম্ম নাই, রাত্রি-দিন বাড়ীতেই বসিয়া আছি।

বছিরুদ্দিন। তাহা হইলে এখন আমি বিদায় হইলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-পূর্ব্বক সমস্ত ঠিক করিয়া সন্ধ্যার পর, আমি পুনরায় আগমন করিব, এবং যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে সেই সময়েই আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।

আমি। রাত্রিতে কেন?

বছিরুদ্দিন। এ সকল কার্য্যে রাত্রিতেই সুবিধা হয়। কারণ, দিবাভাগে সকল স্থানেই নানা লোকজনের যাতায়াত, পাছে কেহ টের পায়, ও গোলযোগ হইয়া পড়ে।

"আমাদিগের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর, বছিরুদ্দিন সেই সময় সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

"বছিরুদ্দিন প্রস্থান করিলে পর, নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া আমার মনে উদয় হইতে লাগিল। এরূপ ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আমাদিগের ন্যায় লোকের কর্ত্তব্য কি না। ঈশ্বর না করুন, এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে যদি কোনরূপ বিপদ্‌-গ্রস্ত হইয়া পড়ি, তাহা হইলে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার

সম্ভাবনা আছে কি না। যদি সেই বিপদ হইতে কোনরূপে উদ্ধার পাইতে না পারি, তাহা হইলে আমার ও আমার পরিবার-বর্গের দশা কি হইবে? অথচ চিরোপার্জ্জিত অর্থগুলি একবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে! আবার ভাবিলাম, এতকাল সবিশেষরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া "পেটের উপর বাণিজ্য" করিয়া পরিবারবর্গকে অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট দিয়া এই সামান্য কয়েক সহস্র টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহা অপেক্ষা আর যে কিছু সংস্থান করিতে পারিব, তাহাও আমার মনে হয় না। এরূপ অবস্থায় এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করা কি আমার কর্ত্তব্য? এরূপ সুযোগ সকল সময়ে পাওয়া যায় না, জীবনে অর্থোপার্জ্জনের উপায় দুই একবার মাত্র ঘটিয়া থাকে। সেই সময় বিবেচনার সহিত কার্য্য করিতে পারিলে, কখনও কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

"মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিলাম; কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কখনও মনে হইল, এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না; আবার মনে হইল, এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করিব না।

"সন্ধ্যার পর বছিরুদ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল ও কহিল, "মহাশয়! আমি সমস্তই ঠিক করিয়া আসিয়াছি। আমার সহিত আপনি তাঁহার বাড়ীতে গমন করিলেই, আপনি সমস্ত অলঙ্কার দেখিতে পাইবেন।"

"অলঙ্কার ক্রয় করি, আর না করি, একবার সেই স্থানে গমন করিয়া সেই অলঙ্কারগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি? মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া তাহার সহিত গমন করিতে সম্মত হইলাম।

"বছিরুদ্দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইল। নানাস্থান অতিক্রম করিয়া একটী সামান্য বাড়ীর মধ্যস্থিত একখানি খোলার ঘরে আমাকে লইয়া গিয়া উপস্থিত হইল।

"সেই স্থানে গিয়া দেখি, একটী লোক—জাতিতে মুসলমান,—তাহার বাহিরের বসিবার একখানি সামান্য ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে। বছিরুদ্দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া একবারে সেই ঘরের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং আমাকে সেই স্থানে বসিতে বলিল। আমি সেই ঘরের মধ্যস্থিত একটী মোড়ার উপর উপবেশন করিলাম।

"সেই ব্যক্তি। ইনি কে?

বছিরুদ্দিন। আমি আপনাকে যাহার কথা বলিয়াছিলাম, ইনি সেই ব্যক্তি।

সেই ব্যক্তি। তোমার সহিত ইঁহার কতদিবসের পরিচয়?

বছিরুদ্দিন। অনেক দিবসের। আমি সে কথা ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সেই ব্যক্তি। তুমি ইঁহাকে বিশ্বাস করিতে পার?

বছিরুদ্দিন। সামান্য বিষয়ে বিশ্বাস কেন? আমি আমার প্রাণ দিয়া ইঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারি।

সেই ব্যক্তি। কথাবার্ত্তা সমস্ত স্থির হইয়াছে ত?

বছিরুদ্দিন। প্রায় স্থির হইয়াছে। যাহা কিছু বাকী আছে, তাহা গহনাগুলি দেখিবার পরেই স্থির হইয়া যাইবে।

সেই ব্যক্তি। গহনাগুলি পূর্ব্বে দেখিবার প্রয়োজন কি? অগ্রে সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে, পরিশেষে যখন ইনি উহা গ্রহণ করিবেন, সেই সময় দেখিয়া ও যাচাইয়া লইলে চলিতে পারে।

বছিরুদ্দিন। তাহা হইতে পারে সত্য; কিন্তু আমার ইচ্ছা আপনি গহনাগুলি ইঁহাকে অগ্রে একবার দেখাইয়া দিন।

সেই ব্যক্তি। তাহাই যদি তোমার একান্ত অভিমত হয়, তাহা হইলে তাহাই হইবে। তুমি কোনদিবস সন্ধ্যার পর ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমার নিকট লইয়া আসিও। সেইদিবস আমি গহনা-গুলি সেই তালিকার সহিত এক একখানি করিয়া মিলাইয়া দেখাইয়া দিব।

বছিরুদ্দিন। আজ যখন ইনি আসিয়াছেন, তখন পুনরায় আর একদিবস আসিবার প্রয়োজন কি? এখনই কেন আপনি তাহা ইঁহাকে একবার দেখাইয়া দিন না। আমিও একবার উহা দেখিয়া লই। কারণ, ইতিপূর্ব্বে আমিও ত সেই সকল অলঙ্কার দর্শন করি নাই।

সেই ব্যক্তি। ইহাই যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোমার মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ করিতেছি; কিন্তু এইস্থানে তাহা হইতে পারে না। এরূপ প্রকাশ্য স্থানে সেই সকল দ্রব্য কোনরূপেই বাহির করা যাইতে পারে না। আচ্ছা, আপনারা এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া আসিতেছি।

"এই বলিয়া সেই ব্যক্তি সেই স্থান হইতে উঠিয়া একটী দরজার পরদা ঠেলিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে বাড়ীর ভিতর হইতে সেই ঘরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিল, "আইস, আমার পরিবারগণকে অপর একটী ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছি। আপনারা আমার সহিত বাড়ীর ভিতর আসুন। সেই স্থানে আমি সমস্তই আপনাদিগকে দেখাইতেছি; কিন্তু উহা

লইয়া বেশী দেরী করিতে পারিবেন না। যতশীঘ্র পারেন, কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতে হইবে।"

"এই বলিয়া তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং ঘরের মধ্যস্থিত একটী ঘরের ভিতর আমাদিগকে বসাইয়া, তিনি পুনরায় সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী টিনের বাক্স হস্তে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমরা যে ঘরের ভিতর বসিয়াছিলাম, সেই ঘরের এক পার্শ্বে একটী মৃণ্ময় প্রদীপ টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল। তিনি সেই বাক্সটী আনিয়া আমাদিগের সম্মুখে রাখিলেন, এবং উহা খুলিয়া দিয়া কহিলেন, 'ইহার ভিতরই সমস্ত অলঙ্কার আছে।' এই বলিয়া সেই বাক্সের মধ্য হইতে গহনাগুলি বাহির করিয়া, মৃত্তিকার উপর স্থাপন করিলেন, ও বছিরুদ্দিনকে কহিলেন, "তোমার নিকট যে তালিকাখানি আছে, তাহা বাহির করিয়া এই বাবুটীর হস্তে প্রদান কর। বাবু এই অলঙ্কারগুলির এক একখানি করিয়া সেই তালিকার সহিত মিলাইয়া দেখুন।"

"এই বলিয়া তিনি পুনরায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, এবং একবার এদিক ওদিক চর্তুর্দ্দিক দেখিয়া পুনরায় বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বাটীর দরজা ও যে ঘরে আমরা বসিয়াছিলাম, সেই ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন।

"যে তালিকাখানি বছিরুদ্দিন পূর্ব্বে আমাকে দেখাইয়াছিল, সে তাহা সঙ্গে করিয়াই লইয়া গিয়াছিল। সে সেই তালিকাখানি বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিল ও কহিল, "বেশ করিয়া গহনাগুলি এই তালিকার সহিত মিলাইয়া দেখুন।" এই বলিয়া

বছিরুদ্দিনও দুই একখানি গহনা আপন হস্তে লইল ও কহিল, "বেশ গহনা।"

"সেই সামান্য প্রদীপালোকে সেই গহনাগুলি দেখিয়া আমারও বেশ প্রতীয়মান হইল যে, উহা সুবর্ণ অলঙ্কার।

"সেই ব্যক্তি আমাকে কহিল, "আপনি তালিকা দেখিয়া বলিয়া যাউন। আমি সেই অনুযায়ী গহনাগুলি মিলাইয়া মিলাইয়া এই বাক্সের ভিতর রাখিয়া দি।"

"কার্য্যে তাহাই হইল, আমি সেই তালিকা দেখিয়া এক একখানি গহনার নাম বলিতে লাগিলাম, তিনি সেই গহনাগুলির মধ্য হইতে সেই সেই গহনা বাছিয়া লইয়া প্রথমতঃ আমার হস্তে প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে টিন-বাক্সের মধ্যে রাখিতে লাগিলেন।

"এইরূপে সমস্ত গহনা মিলাইয়া দেখা হইলে বছিরুদ্দিম কহিল, "এখন আপনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিন, এই সকল অলঙ্কারের মূল্য কত টাকা আপনাকে প্রদান করিতে হইবে।"

সেই ব্যক্তি। আমি ত বলিয়াছি, দশ হাজার টাকা।

বছিরুদ্দিন। আপনি দশ হাজার টাকা বলিয়াছিলেন; কিন্তু আমি আসিয়া আপনাকে আট হাজার টাকা বলিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু এখন দেখিতেছি, সেই টাকাও আমরা কোনরূপে সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না।

সেই ব্যক্তি। তাহা হইলে কিরূপে তোমরা ইহা গ্রহণ করিবে?

বছিরুদ্দিন। আরও দুই এক হাজার টাকা, হয়, কম করিয়া দিন, না হয়, এখন অর্দ্ধেকগুলি অলঙ্কার বিক্রয় করুন, কিছুদিবস পরে অপর অর্দ্ধগুলি লইয়া যাইব।

সেই ব্যক্তি। আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, একত্র ভিন্ন এই সকল অলঙ্কার কোনরূপেই বিক্রয় করা হইবে না। একবারে লইতে হইলে তোমরা কত টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারিবে?

বছিরুদ্দিন। পাঁচ হাজার টাকা।

সেই ব্যক্তি। তাহা কি কখন হয়? কোথায় বিশ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কারের দাম দশ হাজার, তাহাও না হইয়া, একবারে পাঁচ হাজার! ইহা কোনরূপেই হইতে পারে না।

বছিরুদ্দিন। তাহা না হইলে আমরা কোনরূপেই আর অধিক টাকার সংগ্রহ করিতে পারিব না। তবে যদি তাহাতে আপনি একান্তই সম্মত না হন, তাহা হইলে না হয়, আর এক সহস্র টাকা পর্য্যন্ত যেরূপে হউক, সংগ্রহ করিয়া আপনাকে প্রদান করিব, তাহার অধিক আমরা কোনরূপেই দিতে পারিব না। ইহাতে যদি আপনি একান্ত অপারগ হয়েন, তাহা হইলে এই সকল অলঙ্কার আর আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না।

"উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইলে পর, তাহারা আমাকে সেই গৃহের মধ্যে রাখিয়া বাহিরে গমন করিল, এবং উভয়ে কিয়ৎ-ক্ষণ কি পরামর্শ করিয়া পুনরায় সেই গৃহের ভিতর প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

"যাহার নিকট অলঙ্কারগুলি ছিল, তিনি অলঙ্কারের বাক্স লইয়া সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

"তিনি বাহির হইয়া যাইলে পর, বছিরুদ্দিন আমাকে কহিল, "আমি উঁহাকে অনেক বুঝাইয়া দেখিলাম; কিন্তু উনি কোন-রূপেই আট হাজার টাঁকার কমে স্বীকার করেন না। পরিশেষে অনেক কষ্টে ও অপরাপর প্রলোভন দেখাইয়া সাত হাজার টাকায়

তাঁহাকে সম্মত করাইয়াছি। আপনি পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করুন; আমি যেরূপে পারি, দুই হাজার টাকার সংস্থান করিয়া ইঁহাকে প্রদান করিব। ইহার কমে এ কার্য্য কোনরূপেই সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহাতে যদি আপনি সম্মত হন বলুন, নতুবা এই কার্য্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়, এরূপ লাভের আশায় একবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। তবে আপনাকে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এরূপ কার্য্য একবার হাতছাড়া হইয়া গেলে, পুনরায় আর এরূপ সুযোগ কখনও যে উদয় হইবে, তাহা আমার বোধ হয় না।"

"বছিরুদ্দিনের কথা শুনিয়া আমি মনে করিলাম, এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য? আমার যাহা কিছু সংস্থান আছে, তাহার সমস্তই হস্তান্তর করা কর্ত্তব্য কি না। আবার ভাবিলাম, যদি চারি হাজার টাকাই প্রদান করিতে পারি, তাহা হইলে সহস্র মুদ্রা রাখিয়া আমার আর সবিশেষ কি উপকার হইবে? এদিকে গহনাগুলি দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, এবং আমার মনে প্রকৃতই প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, সেই সকল অলঙ্কারের মূল্য বিশ হাজার টাকার কম কোনরূপেই হইতে পারে না। অতএব এরূপ লাভের লোভই বা কিরূপে সম্বরণ করিতে পারি? মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া পরিশেষে পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করিতে একরূপ সম্মতই হইলাম, ও বছিরুদ্দিনকে কহিলাম, "যখন তুমি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছ, তখন কাযেই আমাকে তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইবে; কিন্তু আমি তোমাকে পূর্ব্বে একটী কথা অতি গোপনে বলিতে চাই।"

বছিরুদ্দিন। কি?

আমি। এই কলিকাতা সহর জুয়াচোরে পরিপূর্ণ। তাহা বোধ হয়, তুমি অবগত আছ।

বছিরুদ্দিন। তাহা আর আমি জানি না; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা কিরূপে জুয়াচোরের হস্তে পতিত হইতে পারি?

আমি। তাহার অনেক উপায় আছে।

বছিরুদ্দিন। কি?

আমি। আমরা ইঁহাকে অগ্রে টাকা প্রদান করিব; কিন্তু পরিশেষে যদি ইনি আমাদিগকে অলঙ্কারগুলি প্রদান না করেন, তাহা হইলে কি উপায় হইবে?

বছিরুদ্দিন। কেন?

আমি। তাহা হইলে নালিশ করিয়া ইঁহার নিকট হইতে টাকা আদায় করা দূরে থাকুক, আমরা জানিয়া শুনিয়া চুরি করা দ্রব্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উঁহাকে অর্থ প্রদান করিয়াছি, একথা কাহারও নিকট বলিতে পারিব না। তাহা হইলে আমাদিগের দশা কি হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি।

বছিরুদ্দিন। আপনার এ চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই।

আমি। কেন?

বছিরুদ্দিন। আপনি বেশ জানিবেন, ইনি আমার সবিশেষ বিশ্বাসী, এবং অনেকদিবসের পরিচিত হইলেও, আমি ইঁহাকে একবারে এত টাকা দিয়া কখনও বিশ্বাস করিব না।

আমি। তাহা হইলে তুমি কি করিবে?

বছিরুদ্দিন। গহনাগুলি অগ্রে বুঝিয়া লইব, তাহার পর তাঁহার হস্তে টাকা প্রদান করিব।

আমি। এরূপ করিতে পারিলে আর কোন চিন্তা নাই। কিন্তু কলিকাতা সহরের মধ্যে যেরূপ জুয়াচুরি আজকাল বাহুল্য-রূপে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, যদি সেইরূপ হয়, তাহা হইলে কি উপায় হইবে?

বছিরুদ্দিন। সে কিরূপ জুয়াচুরি?

আমি। এই সকল অলঙ্কার সুবর্ণ বলিয়া আমরা ত এখন লইয়া গেলাম; কিন্তু বিক্রয়ের সময় যদি দেখিতে পাই, উহার একখানি অলঙ্কারও সুবর্ণের নহে, সমস্তই পিত্তলের, তবে আমা-দিগের দশা কি হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি।

বছিরুদ্দিন। এরূপ হইলে সবিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারে না।

আমি। কেন?

বছিরুদ্দিন। এরূপ ভাবে ইনি কখনও আমাকে ঠকাইতে পারিবেন না। মনে করুন, উঁহার অবস্থায় যদি আপনি থাকিতেন, আপনার নিকট যদি অলঙ্কারগুলি থাকিত, এবং আপনি উহা আমার নিকট বিক্রয় করিতেন, তাহা হইল আপনি কি আমাকে সেইরূপ ভাবে প্রতারিত করিতে পারিতেন?

আমি। আমি অবশ্য তাহা পারিতাম না।

বছিরুদ্দিন। ইনিও সেইরূপ তাহা পারিবেন না। কারণ, আপনি আমাকে যেরূপ ভালবাসেন, বা অনুগ্রহ করেন, ইনিও আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন ও একটু অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

আমি। সে যাহা হউক, যাহাতে সেইরূপ ভাবে আমরা প্রতারিত না হই, সেই সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইবার কি কোনরূপ উপায় নাই?

বছিরুদ্দিন। উপায় থাকিবে না কেন?

আমি। কি উপায় আছে?

বছিরুদ্দিন। আমার এরূপ ক্ষমতা আছে যে, আমি সেই সকল গহনার মধ্য হইতে একখানি গহনা কোন প্রকার ভান করিয়া অনায়াসেই লইয়া যাইতে পারি। তাহার পর, তাহার অগোচরে কোন স্থানে যাচাইয়া দেখিলেই আমরা জানিতে পারিব যে, সেই গহনাখানি সোণার কি পিত্তলের। যদি উহা সোণার গহনা হয়, এবং তালিকার লিখিত মূল্য অপেক্ষা উহার মূল্য কম না হয়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা করিবার আর প্রয়োজন হইবে না।

আমি। এ উত্তম কথা, তাহা হইলে কোন গতিতে একখানি অলঙ্কার তুমি এখনই লইয়া চল।

বছিরুদ্দিন। এ অতি সামান্য কথা।

"এই বলিয়া বছিরুদ্দিন সেই ব্যক্তিকে ডাকিল। তাহা শুনিয়া তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বছিরুদ্দিন কহিল, "আমি আপনাকে আর একবার একটু কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

সেই ব্যক্তি। কিরূপ কষ্ট প্রদানে ইচ্ছা করিতেছ?

বছিরুদ্দিন। যে গহনাগুলি আমরা এখনই দেখিলাম, সেই গহনাগুলি আমরা আর একবার দেখিতে চাই।

সেই ব্যক্তি। কেন?

বছিরুদ্দিন। একটু সবিশেষ প্রয়োজন আছে।

সেই ব্যক্তি। কখন দেখিতে চাও?

বছিরুদ্দিন। এখনই।

সেই ব্যক্তি। সেই গহনাগুলি আপনারা আমার বাড়ীতে দেখিলেন বলিয়া, মনে করিবেন না যে, উহা আমার বাড়ীতেই থাকে। চোরা-দ্রব্য সহজে আপন বাড়ীতে কে রাখিতে চাহে? বিশেষতঃ আমি যখন উহা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছি? গহনাগুলি আমি অপর কোন গোপনীয় স্থানে রাখিয়া থাকি। আপনারা এখানে আসিলে পর, সেই স্থান হইতে আনিয়া আপনাদিগকে দেখাইয়াছিলাম। আপনাদিগের দেখা হইয়া গেলে, পুনরায় উহা আমি সেই স্থানে রাখিয়া আসিয়াছি। এখন ত উহা আর আমার নিকট নাই যে, এখনই আমি উহা আপনাদিগকে পুনরায় দেখাইব?

বছিরুদ্দিন। একটু কষ্ট হইবে বলিয়া আর কি করিবেন, পুনরায় সেই স্থানে গমন করিয়া আর একবার উহা আপনাকে আনিতে হইতেছে।

সেই ব্যক্তি। অন্য সময় দেখাইলে চলিবে না?

বছিরুদ্দিন। না।

সেই ব্যক্তি। তাহা হইলে পুনরায় এখনই আমাকে সেই সকল গহনা আনিতে হইবে?

বছিরুদ্দিন। তাহাই আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা।

সেই ব্যক্তি। যদি আপনাদিগের একান্ত ইচ্ছাই হয়, তাহা হইলে আপনারা এই স্থানে আর একটু অপেক্ষা করুন, আমি সেই স্থানে গমন করিয়া পুনরায় উহা লইয়া আসিতেছি।

"এই বলিয়া সেই ব্যক্তি আমাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া পুনরায় বাহির হইয়া গেলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বাক্সের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই বাক্সের চাবি খুলিয়া উহা আমাদিগের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন।

"সেই সময় বছিরুদ্দিন কহিল, "আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন কি?"

সেই ব্যক্তি। এ নূতন কথা আজ বলিতেছ কেন?

বছিরুদ্দিন। বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই বলিতেছি; নতুবা এরূপ কথা কখনই বলিতাম না।

সেই ব্যক্তি। কি প্রয়োজন হইয়াছে?

বছিরুদ্দিন। এই সকল গহনার মধ্য হইতে যদি একখানি গহনা আমি আমার সঙ্গে করিয়া আমার বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহি, তাহা হইলে বিশ্বাস করিয়া উহা আমাকে ছাড়িয়া দিতে পারেন কি?

সেই ব্যক্তি। একখানি গহনা কেন, এই বাক্স সহিত সমস্ত গহনা তুমি লইয়া যাও, তাহাতে তোমার উপর আমার কিছুমাত্র অবিশ্বাস নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, হঠাৎ একখানি অলঙ্কার তুমি লইয়া যাইতে চাহ কেন?

বছিরুদ্দিন। তাহা অনায়াসেই আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই আমি আপনাকে বলিতেছি, আমার কোন সবিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি উহা লইয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছি। কি নিমিত্ত লইয়া যাইতেছি, তাহা আমি এখন আপনাকে বলিতে ইচ্ছা করি না; পরে আপনাকে বলিব।

সেই ব্যক্তি। আচ্ছা, তাহা আর আমার এখন শুনিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইহার মধ্য হইতে তোমার যেখানি ইচ্ছা হয়, সেইখানি লইয়া যাও, না হয়, বাক্স সমেত সমস্তই লইয়া যাও।

বছিরুদ্দিন। সমস্তই আমি লইয়া যাইতে চাহি না, একখানি হইলেই চলিবে।

"এই বলিয়া বছিরুদ্দিন সেই বাক্সের ডালা খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে তাহার ইচ্ছামত একখানি গহনা বাহির করিয়া লইয়া কহিল, "আপনি এখন এই গহনার বাক্স যে স্থানে ছিল, সেই স্থানে লইয়া যাইতে পারেন। একখানি গহনা এখন আমরা লইয়া যাইতেছি, দুই একদিবসের মধ্যে টাকা সহিত আসিয়া সমস্ত গহনা লইয়া যাইব।"

"বছিরুদ্দিনের উপরি-উক্ত প্রস্তাবে তিনিও সম্মত হইলেন; কিন্তু কহিলেন, "জিজ্ঞাসা করি, একখানি গহনা তোমরা লইয়া যাইতেছ কেন?"

বছিরুদ্দিন। একটু প্রয়োজন আছে বলিয়াই, লইয়া যাই-তেছি। কেন মহাশয়! ইহাতে আপনার কোনরূপ আপত্তি আছে কি? যদি আমাদিগকে কোনরূপে অবিশ্বাস করেন, তাহা হইলে বলুন, উহা রাখিয়া যাই।

সেই ব্যক্তি। তোমার উপর আমি কখনও কোনরূপে অবিশ্বাস করিয়াছি কি যে, আজ অবিশ্বাস করিতেছি। একখানি গহনা কেন, ইচ্ছা হয়, বাক্স সমেত সমস্ত অলঙ্কার লইয়া যাও, তাহাতেও আমার কিছুমাত্র অবিশ্বাস নাই। সমস্ত গহনা পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র একখানি লইয়া যাইতেছ, তাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম যে, একখানি গহনা কি করিবে?

বছিরুদ্দিন। একখানি গহনা কেন লইয়া যাইতেছি, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। আমি যেমন আপনাকে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করি, এবং আপনিও আমাকে যথেষ্টরূপে

বিশ্বাস করিয়া থাকেন; কিন্তু যে ব্যক্তি এক কথার উপর নির্ভর করিয়া, একবারে এতগুলি টাকা প্রদান করিতেছেন, তিনি আমাদিগকে কি কখনও এক কথায় বিশ্বাস করিতে পারেন? এই যে গহনাখানি আমি গ্রহণ করিলাম, তাহা একবার উত্তমরূপে যাচাইয়া দেখিব। দেখিব, তালিকার লিখিত ইহার মূল্য ঠিক কি না। যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে আর কোন কথাই থাকিবে না। তাহা হইলে ইনি আমাদিগকে অনায়াসেই বিশ্বাস করিতে পারিবেন।

সেই ব্যক্তি। এ উত্তম কথা। একখানি কেন, তুমি সমস্ত গহনাগুলিই লইয়া গিয়া কোন পোদ্দারের দ্বারা যাচাইয়া দেখ। যদি আমার কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে পরে উহার মূল্য পাঠাইয়া দিও। তোমার উপর আমার কোন প্রকারে অবিশ্বাস নাই।

বছিরুদ্দিন। আপনি ত জানেন যে, ইহা কি প্রকারের অলঙ্কার। এতগুলি অলঙ্কার লইয়া বাজারে যাচাইতে গেলে, যেরূপ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাও আপনি অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন। সমস্ত গহনা লইয়া আমরা বাহির হইলে হয় ত আমরাও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িব, আপনারও লোক্‌সান হইবে। এই কারণ বশতঃ আমরা সমস্ত গহনা লইয়া যাইতে চাহি না; একখানিতেই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

সেই ব্যক্তি। আমার কিছুতেই আপত্তি নাই। তোমাদিগের যেরূপ অভিরুচি হয়, সেইরূপ করিতে পারেন।

"এই বলিয়া তিনি গহনার বাক্স লইয়া সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। আমরাও সেই একখানিমাত্র অলঙ্কার সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাহিরের গৃহে আসিয়া উপবেশন করিলাম।

৮

"গহনার বাক্স রাখিয়া তিনিও পরিশেষে সেই বাহিরের ঘরে আসিয়া আমাদিগের নিকট উপবেশন করিলেন।

"পরিশেষে আমাদিগের সহিত এইরূপ সাব্যস্ত হইল যে, কল্য এই গহনাখানি আমরা যাচাইয়া দেখিব, এবং টাকার সংগ্রহ করিয়া, পরশ্ব সন্ধ্যার পর, সেই স্থানে আগমন করিয়া গহনাগুলি লইয়া প্রস্থান করিব।

"এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে, আমরা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। রাস্তায় গমন করিবার সময় বছিরুদ্দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি গহনাগুলি আপন চক্ষে ত দেখিলেন, উহা দেখিয়া আপনার কি মনে হয়?"

আমি। এখন আমার মনে আর কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় না। কারণ, সেই লোকটী যখন সমস্ত অলঙ্কারই সম্পূর্ণ বিশ্বস্তচিত্তে আমাদিগের হস্তে যাচাইয়া দেখিবার নিমিত্ত প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন দেখিলাম, তখন উহা কৃত্রিম অলঙ্কার বলিয়া আমার মনে হয় না।

বছিরুদ্দিন। তাহা হইলে বোধ হইতেছে, উহা প্রকৃতই সুবর্ণের অলঙ্কার?

আমি। আমার ত সেইরূপ অনুমান হইতেছে।

বছিরুদ্দিন। যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে দেখিয়া শুনিয়া করাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সাত হাজার টাকা একবারে প্রদান করিতে হইতেছে।

আমি। তাহা ত নিশ্চয়।

বছিরুদ্দিন। এই নিমিত্তই আমি নিজ হস্তে একখানি গহনা উঠাইয়া লইয়া আসিলাম।

আমি। একথাটী আমি বুঝিতে পারিলাম না।

বছিরুদ্দিন। কি?

আমি। ওরূপ ভাবে পুনরায় বাক্স আনাইয়া নিজ হস্তে একখানি গহনা তুমি বাহির করিয়া লইলে কেন? তাঁহাকে বলিলেই ত তিনি একখানি অলঙ্কার বাহির করিয়া আনিয়া তোমার হস্তে প্রদান করিতেন।

বছিরুদ্দিন। ইহার অর্থ আছে।

আমি। ইহার আর অর্থ কি?

বছিরুদ্দিন। কেন, আপনি কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

আমি। বুঝিতে পারিলে আর জিজ্ঞাসা করিব কেন?

বছিরুদ্দিন। আমি চাহিলে যদি উনি সেই সকল গহনা হইতে অলঙ্কার না আনিয়া অপর কোন একখানি অলঙ্কার আনিয়া হস্তে প্রদান করিতেন, তাহা হইলে আমি কিরূপে জানিতে পারিতাম, সেই সমস্ত অলঙ্কার সুবর্ণের?

আমি। এখন তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিবে?

বছিরুদ্দিন। হয় ত এমন হইতে পারিত, বাক্সের ভিতর যে সকল অলঙ্কার আছে, তাহার সমস্তই পিত্তলের। আর আমরা চাহিলে, তিনি একখানি অপর সুবর্ণের অলঙ্কার বাহির করিয়া আনিয়া দিতেন। যাচাইয়া নিশ্চয়ই আমরা উহাতে সুবর্ণ পাইতাম, এবং উহার উপর নির্ভর বা বিশ্বাস করিয়া পরিশেষে পিত্তলের অলঙ্কারগুলি আমাদিগকে লইতে হইত। এখন আর তাহা হইতে পারে না। কারণ, আমি বাক্সের ভিতর হইতে কোন্ গহনাখানি গ্রহণ করিব, তাহা যখন তিনি অবগত নহেন, তখন তাহার মধ্যে তিনি একখানি সুবর্ণের অলঙ্কার রাখিয়া আমা-

দিগকে প্রতারিত করিতে সাহসী হইতে পারেন না। যখন আমি নিজে সমস্ত অলঙ্কারের মধ্য হইতে যে কোন একখানি অলঙ্কার গ্রহণ করিতেছি, তখন উহা পিত্তলের অলঙ্কার হইবায়ই সম্ভাবনা। সুতরাং যখন উহা আমরা যাচাইয়া দেখিব, তখন সমস্ত কথাই বাহির হইয়া পড়িবে। এখন বুঝিতে পারিলেন, আমি কেন নিজ হস্তে সমস্ত গহনার মধ্য হইতে যে কোন একখানি গহনা বাহির করিয়া লইলাম?

আমি। এ অতি উত্তম উপায়। কারণ, সমস্ত পিত্তলের গহনার মধ্যে যদি একখানি বা দুইখানি সোণার গহনা রাখা থাকে, এবং একজন অপরিচিত লোক তাহার মধ্য হইতে তাহার ইচ্ছামত যে কোন একখানি অলঙ্কার বাহির করিয়া লয়, তাহার হস্তে যে সেই সুবর্ণের অলঙ্কারই আসিয়া পড়িবে, তাহারই বা অর্থ কি?

বছিরুদ্দিন। তাহা ত হইল। অলঙ্কার যাচাইয়াও দেখিব; কিন্তু এখন টাকার সংগ্রহ হইবে কি প্রকারে?

আমি। আমারও সেই ভাবনা।

বছিরুদ্দিন। যখন এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন একরূপ উপায় করিতেই হইবে।

আমি। কি উপায় করিতে চাহ বল?

বছিরুদ্দিন। আপনি পাঁচ হাজার টাকা অপেক্ষা আর কিছু অধিক দিতে পারিবেন না কি?

আমি। মোটে আমার সম্বল পাঁচ হাজার টাকা। একথা আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, আর তাহা হইতে এক সহস্র মুদ্রা আমি আমার নিকট রাখিতে চাই। তাহাও তুমি

অবগত আছ। সুতরাং আর অধিক অর্থ কোথা হইতে আসিবে?

বছিরুদ্দিন। তাহা ত অবগত আছি; কিন্তু সামান্য টাকার নিমিত্ত কাযটা যে নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাই বা কিরূপে দেখিতে পারি। আচ্ছা, আপনি এক কায করুন।

আমি। কি?

বছিরুদ্দিন। আপনার নিকট যে পাঁচ হাজার টাকা আছে, তাহার সমস্তই আপনি প্রদান করুন। উহা হইতে এক হাজার টাকা রাখিবার এখন কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর যদি দিন দেন, ত সেই এক হাজার টাকার পরিবর্ত্তে আপনি আরও কয় হাজার টাকা রাখিতে পারিবেন, দেখিবেন।

আমি। আচ্ছা, তাহাই যেন হইল, আমি না হয়, পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করিলাম। এক হাজার টাকা তুমি প্রদান করিতেছ; কিন্তু অবশিষ্ট আর এক হাজার টাকা কোথা হইতে আসিবে?

বছিরুদ্দিন। তাহার নিমিত্ত আপনাকে আর অধিক চিন্তা করিতে হইবে না। আমার স্ত্রীর যে সকল অলঙ্কার আছে, তাহাই বন্ধক দিয়া না হয়, আর এক হাজার টাকার যোগাড় করিয়া লইব। কারণ, এরূপ অবস্থায় সামান্য অর্থের নিমিত্ত এই কার্য্য পরিত্যাগ করিলে, এরূপ সুযোগ জীবনে আর কখনও পাইব না।

"আমাদিগের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর, আমরা উভয়ে উভয়দিকে গমন করিলাম। বছিরুদ্দিন তাহার গৃহে গমন করিতেছে বলিয়া একদিকে চলিয়া গেল, আমিও আমার গৃহে

আসিয়া উপনীত হইলাম। যাইবার সময় বছিরুদ্দিন গহনাখানি আমাকে প্রদান করিয়া গেল। রাত্রিকালে উহা আমার নিকটেই রহিয়া গেল।

"পরদিবস প্রাতঃকালে বছিরুদ্দিন আসিয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইল ও কহিল, "আপনার পরিচিত যদি কোন পোদ্দার থাকে, তাহাকে এই স্থানে ডাকাইয়া গহনাখানি যাচাইয়া দেখিলে ভাল হয়।"

"আমার বাড়ীর অতি সন্নিকটেই একজন স্বর্ণকারের একটী দোকান ছিল। তাহাকে ডাকিয়া আমি আমার বাড়ীতে আনিলাম, এবং বছিরুদ্দিনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, "এই ব্যক্তি আমার নিকট একখানি অলঙ্কার বিক্রয় করিতে চাহেন, কি মূল্যে আমি উহা গ্রহণ করিতে পারি, তাহা যদি তুমি বলিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি সবিশেষরূপে উপকৃত হই।"

উত্তরে স্বর্ণকার কহিল, "সে আর আশ্চর্য্য কি! আপনারা গহনাথনি লইয়া আমার দোকানে আসুন, সেই স্থানে বসিয়া উত্তমরূপে যাচাই করিয়া, আধঘণ্টার মধ্যে মূল্য অবধারিত করিয়া দিব।"

আমরা উভয়েই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার সহিত তাহার সেই দোকানে সেই অলঙ্কারের সহিত গমন করিলাম। দোকানদার আমাদিগকে তাহার দোকানে বসাইয়া আমাদিগের সম্মুখে সেই গহনাখানি ওজন করিয়া, কসিয়া দেখিয়া, এবং পরিশেষে তাহার এক অংশ পোড়াইয়া পর্য্যন্ত দেখিয়া, যে দাম বলিয়া দিল, তাহাতে দেখিলাম, তালিকার লিখিত দাম অপেক্ষাও উহার দাম অধিক।

"তালিকায় যে দাম লেখা আছে, তাহা অপেক্ষা উহাতে অধিক মূল্যের স্বর্ণ আছে জানিতে পারিয়া, আমি বছিরুদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তালিকায় লিখিত মূল্য অপেক্ষা ইহার মূল্য অধিক হইতেছে কেন?"

"উত্তরে বছিরুদ্দিন কহিল, "যে সময় সেই সকল দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, সেই সময় অপেক্ষা যে সময় সেই সকল অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সময় সুবর্ণের মূল্য অনেক কম ছিল। সুতরাং পুলিস তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় যে মূল্যের সুবর্ণ দ্বারা উহা প্রস্তুত হয়, সেই মূল্যই তালিকাতে লিখিয়া লইয়াছে; সুতরাং এখন তাহার দাম আরও অধিক হইবেই ত। এরূপ অবস্থায় দেখিতেছি, আমাদিগের আরও কিছু অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যাহার নিকট সেই সমস্ত অলঙ্কার আছে, একথা তাহাকে বলিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।"

"এইরূপে অলঙ্কারখানি যাচাইয়া দেখিয়া আমরা উভয়েই অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, এবং টাকার সংগ্রহ করিবার মানসে আপন স্থানে প্রস্থান করিলাম।

"আমি যে পাঁচ হাজার টাকার কথা বলিয়াছিলাম, তাহা সংগ্রহ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে পাঁচখানি হাজার হাজার টাকার নোট আনিয়া আমার নিকট রাখিয়া দিলাম।

"পরদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বছিরুদ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল ও আমাকে কহিল, "আমি দুই সহস্র টাকাই সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিয়া আসিয়াছি। সন্ধ্যার পর অবশিষ্ট টাকাগুলি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া আসিব, এইরূপ বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছি।"

"সন্ধ্যার পর সেই পাঁচ হাজার টাকার নোট লইয়া বছিরুদ্দিনের সহিত তাঁহার বাড়ীতে গমন করিলাম। দেখিলাম, তিনি তাঁহার সেই বাহিরের ঘরে আমাদিগের প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন। আমরা গিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলে, তিনি কহিলেন, "কেমন বছিরুদ্দিন! সমস্তই ঠিক করিয়া আসিয়াছ ত?"

"উত্তরে বছিরুদ্দিন কহিল, "দুই সহস্র টাকা ত আমি আপনাকে দিয়াই গিয়াছি, অবশিষ্ট পাঁচ হাজার টাকা আমরা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।"

"এই কথা শুনিয়া তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে ঘরের এবং বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে উহা বন্ধ করিয়া, যে ঘরের ভিতর আমরা সেইদিবস গিয়া উপবেশন করিয়াছিলাম, সেই ঘরের ভিতর আমাদিগকে বসিতে বলিয়া, তিনি বাহিরে গমন করিলেন, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব-বর্ণিত সেই গহনার বাক্সটী সঙ্গে করিয়া পুনরায় সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পরে গহনার বাক্সটীর চাবি আমার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "আপনি এখন গহনাগুলি, আপনাদিগের নিকট যে তালিকা আছে, তাহার সহিত মিলাইয়া গ্রহণ করিতে পারেন।"

"আমরা সেই বাক্সটী খুলিয়া সেই তালিকার সহিত সমস্ত গহনা মিলাইয়া দেখিলাম যে, উহা ঠিক আছে। তখন সেই গহনাগুলি পুনরায় সেই বাক্সের ভিতর পূরিয়া তাহাতে চাবি বন্ধ করিয়া দিলাম। চাবি আপনার নিকট রাখিয়া, আমার যে পাঁচ হাজার টাকার নোট ছিল, তাহা বাহির করিয়া দিলাম।

তিনি সেই নোটগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইয়া কহিলেন, "এখন আপনারা এই সকল গহনা লইয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিতে পারেন।"

"তাঁহার এই কথা শুনিয়া গহনাসমেত সেই বাক্সটী লইয়া, আমরা সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। তিনিও সেই নোট-গুলির সহিত আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘর হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন।

"রাস্তা হইতে একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া আমরা বাড়ীতে গমন করিলাম। বছিরুদ্দিন আমাকে আমার বাড়ীতে পৌছিয়া দিয়া আপন বাসায় গমন করিল। বাক্সসমেত সমস্ত গহনা আমার নিকটেই রহিয়া গেল। গমন করিবার সময় বছিরুদ্দিন বলিয়া গেল যে, কল্য পুনরায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, এবং সেই সময় হইতে গহনাগুলি বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত ঠিক করিবে।

"পরদিবস যে সময়ে বছিরুদ্দিনের আসিবার কথা ছিল, সেই সময়ে বছিরুদ্দিন আর আগমন করিল না। সমস্ত দিবস তাহার অপেক্ষায় বাড়ীতে বসিয়া রহিলাম; কিন্তু সে আর সেইদিবস আসিল না। পরদিবসেও সেইরূপ হইল। এইরূপে ক্রমে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল। বছিরুদ্দিনকে আর দেখিতে পাইলাম না। মনে করিলাম, হয় ত সে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার বাড়ী যে কোথায়, তাহা আমি জানিতাম না। সুতরাং সেই স্থানে গমন করিয়া তাহার কোনরূপ যে সন্ধান করিব, তাহাও হইল না। এইরূপে ক্রমে পনরদিবস অতি-বাহিত হইয়া গেল।

"পনরদিবসের মধ্যে যখন দেখিলাম, বছিরুদ্দিন আমার বাড়ীতে আর আগমন করিল না, তখন সেই সকল অলঙ্কারের দুই এক-খানি বিক্রয় করিবার বাসনা করিলাম। আমাদিগের বাড়ীর সন্নিকটে যে স্বর্ণকার বাস করিত, এবং যাহার নিকট গিয়া পূর্ব্বে একখানি গহনা যাচাই করিয়া দেখিয়াছিলাম, আর একখানি গহনা লইয়া পুনরায় তাহার নিকট গমন করিলাম, এবং তাহাকে কহিলাম, "কয়েকখানি অলঙ্কার আমার নিকট অনেকদিবস পর্য্যন্ত বন্ধক ছিল। যে ব্যক্তির অলঙ্কার, তিনি সুদসমেত টাকা প্রদান করিয়া সেই সকল অলঙ্কার পুনরায় গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া, সেই সকল অলঙ্কার আমাকে বিক্রয় করিয়া লইতে বলিয়াছেন। সুতরাং সেই অলঙ্কারগুলি আমি ক্রমে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, এবং একখানি আনয়নও করি-য়াছি। আমার ইচ্ছা, এই অলঙ্কারখানি গলাইয়া উহাতে কত মূল্যের সুবর্ণ আছে, তাহা আমাকে ঠিক করিয়া দেও। আমি অপর স্থানে লইয়া গিয়া উহা বিক্রয় করিয়া ফেলি। আর যদি তুমি নিজেই উহা ক্রয় করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি উহা তোমার নিকট বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি।"

"এই বলিয়া সেই অলঙ্কারখানি আমি তাহার হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি উহা উত্তমরূপে কসিয়া মাজিয়া দেখিয়া আমাকে কহিলেন, "যে ব্যক্তি এই অলঙ্কারখানি আপনার নিকট বন্ধক দিয়াছিল, সেই ব্যক্তি আপনার পরিচিত, কি অপরিচিত?"

আমি। কেন মহাশয়! আপনি একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

স্বর্ণকার। প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

আমি। কি প্রয়োজন?

স্বর্ণকার। কি প্রয়োজন, তাহা আমি পরে বলিতেছি, অগ্রে আপনি আমার কথার উত্তর প্রদান করুন দেখি।

আমি। যে ব্যক্তি এই অলঙ্কার আমার নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন, তিনি আমার নিকট সবিশেষরূপে পরিচিত নহেন; কিন্তু একবারেই যে অপরিচিত, তাহাও নহে।

স্বর্ণকার। এরূপ অলঙ্কার আর কয়খানি সে ব্যক্তি আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়াছিল?

আমি। আরও দুই একখানি আছে।

স্বর্ণকার। কত টাকায়?

আমি। তাহা আমার ঠিক মনে নাই। কাগজ না দেখিয়া আমি আপনার একথার উত্তর দিতে সমর্থ নহি।

স্বর্ণকার। সুদ, কি আসলের টাকা সে কখনও কিছু প্রদান করিয়াছে কি?

আমি। না।

"আমার এই কথা শুনিয়া সেই স্বর্ণকার সেই গহনাখানি আর একবার উত্তমরূপে কসিয়া দেখিলেন ও কহিলেন, "আমার বোধ হইতেছে, আপনার অনেকগুলি টাকা লোক্‌সান হইবে।"

আমি। কেন?

স্বর্ণকার। আমার বিবেচনায় এই অলঙ্কারখানি সুবর্ণের বলিয়া অনুমান হয় না।

আমি। কি বলিয়া অনুমান হয়?

স্বর্ণকার। পিত্তলের।

আমি। তাহা কখনই হইতে পারে না। সে যে আমাকে ঠকাইবে, ইহা আমি কোন প্রকারেই মনে করিতে পারি না।

স্বর্ণকার। আপনি মনে করুন বা না করুন, কিন্তু আপনি যে প্রতারিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ অলঙ্কার কোনরূপেই সুবর্ণের হইতে পারে না, ইহা পিত্তলের গহনা।

আমি। আপনি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা পিত্তলের ?

স্বর্ণকার। তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি কেন, আপনি যে কোন সুবর্ণ-ব্যবসায়ী লোককে দেখান, হাতে করিয়াই তিনি কহিবেন, ইহা পিত্তলের। কসিয়া দেখিবারও কোনরূপ প্রয়োজন হইবে না।

আমি। তাহা হইলে আপনাকে আর একটু কার্য্য করিতে হইতেছে।

স্বর্ণকার। কি ?

আমি। আমার সহিত একবার আপনাকে আমার বাড়ীতে গমন করিতে হইবে।

স্বর্ণকার। কেন ?

আমি। সে যে গহনা কয়খানি আমার নিকট রাখিয়াছিল, তাহার সমস্তগুলিই আমি আপনাকে দেখাইব। আপনি দেখিয়া বলিয়া দিন যে, সেই সকল অলঙ্কার পিত্তলের কি সুবর্ণের ; নতুবা আমি কোনরূপেই আমার মন স্থির করিতে পারিতেছি না।

স্বর্ণকার। আর কয়খানি গহনা আছে ?

আমি। চারি পাঁচখানি হইবে।

স্বর্ণকার। আচ্ছা চলুন, আপনি আমার প্রতিবেশী, আপনার একটী কথা না শুনিলে চলিবে কিরূপে ? বিশেষতঃ আমাদিগের কার্য্যই এই।

"এই বলিয়া কষ্টিপাথর হস্তে লইয়া সেই স্বর্ণকার আমার সহিত আমার বাড়ীতে গমন করিলেন।

"বাড়ীতে গিয়া সেই বাক্স হইতে আরও চারি পাঁচখানি অলঙ্কার বাহির করিয়া আনিয়া আমি সেই স্বর্ণকারের হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি এক একখানি করিয়া সমস্তগুলিই কসিয়া দেখিলেন ও কহিলেন, "ইহার একখানিও সুবর্ণের নহে। সমস্তই পিত্তলের গহনা, সোণালি গিল্‌টি করা।"

আমি। তাহা হইলে ত দেখিতেছি, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমার যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে!

স্বর্ণকার। কেন, এই সকল গহনা রাখিয়া আপনি কত টাকাই দিয়াছেন যে, আপনার যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে?

আমি। আমি আর দুঃখের কথা বলিব কি, আমি পূর্ব্বে আপনাকে যাহা বলিয়াছি, তাহার সমস্ত প্রকৃত নহে। আমি ইচ্ছা করিয়া দুই একটী মিথ্যা কথা কহিয়াছি। কেবল যে এই কয়খানি গহনাই আমি বন্ধক রাখিয়াছি, তাহা নহে; আমার যাহা কিছু ছিল, তাহাই যে কেবল গিয়াছে, তাহা নহে। তদ্ব্যতীত আমি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি আজীবনকাল পরিশ্রম করিয়া অতি কষ্টে কোনরূপে পাঁচ হাজার টাকার সংস্থান করিয়াছিলাম। তদ্ব্যতীত আর এক ব্যক্তির নিকট হইতে আরও দুই সহস্র মুদ্রা ঋণ করিয়া অধিক সুদের লোভে সেই সাত হাজার টাকা একজনকে কর্জ্জ দিয়াছিলাম। তিনি আমার নিকট প্রায় বিশ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়াছিলেন।

"এই বলিয়া সেই বাক্সের ভিতর যতগুলি গহনা ছিল, সমস্তই আনিয়া সেই স্বর্ণকারের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

"স্বর্ণকারও এক একখানি করিয়া তাহার সমস্তগুলিই কসিয়া দেখিলেন ও কহিলেন, "ইহার একখানিও স্মুবর্ণের নহে, সমস্তই পিত্তলের।"

"স্বর্ণকারের এই কথা শুনিয়া আমার মনে যে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, তাহা, পাঠকপাঠিকাগণ! আপনারাই অনুমান করিয়া দেখুন। আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম, এবং কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমি আমার বিবেচনা ও বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিলাম। সেই সময় আমার যে কি করা কর্ত্তব্য, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, সমস্ত গহনা সেই বাক্সের ভিতর পূরিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলাম। তাহার পর ঘরের ভিতর একস্থানে উহা রাখিয়া আমি আমার বিছানার উপর গিয়া শয়ন করিলাম। স্বর্ণকারও আমার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে আপন দোকানাভিমুখে গমন করিল।

"আমি কতক্ষণ যে আমার বিছানার উপর একরূপ অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় ছিলাম, তাহা জানি না। কিন্তু যখন আমার সম্পূর্ণ জ্ঞানের পুনরায় উদয় হইল, তখন দেখিলাম, আমার স্ত্রী আমার নিকট নিতান্ত বিষন্নবদনে বসিয়া আমাকে ব্যজন করিতেছে। আমার সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যের উদয় হইলে, আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এরূপ অবস্থা হইয়াছিল কেন?"

"উত্তরে আমি কহিলাম, "কেন, তাহা আর কি বলিব? আমার জীবনের ত একরূপ শেষ হইয়াছে! কিন্তু তোমাদিগকেও একবারে পথের ভিখারী করিয়া দিয়াছি! তোমাদিগের অন্ন-বস্ত্রের যে সংস্থান ছিল, তাহার সমস্তই আমি নিজ বুদ্ধির দোষে নষ্ট করিয়াছি!

"আমার কথা শুনিয়া, আমার স্ত্রী কিছুই বুঝিতে পারিল না। কারণ, সে আমার সেই পাঁচ হাজার টাকার কথা কিছুমাত্র অবগত ছিল না। আমার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, এখন তাহার সমস্ত অবস্থা তাহাকে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া সে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল এবং কহিল, "যাহা হই-বার তাহা হইয়াছে, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে, এখন আপন মনকে স্থির করিয়া যদি ইহার কোনরূপ উপায় করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা দেখুন।" তাহার কথার উত্তরে আমি কহিলাম, "এখন আর আমি কি চেষ্টা দেখিব? যখন হস্তের টাকা হস্তান্তর করিয়া ফেলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কতকগুলি পিত্তলের অলঙ্কার ক্রয় করিয়াছি, তখন নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দেওয়া ভিন্ন আর কি করিতে পারি?"

"প্রত্যুত্তরে আমার স্ত্রী কহিল, "যাহার নিকট হইতে তুমি এই সকল অলঙ্কার ক্রয় করিয়াছ, তাহার বাড়ী ত তুমি চিন। তাহার নিকট গমন করিয়া দেখ, সে এখন কি বলে।"

"আমি আমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া মনে করিলাম, এ পরামর্শ মন্দ নহে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, যাহার নিকট হইতে অলঙ্কার-গুলি ক্রয় করিয়াছিলাম, তাহার সাহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাহার বাড়ীতে গমন করিলাম। সেই স্থানে গিয়া দেখি; সেই বাড়ী শূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, লোকজন কেহই সেই বাড়ীতে নাই। কোন্ ব্যক্তি সেই বাড়ীতে বাস করিত, তাহা জানিবার নিমিত্ত সেই স্থানে একটু অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কেহই তাহার নাম বলিতে পারিল না। তাহাদিগের নিকট হইতে কেবলমাত্র ইহাই জানিতে পারিলাম যে, কেবলমাত্র

দশ পনরদিবসমাত্র সেই ব্যক্তি সেই স্থানে বাস করিয়া আট দশদিবস হইল, সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া আমি তাহাকে বাহির করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাহার কোনরূপ সন্ধানই করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যখন তাহার কোনরূপ সন্ধান পাইলাম না, তখন বছিরুদ্দিনের নিমিত্তও অনেক স্থানে অনেকরূপ অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু তাহারও কোনরূপ ঠিকানা করিয়া উঠিতে সমর্থ হইলাম না।

"এখন মহাশয়! আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সমস্ত কথা অকপটচিত্তে আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলাম, এখন আপনার বিবেচনায় যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করুন।" এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে আমি সান্ত্বনা করিয়া, 'এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানের ভার আমি গ্রহণ করিব,' এই বলিয়া তাহাকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুস্থ করিলাম।

পরদিবস হইতেই আমি এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া, যে সকল লোক জীবনযাপন করিয়া থাকে, তাহাদিগের অনেককেই আমি জানিতাম। সেই লোকদিগকে ক্রমে আমি সেই বাবুকে দেখাইতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় দুই তিনদিবসকাল অনেক লোককে তাঁহাকে দেখাইতে দেখাইতে একটী লোককে তিনি চিনিতে পারিলেন এবং কহিলেন, "মহাশয়! ইহার নামই বছিরুদ্দিন।"

বছিরুদ্দিনকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, সে আমার নিকট সেইরূপই বলিল। পরিশেষে কহিল,

"মহাশয়! আমারও ইহাতে দুই সহস্র টাকা ক্ষতি হইয়াছে। আমি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া, ইহার সহিত এই কয়দিবস সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই।"

বছিরুদ্দিন যাহাই বলুক না কেন, অনুসন্ধানে সমস্তই বাহির হইয়া পড়িল। যে ব্যক্তি গহনাগুলি বিক্রয় করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিও পরিশেষে ধৃত হইল, এবং তাহাকে দুই সহস্র টাকা বছিরুদ্দিন প্রদান করে নাই, ইহাও জানিতে পারিলাম। অনুসন্ধানে আরও জানিতে পারিলাম যে, সেই ব্যক্তি বছিরুদ্দিনের একজন সহচর। উভয়ে মিলিত হইয়া এই ভয়ানক জুয়াচুরি ব্যবসা অবলম্বন করিয়া, সেই ব্যক্তির নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত করিয়াছে।

অনেক কষ্টে আমি উভয়ের নিকট হইতে তিন হাজার টাকা আদায় করিলাম। অবশিষ্ট দুই হাজার টাকার আর কোনরূপ উদ্ধার হইল না।

বিচারে বছিরুদ্দিন এবং তাহার সঙ্গী উভয়েই কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

সম্পূর্ণ।

---

* আগামী বৈশাখ মাসে অষ্টম বর্ষের প্রথম সংখ্যায়

"প্রণয়ে সংশয়।"

(অর্থাৎ স্ত্রী-চরিত্রের অপূর্ব্ব রহস্য!)

বাহির হইবে।